গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য

প্রথম খণ্ড।

হিন্দুবিবাহ-সমালোচনা, বিধবা-বিবাহ, হিন্দু কন্যার বিবাহসংস্কার
কোন্ সময়ে হওয়া শাস্ত্রসম্মত, বৈদ্যজাতিতত্ত্ব, মদিরা,
কৃষ্ণাবতার-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র বিরচিত।



কলিকাতা

বঙ্গাব্দ ১৩৩২।

[মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

কলিকাতা
২০ নং রাধানাথ বসু-লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
বিদ্যোদয় প্রেস
১৭নং রাধানাথ বসু-লেন, (গোয়াবাগান)

শুদ্ধিপত্র

অবতরণিকার পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২২	পাশ্চত্য	পাশ্চাত্য
১০	৭	ক্ষীরদ	ক্ষীর
ঐ	১৭	একদিম	একদিন
১১	২৯	অন্তলীলা	অন্ত্যলীলা
১২	১২	হইত	হইতে
১৩	২৬	তদাহি	তবহি
১৪	১১।১২	hystrical	hysterical
১৭	১৮	তাহার	তাঁহার
১৮	৮	বৈষ্ণেবের	বৈষ্ণবের
১৯	২৩	অহুচর	অনুচর
২০	১৪	অধঃপতে	অধঃপাতে
ঐ	১৭	অদৃত	আদৃত
ঐ	২৫	ভার	ভয়ে
২ম	২১	পাশ্চত্য	পাশ্চাত্য
ঐ	২৯	প্রযুত্ত	প্রযুক্ত
(উদ্বোধনের)			
৵০	৯	বিষ্ময়	বিস্ময়
।০	২৬	কণ্ঠে	কণ্ঠে
ঐ	২৮	বিপুলো	বিপুলো
।৵০	২৩	ধ্যানপরা	ধ্যানপরা
ঐ	২৪	কহিচিৎ	কহিচিৎ
॥০	২০	যদ্বদতে	যদ্বদতা
ঐ	২১	স্মররভুকল্পি	স্মরভুরকল্পি

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঐ	২৫	তাবচ্চতুঃ	তাবৃচতুঃ
ঐ	২৮	নৈষদীয়	নৈষধীয়
॥৴৹	১২	প্রজ্জলোন্মুখ	প্রজ্বলনোন্মুখ
ঐ	১৭	ভব	ভবঃ
ঐ	১৮	তুমি সর্ব্বদা নিরত থাক	কল্যাণ সুনিশ্চিত
॥৶৹	১২	ঘুর্ণিত	ঘূর্ণিত
৸৶৹	৬	উন্মাদ	উন্মাদ
১৸৴৹	১৮	স্মতিশক্তির	স্মৃতিশক্তির

(মূল গ্রন্থের)

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৩	চাও	চাং
১৩	৬	সেন	সে
ঐ	৯	সঞ্চ	সজ্জ
ঐ	১৯	তাম্বুল	তাম্বূল
১৫	(সর্ব্বনীচে)	•	চৈঃ, ভাঃ আ, খ, ষষ্ঠ-অধ্যায় পর্য্যন্ত।
১৬	১৫	প্রবণা	প্রস্তা
ঐ	১৬	যে স্নায়বিক	স্নায়বিক
১৭	২৪	উপজিত	উপজাত
২০	১০	Veso-motor	Vaso-motor
২২	২৫	Enotional	Emotional
২৫	৫	চিন্তা	চিন্তা
৩৬	১৩	চাতুরি	চাতুরী
ঐ	২৬	Persuation	Persuasion
ঐ	৩০	Asler	Osler
৪০	৮	শীরা	শিরা
৫০	২২	আক্রমোণাত্তর	আক্রমণোত্তর

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৯	১০	ইষ্টমাত্র	ইষ্টমন্ত্র
৬১	১৬	আদারে	আদরে
৬৪	৪৫	দিব্যবাণী	দৈববাণী
ঐ	১১	ভাবসন্ধ	ভাবসত্ত্ব
৬৭	১৩	তত্ব	তত্ত্ব
৭০	২৭	বাটি	বাটী
৭২	২৭	সমন্বায়	সমাম্নায়
৮০	২০	8	3
ঐ	ঐ	Truce	Trance
ঐ	২২	venaraltion	veneration
ঐ	২৫	hammaring	hammering
৮১	২	চিন্তাকর্ষণের	চিত্তাকর্ষণের
৮২	২০	ধৈর্য্যতার	ধৈর্য্যের
২৮	৮২	আজ্ঞানুবর্ত্তীর	আজ্ঞানুবর্ত্তিতার
৯১	৩	পূ ভাস	পূর্ব্বাভাস
৯৩	৯	পাষণ্ডী কর্ত্তৃক	পাষণ্ডি কর্ত্তৃক
৯৪	২৬	t	it
৯৭	১৩	Persuation	Persuasion
৯৯	১৮	আচমনী	আচমনীয়
১০০	৮	উচিৎ	উচিত
ঐ	২৫	হও	হঙ
১০২	৮	মষুর	ময়ূর
ঐ	১৩	কৌস্তভ	কৌস্তভ
১০৬	২১	চিত্তবৃত্তি	চিত্তবৃত্তি
১১০	১৮	প্রবোধছলে	প্রবোধচ্ছলে
১২০	১০	অক্রূযানের	অক্রূর যানের
ঐ	১৮	সম্ভ্রমের	সম্ভ্রমের

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২১	৯	কুষ্ট	কুষ্ঠ
১২৩	১	গেরাঙ্গ	গৌরাঙ্গ
১২৪	২০	পততি	পতিত
১২৫	২০	দিয়াছিলেন	গিয়াছিলেন
ঐ	২১	শুকর শুকর	শূকর শূকর
ঐ	২৬	বিশ্বেশ্বর	বিশ্বম্ভর
১২৭	১৪	প্রেরণায়	প্রেরণার
ঐ	১৯	করিয়ালেন	করিয়াছিলেন
১২৮	১৩	গুঢ়	গূঢ়
ঐ	১৮	পণ্ডিত	পণ্ডিত নামে
১২৯	৪	সত্ত্বর	সত্বর
১৩০	২	যেইরূপ	যেরূপ
ঐ	৬	স্কন্দে	স্কন্ধে
১৩১	২১	দ্বা	কথা
১৩৫	৬	শ্বানু	স্বানু
ঐ	২১	এইরূশ	এইরূপে
ঐ	২৯	চিৎকার	চীৎকার
১৩৭	১৩/১৬	কমুণ্ডলু	কমণ্ডলু
১৩৯	১৫	গূঢ়তত্ব	গূঢ়তত্ত্ব
ঐ	ঐ	ভবাগতে	ভাগবতে
১৪০	১০,১৩,	নৈবিদ্য	নৈবেদ্য
১৪১	১,৭,	মন্তব্য মন্তব্যে	মন্তব্য, মন্তব্যে
১৪৩	১২	সাপ্নিক	স্বাপ্নিক
ঐ	২৭	থাকায়	থাকার
১৪৪	৯	সামর্থ	সামর্থ্য
১৪৫	৬	কৌতুহলী	কৌতূহলী
ঐ	২২	দোঁহায়	দোঁহার

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৭	২৮	সদ্য-পরিচিত	সদ্যঃ পরিচিত
১৪৮	৭	ভাবোচ্ছাস	ভাবোচ্ছ্বাস
ঐ	১১	উপলব্দ	উপলব্ধ
১৪৯	১৭	মৃত্যের ন্যায় বীভৎস	নৃত্যের এক বীভৎস
১৫০	১২	পদ-স্পর্শে	পদস্পর্শে
ঐ	২৫	সত্তর	সত্বর
ঐ	ঐ	বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
১৫৪	১৬	মস্তকের	মস্তকের
ঐ	২০,৩০	ষড়্‌ভূজ	ষড়্‌ভুজ
১৫৫	৮	ভাবাশিষ্ট	ভাবাবিষ্ট
ঐ	২১	ষড়্‌ভুজের	ষড়্‌ভুজ
১৫৬	১৬	ঐন্দ্রজালাল	ঐন্দ্রজালিক
১৪৭	১৫	আকাঙ্কায়	আকাঙ্ক্ষায়
১৫৭	২২	প্রবর্ণার	প্রেরণার
ঐ	২৭	কিছু	কিন্তু
১৬০	৩	সজ্জ	সজ্জা
ঐ	১৬	বিহ্লল	বিহ্বল
১৬২	২৭	উর্দ্দি	উর্দ্ধ
১৬৩	৩	সকল	সফল
ঐ	১৪	ধুপ	ধূপ
১৬৪	১	কুর্ম্ম	কূর্ম্ম
১৬৮	১২	অনুশীলন	অনুশীলন অর্থাৎ
১৭১	১৬	মূর্চ্ছাপগতে	মূর্চ্ছাপগমে
ঐ	১৪	অবতারত্তের	অবতারত্বের
১৭৩	৮	উর্দ্ধবাহু	উর্দ্ধবাহু
ঐ	২৪	লজ্জ	সজ্জা
১৭৪	১৫	ভগবত্তার	ভগবত্তার

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৫	২	অন্যান্যধেয়	অন্যান্যধ্যেয়
ঐ	২১	ভাবোচ্ছাস	ভাবোচ্ছ্বাস
ঐ	২৭	সামর্থ	সামর্থ্য
১৭৬	২২	বান্দিয়া	বাদ্ধিয়া
১৭৮	১১	তত্বাংশে	তত্ত্বাংশে
ঐ	১৫	করাইতেই	করিতেই
ঐ	২৬	বিদ্যমানতি	বিদ্যমানতা
ঐ	২৮	বিশ্বাসও	বিশ্বাস
১৮০	৮	বশবর্ত্ত	বশবর্ত্তী
১৮৫	৮	মুন্দাদিব	মুকুন্দাদির
১৮৬	১২	দন্দজ	দ্বন্দ্বজ
ঐ	২০	শেশীর	পেশীর
ঐ	২৩	tern	term
ঐ	৭	সচরারর	সচরাচর
ঐ	ঐ	ষেবন	যেমন
ঐ	৩৯	relegions	religious
১৮৯	২৪	চাকা	ঢাকা
ঐ	২২	গৃহ্য	গুহ্য
১৯২	২	ভাবপ্রবর্ণতায়	ভাবপ্রবণতার
১৯৪	১৮	স্তুরু	শুরু
২০৪	৫	শ্রীরামের	শ্রীবাসের
২০৪	২৮	ভাবপ্ররণার	ভাবপ্রেরণার
২২৬	২৫	ভুতোথাদের	ভূতোন্মাদের
ঐ	১৪	সৃকনি	সৃক্কণী
২৪৭	২০	মহত্ব	মহত্ত্ব
ঐ	৬	সকৌশল	কৌশল
ঐ	২০	সুসজ্জিত	সুসঙ্গত

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৩	৮	বিশন্নীভূত	বিষন্নীভূত
২৭৪	৭	তিরস্কার	তিরস্কার
ঐ	২৪	সম্ভুতং	সম্ভূতং
ঐ	২৮	ধর্ম্মন্য	ধর্ম্মস্য
ঐ	২৯	স্বজাম্যস্থম্	স্বজামাহম্
২৯৫	২০	ভাগিরথী	ভাগীরথী
২৯৬	৫	থ্যান	ধ্যান
৩১৬	২২	ঝ়াঁপ	ঝাঁপ
ঐ	২৯	দণ্ডবত	দণ্ডবৎ
৬১৮	১১	অমুরুপ	অনুরূপ
৬১০	২৯	নৈবিদ্য	নৈবেদ্য
৩২১	২৪	cpileptic it	Epileptic fit
৩২২	২৮	ক্রোধে	ক্রোধ
৩২৩	১৮	ক্রিয়মান	ক্রিয়মাণ
৩২৪	৯	স্বীয়কৃত	স্বকৃত
৩১১	২৫,২৭	নিত্যানন্দের	মুরারির
ঐ	২৮	নিত্যানন্দ	মুরারি
৩৩৩	৪	নিত্যানন্দকে	মুরারিকে
৩৩৪	২৭	শান্তি তৃপ্ত	শান্তি ও তৃপ্তি
৩৫৫	১৭	চুড়ান্ত	চূড়ান্ত
৩৪২	২৬	স্বরুপিনী পতিভ্রতা	স্বরূপিণী পতিব্রতা
৩৪৬	৬	পরমহিতৈষি	পরমহিতৈষী
৩৪৭	৪	ইহারা	হইয়া
৩৪৮	১০	দায়ীত্ব	দায়িত্ব
৩৫১	২০	ধর	ঘর
৩৫২	২১	পরণ	শরণ
ঐ	২৫	অদ্ভত	অদ্ভুত

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি		
৩৬৩	১২	সমভূত	সমুদ্ভূত
৩৭৩	২৩	উচ্ছাসলীলা	উচ্ছ্বাসলীল'
৩৭৫	৮	অদ্বৈতেতে	অদ্বৈতে
৩৭৬	২৬	বিশ্বম্ভরের	বিশ্বম্ভর
৩৮৯	১৯	সূক্ষ	সূক্ষ্ম
৩৯১	১৯	অতুাদ্ভুত	অত্যদ্ভুত
৩৯২	১৩	জাগরুক	জাগরূক
৩৯৮	২২	চন্দ্রিমা	চন্দ্রমা
৩৯৯	২৬	ক্রিয়োম্মুখ	ক্রিয়োন্মুখ

সূচী।

প্রথম খণ্ড।

অবতরণিকা।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গ ও উড়িষ্যা প্রদেশে, হিন্দু সমাজের আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট গৌরাঙ্গদেব সুপরিচিত। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের এমন লোক অতি বিরল যিনি গৌরাঙ্গকে কোন না কোন রূপে না জানেন। (মুসলমানদিগের মধ্যেও তিনি একেবারে অপরিচিত নহেন।) শাক্তগণ তাঁহাকে শাক্তধর্ম্মবিরোধী এবং প্রাচীন মতের হিন্দুগণ তাঁহাকে বেদমূলক ধর্ম্মের উচ্ছেদক, তথা স্মৃত্যাদিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরও বিপ্লবকারী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণ্যভাব চিরকাল পোষণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক গৌরাঙ্গকে বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত, অথচ প্রাচীন সাধন ভজন প্রণালীর সংস্কার ব্যপদেশে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনকারী বিবেচনায় তাঁহাকে তদনুরূপ সম্মান ও আদর করিয়া থাকেন। অন্য কতকগুলি বৈষ্ণব গৌরাঙ্গকে নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অংশাবতার রূপে বিশ্বাস ও ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। আর গৌরাঙ্গভক্ত অন্য বৈষ্ণবেরা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী স্বয়ং নারায়ণ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করতঃ তাঁহার সাধন ভজনে প্রবৃত্ত আছেন। আবার উঁহাদের মধ্যে এক শাখা-সম্প্রদায় এরূপও বিশ্বাস করেন যে, তথাকথিত লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রেমাস্পদভূতা ও প্রিয়তমা সহচরী গৌরবর্ণা শ্রীমতী রাধিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া একাধারে ইদানীং নিমাই বা গৌরাঙ্গ রূপে জন্মগ্রহণ করতঃ লীলা করিয়াছেন। এখনও তিনি পূর্ব্ববৎ লীলা করিতেছেন, যে ভাগ্যবান্ সে তাহা দেখিতে পায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন গৌরাঙ্গের দেহাভ্যন্তর কৃষ্ণবর্ণ এবং বহির্দ্দেশ গৌরবর্ণ (অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরঃ) এবং সেই জন্য তাঁহারা ইঁহাকে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভাবিয়া তাঁহাকেই আপনাদের একমাত্র উপাস্য ও প্রেমাস্পদ ইষ্টদেবতা অবধারণে গৌর-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, কোথায় কোথায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও স্থাপন করিয়া তদুপযুক্ত সাধন-ভজন এবং সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কালযাপন

করিয়া আসিতেছেন। এই গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকই পুরীধামে এক সোণার গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া নিত্য সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই প্রকারে গৌরাঙ্গের প্রতি বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আদি ভাগবত সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অধুনা বঙ্গে ও অন্যত্র বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও বিস্তৃত হইয়া এক বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সকলে বিদিত আছেন, গৌরাঙ্গের দৃষ্টান্তে তাঁহার জীবিতকালেই এবং তাহার পরেও বঙ্গীয় সমাজে কোন কোন বিশিষ্ট লোক উদিত হইয়া ধর্ম্মসংস্কার ব্যপদেশে গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাধন-ভজন এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করতঃ লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক কতকগুলি দল বা আখড়া সংগঠন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল দল আউল, বাউল, কর্ত্তা-ভজা প্রভৃতি নামে খ্যাত, এবং ঐ ঐ দলের লোকেরা বৈষ্ণবের নামান্তর বৈরাগী ও বাবাজী নামে অভিহিত এবং (প্রায়ই সেবা-দাসীসহ) ভিক্ষোপজীবী হইয়া সমাজ মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সে যাহা হউক ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, প্রথমোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনাপন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এস্থানে অনেকের মনে সহজেই এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, এক গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের কি নিমিত্ত এতাদৃশ বিভিন্ন সংস্কার উপজাত হইয়াছে? এবং তন্নিবন্ধন গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অথবা দলই বা কেন সৃষ্ট হইল? ইহার উত্তর এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, গৌরাঙ্গের প্রকৃতি বা স্বভাব স্বরূপতঃ কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় উহার ফলে ঐরূপ ঘটিয়াছে। তাহার পরেও যদি কেহ বলেন বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি তাদৃশ প্রবীণ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ যে গৌরাঙ্গের বহু সংখ্যক জীবনী প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি গৌরাঙ্গ চরিত্রের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন? ইহার উত্তরে ইহাই বলা সঙ্গত হইবে যে, গৌরাঙ্গের চরিত্রতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন প্রয়োজনীয় তাহা তাঁহারা আদৌ বিদিত ছিলেন না বলিয়া গৌরাঙ্গ চরিত্রের যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আপনাদের শিক্ষা, রুচি, এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে তাঁহার (এবং প্রসঙ্গক্রমে তদীয় পিতামাতা

এবং অনুচর বর্গেরও) চরিত্রের যেরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের বিবেচনায় তাঁহারা ঐরূপ করিতে গিয়া গৌরাঙ্গের (এবং তাঁহার মাতা পিতা ও অনুচরবর্গেরও) চরিত্রের প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে নানাবিধ কাল্পনিক ও যথেপ্সিত অর্থ প্রকটিত করিতে বাধ্য হইয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজে বিদ্যা এবং ধর্ম্ম চর্চ্চার প্রচুর উন্নতির দিনেও ভাবপ্রবণ (এবং মধুর ভাবের অনুরাগী বা পক্ষপাতী) অনেক লোককে গৌরাঙ্গ-জীবনী লেখকদিগের কথা প্রমাণে গৌরাঙ্গাদির অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ গৌরাঙ্গ-প্রচারিত হরেকৃষ্ণাদি নাম সঙ্কীর্ত্তন-সহ দাস্য-ভক্তি সাধন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে যে একমাত্র ধর্ম্ম-সাধনের পন্থা, তাহা অবধারণ করিয়া তদবলম্বনে চলিতে দেখা যাইতেছে।

অনেকে অবগত থাকিতে পারেন, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যেরও সহজাত একটী স্বভাব বা প্রকৃতি আছে, যাহা দ্বারা তাহার ভবিষ্যজীবনের তাবৎ কার্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ স্বভাব তাহার মনের ইচ্ছা শক্তির প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গ্রামের সাহায্যে কার্য্যকারী হওয়ারই নিয়ম। এই হেতু সভ্য সমাজে স্বভাব বা প্রকৃতির উপরে মনের আধিপত্য অর্জ্জনের জন্য ইন্দ্রিয় সহ মনঃ সংযমনের উপযোগিতা ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে।

এই সংযম শক্তি কতকটা নৈসর্গিক নিয়মে আমরা বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের কৃতকার্য্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকি। অবশিষ্ট প্রাজ্ঞব্যক্তির নিকট এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মুখে শিক্ষা করি। পরন্তু আমাদের মনোবৃত্তি বা মনোভাব সমুদায়কে ঐ সংযম শক্তির সম্যক্ অধীনে রাখিয়া কার্য্য করাইতে হইলে, উহাকে সবল রাখার জন্য সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক এবং যত্নবান্ থাকিতে হয়; কেননা ঐ সংযম শক্তি কোন কারণে কোন সময়ে দুর্ব্বল হইলে আমাদের মনোবৃত্তি সকল (Emotions) স্বভাবের প্রেরণায় ইন্দ্রিয় দ্বারা আমাদিগকে অতর্কিত ভাবে তদনুকূল কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। সকলে ইহা জানেন যে, মনোবৃত্তি সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ বা আপেক্ষিক ধর্ম্মী; যেমন ক্রোধ ও ক্ষমা, দয়া ও নিষ্ঠুরতা, লোভ ও বিতৃষ্ণা, ঘৃণা ও আদর, মিত্রতা ও শত্রুতা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে একটী ভাব প্রবল হইয়া কার্য্য করিলে তদ্বিপরীত ভাবটী তখন নিষ্ক্রিয় বা সুপ্তপ্রায় থাকে।

অতএব ব্যক্তিগত সংযম শক্তির উপরে যখন তাহার ক্রিয়মাণ ভাল মন্দ তাবৎ কার্য্যের সম্পাদন ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখন তাহার পক্ষে ঐ সংযম শক্তির প্রাবল্য অর্থাৎ প্রভুত্ব সর্ব্বদা পরিরক্ষিত থাকা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। সংসারে দুর্ব্বলমনা লোককে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যাপারে স্বীয় অসংযত স্বভাবের প্রেরণায় কতই না অপকার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। এমন কি, ঐ কারণে বিদ্বান্ (শাস্ত্রশাসনজ্ঞ) ব্যক্তিকেও কখন কখন স্বীয় অনিয়মিত স্বভাবের বশীভূত হইয়া অবশভাবে অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এই মানসিক সংযম শক্তির দুর্ব্বলতার কারণ উপরে যেরূপ উক্ত হইয়াছে গৌরাঙ্গে সেই কারণ দুই প্রকারে উপজাত ও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ক্রিয়াপর হইয়াছিল,প্রতীত হয়। প্রথম কারণ—সহজাত স্নায়বীয় ও মানস রোগ প্রবণতা (Inherited tendency of Neuro-Psychosthesia) যাহা মাতৃ গর্ভে পিতা মাতা হইতে সন্তানে সঞ্চারিত। দ্বিতীয় কারণ—স্নায়ব ও মানস-দৌর্ব্বল্য স্বভাব (Neuro-Psychosthetic character)। ইহা ঐ ঐ রোগ-ধর্ম্মে উপজাত। গৌরাঙ্গের শৈশবকালেই এই উভয় কারণের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল। এবং সেই হেতু অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরম্পরার সহায়তায় গৌরাঙ্গের সমগ্র জীবনের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলিতে তাঁহার স্নায়বীয় ও মানসিক দুর্ব্বলতাসূচক বিশিষ্ট-স্বভাবের পরিচয় যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু সাধারণ লোকের কি তাহা বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য হইয়াছিল ? বোধ হয় এই কারণেই বিভিন্ন ভাবগ্রাহী লোক গৌরাঙ্গের বিচিত্র-ভাবময় চরিত্রকে বিভিন্ন ভাবেই গ্রহণ করিয়া লইয়া থাকিবেন।

এস্থলে মনুষ্যের স্বভাব-তত্ত্ব সম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা না বলিলে গৌরাঙ্গের দুর্ব্বল স্নায়ু ও মানস সঞ্জাত বিশিষ্ট-দুর্ব্বল স্বভাবের বিষয় যেন বিশদভাবে বুঝান হইল না, অতএব নিম্নে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ খুলিয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রের কথা—নীতিশাস্ত্র বলেন,—

(ক) সর্ব্বস্য হি পরীক্ষ্যন্তে স্বভাবো নেতরে গুণাঃ।
অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥

(খ) যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্॥

(গ) ন ধর্ম্মশাস্ত্রং পঠতীতি কারণং ন চাপি বেদাধ্যয়নং দুরাত্মনঃ।
স্বভাব এবাত্র তথাতিরিচ্যতে যথা প্রকৃত্যা মধুরং গবাং পয়ঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের অন্য সকল গুণ পরীক্ষা না করিয়াও তাহার স্বভাবই পরীক্ষা করিবে, কেননা উহা সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া মস্তকে (মস্তিষ্কে) অবস্থিতি করে। * * যাহার যেরূপ স্বভাব সে তাহা কিছুতেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কুক্কুরকে যদি রাজা করা যায়, সে কি উপানদ্ ভক্ষণ করিবে না? * *

বেদাধ্যয়ন কিংবা ধম্মশাস্ত্রপাঠ না করা দুষ্ট-চিত্তের প্রতি কারণ নহে, তথায় স্বভাবই উহার একমাত্র কারণ হইয়া থাকে; যে হেতু গাভীর দুগ্ধ স্বভাবতঃই মধুর।

তথা গীতা-শাস্ত্র বলেন,—

(ঘ) কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বপ্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ। ৫

(ঙ) সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩

(চ) তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য * ভরতর্ষভ!
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্॥৪১, তৃতীয়, অধ্যায়

অর্থাৎ মনুষ্য স্বীয় স্বভাবের গুণানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। * *

জ্ঞান্‌বান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য অবশ হইয়াই সম্পাদন করে। যে হেতু প্রাণী সকল স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব কেবল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ (বলপূর্ব্বক দমন) করিলে কি হইবে? * *

সেই হেতু তুমি (অর্জ্জুন) বিমোহিত হইবার অগ্রেই ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিও মনকে নিয়মিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশকারী কামকে জয় বা ত্যাগ কর।

অপিচ, ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ † ২১৫

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়,

---

* তস্মাদাদৌ মোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য। শ্রীধরস্বামী—

† অতিচপলোহীন্দ্রিয়সঙ্ঘাতোবিদ্বাংসমপি শাস্ত্রনিগ্রীহিতাত্মানমপি কর্ষতি হরতি পরতন্ত্রী করোতি। মেধাতিথি ভাষ্যম্।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ (শাস্ত্র-নিগৃহীত-মনা) ব্যক্তিকেও পরবশ করিয়া থাকে।

অতঃপর মানুষের এই স্বভাব বা প্রকৃতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে আয়ুর্বিজ্ঞান কিরূপ বলিয়াছেন তাহাও দেখা যাউক।

আয়ুর্ব্বেদে শরীর ও মনের মধ্যে যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, ইহা স্বীকৃত হইলেও মানসিক ও শারীরিক ভাব বা স্বভাবের পৃথক্ নির্দ্দেশ দেখা যায়। সেই হেতু দৈহিক ও মানসিক স্বভাব ও তদুভয়ের কার্য্যনিচয় পৃথক্‌ভাবে বুঝিতে গেলে আমাদিগকে শারীর ও মানসতত্ত্ব বিদ্যার আশ্রয় লইতে হয়। শরীর-তত্ত্ব বিদ্যা হইতে দেহনির্ম্মাণ ব্যাপার,—(যেমন,—দৈহিক যন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন, পুষ্টি, বর্দ্ধন, কৃশতা স্থূলতা, দীর্ঘতা, খর্ব্বতা, ক্ষুদ্রত্ব বা হীনতা প্রভৃতি) ও তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলি ; আর মানস-তত্ত্ব বিদ্যা হইতে মানসিক অবস্থা,—(যেমন তীক্ষ্ণ-বা জড়বুদ্ধিতা, স্মৃতি, বিবেক, দ্বেষ, আসক্তি, চাতুরী, দয়া, কৃপণতা, ক্রোধ, কুটিলতা, সরলতা, চঞ্চলতা, ধীরতা, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, কামুকতা ইত্যাদি) এবং উহার কার্য্যসমূহ জানিতে পারা যায়। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে পাশ্চত্য দেশে আয়ুর্বিজ্ঞানের (ইহার অন্তর্ভূত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র ও তৎসহ মানসিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রণালীর) বিশিষ্ট চর্চ্চা হওয়ায় উহার অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা সম্প্রতি মনুষ্যের দৈহিক ও মানসিক স্বভাব ও তাহাদের কার্য্যনিচয়ের পরিচয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা জানিতে পারিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে ঐ সকল তত্ত্ব পাশ্চত্যদেশের লোকই অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন এতদ্দেশের লোকের কথা কি ? বলা বাহুল্য গৌরাঙ্গের জীবনী লেখকদিগের কথিত পাশ্চত্য উন্নত আয়ুর্ব্বেদ ও তৎসংসৃষ্ট মনোবিজ্ঞান-জ্ঞানের সহিত পরিচয় থাকার ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যদি তাঁহাদের ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদে, এমন কি, মাধব

* সম্প্রতি বিলাতের মানসিক রোগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার জেলিফ্ ব্যক্তিগত স্বভাব তত্ত্ব পরিজ্ঞানার্থ মানস ব্যাপার বিশ্লেষণ প্রণালী নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার একস্থানে নির্দ্দেশ আছে,—"It thus seeks to establish a basis for the understanding of human conduct." The Technique of Psycho-analysis, second edition, 1920.

করের নিদান গ্রন্থেও কিঞ্চিৎ দৃষ্টি থাকিত, অথবা তৎকালিন সমাজের সাধারণ লোক এবং বৈদ্যের কথায় যদি আস্থা থাকিত, তাহা হইলেও তাঁহারা গৌরাঙ্গ-চরিতাবলির প্রকৃত অর্থগ্রহণ ও তাহা প্রকাশ করিতে এতদূর অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন না। আমরা ভক্ত বৃন্দাবন দাস প্রণীত প্রসিদ্ধ চৈতন্য-ভাগবত এবং কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ প্রণীত চৈতন্যচরিতামৃত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে পারি যে,উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় গৌরাঙ্গের (এবং প্রসঙ্গাধীন তদীয় আপ্তওঅনুচরগণেরও ইতিবৃত্ত অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পরন্তু ক্ষোভের বিষয়, তাঁহারা গৌরাঙ্গাদির প্রগাঢ় চরিত্রের মর্ম্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিরহে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব লেখনীতে তাহা কিরূপে যথাযথ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন ?

আমরা বিজ্ঞান দৃষ্টি লইয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, গৌরাঙ্গের স্বভাব বা চরিত্র দ্বিবিধ কারণ সমবায়ে সংগঠিত হইয়াছিল। প্রথম কারণ সহজাত, অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বায়ুরোগ (Hysteria &c)-গ্রস্তা মাতা শচী দেবীর গর্ভে জন্ম লাভ করায় তাঁহা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের ভাব। ইহাই তাঁহার শৈশবের অনুকূল অবস্থায় স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (Neurasthenia) পীড়া রূপে প্রকটিত হইয়াছিল। আবার সেই রোগ-ধর্ম্মে তাঁহার যে শৈশব-স্বভাব গঠিত হয়, তাহা চিরজীবনের সঙ্গী হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ—গৌরাঙ্গের বাল্যকালে ঐ শৈশব স্বভাবের উপরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূলতায় তাঁহার মানস-দৌর্ব্বল্য-বিশেষ রোগ (Hysteria) উপস্থিত হইয়াছিল। এই মানস-দৌর্ব্বল্য রোগ হইতে যে এক প্রকার স্বভাব সঞ্জাত হয়, (Hysterical character) তাহাই দ্বিতীয় কারণ রূপে গণ্য। এক্ষণে উক্ত উভয়বিধ কারণ একত্রীভূত হওয়ায় আমাদের গৌরাঙ্গে এমন একটী অদ্ভুত মিশ্র-স্বভাব বা প্রকৃতি সংগঠিত হইয়াছিল (যাহাকে Neuro-Psychosthetic conduct বলা যাইতে পারে), যাহা তাঁহার বাল্যাবধি সমস্ত জীবনের অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্যাবলির মূলে, কখন মিলিতভাবে, কখন বা পৃথক্‌ভাবে ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহা পরিলক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হয় যে, গৌরাঙ্গের জীবনী-লেখকেরা স্বস্ব ধর্ম্ম-বিশ্বাস,রুচি ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া গৌরঙ্গের (ও তদন্তরঙ্গ

ও অনুচরবর্গের) যথাশ্রুত জীবন-কাহিনী তাঁহাদের সমসাময়িক ও গৌরাঙ্গ-ভক্ত লোকদিগের মুখে শ্রবণ করতঃ কবিত্ব সহকারে মনোমুগ্ধকরী ভাষায় পল্লবিত করতঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া থাকিবেন। নতুবা তাঁহারা গৌরাঙ্গাদির প্রকৃত স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে তাঁহাদের চরিতার্থ সর্ব্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিয়া গেলে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে গৌরাঙ্গাদির অবতারত্ব ও তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত ও আচারণ এতদূর প্রসারিত হইতে পাইত না। যাহা হউক গৌরাঙ্গ জীবনী লেখকগণ, বিশেষতঃ প্রাচীন বৃন্দাবন দাস এবং অদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক অজ্ঞতা ও ভ্রান্তধর্ম্ম-বিশ্বাস প্রযুক্ত গৌরাঙ্গ চরিতের যে বিকৃত বা অসৎ ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়া সম্প্রতি বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের মন্তব্যে যথাসাধ্য প্রমাণ সহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থানে কেবল তাহার সংক্ষেপে নাম মাত্র উল্লেখিত হইতেছে।

গৌরাঙ্গ দেবের শৈশব ও বাল্য চরিত্রের মধ্যে অতি অস্থিরতা (Slippery conduct), ভোজন লোলুপতা, অপ্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্তির জন্য আব্দার, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাইলে দুষ্টামি, ও অতি ক্রন্দন। চাতুরী, মিথ্যাকথন, চৌর্য্য, পিতামাতার অবাধ্যতা, সমবয়স্ক ও অন্য লোকের সহিত কলহপ্রিয়তা,প্রত্যহ অন্য দুষ্ট বালকের সহিত গঙ্গাস্নান কালে ঘাটে স্নানকারী বয়োধিক ও সম্মানিত পুরুষের প্রতি নানাবিধ বিরক্তি ও অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, এবং স্ত্রী-ঘাটে গিয়া বালিকা-দিগের প্রতি বিবিধ অশিষ্টোচিত আচরণ এবং নানা রঙ্গে পরিহাস এবং স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব ইত্যাদি অপকার্য্য জীবনী লেখকগণ গৌরাঙ্গের বালচাপল্য ও বাল-ঔদ্ধত্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেন না তাহা উপেক্ষণীয় বলিয়া গণ্য হইবে। আর যৌবনের প্রারম্ভকালীয় চরিত্রে গৌরাঙ্গের স্বীয় বিদ্যা বিষয়ে অতি-গর্ব্ব, ব্যাকরণের ফাঁকি সিদ্ধান্ত লইয়া প্রায়ই অনেক লোকের সহিত তর্ক ও কলহে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তদুপলক্ষে নদীয়ার অধ্যাপক পণ্ডিতদিগের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছল্য বাক্যবিন্যাস করা,—ইহাদিগকে জীবনী-লেখকেরা গৌরাঙ্গের বিদ্যামোদের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপর সামান্য কারণে পড়ুয়া ও অন্য লোকের সহিত বিদ্রূপ ও কলহ, মাতার অনিচ্ছা বুঝিয়াও অকালে স্বীয় বিবাহে অনুরাগ প্রকাশ ও বিবাহ করা, হটকারিতা—বিনা উদ্দেশ্যে সহসা স্বশিষ্যে পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রস্থান করিয়া পদ্মার সমীপস্থ এক অপরিচিত গ্রামে উপস্থিত

হইয়া তথায় বাস এবং পদ্মা নদীতে ছাত্রদিগের সহিত অত্যন্ত জলক্রীড়ায় রত হওয়া, কিছুদিন ঐ স্থানে স্বাহূত ছাত্রদিগকে লইয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হওয়া, আবার সহসা বাটী প্রত্যাগমন, কিছুদিন পরে ঐরূপ হঠাৎ পিতৃকার্য্যার্থ গয়ায় গমন, তথায় গিয়া ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রথম ভক্তি লাভ করা, বাটী ফিরিবার পথে বালকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন, তদনন্তর কৃষ্ণান্বেষণে মথুরায় গমনে প্রবৃত্ত হইবার পরে দৈববাণী শুনিয়া বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং পূর্ব্ব স্বভাবের সহসা পরিবর্ত্তন, গঙ্গার ঘাটে বৈষ্ণবগণের নানারূপ সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, সকলের সহিত নম্র ও বিনয় ব্যবহার। তৎপরে সময়ে সময়ে অকারণে অট্ট অট্ট হাস্য, উচ্চরবে ক্রন্দন, নৃত্য, মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, মূর্চ্ছোত্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপনাকে "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট ঈশ্বরাবতার রূপে প্রকাশ এবং কেহ তাঁহাকে চিনিল না বলিয়া খেদোক্তি করা, তৎপরে ভক্তিভাবের উত্তেজনার বিষয়ীভূত হইয়া আপনাকে কৃষ্ণের এবং অনুচরবর্গের মধ্যে নিত্যানন্দকে বলরামের এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে শিবের অবতার রূপে পরিচিত করাইবার জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের—যেমন, ব্যাস-পূজা, স্ত্রী-নৃত্যাভিনয়, অভিষেক, মহাপ্রকাশ প্রভৃতির—আয়োজন, ঐ সকল ব্যাপারের মধ্যে মধ্যে স্বীয় কামভাবের উত্তেজনায় গদাধর পণ্ডিতকে গোলকের পরিবার ও জগদানন্দকে সত্যভামা রূপে প্রকাশ করা, কখন আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যপ্রকাশ,—যেমন সর্ব্বাঙ্গে পুলক, অট্টহাস, কম্প, ঘর্ম্ম, অশ্রুপাত, হুঙ্কার, গর্জ্জন, মাটিতে গড়াগড়ি, আছাড় কাছাড় খাওয়া, মূর্চ্ছিত হওয়া ইত্যাদি। কখন বিষ্ণু, রাম ও শিব ভাবে ভাবিত হইয়া অন্যের স্কন্ধে চড়িয়া নৃত্য করিয়া বেড়ান, অন্য সময়ে বলরাম ভাবে ভাবিত হইয়া মদ আন, মদ আন বলিয়া চীৎকার করা ও কখন বা শুঁড়ীর দোকানে উঠিতে উদ্যত হওয়া, অন্য সময়ে ভাবাবেশে ক্রোধান্ধ হইয়া অন্যকে মারিতে উদ্যত ও ধাবিত হওয়া, কখন জ্ঞানবাদী ব্যক্তির উদ্দেশে নিন্দা ও অভিশাপ প্রদান করা। এক সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে বাটীতে জ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছিলেন শুনিয়া নিত্যানন্দ সহ গৌরাঙ্গ তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহার মুখে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শুনিবা মাত্র পিতৃ-সম্বোধিতও পিতৃকল্প অদ্বৈতকে উঠানে টানিয়া ফেলিয়া নির্ঘাতরূপে কিলাইতে থাকা। তৎকালে মাতৃসম্বোধিতা অদ্বৈত-পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয় অনুরোধ ও

নিবারণ বাক্যে ক্ষান্ত না হওয়া, পশ্চাৎ কিয়ৎক্ষণ পরে আপনাআপনি, (সম্ভবতঃ অদ্বৈতের প্রতি নিজ হস্তে যথেষ্ট শাস্তিবিধান করিয়া সন্তুষ্ট ও ক্লান্ত এবং আচার্য্য-পত্নীর অনুযোগ বাক্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট ও তাহার ফলোৎপত্তি হইলে সহসা প্রহার হইতে ক্ষান্ত হওয়া। তদনন্তর স্বীয় অভিমান প্রদর্শনের ভাণে ক্রোধ, হুঙ্কার ও গর্জ্জন প্রকাশ করিয়া আচার্য্যকে 'ভক্তি প্রচার করিবার জন্য ক্ষীরদ সাগরে নিদ্রিতাবস্থা হইতে উচ্চ-চীৎকার রবে আমাকে উঠাইয়া আনিয়া অবতার করিয়া এক্ষণে কি না তুমি ভক্তি-প্রচার কার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করত জ্ঞান-প্রচারে রত হইয়াছ' এই বলিয়া তিরস্কার করা। পশ্চাৎ সকলের প্রতি পূর্ব্বের মত সহজ ব্যবহার প্রদর্শন. কোন সময়ে আত্মহননের ইচ্ছা প্রকাশ, ক্বচিৎ বা সত্যই জলমগ্নে আত্মহত্যার চেষ্টা করা, কখন কখন ভক্ত ও প্রিয়পাত্র অনুচরের প্রতি স্বল্প কারণে অত্যন্ত ক্রোধ এবং পরক্ষণে হয়ত তাহার প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ। অবতার ভাবে আবিষ্ট থাকা কালে স্বীয় রূপ দেখাইবার জন্য ব্যস্ততার সহিত অনুচরগণকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান এবং বিনা প্রার্থনায় সকলকে বর প্রদান, অন্য কোন সময়ে গোপীভাবে ভাবিত হইয়া 'গোপী গোপী' শব্দ উচ্চারণ করত গোপীপ্রেম সাধনে প্রবৃত্ত থাকা, একদিম কোন এক পড়ুয়া ঐ কার্য্যে দোষারোপ করায় তাহাকে লগুড়হস্তে মারিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলে অনুচরগণ কর্ত্তৃক পথ হইতে ফিরাইয়া গৃহে আনিত হওয়া। ঐ পড়ুয়া প্রাণপণে পলাইয়া 'পড়ুয়া সমাজে' গৌরাঙ্গকৃত অত্যাচার-কথা জ্ঞাপন করিলে পড়ুয়ারা গৌরাঙ্গকে মারিতে কৃতসঙ্কল্প হয়,—ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ভয়ে ও অনুতাপে তৎ প্রতীকার কল্পে নিজের সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত মনে করা, কেন না সন্ন্যাসী হইলে পড়ুয়ারা তাঁহাকে আর মারিবে না। ইহার কয়েকদিন পরে জননী ও আত্মীয়বর্গের যুক্তিযুক্ত নিষেধ না শুনিয়া সত্য সত্য সন্যাস অবলম্বনার্থ গৃহত্যাগ করা,তৎপূর্ব্বের কয়েকদিন গৌরাঙ্গের 'সংসার ব্যবহারে অন্যমনস্কতা প্রকাশ করা, (জীবনী লেখকেরা উহাকে তাঁহার বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন)। সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর বক্রেশ্বর দর্শনে যাইতেছিলেন পথে জগন্নাথের প্রত্যাদেশ শুনিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাগমন। প্রথমে ফুলিয়া গ্রামে হরিদাসের বাটী,তৎপরে শান্তিপুরে আচার্য্যের বাটীতে আসিয়া কয়েকদিন কীর্ত্তনাদিতে এবং শচী মাতাকে (যিনি

গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের পরে বারদিন বিনা আহারে শোক-মগ্না ছিলেন, নিত্যানন্দ-মুখে গৌরাঙ্গের শান্তিপুরে আগমন বার্ত্তা শ্রবণানন্তর এবং তাঁহার অনুরোধে উপবাস ভঙ্গ করেন) তথায় আনাইয়া তাঁহার হস্তের রন্ধিত অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করা, পরে মাতাকে আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিয়া পুরী অঞ্চলে কয়েকজন অনুচরসঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধানে যাত্রা করা। পথে স্থানে স্থানে সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া সহসা দ্রুত গমনে অগ্রসর হইয়া পুনরায় তাঁহাদের সহিত যথাস্থানে মিলিত হওয়া। স্নান কালীন জলকেলী এবং পরে ভিক্ষায় বাহির হইয়া যথেষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনা এবং সকলের সহিত মিলিয়া ভোজন করা। ইত্যাদি।

পুরীধামে পৌছিয়াই প্রথমে আবেশবস্থায় জগন্নাথ মূর্ত্তিকে কোলে লইবার জন্য বেদীর উপরে লাফাইয়া উঠা। তথা হইতে পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক ভূমিতে পাতিত ও প্রহারিত হইয়া মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়া,তদবস্থায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিত কর্ত্তৃক তাঁহার বাটীতে শুশ্রূষার্থ নীত হওয়া। ইহার পরে পুরীতে বাস করা কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতিকে নানা কৌশলে (তন্মধ্যে সার্ব্বভৌমকে ঐন্দ্রজালিক-শক্তি প্রয়োগ দ্বারা মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়া তাঁহার অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় বুকের উপর পা তুলিয়া ধরিয়া বিস্মিত করা এবং তৎকালে স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণের বিধেয়তা বিষয়ে সগর্ব্বে অন্যের সাক্ষাতে তাঁহাকে জানান এবং পশ্চাৎ তাঁহাকে আত্মবশে আনয়ন।) অন্য সময়ে কখন গোপী ভাবে আবিষ্ট হওয়া, কখন বা অবতার ভাবে ভাবিত হইয়া সঙ্গী গদাধর ও জগদানন্দ পণ্ডিতকে ক্রমান্বয়ে স্বীয় পত্নী লক্ষ্মী বা রুক্মিণী এবং সত্যভামা রূপে পূর্ব্বে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার পুনরুক্তি করিয়া অনুচরগণকে উহাদের কাল্পনিক-তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়া * এবং কখন বা জগদানন্দের সহিত প্রেম-কলহে

---

* পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেম বাম্য স্বভাব॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণা স্বভাব॥
চৈতন্য চরিতামৃত, অন্তলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ।

প্রবৃত্ত হওয়া। অন্য সময়ে আবার পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকালব্যাপী প্রগাঢ় মূর্চ্ছার বিষয়ীভূত হওয়া, এবং মূর্চ্ছোত্তর প্রলাপ কথন। রাত্রে কথন বা অনুচরগণ দ্বারা সুরক্ষিত থাকিলেও ভাবের আবেশে গৃহ মধ্য হইতে অলক্ষিতে পলায়ন করিয়া কোন অপ্রকাশ্য স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকা, আবার জগন্নাথের রথ-যাত্রায় সদলবলে যোগদান ও সঙ্কীর্ত্তন করা, তাঁহার স্নান যাত্রায় নরেন্দ্র সরোবরে মূর্ত্তি সকলের নৌ-বিহার কালে সঙ্গীদিগকে লইয়া ঐ সরোবরে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বাল্যকালের ন্যায় সকলের সহিত আমোদ-কলহ করা। অপর, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পুষ্পবাটিকায় অনুচরগণ সহ বিহার করিতে যাওয়া এবং তথায় ভাবাবেশে লতা ও পুষ্প-বৃক্ষকে সখীরূপে ভাবিয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনের লীলা বিলাসের অনুকরণ করা। একদিন সেই পুষ্প বাটীকায় ঐরূপ বিহার কালে তথা হইত সমুদ্র দেখিতে পাইয়া কালিন্দী ভ্রমে সকলের অলক্ষিতে দৌড়িয়া গিয়া উহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়া, পরিশেষে সম্ভবতঃ ঐরূপ ভ্রমে সমুদ্রে দ্বিতীয়বার ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সকলের অলক্ষিতে জীবন লীলা সম্বরণ করা। ইত্যাদি।

পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন জীবনী লেখকেরা গৌরাঙ্গের বাল্য-কালীয় অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্য তাঁহার বাল-চাপল্য ও বাল-ঔদ্ধত্য হইতে উদ্ভূত বলিয়াছেন। তৎপরের কার্য্যাবলির মধ্যে কতক কার্য্যে গৌরাঙ্গের অবতারত্বের পরিচায়ক রূপে অপর কতক কার্য্যে তিনি অজ্ঞলোকদিগকে ভক্তি-শিক্ষা দিবার জন্য আত্মগোপন করতঃ ছল পূর্ব্বক বায়ু রোগের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা জানাইয়াছেন। আর শেষ কালের কার্য্যনিচয় তাঁহার গোপী-প্রেমে মাতোয়ারা প্রযুক্ত আত্মবিস্মৃতি এবং প্রেমোন্মাদ বা দিব্যোন্মাদের আচরণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; অভিপ্রায় এই, লোকে জানুক ভগবৎ-প্রেমিকের শেষ জীবনের প্রেমোন্মাদ-পরিণতি স্বভাবিক, অর্থাৎ তাহা দোষাবহ নহে। সুধী পাঠকগণ! জীবনী লেখকদিগের গৌরাঙ্গ-চরিত্র সম্বন্ধে এতাদৃশ অভিমত প্রকাশ কি সঙ্গত মনে করেন?

বাস্তবিক গৌরাঙ্গের বিচিত্র চরিত একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভিন্নাকার ধারণ করে। এই গ্রন্থের মন্তব্যে তাহা প্রমাণ সহ প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে গৌরাঙ্গের কয়েকটী কার্য্য, যাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ

এবং চির অভ্যাস-রূপে শেষ জীবন পর্য্যন্ত দুরতিক্রমনীয় ভাবে বিদ্যমান ছিল এবং যাহা গৌরাঙ্গের জীবনী লেখকদিগের বিশিষ্টরূপে লক্ষণীয় বিষয় হয় নাই, তাহা উল্লিখিত হইতেছে। যথা—জলক্রীড়া, পেটুকতা, চাতুরী, বিদ্যাগর্ব্ব, স্বগণ ছাড়িয়া সহসা গোপনে প্রস্থান, কাম প্রবৃত্তির নানারূপে বিকৃত-বিকাশ ইত্যাদি। ইহাদিগের মধ্যে কাম প্রবৃত্তির নানাভাবে বিকৃত বিকাশ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। বাল্যে তাহার বালিকা-সঙ্গ লিপ্সা, যৌবনে পরস্ত্রীর সঙ্গ-বর্জ্জনের বিবিধ প্রচেষ্টা, তৎপরে মনে মনে গোপী ভাবে ভাবিত হওয়া এবং আসন্ন-যুবতী বা যুবতী পত্নী ত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ, সন্ন্যাসী হইয়া পুরীধামে থাকা কালে কখন কঠোরতার সহিত স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন কখন কখন আবার দেবদাসীদিগের প্রসাধন কার্য্যের দোষ না দেখিয়া স্ত্রীসঙ্গের প্রশ্রয় দান, এমন কি দেবদাসীর গীত শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং নিজের স্কন্ধের উপরে পরনারীর পদের ভারগ্রহণে আপত্তি না করা, অপর, সন্ন্যাসী হইয়াও প্রকৃতি-দর্শনে তাঁহার দেহ ও চিত্তের চাঞ্চল্যানুভূতি স্বীকার। * মনে মনে স্ত্রীসঙ্গ-চিন্তা, যেমন পৌরাণিক অবতার লীলা স্মরণ করিয়া তুলসীবৃক্ষকে পূর্ব্ব-যুগের উপভুক্তা নারীরূপে ভাবিয়া ইদানীং তৎপ্রতি অদ্ভূত অনুরাগ প্রকাশ। গদাধর ও জগদানন্দ পণ্ডিতের সহিত পূর্ব্বযুগের পত্নী সম ব্যবহার ও কৌতুক প্রদর্শন। সময়ান্তরে আপনাকে গোপীভাবে ভাবিত করিয়া কখন উৎকণ্ঠা, কখন বিরহ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ ও তদনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান। প্রগাঢ়-মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে অনুচরগণের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক রোদনপরায়ণ হইয়া এরূপ বলা, যথা—তোমরা আমাকে গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা (অথবা জলক্রীড়া) দর্শনের অনুপম সুখ উপভোগ করিতেছিলাম, তাহা হইতে কেন বঞ্চিত করিলে? ইত্যাদি।

* আমিও সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তদাহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

জীবনী লেখকেরা গৌরাঙ্গের এই সকল আচরণকে গোপী-প্রেমোন্মাদের লক্ষণ বলিয়া অবধারণ ও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদীয় বাল্য-স্বভাব যে এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছিল তাহার তত্ব তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গের চরিত্রের অসৎ ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অপিচ, তাঁহাদের গ্রন্থের বহু স্থানে আবেশ ও আবিষ্ট শব্দের যে বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, বোধ হয় তাঁহারা গৌরাঙ্গের উত্তেজিত ভাববিশেষের অধীনতার অবস্থা জ্ঞাপনের নিমিত্ত ঐ শব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। যেমন ক্রোধাবেশ, আনন্দাবেশ, কৃষ্ণাবেশ, ঈশ্বর-ভাবাবিষ্ট ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গের এই আবেশ অবস্থাকে গ্রন্থকার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থা (hystrical dream state) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য তাঁহার (hystrical character) বিকৃত-স্বভাবের একদেশ মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল অবস্থা মানসিক পীড়ার সাময়িক ভাবপ্রকাশের লক্ষণ বিশেষ। ঐ আবেশ অবস্থায় সম্বিন্-মানস সুপ্ত প্রায় থাকে এবং অসম্বিন্ মানস দ্বারা যাবতীয় কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এমন কি, ঐ অবস্থা অপগত হইয়া প্রকৃতিস্থ স্বাভাবিক ভাব উপস্থিত হইলে পূর্ব্বাবস্থার কৃত কার্য্যের কথা স্মরণ অথবা কদাচিৎ বিস্মরণ হওয়াও সম্ভব হইতে পারে। প্রাচীন কালে যখন এই মানসিক রোগের বিষয় অজ্ঞ লোকেরা অনবগত ছিল তখন ঐ অবস্থাকে ভূতে পাওয়া বা দেবতা বিশেষ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া অবধারণ করিত। এখনও এই শেষোক্ত অবস্থাকে অজ্ঞগণ 'শীতলা' 'ধর্ম্মরাজ' 'যক্ষ' প্রভৃতির 'শয়' বা 'ভর' বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমাদের প্রাচীন শুশ্রূতাচার্য্য মনুষ্যদেহে ভূতপ্রেত বা দেব যক্ষাদি কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়া বিশ্বাস না করিলেও তাৎকালিক সমাজের প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কারানুরূপ রোগের নামকরণ করিলে রোগ-জ্ঞান সুগম হইবে বিবেচনায় ঐ রোগ-লক্ষণকে দৈব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষাদি জুষ্টরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া মূল রোগকে ভূতোন্মাদ নাম দিয়া গিয়াছেন। অপর, চরক ঋষি দেবতাদি মানুষের রোগের কারণ হইতে পারে না ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া ঐ রোগকে অমানুষী রোগ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এদিকে কিন্তু গৌরাঙ্গ-জীবনী-লেখকেরা তাঁহার স্নায়বীয় ও মানসিক পীড়া ও তজ্জাত বিকৃত-স্বভাবের লক্ষণ

সমূহকে আদৌ তথাবৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ঈশ্বর, কৃষ্ণ বা বিষ্ণু রূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া বহু লীলা করিয়াছিলেন এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহ ভক্তি প্রচার দ্বারা জগজ্জনের উদ্ধার সাধনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহা দ্বারা এবং পূর্ব্ব-প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজের ভ্রান্ত মত অনুমোদন ও ঘোষণা করিয়া সমাজে ঘোরতর অনিষ্টপাত করিয়া গিয়াছেন। এখনও কি সে অনিষ্ট-স্রোত নানা ভাবে সমাজমধ্যে প্রবাহিত হইতে দেখা যাইতেছে না ?

অনেকের ইহা বিদিত যে, ভারতবাসী হিন্দুজাতি ধর্ম্মজীবনের জন্য জগদ্-বিখ্যাত। অতীব প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ সনাতন বেদ ও তন্নিঃসৃত এবং তদর্থানুমত ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র ও চিরপ্রচলিত সদাচার প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিয়াছে, সেই হেতু যাহা বেদার্থের বিপরীত তাহা ধর্ম্মপদ বাচ্য নহে অর্থাৎ অধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম (মনু ২ অ,১০,১২ শ্লোঃ)। জানা যায় মহর্ষি বেদব্যাস সঙ্কলিত বেদান্তে—ব্রহ্মসূত্রে—আর্যাগণ-সেবিত একেশ্বর ধর্ম্ম (একমেবা-দ্বিতীয়ম্) সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া স্তম্ভবৎ দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এ যাবৎ কোন দেশের কোন দার্শনিক পণ্ডিত ইহাকে একটু মাত্র হেলাইতে সমর্থ হন নাই। এদিকে কালক্রমে এই ভারতেই দ্বৈতাদি বাদের কল্পনা উদিত হইলে ঐ সকল বাদ বা মত বেদ-প্রমাণ করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা ও তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছিল। ইহার পরে সম্ভবতঃ সমাজে বেদবেদান্তাদি ব্রহ্ম-বিদ্যার চর্চ্চার লাঘব হইলে একদিকে ক্ষণিক, শূন্য এবং নাস্তিক্য বাদ, অন্য দিকে ভক্তি-বাদ অভ্যুদিত হইয়া মনুষ্যাকারে অবতার-বাদ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। তাহার ফলে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যরূপে অবতার হওয়ার কল্পনা ও বিশ্বাস ভারতবাসীর এক শ্রেণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। এদিকেও দেখা যায়, উপরি উক্ত ব্রহ্মসূত্রে ক্ষণিকাদি-বাদ সহ চতুর্ব্যূহাত্মক অবতার বাদ বেদার্থ-বহির্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। (২ অ, ২ পাদ দেখ) তথাপি, জানা যায়, ঐ অবতার বাদ আর্য্য সমাজের শ্রেণী বিশেষে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল। মহাকাব্য মহাভারত ও কোন কোন বৈষ্ণব পুরাণ ইহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। মহাভারতে বর্ণিত আছে (শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব,নারায়ণাখ্যান দ্রষ্টব্য) একদা পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ স্বীয় উৎকট ভক্তিযোগ-বলে শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের

মায়া-প্রদর্শিত মূর্ত্তি দর্শন ও দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বদরিকাবাসী ঋষিদিগের মধ্যে ভগবান্ নারায়ণের অদ্ভুত রূপ (গীতোক্ত বিশ্বরূপ সদৃশ) স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন,ইহা ব্যক্ত করিয়া তথায় 'নারায়ণ-নিষ্ঠ' ও একান্ত 'ভক্তিপরায়ণ' হইয়া বহুকাল অবস্থিতি করেন। ইহার পরে, ঐ কথা ও ভক্তিধর্ম্ম ক্রমান্বয়ে বদরিকাশ্রম হইতে নৈমিষারণ্যে ঋষিকুলে প্রচারিত হইয়া ভাগবত-ধর্ম্ম রূপে সংজ্ঞিত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। সে কত কালের কথা তাহা বলা দুরূহ। বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে ঐ ভাগবত-ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় সেই ভাগবত-সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষ। কিঞ্চিদধিক চারি শত বৎসর গত হইল নদীয়াবাসী বৈষ্ণবগণের মধ্যে কতকগুলি (তন্মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্ব-প্রধান) কর্ত্তৃক আমাদের আজন্ম বায়ুরোগ-প্রপীড়িত বিকৃত-চিত্তবৃত্তি শচীনন্দন ঈশ্বরবাচী বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার রূপে প্রথমে বৃত হইয়াছিলেন। তৎপরে গৌরাঙ্গ নিজের এবং ভক্ত অন্তরঙ্গদিগের প্রচেষ্টায় আপনায় আরোপিত অবতারত্ব এবং বিশিষ্ট রূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে গৌরাঙ্গের ও তাঁহার অন্তরঙ্গ (অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি) সহকারী ভক্তদিগের আদর্শে বঙ্গসমাজে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবতার উদিত হইয়া গিয়াছেন এবং এখনও কেহ কেহ উদয়োন্মুখ হইয়া আছেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদিগের দ্বারা সাক্ষাৎ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজে (বিশেষতঃ বঙ্গে) বহুতর উপধর্ম্ম ও তৎসহ ভ্রষ্টাচার প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে আর্য্যবংশীয়ের কিয়দংশ সেই বেদানুমত সনাতন ধর্ম্ম এবং শিষ্টসেবিত সদাচার হইতে স্খলিত হইয়া অধঃপতনের পথে ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা অপেক্ষা হিন্দু সন্তানের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টপাত আর কি হইতে পারে?

গ্রন্থকার এই সমস্ত অনিষ্টের মূলোচ্ছেদন কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে সেই চিন্তা বহুকাল যাবৎ করিতে করিতে শেষে যখন দেখিলেন কোন যোগ্যতর জ্ঞানবান্ ও সমাজের সম্মানিত নিরপেক্ষ ব্যক্তি এদিকে লক্ষ্য করিতেছেন না, * তখন তিনি নিজের অতি অযোগ্যতা এবং

* দেখা যায় আজ কাল বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্ম-চর্চ্চার একটা যেন ঢেউ উঠিয়াছে। যেখানে সেখানে যুবক ও প্রাচীন দিগের মধ্যে ধর্ম্মগত

স্থবিরতায় প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধির তাড়নায় এই 'গৌরাঙ্গলীলা রহস্য' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। এজন্য তিনি যথাশক্তি শাস্ত্র ও বিজ্ঞান চর্চ্চা-লব্ধ জ্ঞান এবং স্বীয় বিগত যাইট বৎসরের চিকিৎসা ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সহায়ে গৌরাঙ্গ ও তদনুসঙ্গিগণের চরিত সমালোচনা করিয়া তদ্বিষয়ে যাহা সত্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া সুধীগণের গোচরীভূত করিতেছেন। তবে তিনি এই সঙ্গে পাঠকগণকে অসঙ্কোচে জানাইতেছেন যে, তাঁহার সদৃশ স্বল্পমতি ব্যক্তির পক্ষে নিরতিশয় সৌভাগ্য এবং সন্তোষের বিষয় এই যে, গৌরাঙ্গ দেব এবং তদনুষঙ্গিগণের ভাবময় বিচিত্র-চরিত্রের মধ্যে এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা (দৈহিক ও মানসিক ব্যাপার) দেখিতে পান নাই, যাহা তাঁহার মানসিক ও স্নায়ব পীড়ার লক্ষণরূপে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। তবে ভক্তজীবনী লেখকদিগের কল্পনা-প্রসূত অতিশয়োক্তি আজকালকার দিনে উপেক্ষণীয় বিবেচনা করিয়াছেন। অপর, গৌরাঙ্গদেবের

লইয়া নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। গৌরাঙ্গের অবতারত্ব এবং তৎ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সাধনের হেয়তা ও উপাদেয়তা লইয়া নানাবিধ বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। সম্প্রতি আবার শুনিতে পাওয়া যায়,—'গৌরাঙ্গ দেব বিকৃত মস্তিষ্কের লোক ছিলেন অতএব তাহার সকল আচরণ ও ধর্ম্মমত অনুকরণীয় বা গ্রাহ্য যোগ্য হইতে পারে না' ইত্যাকার কথাও সংবাদ-পত্রাদি এবং সভা সমিতিতে উল্লিখিত হইতেছে। পরন্তু তাদৃশী সামান্য চেষ্টা ও প্রশংসনীয় বটে, পরন্তু তদ্দ্বারা অনেক কালের গৌরাঙ্গ-চরিত্র-বিষয়ক প্রগাঢ় ভ্রান্ত-সংস্কার (যাহা ভক্তলিখিত গ্রন্থরাশি দ্বারা সমর্থিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে এবং যাহা সমাজের শ্রেণী-বিশেষের পুরুষানুক্রমিক গুরু-পরম্পরা দ্বারা জাগরিত ও বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে) ইদানীং বিদূরিত হওয়া সম্ভাব্য নহে। তবে যদি সমাজনেতৃ ধর্ম্মনিষ্ঠ-কর্ত্তব্যপরায়ণ একাধিক বিশিষ্ট-ব্যক্তি হিন্দুসমাজের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও শিষ্টাচার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের মনের বদ্ধমূল ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ইষ্টসিদ্ধির আশা করা যায়।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামত ও তৎ সাধনোপযোগী উপদেশ মালা পর্য্যালোচনা এবং তৎ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশের বহির্ভূত বিষয় ছিল, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে ঐ সকলের যথাসম্ভব এবং যথাশক্তি আলোচনা গ্রন্থের মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, গ্রন্থকার আপনাকে, বিশেষতঃ ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ের আলোচনায়, অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা তিনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া তাদৃশ বহুজন-সম্মানিত ও অনেক বৈষ্ণবের পরমারাধ্য ইষ্টদেব (মহাপ্রভু) রূপে সম্পূজিত গৌরাঙ্গ দেবের তথা—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি মহাজনগণের, নানাবিধ নিন্দা-ঘোষণা ও তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মসাধনসম্বন্ধীয় উপাদেয় উপদেশাবলির অসারতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন। কেননা তিনি ইহা বিশেষ রূপেই অবগত আছেন যে,গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেরূপ বায়ু রোগের বিষয়ীভূত ছিলেন, সেইরূপ রোগাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সময়ে সময়ে বালক ও উন্মাদের ন্যায় নানা প্রকার কার্য্য সম্পাদন এবং অসঙ্গত প্রলাপ কথন যেরূপ সম্ভব হয়, সেইরূপ সময়ান্তরে আবার পূর্ব্ব-প্রচলিত কোন ধর্ম্ম ও তাহার সাধন বা অনুষ্ঠানগত উৎকর্ষ সাধনার্থ বিশেষ বিশেষ সংস্কার প্রবর্ত্তন ও উপদেশ প্রদানকরা কিছুমাত্র বিচিত্র বা অসঙ্গত নহে। পাঠকগণ বরং ইহা জানিয়া রাখুন, গ্রন্থকার গৌরাঙ্গাদির তুল্য বৈষ্ণবসমাজের শিরোমণিবৃন্দের চরিত্র সম্বন্ধে যাহা অতিসত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাই তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে যদি কেহ শ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করেন তবে তিনি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বদা স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

এ বিষয়ে শেষ বক্তব্য এই, যখন হিন্দুসমাজসাধারণের বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের হিত-সাধনই গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, তখন তাঁহার সেই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজের তুলনায়, ক্ষুদ্রায়তন কেবল গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের কতকগুলি মাত্র লোকের মনে যদি তিনি অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়া কষ্ট ও বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হন, তবে তজ্জন্য স্বীয় ভাগ্যকে তিরস্কার করিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন।

অনন্তর গ্রন্থীয় বিষয় সংগ্রহের পরিচয় দিতেছি। গৌরাঙ্গের আদি জীবনী-লেখক ভক্ত বৃন্দাবন দাস বিরচিত (প্রভুপাদ পণ্ডিত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদিত) 'চৈতন্য ভাগবত' (যাহা প্রথমে চৈতন্য মঙ্গল নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছিল) এবং সুপ্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গ-ভক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত 'চৈতন্য চরিতামৃত' এই গ্রন্থদ্বয় হইতে অত্র গ্রন্থীয় তাবৎ বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ঐ দুই গ্রন্থের বঙ্গভাষায় মূল পদ্যাংশ গদ্যে যথাশক্তি প্রচলিত বঙ্গভাষায় অনুদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখা যায় ঐ উভয় গ্রন্থ অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা গৌরাঙ্গাদির চরিত সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রামাণিক রূপে সম্মানিত ও আদৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থের এক স্থলে চৈতন্যভাগবত ও তৎ-রচয়িতা সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥"

তিনি অন্যত্র আবার বলিয়াছেন ;—

"বৃন্দাবন দাস প্রথমে যে লীলা বর্ণিল। সেই সব লীলার আমি সূত্র মাত্র কৈল ॥
তাঁর ত্যক্ত অবশেষে সঙ্ক্ষেপে কহিল।"

এই নির্দ্দেশানুসারে, গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থীয় বিষয় চৈতন্য ভাগবতে (অন্ত্যলীলার ১১শ অধ্যায় পর্য্যন্ত) গৌরাঙ্গ জীবনী যতদূর কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা অবলম্বনে সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে উক্ত উভয় গ্রন্থের যে যে অংশ অবান্তর, পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি বা অতি রঞ্জিত দোষ-দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহাই কেবল অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন বৃন্দাবন দাস যেরূপ সুকবি, ভক্ত ও বৈষ্ণব এবং গৌরাঙ্গ-প্রেমিক ছিলেন, তাঁহার ঐ গ্রন্থ রচনায় তিনি সেইরূপই লিপি-চাতুর্য্য, বিষয়-বিশেষে দৃঢ়-নির্দ্দেশ, ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং মনোহারিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি গৌরাঙ্গ-চরিত বর্ণনা করিতে গিয়া গৌরাঙ্গের মাতা, পিতা, আত্মীয়, অন্তরঙ্গ, অনুচর এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গে ও ব্যবহারে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগেরও চরিতাংশ প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সেরূপ না করিলেও গৌরাঙ্গ-চরিতের পরিপুষ্টি ও পূর্ণ-বিকাশ সাধিত হইতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত গৌরাঙ্গ এবং তাঁহার পার্ষদ ও অনুচরগণের চরিত্র-গত অনেক দুর্ব্বোধ্যাংশ নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটী করেন নাই। ইহাতে তাঁহার ঔদার্য্য গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতই তিনি ঐসকল

দুর্ব্বোধ্য ও সন্দিগ্ধ স্থল স্বীয় লিপি কার্য্যের বিষয়ীভূত না করিয়া গেলে গৌরাঙ্গ এবং তদীয় আত্মীয় ও অনুষঙ্গীবর্গের (যেমন জগন্নাথ মিশ্র, শচী দেবী, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর, মুরারি গুপ্ত, যবন হরিদাস প্রভৃতির) চরিত্র-ব্যাপার (যাহার উপর উঁহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং আচার ব্যবহারের গূঢ়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত) কাহারও বিদিত হইবার সম্ভাবনা হইত না। বলিতে কি, এই গ্রন্থকারও স্বীয় মূল উদ্দেশ্য সাধনার্থ বর্ত্তমান অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেও সাহসী হইতেন না। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে, বৃন্দাবন দাসের স্বীয় পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষ্ণুভক্তি এবং পশ্চাৎ সঞ্জাত গৌরাঙ্গাবতারত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস যেরূপ ছিল, তাহা দ্বারা তিনি পরিচালিত হইয়া গৌরাঙ্গ চরিতের দুর্ব্বলাংশ অনেকটা যেন গোপন করিয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, তিনি স্বীয় অসাধারণ কল্পনা-শক্তির সহায়ে অজ্ঞ পাঠকদিগের চিত্তহরণ করিবার অভিপ্রায়ে নিতান্ত অবিশ্বসনীয় বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন এবং বিশ্বাস না করিলে অধঃপতে যাইবারও ভয় দেখাইয়াছেন। যাহা হউক সেরূপ সামান্য দোষ বিদ্যমান থাকিলেও চৈতন্য-মঙ্গল অর্থাৎ বর্ত্তমান চৈতন্য ভাগবত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ে অতীব প্রামাণিক রূপে আদৃত হইয়া থাকে। অপর দেখা যায়, চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও স্বীয় গ্রন্থের আদি ও মধ্য লীলার বিষয়-বিশেষের নানা স্থানে বৃন্দাবন দাসের উক্তিকেই অকাট্য প্রমাণরূপে স্বীকার করিয়া তাহাই সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদতিরিক্ত গৌরাঙ্গ চরিতের অবশিষ্টাংশ স্বীয় গ্রন্থের অন্ত্যলীলায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। * অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায়, বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের গর্হিত ও কপট ব্যবহারও ঐতিহাসিক-

---

* চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥
গ্রন্থ বিস্তার ভার ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥
প্রভুর লীলামৃত তিহোঁ করিলা আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত শেষ কিছু করিব বর্ণন ॥ আদিলীলা, ১৩ প।

সত্য বোধে সবল মনে যথাবৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আর কৃষ্ণ দাস ঐ সকল আচরণ ও ব্যবহার তাঁহার পাঠকদিগকে যেন ইচ্ছাপূর্ব্বকই জানিতে দেন নাই। উদাহরণ,—গৌরাঙ্গকৃত অদ্বৈতাচার্য্যকে সাংঘাতিক প্রহারকে 'অবজ্ঞাত' এবং জগাই ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিতকে মূর্চ্ছান্বিত করিয়া তদুভয়ের বক্ষে পা উঠাইয়া দিয়া দাঁড়ান ব্যাপার একেবারে অনুল্লেখিত রাখিয়া কেবল সার্ব্বভৌমের ঘটনাকে তৎকর্ত্তৃক গৌরাঙ্গের 'বন্দনা' মাত্র বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইত্যাদি তিনি প্রসঙ্গক্রমে অদ্বৈতাচার্য্য, অবধুত নিত্যানন্দ প্রভৃতি পার্ষদ ও অনুচরগণের পূর্ব্বজন্মের বিবরণ উল্লেখ করতঃ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব (অবতারত্ব) কাহিনী যেরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত অজ্ঞজনের বিশ্বাস যোগ্য হইবার জন্য বর্ণন করিয়াছেন, তৎসমস্ত (বৃন্দাবন দাসের কোন কোন উক্তির ন্যায়) কেবল কল্পনা বিজৃম্ভিত বোধে অত্র আলোচনায় স্থান প্রদত্ত হয় নাই। তবে গ্রন্থকারের এস্থলে বক্তব্য এই, গৌরাঙ্গের শেষ চরিত বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতকার যে স্থলে লেখনীকে বিশ্রাম দিয়াছেন। (চৈঃভাঃ,অন্ত্যলীলা ১১শ অধ্যায়) তিনি সেই স্থান হইতে চৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বন করতঃ গৌরাঙ্গ এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরও চরিতাবলীর অবশিষ্টাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থের লিপিকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। যখন দেখা যাইতেছে, গৌরাঙ্গের আদি-জীবনী চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় চৈতন্য-চরিতামৃতও বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে, সমধিক প্রামণিক রূপে সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে, তখন গ্রন্থকার স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমালোচনার জন্য পরবর্ত্তী কালের রচিত এবং পরস্পর বিভিন্ন বহুতর গৌরাঙ্গ-জীবনীর সহায়তা না লইয়া "কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ" বিবেচনায় কেবল উল্লিখিত গ্রন্থ দ্বয়েরই ইতিবৃত্ত অবলম্বন শ্রেয়স্কর এবং পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এস্থলে আর একটী কথাও উল্লেখ যোগ্য হইতেছে। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস গৌরাঙ্গের সমসাময়িক লোক ছিলেন। চৈতন্যের তিরোধানের দুই বৎসর পরে তাঁহার পরলোক হয় এবং তিনি আটাইশ বৎসর বয়সে ঐ চৈতন্য-ভাগবত রচনা করেন। অতএব তিনি গৌরাঙ্গাদির চরিত নিজের অবগতি মতেই অধিকাংশ এবং তৎকালিক জীবিত কতক ভক্ত লোকের নিকট হইতে অবশিষ্টাংশ শ্রুত হইয়া গ্রন্থের বিষয়ীভূত করিয়া গিয়াছেন। আর চৈতন্য চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস ৯৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ গৌরাঙ্গের তিরোধানের

৮২ বৎসর পরে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত হইয়াছে তিনি ৬০ জনের লিখিত গৌরাঙ্গের ইতিবৃত্ত দেখিয়া এবং গৌরাঙ্গ ও তাঁহার অনুচর বর্গের চরিতাবলী অনেকের নিকট শুনিয়া স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় এইরূপ সঙ্গত কারণেই উল্লিখিত উভয় গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে অন্যান্য জীবনী অপেক্ষা সমধিক প্রামাণিক রূপে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। সেই হেতু, লেখকও ঐ দুইখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ মাত্র অবলম্বন করিয়াই গৌরাঙ্গ ইতিবৃত্তাংশ সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের বিচিত্র চরিত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশে সাহসী হইয়াছেন। তিনি আশা করেন পাঠকগণ তাঁহার এরূপ অধ্যবসায়ের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিবেন।

অতঃপর গ্রন্থ পরিপাটির পরিচয় আবশ্যক হইতেছে।

গ্রন্থকার চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃতের বিভাগ ক্রম—আদি বা আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য খণ্ড বা লীলার স্থানে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং উহাদের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের ক্রম বিভাগ কল্পনা করিয়া গ্রন্থীয় সমগ্র বিষয় তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের প্রথমে বিবৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং শেষে মূল গ্রন্থের খণ্ড বা লীলার সংখ্যার পরিচয় দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন গ্রন্থারম্ভে একটী উদ্বোধন প্রস্তাব এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে এক একটী 'মন্তব্য' যোজনা করিয়া তাহাতে পরিচ্ছেদীয় সন্দর্ভের সমালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বীয় সিদ্ধান্ত বা অভিমত পাঠকগণের বিবেচনার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া কথিত সিদ্ধান্ত পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য লেখক ভারতীয় প্রাচীন এবং পাশ্চত্য আধুনিক সমুন্নত আয়ুর্ব্বেদ ও তৎসহ মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রমাণ যথাশক্তি আহরণ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। সুধিবার জন্য ঐ সকল প্রমাণের কিয়দংশ উদ্বোধন-শীর্ষপ্রস্তাবে এবং অধিকাংশ মন্তব্যের মধ্যে মধ্যে (স্বীয় সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য) কোথায় অনুবাদ সহ মূল প্রমাণ, কোথায় বা বাহুল্য ভয়ে কেবল মূল প্রমাণই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অপর, গ্রন্থকারের স্থবিরাবস্থায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন রূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ এবং মুদ্রাঙ্কন কার্য্য ক্রমান্বয়ে মেদিনীপুর ও কলিকাতার তিনটী প্রেসে নির্ব্বাহিত হওয়ায় এবং যথারীতি প্রুফ্ দেখার ত্রুটী প্রযুক্ত এই বৃহৎ

আকারের গ্রন্থে অনেক প্রকার ভ্রম প্রমাদ সংপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের উপেক্ষা প্রার্থনীয়, কেন না উক্তও আছে—

"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ।"

তথাপি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে একটী সংক্ষিপ্ত শুদ্ধিপত্র প্রদত্ত হইল। অপিচ, এই গ্রন্থোল্লিখিত গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি নামের সহিত বৈষ্ণবগণের ব্যবহৃত প্রথানুসারে ভগবান্, প্রভু, শ্রীল,আচার্য্য, পণ্ডিত,ঠাকুর, রায় প্রভৃতি গৌরব-ব্যঞ্জক উপপদগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হয় নাই, তাহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, তাঁহাদের প্রতি গ্রন্থকারের কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শনেব অভিসন্ধি আছে। বাস্তবিক গ্রন্থদেহের অতিপুষ্টি নিবারণ কল্পেই লিপি সঙ্কোচার্থ ঐরূপ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

পরিশেষে নিবেদন, সমগ্র গ্রন্থের কলেবর সুবৃহৎ হওয়ার সম্ভাবনায় 'গৌরাঙ্গ লীলা-রহস্য' দুইখণ্ডে প্রকাশ করা উচিত বিবেচিত হইল। প্রথমখণ্ড সম্প্রতি বাহির করা গেল। ইহাতে গৌরাঙ্গের বাল্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত যাবতীয় কৃত্য বিবৃত হইয়া সমালোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি যন্ত্রস্থ। তাহাতে গৌরাঙ্গের অবশিষ্ট লীলাংশ অর্থাৎ তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণাবধি তাঁহার তিরোধান পর্য্যন্ত প্রেমোন্মাদাদি বিবিধ বিচিত্র লীলা ব্যাপার ও তদন্তর্নিহিত রহস্য যথাযোগ্য মন্তব্যের সহিত বর্ণিত থাকিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে ঐ খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন কার্য্য যথাসম্ভব সত্বর নির্ব্বাহিত হইবার আশা করা যায়। ইহা বলা বাহুল্য যে, এতাদৃশ গ্রন্থ প্রণয়নে, গ্রন্থকারের স্থবিরাবস্থায় বহু বৎসরের প্রযত্ন ও অধ্যবসায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দেশ্যানুরূপ ফলপ্রদান বা অপ্রদান বিধাতার হস্তে নিহিত থাকিল। কিমধিকং বিস্তরেণ। ইতি—

১লা আশ্বিন, ১৩৩২ সন।
২০ নং রাধানাথ বসুর লেন,
কলিকাতা।

গ্রন্থকার

উদ্বোধন



প্রথমতঃ ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের কথা উল্লেখ করিব।

অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের তাদৃশ উল্লেখযোগ্য কোন অনুশীলন হয় নাই, ভারতে তখন উহার যথেষ্ট চর্চ্চা ও উন্নতি হইয়াছিল। তৎপক্ষে আর্য্য-ঋষি-প্রণীত সুশ্রুত ও চরক সংহিতাই সম্যক্ সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ইতিহাসপাঠীরা অবগত আছেন, পারস্য-সম্রাট্ বিখ্যাত খালিফ্ হারুণ্ অল্ রসিদ্ খৃষ্টীয় ৭৮৮ অব্দে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজধানী বোগদাদ্ নগরে যেরূপ গ্রীষ, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে চিকিৎসক আনাইয়াছিলেন, সেইরূপ ভারতবর্ষ হইতেও দুইজন চিকিৎসককে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় সুশ্রুত ও চরক সংহিতা বিশেষ সমাদৃত এবং আরব্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তদনন্তর অন্যান্য ভাষায় ঐ অনুবাদের অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছিল, জানা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, সুশ্রুতের বয়স চারি সহস্র বর্ষেরও অনেক অধিক। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরা বলেন, চরক ও সুশ্রুতের মূল গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই, আর প্রতীত হয় সুশ্রুত অপেক্ষা চরক কিছু কনিষ্ঠ হইবে।

বিস্ময়ের বিষয়, তাদৃশ প্রাচীনকালীয় আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রোগ সকল শারীরিক ও মানসিক ভেদে শ্রেণীবদ্ধ এবং তাহাদিগের নিদানাদি বিশদভাবে বর্ণিত

সুশ্রুতে স্বাস্থ্যের লক্ষণ যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহা অপেক্ষা স্বাস্থ্যজ্ঞাপক উৎকৃষ্টতর লক্ষণ সমুন্নত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ জগতে এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই *। দেখা যায়, আমাদের সুশ্রুতে "অমানুষিক" নামধেয় এক

* সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ সুস্থ ইত্যভিধীয়তে।
উত্তর তন্ত্র। ৬৪ অধ্যায়, সুশ্রুত সংহিতা।

শ্রেণীর মানসিক রোগের নির্দ্দেশ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উহাই চরক সংহিতায় উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত, আবার উহাই পরবর্ত্তী কালে আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ "নিদান" গ্রন্থে ভূতোন্মাদ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সুশ্রুতাচার্য্য অমানুষিক রোগকে আট শ্রেণীতে বিভাগ করতঃ উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা, নিদান, লক্ষণাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। আধুনিক সংগ্রহকার (বোধ হয়, ইনি বঙ্গীয় হইবেন) মাধব কর স্বীয় নিদান গ্রন্থে সুশ্রুতোক্ত অমানুষিক রোগ সকলকে ভূতোন্মাদ আখ্যা দিয়া তাবৎ মূল প্রমাণই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অমানুষিকের স্থলে ভূতোন্মাদ নাম দিয়া হয়ত তখনকার সাধারণ লোকের ঐ রোগ বোধগম্য হইবার সুবিধা করিয়া দিয়া থাকিবেন। পরন্তু সুশ্রুতের অমানুষিক নাম দিবার তাৎপর্য্য এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, তিনি মনুষ্য-দেহে দেব, অসুর, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি প্রবেশের দ্বারা ঐ রোগ উৎপন্ন হইত, ইহা বিশ্বাস করিতেন। এদিকে চরক ঋষি এই রোগের ঐরূপ কারণ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার না করিয়া রোগীর নিজের দেহের বিকারবশতঃ ঐ রোগ উদ্ভূত হইয়া থাকে, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ স্থানে চরক ঋষির অভিমত অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

নৈব দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্নন্তি মানবম্॥
যে ত্বেনমনুবর্ত্তন্তে ক্লিশ্যমানং স্বকর্ম্মণা।
তন্নিমিত্তঃ ক্লেশোহসৌ নহ্যস্তি কৃতকৃত্যতা॥
প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্ভূতে ব্যাধৌ কর্ম্মজ আত্মনঃ।
নাভিশংসেদ্ বুধো দেবান্ন পিতৄন্নাপি রাক্ষসান্॥
আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।

চরকসংহিতা—নিদানস্থান, ৮ম।

তাৎপর্য্যার্থ—

দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস অথবা অন্য কেহই কোন সুস্থ লোককে ক্লে অর্থাৎ রোগ প্রদান করেন না। লোক নিজের কর্ম্মদোষে পীড়িত হইবা পরে দেবতা প্রভৃতি উহার অনুবর্ত্তন বা আশ্রয় করেন মাত্র। তাঁহারা কাহার পীড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিমিত্ত হইতে পারেন না। সেরূপ হইলে কৃতকৃত্যত

অর্থাৎ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অভাব হইয়া পড়ে। অতএব কাহার ও নিজের বুদ্ধির দোষে ক্লেশ উৎপন্ন হইলে তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির দেবতা, পিতৃগণ, রাক্ষসদিগের প্রতি দোষারোপ না করিয়া নিজকেই নিজ সুখ দুঃখ অর্থাৎ আরোগ্য ও ব্যাধির কর্ত্তা মনে করা উচিত।

ইহা অতি সৎ সিদ্ধান্ত এবং যুক্তি-সঙ্গতও বটে। অথচ দেখা যায়, উক্ত রোগীর লক্ষণ নির্দ্দেশকালে, দেব, গন্ধর্ব্বাদি নামোল্লেখ পরিরক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালে ঐ সকল রোগের কারণ ভ্রমাত্মক বিবেচিত হইলেও পূর্ব্বপ্রচলিত নাম সহজে রোগ-জ্ঞান-সাধক বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করা উচিত বোধ হয় নাই। বিস্ময়ের বিষয়, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভূতোন্মাদ সদৃশ হিষ্টিরিয়া রোগেরও ঠিক এইরূপ ভ্রান্ত কারণাত্মক নাম এখনও প্রোক্ত কারণে প্রচলিত দেখা যায়।

এ স্থলে পাঠকদিগের অবগতির জন্য ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহ-গ্রন্থ নিদান হইতে বাতজ উন্মাদ ও পাঁচ প্রকার মাত্র ভূতোন্মাদের লাক্ষণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। * যথা—

অনুবাদ—(ডাক্তার ভোলানাথ বসু-কৃত)

(১) বাতজ উন্মাদে রোগী অকারণে হাস্য, কখনও বা ঈষদ্ধাস্য করে; নৃত্য-গীত, অধিক বাক্য কথন, অঙ্গচালনা এবং রোদনাদিও করিয়া থাকে; গাত্রের কৃশত্ব, কর্কশতা ও অরুণবর্ণতা হয়, এবং আহার জীর্ণ হইলে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(২) দেবগ্রহপীড়িত ভৌতিক-উন্মাদ রোগী সন্তুষ্টচিত্ত এবং শুদ্ধাচার হয়, সুগন্ধি মাল্য পুষ্পাদি দ্বারা আপনার শরীরসজ্জা করে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা কহে, তেজস্বী, স্থির-নয়নযুক্ত ও নিদ্রারহিত হয়, নিকটস্থ ব্যক্তিদিগকে বরপ্রদান এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে।

* (১) অস্থানহাস্যস্মিতনৃত্যগীত-বাগঙ্গবিক্ষেপণরোদনানি।
পারুষ্যকার্শ্যারুণবর্ণতা চ জীর্ণে বলঞ্চানিলজস্য রূপম্।

(২) সন্তুষ্টঃ শুচিরতিদিব্যমাল্যগন্ধো নিস্তন্দ্রীরবিতথসংস্কৃতপ্রভাষী।
তেজস্বী স্থিরনয়নো বরপ্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেবজুষ্টঃ।

(৩) অসুরপীড়িত উন্মাদে শরীরে অতিশয় ঘর্ম্ম, দৃষ্টি বিমার্গগামী, চক্ষু উজ্জ্বল এবং রোগী ভয়-শূন্য হয়, ব্রাহ্মণ দেবতা ও গুরুজনের নিন্দা ও দোষ ব্যাখ্যা করে, অন্ন পানাদিতে সন্তুষ্ট হয় না, এবং সর্ব্বদা দুষ্ক্রিয়াতে রত থাকে।

(৪) গন্ধর্ব্বগ্রহপীড়িত ভৌতিক-উন্মাদরোগী সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকে, জলমধ্যস্থ পুলিনে অর্থাৎ চড়ায় অথবা বনমধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে, গীত, সুগন্ধি দ্রব্য এবং মাল্যাদিতে সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করে, মনোহর রূপে নৃত্য এবং অনুচ্চ-স্বরে হাস্য করে।

(৫) যক্ষগ্রহপীড়িত মনুষ্য সূক্ষ্ম, শোভনীয় এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, অল্প বাক্য কহে, তাম্রবর্ণচক্ষুযুক্ত, তেজস্বী, গম্ভীর এবং সহিষ্ণু অর্থাৎ ক্ষমাশীল * হয়, দ্রুতবেগে গমন করে এবং সর্ব্বদা কাহাকে কি দান করিব এই কথাই কহিয়া থাকে।

(৬) রাক্ষসগ্রহপীড়িত ভৌতিক উন্মাদে রোগী মাংস, রক্ত ও নানা-প্রকার সুরাবিকৃত অর্থাৎ সুরা দ্বারা প্রস্তুতীকৃত পানীয় দ্রব্য ভক্ষণে ইচ্ছুক হয়, অতি নির্লজ্জ আচরণ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, অতিশয় সাহসিক, বলবান্ এবং ক্রোধান্বিত হয়, রাত্রিকালে ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং শুদ্ধাচারের বিদ্বেষী হয়।

অতঃপর আমরা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ চরকোক্ত উন্মাদ রোগের নিদান-তত্ত্বের কথা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। যথা—

"যাহারা কাম, আসক্তি, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, ভয়, মোহ, পরিশ্রম, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগাদি অভিঘাতে অভিহত, তাহাদের মন উপহত ও বুদ্ধি চঞ্চল

---

(৩) সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেবদোষবক্তা জিহ্মাক্ষো বিগতভয়ো বিমার্গদৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ন ভবতি চান্নপানজাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি স দেবশত্রুজুষ্টঃ॥

(৪) হৃষ্টাত্মা পুলিনবনান্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয়পরিগীতগন্ধমাল্যঃ।
নৃত্যন্ বৈ প্রহসতি চারু চাল্পশব্দং গন্ধর্ব্বগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

(৫) তাম্রাক্ষঃ প্রিয়তনুরক্তবস্ত্রধারী গম্ভীরো দ্রুতগতিরল্পবাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো যক্ষগ্রহপরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

(৬) মাংসাসৃগ্বিবিধসুরাবিকারলিপ্সুর্নির্লজ্জো ভৃশমতিনিষ্ঠুরোঽতিশূরঃ।
ক্রোধালুর্বিপুলবলো নিশাবিহারী শৌচদ্বিড়্ ভবতি স রাক্ষসৈর্গৃহীতঃ॥

---

* সহিষ্ণু শব্দে 'ক্ষমাশীল' না হইয়া শীততাপসহনশীল হওয়াই উচিত বোধ হয়। গ্রন্থকার।

হইলে, উদ্গীর্ণ দোষ সকল অধিকতর কুপিত হইয়া হৃদয়ে উপস্থিত হয়, এবং মনোবহ স্রোত সমূহ আবৃত করিয়া, উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। যে যে রোগে, মন, বুদ্ধি, সংজ্ঞা, জ্ঞান, স্মৃতি, ভক্তি, স্বভাব, চেষ্টা ও আচারের বিভ্রংশ হয়, তাহাকে উন্মাদ রোগ বলিয়া জানিবে।" *

দেখা যায়, আর্য্য আয়ুর্ব্বেদে উন্মাদ ও অপস্মার রোগের নিদানাদি প্রায়শঃ একরূপ। চরক সংহিতায় আত্রেয় ঋষি অপস্মার রোগের পূর্ব্ব-নিদান উল্লেখ করিয়া পরে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—

"সেই সেই স্থানে অবস্থিত বাতাদি দোষ, যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, ভয়, শোক, চিন্তা ও উদ্বেগাদি দ্বারা পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া, সহসা হৃদয় ও ইন্দ্রিয়স্থান সমূহ পূরণ করে, তখনই মানব অপস্মারগ্রস্ত হয়। অপস্মার রোগে স্মৃতি, বুদ্ধি ও মনের বিপ্লব হয়, মুখ-নেত্রাদির বীভৎস বিকৃতি হয়, এবং অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে।" †

এই উভয় রোগের দৃষ্টান্ত প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ হইতে প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বে এস্থলে প্রাসঙ্গিক দুই একটী কথার উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা অস্মদ্দেশে পাশ্চাত্য-আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসা বিস্তৃতি লাভ করায় আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভূতোন্মাদ এবং তন্মিশ্র অপস্মার রোগ ইউরোপীয় হিষ্টিরিয়া নামে পরিচিত হইয়াছে। যেরূপ আমরা অনেক বৈদেশিক শব্দ ইদানীং ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, হিষ্টিরিয়া শব্দও সেরূপ আমাদের ব্যবহারে আসিয়াছে। দেশীয় চিকিৎসকেরা যদিও মুখে হিষ্টিরিয়া শব্দ উচ্চারণ

---

* কামরাগক্রোধলোভহর্ষভয়মোহায়াসশোকচিন্তোদ্বেগাদিভি-
ভূ্র্য়োহ ভিঘাতাভ্যাহতানাং বা মনস্যুপহতে বুদ্ধৌ চ প্রচলিতায়াম্,
অত্যুদীর্ণত্বাদ্দোষাঃ প্রকুপিতা হৃদয়মুপসংসৃত্য মনোবহানি স্রোতাংস্যাবৃত্য জনয়ন্ত্যুন্মাদম্।
উন্মাদং পুনর্মনোবুদ্ধিসংজ্ঞাজ্ঞানস্মৃতিভক্তিশীলচেষ্টাচারবিভ্রংশং বিদ্যাৎ ॥

চরক সংহিতা—নিদানস্থান, ৭ম অধ্যায়।

† * * * তত্র তত্র চাবস্থিতঃ সন্তো যদা হৃদয়মিন্দ্রিয়ায়তনানি চেরিতাঃ
কামক্রোধলোভমোহহর্ষভয়শোকচিন্তোদ্বেগাদিভির্ভূয়ঃ সহসাভিপূরয়ন্তি তদাজন্তুরপস্মরতি।
অপস্মারং পুনঃ স্মৃতিবুদ্ধিসত্ত্বসংপ্লবাদ্ বীভৎসচেষ্টমাবস্থিকং তমঃপ্রবেশমাচক্ষতে।

চরক সংহিতা—নিদানস্থান, ৮ম অধ্যায়।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কবিভূষণের উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ।

করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মনে মনে উন্মাদ, অপস্মার বা তাহাদের সংমিশ্র রোগের বিষয় জাগরূক থাকে। ইহারা কি প্রাচীন, কি অপ্রাচীন, কোন কালেই পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণের ন্যায় ইহাকে স্ত্রীজাতিরই বিশেষ রোগ বলিয়া তদনুরূপ ইহার নামকরণে বিষম ভ্রমে পতিত হন নাই; সুতরাং চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের গৌরাঙ্গ এই পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখনও দেশীয় চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সম্ভবতঃ ভূতোন্মাদ বা অপস্মার রোগগ্রস্ত বুঝিয়া তদুপযুক্ত চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ-মতে উন্মাদ ও অপস্মার উভয় রোগই প্রায় একপ্রকার নিদানসম্ভূত, সে জন্য উহাদের চিকিৎসাও প্রায় একরূপ। * অতএব প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের (অন্য প্রকারে—অবরোধ ও বন্ধন দ্বারা না হউক) ঔষধ ও তৈলাদি দ্বারা চিকিৎসা টা যেন ঠিক তাঁহার রোগের অনুরূপই হইয়াছিল। পরন্তু ইহা অনুমেয় যে, তখনকার সমাজে হিষ্টিরিয়া রোগ পুরুষের মধ্যে অত্যন্ত বিরল ছিল, এখনও অসাধারণ বটে। সেই হেতু গৌরাঙ্গের উক্ত রোগের বিচিত্র মানসিক ও দৈহিক লক্ষণে অজ্ঞ ও হিষ্টিরিয়া রোগজ্ঞানে অনভিজ্ঞ এবং অবিবেকী লোকেরাই বিমুগ্ধ হইয়া ঐ সকলকে ঐশী বা দৈবী শক্তির বিকাশ বলিয়া মনে অবধারণ ও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, ইহারাই গৌরাঙ্গের অবতারত্বের মূলীভূত কারণ হইয়া পরবর্ত্তীকালে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, গৌরাঙ্গের শৈশবাবস্থায় ঐ রোগের পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল; যাহা বালচাপল্য বলিয়া তদীয় জীবনী-লেখকেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সাধারণ লোকেরাও ঐরূপ বুঝিয়া থাকিবেন। পরন্তু ঐ আচরণ সকল বায়ু-রোগ-বিশেষের লক্ষণ, যে রোগ পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় Neurasthenia বা স্নায়ুদৌর্ব্বল্য নামে অভিহিত হইয়াছে। আমাদের আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে ঐ অবস্থাজ্ঞাপক কোন বিশিষ্ট রোগের নাম নির্দ্দেশিত দেখা যায় না। বোধ হয়, উহা ভূতোন্মাদাদি রোগের পূর্ব্বরূপ

---

* মনোদুষ্টসাধর্ম্ম্যাৎ সমানচিকিৎস্যত্বাৎ উন্মাদানন্তরমপস্মারমাহ।

নিদানের টীকায় বিজয় রক্ষিতের আভাষ।

পরিগণিত হওয়ায় উহার পৃথক্‌ নামকরণের প্রয়োজন হয় নাই। আমরা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের উল্লেখ কালে ঐ পীড়ার অবস্থার বিশেষ পরিচয় দিব।

অতঃপর আমরা ভূতোন্মাদ (হিষ্টিরিয়া) রোগের দৃষ্টান্ত সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ হইতে নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

(১) মহাভারতে উক্ত আছে, দময়ন্তী হংসের মুখে নলের উৎকৃষ্ট রূপ ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া অবধি তৎপ্রতি অনুরাগিণী হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁহার জন্য চিন্তাপরা, দুঃখিতা, কৃশা, ও বিবর্ণবদনা হইয়াছিলেন; ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, কখনও কখনও তাঁহাকে উর্দ্ধনেত্রা (চক্ষু উপরতোলা), ধ্যানপরায়ণা এবং উন্মত্তের মত দেখাইত। অনন্তর কখনও পাণ্ডুবর্ণা হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার শয্যা, আসন ও ভোজ্য বিষয়ে কদাচিৎ প্রবৃত্তি ছিল। দিবারাত্রি তিনি নিদ্রা না গিয়া কেবল হা হুতাশ করিয়া রোদন করিতেন। সখীজন নলের ভাবনায় দময়ন্তীর তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইহা ইঙ্গিতে বুঝিয়া তদীয় পিতা বিদর্ভরাজ ভীমসেনকে নিবেদন করিয়াছিল। * তিনি তৎসমস্ত অবস্থা শুনিয়া যুবতী কন্যার প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া নিজেই উহার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিলেন।

পাঠক! বিখ্যাত কবি শ্রীহর্ষ এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে কাব্য (নৈষধ-চরিত) রচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেও স্পষ্ট জানা যায়, দময়ন্তী রাজা নলের গুণানুবাদ শ্রবণাবধি তৎপ্রতি তাঁহার যৌবনসুলভ যে অনুরাগ সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা লজ্জা বশতঃ মনোমধ্যে গোপনে সুদীর্ঘকাল পোষণ করার ফলে তাঁহার উৎকট বায়ুরোগ বিশেষ (ভূতোন্মাদ-হিষ্টিরিয়া)

* "শ্রুত্বা তু তচ্ছ্রুত্বা বচো হংসস্য ভারত। ততঃ প্রভৃতি ন স্বস্থা নলং প্রতি বভূব সা।
ততশ্চিন্তাপরা দীনা বিবর্ণবদনা কৃশা। বভূব দময়ন্তী তু নিঃশ্বাসপরমা তদা॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি ধ্যানপরা বভূবোন্মত্তদর্শনা। পাণ্ডুবর্ণা ক্ষণেনাথ হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা।
ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কর্হিচিৎ। ন নক্তং ন দিবা শেতে হা হেতি রুদতী পুনঃ।
তামস্বস্থাং তদাকারাং সখ্যস্তা জজ্ঞুরিঙ্গিতৈঃ। ততো বিদর্ভপতয়ে দময়ন্ত্যাঃ সখীজনঃ।
ন্যবেদয়ৎ তামস্বস্থাং দময়ন্তীং নরেশ্বরে"। ইত্যাদি

মহাভারত—নলোপাখ্যান পর্ব্ব।
বঙ্গবাসী মুদ্রিত ৩৩৬ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হইয়াছিল। দময়ন্তীর পিতা, মন্ত্রী ও সখীগণ এই রোগের সম্ভবযোগ্য কারণ বুঝিতে পারিয়া তন্নিবারণকল্পে যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ দিকে চরক ও সুশ্রুতে কৃতশ্রম বৈদ্য দ্বারা উপস্থিত রোগের চিকিৎসারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। *

(২) অপিচ, যখন পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের সহিত সঙ্কটপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য বিবিধ উচ্চাবচ বিষম পথিমধ্যে সহসা প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত ধূলিপটলাচ্ছন্ন ঘনঘটার অন্ধকারে ভীত হইয়া সকলে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া এক বৃক্ষতল আশ্রয় করত তথায় কালযাপন করেন। ক্রমে সমীরণ মন্দীভূত ও অন্ধকার তিরোহিত হইলে প্রবল বেগে শিলাসহকৃত বারি বর্ষণ হইতে লাগিল, তখন সুগভীর বজ্রনিনাদ হইতেছিল ও বিদ্যুৎ মেঘের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। অনন্তর বাত্যা ও বর্ষা উপরত এবং দিবাকর সমুদিত হইলে, তাহারা পুনরায় গন্ধমাদন বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ ক্রোশ মাত্র অতিক্রম করিলে, দ্রৌপদী আর পদচারে চলিতে না পারিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমারী ছিলেন, তাদৃশ দুর্গম পথে পদচারে চলিয়া শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন; তাহার পরে বাত্যা ও বর্ষার প্রকোপে, ভীত ও ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে আবার সেই অবসন্ন শরীর ও মন লইয়া তাদৃশ দুর্গম পথে পুনরায় গমন করিতে আর সমর্থ না হইয়া সহসা উপবেশন করিলেন, পরে কম্পিত কলেবরে উরুদ্বয় বাহু

---

* "এবং যদ্ব্রত: নৃপেণ তনয়া নাপ্রচ্ছি লজ্জাম্পরম্
যন্মোহঃ (ক) স্মরভুক্তি বপুঃ পাণ্ডুত্বতাপা দিভিঃ।
যচ্চালীঃকপটাদবাদি সদৃশী স্যাত্তত্র বা সাঙ্গনা
তম্মস্তা নিজনোমনোজ্ঝিমতনোদানন্দমন্দাক্ষয়োঃ॥ ১২২।
কন্যান্তঃপুরবাধনায় যদধীকারান্ন দোষা নৃপম্
দ্বৌ মন্ত্রিপ্রবরশ্চ তুল্যমগদঙ্কারশ্চ তাবূচতুঃ।
দেবাকর্ণয় সুশ্রুতেন চরকস্যোক্তেন জানেঽখিলম্
স্যাদস্যা নলদং (খ) বিনা ন দলনে তাপস্য কোঽপি ক্ষমঃ॥ ১১৬।
নৈষধীয়চরিতে চতুর্থঃ সর্গঃ।
(ক) মোহঃ—মূর্চ্ছা। (খ) নলদমুশীরম্। টীকা।

যুগল দ্বারা ধরিয়া লম্বমানা হইয়া, কম্পমানা কদলীর ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইলেন। ইহার পরে নকুলের আহ্বানে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দ্রৌপদীর নিকট তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন; যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কৃশ ও বিবর্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিপ্রর্ষিগণ সমাগত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক আশ্বস্ত করত বিবিধ রক্ষোঘ্নমন্ত্র জপ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও বারংবার সুখস্পর্শ-কর দ্বারা দ্রৌপদীর গাত্র স্পর্শ ও জলমিশ্র সুশীতল ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দ্রৌপদী সুস্থ হইয়া অল্পে অল্পে চেতনা লাভ করিলে নকুল ও সহদেব করযুগল দ্বারা তদীয় রক্ততল পদদ্বয়ে সংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। *

বলা বাহুল্য, মানসিক অবসাদ এবং গুরুতর দৈহিক ক্লান্তি এবং ভয় হইতে যে সাময়িক একপ্রকার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ঘটিয়া থাকে, (পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে) এ স্থলে দ্রৌপদীর তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহাতে তিনি কম্পান্বিতা, বিবর্ণবদনা, লম্বমানা হইয়া সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ এবং তত্রস্থ বিপ্রর্ষিগণ দ্রৌপদীর প্রকৃত অবস্থা যে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের তৎকালে অনুষ্ঠিত যথোচিত প্রতীকার এবং যথাসম্ভব শুশ্রূষা দ্বারা সূচিত হয়।

(৩) সুপ্রসিদ্ধ কবি ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদর্ভ (বেরার) দেশে জন্ম লাভ করিয়া কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভা অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন। তিনি "বীরচরিত","উত্তরচরিত" ও "মালতীমাধব" নাটক রচনা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তর রাম-চরিত, (যাহা অবশ্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত হইয়া থাকিবে, লেখক কিন্তু তাহার উল্লেখ বাল্মীকির রামায়ণে দেখিতে পান নাই।) পাঠ করিলে জানা যায়, একদা রাজা রামচন্দ্র শম্বুক বধের জন্য জনস্থানে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে পঞ্চবটীদর্শনে পূর্ব্বস্মৃতি মনে উদিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে সীতার বিরহানল সহসা অসহ্যরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে তাঁহার বহু অসম্বদ্ধ

* মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায় দেখ। বাহুল্যভয়ে মূল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না, কেবল অনুবাদ দেওয়া হইল।

প্রলাপোক্তি ও বারংবার মূর্চ্ছা ঘটিয়াছিল। ইহা অবশ্য ভূতোন্মাদ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের লক্ষণ। যখন সীতাদেবী সখী তমসার সহিত তদবস্থাপন্ন রামচন্দ্রকে দেখিলেন তখন যথোপযুক্ত আশ্বাস বাক্য ও সেবা শুশ্রূষা প্রয়োগে তাঁহার ঐ শোক ও বিষাদজনিত রোগের অবস্থা প্রশমিত হইয়াছিল। ভবভূতি স্বীয় নাটকে রামচন্দ্রের উল্লিখিত অবস্থা যেরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে হিষ্টিরিয়া রোগের নিদান ও লক্ষণাদি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ও বহুদর্শিতা ছিল, জানা যায়। এ স্থলে তাঁহারই কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

অন্তর্লীনস্য দুঃখাগ্নেরদ্যোদ্দামং জ্বলিষ্যতঃ।
উৎপীড় ইব ধূমস্য মোহঃ প্রাগাবৃণোতি মাম্॥ ৯

অর্থাৎ রামচন্দ্র পঞ্চবটী-দর্শনে বলিতেছেন,—

অদ্য মদীয় অন্তর্নিগূঢ় শোকাগ্নি যেন প্রজ্বলোন্মুখ অগ্নির ধূমরাশির ন্যায় মোহরূপে আমার চৈতন্য আবৃত করিতেছে। ইহার পরে রাম 'হা প্রিয়ে জানকি! হা বৈদেহি!' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

তদ্দর্শনে সখী তমসা সীতাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—

ত্বমেব নন্থ কল্যাণি! সঞ্জীবয় জগৎপতিম্।
প্রিয়-স্পর্শোহি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভব॥

অর্থাৎ তুমি জগৎপতি রামচন্দ্রকে পুনর্জীবিত কর, যেহেতু তোমার হস্ত তাঁহার পক্ষে সুখস্পর্শ হইবে, তাহাতেই তুমি সর্ব্বদা নিরত থাক।

অন্যত্র রাম জানকীকে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাইয়া বলিতেছেন,—চণ্ডি! জানকি! তোমাকে ইতস্ততঃ যেন দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তুমি ত দয়া করিতেছ না? * তৎপরেই,

"হা হা দেবি! স্ফুটতি হৃদয়ং ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিশ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥" ইতি মূর্চ্ছতি॥ ৩ অ।

অর্থাৎ হা দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; দেহবন্ধ ও সন্ধিস্থানগুলি

* চণ্ডি! জানকি! ইতস্ততো দৃশ্যসে ইব ন চানুকম্পসে।

শিথিল হইয়া পড়িতেছে, জগৎ শূন্য দেখিতেছি, আমার অন্তরাত্মা শোকাগ্নির জ্বালায় অবিরত ক্লিষ্ট এবং অবসন্ন হইয়া যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। আমার সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান লোপ পাইতেছে। হতভাগ্য আমি এক্ষণে কি করিব? ইহা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। *

(৪) ভগবদ্গীতায় বর্ণিত আছে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রথের উপর থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের সুবিস্তৃত সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষের সৈন্য-মধ্যে যখন দেখিলেন যে, তথায় গুরু, ভ্রাতা, ও আত্মীয় স্বজন এবং ভারতের রাজন্যবৃন্দ যুযুৎসু এবং আপন আপন জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উপস্থিত, তখন বিষাদ ও শোকে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"হে কৃষ্ণ! যুদ্ধার্থে উপস্থিত আমার আত্মীয়বর্গকে দর্শন করিয়া আমার গাত্র অবসন্ন এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে, আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, গাণ্ডীব হস্তচ্যুত এবং ত্বক্ দগ্ধ হইতেছে। হে কেশব! আমার মন ঘূর্ণিত হইতেছে, আর অবস্থান করিবার শক্তি নাই, আমি কেবল দুর্নিমিত্তই দর্শন করিতেছি।" † তৎপরে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত ক্ষত্রিয়সন্তান অর্জ্জুন আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রলপিতের ন্যায় অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তদনন্তর শর ও শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত চিত্তে রথের মধ্যে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। ‡ তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কৃপা-বশীভূত, অশ্রুপূর্ণ-লোচন ও বিষণ্ণবদন দেখিয়া এইরূপ উৎসাহপ্রদ প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিলেন। যথা—অর্জ্জুন! তোমার এতাদৃশ

* এই অবস্থায় রামচন্দ্র অস্থায়িভাবে অন্ধ হইয়াছিলেন, সেজন্য তিনি জানকীকে দেখিতে পান নাই। হিষ্টিরিয়া রোগে এরূপ অন্ধতাকে Hysterical blindness or amourosis বলে। —Sir William Osler.

† দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০

‡ এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬, ১ম অধ্যায়।

পৌরুষহীন হওয়া উচিত নহে, হে শত্রুতাপন! তুমি তুচ্ছ মানসিক দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া উঠ। * গীতার অন্যত্র (১১শ অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—অর্জ্জুন কৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণের মুখে ভীষ্মদ্রোণাদির ভাবী নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যখন অত্যন্ত বিস্মিত, ভীত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি হৃষিত (১) অর্থাৎ পুলকযুক্ত, কম্পিত-কলেবর ও ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'তুমি এখন প্রসন্ন হইয়া আমার শান্তির জন্য তোমার পূর্ব্ব দিব্যরূপ দেখাও।' † তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'অর্জ্জুন! আমার ঈদৃশ ঘোর-রূপ দেখিয়া তুমি ব্যথিত, ভীত ও বিমোহিত হইয়াছিলে, এক্ষণে পুনরায় আমার

---

* তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩—২য় অধ্যায়।

(১) মূলে যে 'হৃষিত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ শাঙ্করভাষ্যে কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই, আনন্দ গিরি হৃষ্ট তুষ্ট (হৃষিতো হৃষ্টস্তুষ্ট ইতি যাবৎ) বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীও 'হৃষিতো হৃষ্টঃ' এরূপ অর্থ করিয়াছেন। পরন্তু এরূপ আনন্দবোধক অর্থ এস্থলে সঙ্গত বোধ হয় না। অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে তাদৃশ ভয়াবহ বিশ্বরূপ কখনও দেখেন নাই, উহা দেখিয়া বিস্মিত ও সঙ্গে সঙ্গে ভীতই হইয়াছিলেন, তিনি কদাচ আহ্লাদিত হইতে পারেন নাই। কেননা ভয় ও বিস্ময়ের বাহ্য লক্ষণ হইতেছে লোমহর্ষণ, (গায়ে কাঁটা দেওয়া) যাহাকে পুলকও বলা যায়। অতএব এস্থলে বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জ্জুনের যে ভয় ও বিস্ময়ে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল, আহ্লাদে হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। আবার দেখাও যায়, গীতার উপসংহারে সঞ্জয়ের উক্তিতে যে 'হৃষ্যামি' পদ দুই শ্লোকে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কৃষ্ণার্জ্জুনের মধ্যে যে অদ্ভুত কথোপকথন হইয়াছিল তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণে সঞ্জয়ের মহাবিস্ময়-জনিত রোমাঞ্চই পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইয়াছিল, † ইহাই সুসম্ভব, স্বাভাবিক ও সঙ্গত বোধ হয়; নতুবা আনন্দিত ও তৎসঙ্গে ভীত হওয়া সম্ভবপর হয় না। হৃষিত অর্থে মেদিনী কোষও বলেন—"হৃষিতরোমাঞ্চিতেঽপি চ।"

† অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭, ১৮ অধ্যায় ॥

পূর্ব্বমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়-শূন্য ও প্রীতমনা হও।* অতঃপর অর্জ্জুন কৃষ্ণের পুনরায় 'সৌম্য মানুষ-রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি ইদানীং সংবৃত্ত, প্রসন্ন-চিত্ত, এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম।' †

অতঃপর ইহা বলা বাহুল্য যে, অর্জ্জুন ও রামচন্দ্রের যে উপরি উক্ত অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের অস্থায়ী সাময়িক মানসিক-দৌর্ব্বল্য বা মনোবিকার হইতে উদ্ভূত। আর, বিজ্ঞানের কথায় উহাকে সাময়িক ভূতোন্মাদ অর্থাৎ হিষ্টি-রিয়ার আক্রমণ বিশেষ বলিতে হইবে। তবে উহা একের মৃদু ও অন্যের তীব্র আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। উৎকট শোক বিষাদ এবং যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় তৎপক্ষে কারণ হইয়াছিল।

আর, দময়ন্তী ও দ্রৌপদীর যে যে অবস্থা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও ঐ রোগের সাময়িক আক্রমণের জন্য। একের ঈপ্সিত বল্লভের প্রতি প্রেমানুরাগের পোষণ ও তৎপ্রাপ্তির জন্য উৎকট চিন্তা (যাহা হইতে "Anxiety Hysteria" জন্মে) এবং অন্যের ভয়, শোক, মানসিক চিন্তা, দৈহিক শ্রম ও ক্ষুধা বশতঃ অবসন্নতা রোগোৎপাদনের কারণ হইয়াছিল। ‡ উপরি উক্ত কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কেবল অবলা জাতির মধ্যে এবং কামবিষয়িণী চিন্তা হইতে যে হিষ্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এমত নহে, তৎপক্ষে অন্যান্য কারণও বিদ্যমান থাকিতে পারে; ঐরূপ পুরুষজাতিতেও এমন কি, বীর ও ধীর পুরুষের মধ্যেও কামব্যতীত অন্যান্য কারণেও ঐ রোগের আক্রমণ সাময়িক ভাবে ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন প্রায়শঃ পুরুষজাতির মধ্যে যে ধর্ম্মসংক্রান্ত এক

* মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

† দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১—১১ অধ্যায়।

‡ প্রাচীন কাল হইতে অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুংসনির্ব্বিশেষে নানাবিধ কারণে অমানুষিক বা ভূতোন্মাদ (হিষ্টিরিয়া) রোগ উপস্থিত হইত এবং তাহা যে উচ্চ সমাজের লোকেরা অবগত ছিলেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। গৌরাঙ্গের সময়েও উহা জ্ঞানবান্ লোকের মধ্যে অবিদিত ছিল না।

প্রকার উন্মাদ রোগ (religious mania) পরিলক্ষিত হয়, তাহাও হিষ্টিরিয়ার প্রকার-ভেদ অর্থাৎ দেব-জুষ্ট ভূতোন্মাদ মাত্র *

অতঃপর আমরা স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য এবং হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্র, ইতিবৃত্ত, নিদান, অবস্থা-ভেদ, পূর্ব্বরূপ, লক্ষণাদি এবং পরিণাম পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ হইতে সংগ্রহ করিয়া একে একে সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য (Neurasthenia)

ইহা মৌলিক ও আগন্তুক ভেদে দুই প্রকার; যাহা মৌলিক বা প্রাথমিক (Primary) তাহা এইরূপ বা অন্যান্য বায়ুরোগ-গ্রস্ত পিতা মাতা হইতে সন্তানে সংক্রমিত হয়, অর্থাৎ বংশে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের (Nervous instability) কোন একবিধ রোগ থাকিলে তাহার প্রবণতা বা স্বভাব উত্তরাধিকার-ক্রমে শিশু প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এই স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগ যে সর্ব্বত্রই পৈতৃক মাতৃক থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। আর একটী কথার এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে, মনের সহিত স্নায়ু-মণ্ডলের কার্য্যের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের সহিত মানসিক দৌর্ব্বল্যও স্বল্প বিস্তর প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। এরূপ অবস্থাকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে Neuro-psychosthasia কিংবা Psycho-neurosis বলে।

স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য—নির্ব্বাচন।

প্রসিদ্ধ ডাক্তার বর্ (Burr) বলিয়াছেন, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য-গ্রস্ত শিশু বা বালক সামান্য কিছু বেদনা বা অসুখকে বাহুল্যরূপে প্রকাশ করে, গুরুজনের বশ্যতা যে কি পদার্থ তাহা সে জানেই না, অর্থাৎ সে স্বেচ্ছাচারী হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, কেহ অগ্রে অন্যের বশ্যতা শিক্ষা না করিলে আপনাকে কখন বশ করিতে পারে না,—ইহাদিগের প্রতি কঠোর শাসন এবং সহানুভূতির

* যেমন প্রাচীন কালে, সেরূপ গৌরাঙ্গের সময়েও স্ত্রীপুংসনির্ব্বিশেষে এই শ্রেণীর রোগের উদাহরণ পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গের মাতা শচীদেবীর ও তদীয় অন্তরঙ্গ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতির মধ্যে যে তথাকথিত প্রেমভক্তির বিকাররূপ সাত্ত্বিক লক্ষণের আবির্ভাব কাহিনী বর্ণিত দেখা যায়, তাহা হিষ্টিরিয়া ও তদানুষঙ্গিক উন্মাদ বিশেষের লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অভাব প্রদর্শন করিলে যেরূপ ক্ষতি হয় উহার বিপরীত ব্যবহারেও সেইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। ঐরূপ অনেক বালক বালিকা আছে যাহারা অন্যান্য বিষয়ে হয় ত খুব ভাল কিন্তু স্বজনগণের সহিত মিল বা ঐকমত্য না রাখিয়া আপনাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলে এবং আপনাদের মনোগত ও স্বানুভব-সিদ্ধ একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদের সমস্ত জীবন যাপন করে। শেষে ঈদৃশ জীবন প্রায়ই উন্মাদ দশায় পরিণত হইয়া থাকে। এই স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগকে হিষ্টিরিয়া বলিয়া খুব ভুল হইতে পারে। পরন্তু শেষোক্ত রোগে অধ্যাস (এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হওয়া) ও অবাস্তব পদার্থের দর্শন ও শ্রবণ লক্ষণ থাকায় তাহাকে পৃথক করিয়া চিনিয়া লওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার উভয় রোগ একত্র সম্মিলিতও থাকে। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগী এক অদ্ভুত চঞ্চল স্বভাবের হয়,—উহার আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনশীল, মনোভাবও বিকৃতাকার এবং সময়ে সময়ে স্পষ্টতঃ উন্মাদের তুল্য প্রকাশ পায়।* ইহার লক্ষণাদি, হিষ্টিরিয়া রোগের পূর্ব্বরূপ এবং

---

* *Eteology,*— * * *

"Primary Neurasthenia is pre-natal in origin and, in the majority of cases, inherited." Pages 624-25

"The chief predisposing cause seems to be, in fact, a bad heridity. In almost all cases of serious primary neurasthenia if the family history is known, there will be found "a bad strain in the blood." By this, ofcourse, is not meant moral viciousness, but biological weakness. There is present some nervous instability in the family. It is a tendency which is inherited, not neurasthenia, itself. Thus neurasthenia does not necessarily beget neurasthenia nor hysteria hysteria, but nervous or mental instability produces either itself or some allied weakness." Pages 625-26

* * * * *

"His little aches and pains are made much of and obedience unknown to him. The writer is not preaching brutality to children, ... but one must learn to obey before he can command himself. Undue severity and lack of

বাল-হিষ্টিরিয়া বর্ণনকালে, অপিচ এই গ্রন্থীয় গৌরাঙ্গের বাল-চরিত বর্ণনার মন্তব্যে বিশদভাবে বিবৃত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ। হিষ্টীরিয়া,—সূত্র (Definition)

ডাঃ জেলিফ হিষ্টিরিয়ার সূত্র নির্দ্দেশ উপলক্ষে বলেন, আমাদের মানসিক-বৃত্তি-সমবায়ে ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব (Ego) সূচিত হয়। হিষ্টিরিয়া রোগ দ্বারা সেই সমষ্টির অবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দ্বিব্যক্তিত্ব উৎপাদন করে। সেজন্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যানেট হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্রোল্লেখ ব্যপদেশে বলিয়াছেন যে, হিষ্টিরিয়া এক প্রকার মানসিক অবসাদ, যাহা ব্যক্তিগত স্বাভাবিক মানসিক সংকল্প এবং ক্রিয়া-সমষ্টি হইতে কিয়দংশ পৃথগ্‌ভূত হইয়া (ব্যষ্টিরূপে) ঐ সংকল্প ও তদনুরূপ ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়। তাঁহার মতে হিষ্টিরিয়া ও ঐন্দ্রজালিক অবস্থা তুল্যরূপ, কেননা উভয়ের মূলে ভাবগ্রহণ-প্রবণতা ও ভাবপ্রেরণা (Suggestibility and Suggestion) সাধারণ

sympathy may do as much harm as the reverse. There are children, and often they are the best, who are so out of tune with their human surroundings that they are driven in on themselves and live their own lives in a subjective world all of their own creation. This, however, more often leads to insanity than to neurasthenia." Page 624.

Diagnosis :—

* * * * *

"One of the diseases most often confused with neurasthenia and frequently associated with it is Hysteria. * * * Always, however, there is some distinct mental perversion even at the start. The patient is a little queer, his manner changes, his behaviour alters, his ideas show perversion, and there occurs some manifestly insane act. When hallucinations and delusions appear the diagnosis is certain."

Pages 632 – 33.

Charles. W. Burr M. D. A System of Medicines, Edited by Sir Osler and Dr. McCrae. 1915.

ভাবেই নিদানরূপে কার্য্যকারী হয়।* সুবিখ্যাত মানসপীড়া-তত্ত্ববিশারদ সার্ রবার্ট আরমষ্ট্রং জোন্স্ হিষ্টিরিয়া রোগের সূত্রবন্ধন অপেক্ষা লক্ষণ-বর্ণনা শ্রেয়স্কর স্থির করেন।† তিনি সম্প্রতি ঐ রোগের নির্ব্বাচন ব্যপদেশে উহার যে কয়েকটী প্রধান দৈহিক ও মানসিক লক্ষণের পুনর্নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সুধী পাঠকগণের বিদিতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।‡ বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে উদ্ধৃত প্রমাণের অনুবাদ দেওয়া হইল না।

* "Janet's definition is that, 'Hysteria is a form of mental depression characterised by the dissociation and the emancipation of systems of ideas and of functions which by their synthesis constitute the personality.' For Janet the the historical and the hypnotistic states are identical, based upon the common factor of suggestibility."

See—Doctor Smith Ely Jelliffe's article on Hysteria in the above mentioned System of Medicines. Chap. XVII, Page 656.

† "Hysteria or rather the hysterias are better described than defined: they show themselves primarily in a lack of self-control, there is a morbid self-consciousness, and there is either a deficiency and exaggeration, or a perversion of sensation, motion, of the especial senses, of the veso-motor system and of the mind--each or all of them may be disturbed."

‡ "Hysterical attacks are most varied; to begin with, they occur in hysterical types of persons, in whom there is excess of emotion and who are vivid and erethitic * * * * As a rule, too, there is no loss of consciousness in hysteria, the symptoms on the mental side being of an exaggerated intensity, often "converted" into some loss of control on the sensori-motor side, which, however, may not last. The convulsions of hysteria are chiefly clonic, rarely tonic, whilst mental instability and unreliability are great features in hysteria."

See—The Practitioner, Page 330, November 1919 and Pages 387-88 December, 1921. Sir Robert Armstrong Jones, C. B. E. M. D, F. R. C. P, F. R. C. S.

তৃতীয়তঃ। ইতিবৃত্ত। (History)

পাশ্চাত্য (আমেরিকা দেশীয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত) আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা করিলে জানা যায়, সুপ্রাচীনকালে ডিমোক্রেটিস্ (Democrates), প্লেটো (Plato), এবং হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates), স্থির করিয়াছিলেন যে, এই স্নায়ুরোগ স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে (অর্থাৎ উহার স্থান-ভ্রষ্টতা ও ক্রিয়া-বিশৃঙ্খলতা হইতে) সমুদ্ভূত হয়, এবং উহার চিকিৎসার্থ তাঁহারা রোগিণীর গর্ভলাভ ও অবিবাহিত স্থলে বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ডাঃ গ্যালেন (Galen) কেবল স্ত্রীলোককে নহে পুরুষদিগকেও এই রোগ-কর্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন, তবে জরায়ুর স্থান-ভ্রষ্টতাদি দোষ স্ত্রীজাতির পক্ষে এই রোগের প্রকৃষ্ট কারণ, ইহা স্বীকার করেন। মধ্য কালে এই পীড়ার সম্বন্ধে গ্যালেনের মত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল এবং রোগের লক্ষণ দেখিয়া উহাকে হিষ্টিরিয়া বলিয়া চিনিয়া লইতে পারা যাইত। কিন্তু তাৎকালিক সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্মবিষয়ে কুসংস্কার প্রবল থাকায় অনেকে হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত রোগীকে ভূতাবিষ্ট, যাদুকর, আবার অন্য লোকে কাল্পনিক রোগের ভাণকারীও মনে করিত। ফলতঃ তখন ভূতাবিষ্টের প্রতিকারার্থ রোজার দ্বারা ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করা হইত। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে Hoffmane, তৎপরে Lonzar Villemag এবং Landonzy সেই জরায়ু বিকার হইতেই হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তির কথা পুনরায় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; পুরুষের ঐ পীড়ার কথা বলেন নাই। ইহার পরে কেহ কেহ স্ত্রী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের বিকার না মানিলেও রিরংসা হিষ্টিরিয়ার কারণ স্থির করেন। তাঁহারা উৎকট হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত স্ত্রী রোগিণীর ডিম্বাধার (ovaries) ও পুরুষ রোগীর মুষ্ক (Testicles) ছেদন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন; পরন্তু তাহাতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় নাই যে, রিরংসা দোষই হিষ্টিরিয়া রোগের মূলীভূত কারণ।

অনন্তর উনবিংশ শতাব্দীতে হিষ্টিরিয়া যে বায়ুরোগ বিশেষ (Nervous disease), তাহা অবধারিত হয়। এই মত ডাঃ জর্গেট (Georget), ব্রাচেট (Brachet), ব্রিকেটেট (Briquetait) মহোদয়দের প্রণীত পুস্তকে প্রচারিত হয়। তন্মধ্যে ব্রিকেটেট বলিয়াছেন, হিষ্টিরিয়া রোগ স্নায়ুকেন্দ্রের (Neurosis of the

central nervous system) বিকার হইতে উদ্ভূত হয়, যদ্দ্বারা দৈহিক পেশীর আক্ষেপাদি লক্ষণ সহসা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা হিষ্টিরিয়া রোগের একটী মাত্র অবস্থা অভিব্যক্ত হয় বলিয়া এই মত অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়, পরে ডাঃ ব্রাচেট দ্বারা ঐ মতের এক-দেশ-দর্শিতা নিরাকৃত হয়। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, মস্তিষ্কের এরূপ দুর্ব্বলতা হইতে হিষ্টিরিয়া রোগ জন্মে যাহাতে উক্ত রোগের ক্ষণস্থায়ী সাময়িক আক্ষেপাদি লক্ষণই যে পর্য্যাপ্ত, তাহা নহে, প্রত্যুত অন্যান্য স্থায়ী লক্ষণ সকলও বিদ্যমান থাকে।

এই মত ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া পরে এরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, হিষ্টিরিয়া-ব্যাধি মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা-সম্ভূত ; যাহা রোগীর নানাবিধ ইন্দ্রিয়-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, তথা মানসিক ভাব সমূহের (Passions) অসংযততার লক্ষণ প্রকাশ করে। ইহার পরে ফরাসী ডাঃ সার্কোট (Charcot) এই রোগের একটী বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া প্রখ্যাত হন, যাহাকে মানসিক একতম স্থির-ভাবত্ব (Fixed idealism) বলা যাইতে পারে এবং সেই স্থির-ভাবত্ব রূপ বিশেষ-লক্ষণ কেবল হিষ্টিরিয়া রোগীতেই বিদ্যমান থাকে। তদনন্তর কতকগুলি ভিষক্ উদিত হইয়া সার্কোটের মত সমর্থনে হিষ্টিরিয়া রোগের নৈতিক চিকিৎসার বিধান প্রচার করেন। পক্ষান্তরে কোন কোন চিকিৎসক আবার কিছু কিছু বিভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার দুই একটী স্থল মাত্র এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে, যেমন—কেহ বলেন, হিষ্টিরিয়া-রোগ-গ্রস্ত রোগী বা রোগিণীর মধ্যে দ্বিব্যক্তিত্বের (Double personality) ভাণ হয়, যেন নিজের কৃত কার্য্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত বলিয়া বোধ হয়। কখন রোগী নিদ্রিত, কখন কখন বা জাগ্রত অবস্থায় আবেশ-বিহার (Somnambulism and vigilambulism) করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উন্মত্তের ন্যায়ও অন্যান্য আচরণ করিয়া থাকে।

ইহার পর হইতে এযাবৎ পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ-চর্চ্চা ক্ষেত্রে হিষ্টিরিয়া রোগের তাত্ত্বিক-বিচার ও চিকিৎসা বিষয়ে বহুতর গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। বিগত মহাসমরে স্ত্রী এবং (বিশেষ করিয়া) পুরুষের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগের যে সকল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ রোগ সম্বন্ধীয় পূর্ব্বের কোন কোন ভ্রান্ত-মত নিরসিত হইয়া নূতন তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে।

ভবিষ্যতে হয় ত আবার এই রোগের তত্ত্ব যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে তাহা এক্ষণে কে বলিতে পারে ? যাহা হউক, বর্ত্তমানে যতদূর জানা গিয়াছে তাহা হিষ্টিরিয়ার নিদান ও লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে এবং গ্রন্থের মন্তব্যে প্রয়োজন-মত কিছু কিছু উল্লিখিত হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ ব্যাবিনাস্কি (Babinaski) হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্ব পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে পিথিয়েসিস (Pithoasis) নাম প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন ; কেননা ঐ রোগ তাঁহার মতে প্রবোধ (Pitheatism = Persuasion) দ্বারা আরোগ্য হয়।

(গ) হিষ্টিরিয়ার নিদান বা কারণ ঃ—

অন্যান্য রোগের ন্যায় হিষ্টিরিয়ারও নিদান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক পূর্ব্ববর্ত্তী, দ্বিতীয় উত্তেজক।

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের মধ্যে রোগের প্রবণতা লইয়া জন্মলাভ অন্যতম প্রধান কারণ। ইহাকে সহজাত বা বংশানুক্রমিক, এবং ইংরাজীতে Heredity বলে। তাৎপর্য্য এই যে, পিতা মাতার হিষ্টিরিয়া রোগ থাকিলে সন্তানে তাহা অনুক্রমিত হয়।* ডাঃ ব্রিকেটের তালিকা উহাই সম্যক্ প্রমাণ করে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রতি দশ জন হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত লোকের মধ্যে নয় জনের এই কারণ বিদ্যমান আছে। †

হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তামাতার সহিত জন্মাবধি বাস ও ঐ রোগ-গ্রস্ত লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ ঘটিলে সহজাত কারণের কার্য্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই উপস্থিত হয়।

অপিচ,শৈশবে শিক্ষার দোষ হিষ্টিরিয়ার অন্যতম পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ। এই স্থলে শিক্ষা অর্থে পিতা মাতার সুশাসনে থাকিয়া শিষ্টাচার ও সুনীতি শিক্ষা, পরে যথোপযুক্ত লেখা পড়া (বিদ্যা) অভ্যাস বুঝিতে হইবে। ইহার অন্যথায় সন্তানের চরিত্রে যে উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মে এবং বিদ্যা চর্চ্চায় অত্যন্ত মনোনিবেশ ও

---

* The true cause of Hysteria is manifestly hereditary predisposition.

† Brequet's statistics prove that in nine cases out of ten hysterical parents have hysterical childern. Dr. Paul Sanaton.

অতিশ্রম সংঘটিত হইলেও তাহা হিষ্টিরিয়া রোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণরূপে গণ্য হয়। *

(২) উত্তেজক কারণ।

যেমন—ক্রোধ, শোক, নিরাশা, ভয়, সাংসারিক-অভাব, উৎকণ্ঠা, ধর্ম্মবিষয়ে তীব্র ভাবোত্তেজনা ইত্যাদি। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের মৃদুতা বা প্রবলতা অনুসারে উত্তেজক কারণ ঝটিতি বা বিলম্বে কার্য্যকারী হয়। আবার উত্তেজক কারণ তীব্রতর হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের অপেক্ষা থাকে না। হিষ্টিরিয়া ভাব-প্রেরণা দ্বারা অনুকৃত হয়, কখন কখন এক ব্যক্তি হইতে এক সময়ে অনেক লোককে সংক্রামকভাবেও আক্রমণ করে। †

(ঘ) হিষ্টিরিয়ার অবস্থাভেদ :—

লক্ষণানুসারে হিষ্টিরিয়াকে প্রধানতঃ চারি অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) প্রারম্ভাবস্থা বা পূর্ব্বরূপ (Prodromata.)

(২) সম্প্রাপ্তির অবস্থা (Syndromata.)

(৩) সাঙ্কর্য্যাবস্থা (Complicated with Symptoms of other diseases.)

(৪) পরিণাম (Termination.)

(১) প্রারম্ভাবস্থা বা পূর্ব্বরূপ :—

সচরাচর শৈশব অবস্থায় এমন কতকগুলি স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের লক্ষণ প্রকাশ

* See—Encyclopedia and Dictionary of Medicine and Surgery, Vol. IV, P. 309.

† "Hysteria, like Chorea and Epilepsy, is often contagious.' Dr. Bristowe—The Theory and Practice of Medicine. 6th Edn. p. 1128

"Sometimes suggestion results in imitation. One hysteric patient may excite similar symptoms in another or indeed in a group of persons." Dr. F.X. Dercum.

See.—Sajous's Analytical Cyclopedia of Practical Medicine, Philadelphia, 1816. p. 612.

শ্রবণ, কাল্পনিক লোকের সহিত কথোপকথন); তন্মধ্যে প্রধানতঃ—প্রলাপোক্তি হয়। এই অবস্থায় রোগী বা রোগিণী কাল্পনিক ঘটনাবলী অতি বিশ্বাসজনকরূপে দৃঢ়তার সহিত বর্ণন এবং কখন কাহার প্রতি অসাধারণ এবং গুরুতর অভিযোগও করিয়া থাকে। ইত্যাদি

৩। সাঙ্কর্য্যাবস্থা ঃ—

হিষ্টিরিয়া রোগে এমন বহুবিধ রোগের লক্ষণের ভাণ হয় যে, সহসা উহার পরিবর্ত্তে সেই সেই রোগ বলিয়া মনে হইতে পারে। পক্ষান্তরে ইহাও সুনিশ্চিত যে, এই রোগের সহিত স্থল বিশেষে অন্যান্য রোগের—যেমন—মৃগী (Epilepsy), গ্রহাময় (ইহাতে দৈহিক পেশীর বিশেষ দৃঢ় আকুঞ্চন হয়) (Catalepsy), (Ecstasy), উন্মাদ প্রভৃতির লক্ষণ প্রায় বিজড়িত থাকে। পরন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা তৎসমস্ত লক্ষণকে বিশ্লেষণ করিয়া মূল রোগ অবধারণ করিতে সমর্থ হন। লক্ষণ বর্ণনকালে ইহা বিশদীকৃত হইবে।

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ।

হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা চতুষ্টয় জীবনের সকল সময়ে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। পরন্তু ইহার প্রথমাবস্থা বা পূর্ব্বরূপ প্রায়শঃ বাল্যেই উদিত হইয়া থাকে। সেজন্য উহা শৈশব বা বাল্য হিষ্টিরিয়া শব্দে অভিহিত হয় (Hysteria of Infancy or childhood)।

অগ্রে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

(ক) শৈশব বা বাল্য হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ।

যাহাদের সহজাত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (Neurasthenia) বা মানস দৌর্ব্বল্য (Psychosthesia), অন্য কথায় হিষ্টিরিয়ার প্রবণতা থাকে, তাহারা শৈশবেই ক্রোধপরায়ণ হয়, আদর ও স্নেহ উপভোগ করিতে করিতে কোনরূপ বাসনা তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটিলে সহসা ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন উহারা অত্যন্ত

heard, and conversations held with imaginary pyrsons. In this stage the patient will relate with the utmost solemnity imaginary events, and make extraordinary and serious charges against individuals." Sir Osler.—The Principle and Practice of Medicine, 8th Edn, p. 1098.

অস্থিরস্বভাব অর্থাৎ এই আছে এই নাই (volatile), উহাদের আচরণ ঠিক উন্মত্তের মত না হইলেও অত্যন্ত অসঙ্গত, সেজন্য উহাদিগকে আয়ত্ত রাখা বড়ই কঠিন। কেহ কেহ আবার ভীত ও অস্বাভাবিক লজ্জাশীলও হয়। কেহ কেহ আহার সম্বন্ধে স্বেচ্ছাপরতন্ত্র—এটা খাইতে পারিব না, ওটা খাইব না, ইত্যাদি। ইহারা নিজের অসুখের কথা অত্যন্ত বেশী করিয়া ব্যক্ত করে। ইহাদের মধ্যে যৌবনোচিত জননেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই কামপ্রবৃত্তি উন্মেষের দুর্নীতি-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়।

বাল্যাবস্থার হিষ্টিরিয়ায় যৌবনকালীন হিষ্টিরিয়া অপেক্ষা অল্প মাত্রায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্মধ্যে অঙ্গ বিশেষের পেশীর অবসাদ অপেক্ষা আক্ষেপই সচরাচর অধিক। ইহাতে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের পেশীর আক্ষেপ হইতে একপ্রকার ঘন ঘন খর্ব্ব কর্কশ শব্দ উৎপন্ন হয়, কখন কখন হাঁই পাঁইও হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর অঙ্গবিশেষ বা সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার কম্প (Tremors), উদ্গার, পেটের ভিতর কুল কুল (gargling) শব্দ হয় (যাহা শয়ন করিলে থাকে না)। অঙ্গবিশেষের স্পর্শাধিক্য থাকে, স্পর্শহানি বা পেশীর অবসাদ থাকে না, শিরঃপীড়া (পর্য্যায়ক্রমে আক্রমণ), দৃষ্টিশক্তির দোষ ইত্যাদি এবং নানাপ্রকার স্নায়ব রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

সুবিখ্যাত আমেরিকান ডাক্তার স্যানিটন (Paul Saniton) বাল্য হিষ্টিরিয়া লক্ষণ সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতেও কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বাল্য হিষ্টিরিয়ায় মৃদু বা অসম্যক্-সম্প্রাপ্তির অবস্থায় মানসিক উত্তেজনা, স্বপ্নদর্শন, নিদ্রিতাবস্থায় চীৎকার, এবং বুকচাপা (nightmare), ভ্রমাত্মক দর্শন ও শ্রবণ অজীর্ণতা এবং রক্তসঞ্চালক ও গতিবিধায়ক স্নায়ুযন্ত্রের ক্রিয়া-বিকৃতির লক্ষণ (Vaso-motor troubles) এবং বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকৃতির ভাব প্রকাশ পায়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বালকবালিকাদের দৈহিক পুষ্টিবর্দ্ধন আপনাদের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধের সদৃশ (Precocity) হয় এবং মনোবিকাশও, বিশেষতঃ চাতুরী ও ছল বিষয়ে, ঐরূপ স্ফুরিত হয়। উহাদের অন্যের প্রতি ভালবাসার ভাব প্রবল হয়, কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তনশীল। উহারা যৎসামান্য ভাবোত্তেজনায় (যেমন কোনরূপ হর্ষে ও শোকে) উহার অত্যধিক মাত্রায়

প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এরূপ বালকবালিকাদের মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনায় প্রবৃত্তি থাকে। উহাদের অসাধারণ উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাজদ্বারে ইহারা প্রায়ই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অনেকে উন্মাদগ্রস্ত ও বিমর্ষভাবাপন্ন হয়, সামান্য বা বিনাকারণে আত্ম-হত্যা করিতে পারে। *

শৈশবের মৃদু হিষ্টিরিয়ায় প্রধানতঃ মানসিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় শিশুদের চর্ম্মরোগ বিশেষ (Pallakinia)—দুঃসাধ্য চুলকনা (Prurigo) এবং আমবাত রোগ হয়, সুনিদ্রা হয় না, অথবা গাঢ়তর নিদ্রা হয়, কিন্তু সমান্য শব্দ হইলে চমকিয়া উঠে ও কম্পিত-কলেবর হয় এবং অন্ধকারকে ভয় করে। বাল-হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের স্বভাব—চঞ্চল, অনায়ত্তীভূত এবং কোপনশীল ; উহারা ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হয়,এবং মনের সঙ্কল্প (ideas) আপনাদের বয়সের তুলনায় অনুপযোগী। ইহাদিগকে অন্যের প্রতি সমবেদনা ও তদ্বিপরীত ভাবাপন্নও দেখা যায়। † ইত্যাদি

* "In less advanced degree hysteria expresses itself by cerebral irritation, dreaming, night-mare, and hallucinations ; there are also digestive troubles, vaso-motor troubles, and especial psychic conditions. Hysterical children are precocious, especially with regard to the arts ; their affectivities are active, but changeable, the slightest impression produces intense reactions, either joy or grief. Such children have tendencies to lie and dissimulate, their extraordinary statements should seldom be believed, and they often give false evidence in courts of justice. Many suffer from mania, are habitually melancholy, and may commit suicide with little or no reason."—Vol : IV p 300.

† "In its mildest form infantile hysteria only appears in psychic phenomena. Children have pallakinia, tenacious prurigo, and nettle-rash ; they sleep badly or lethargically, start and tremble at the slightest noise, and are frightened of the darkness. Their dispositions are flighty, ungoverned, passionate ; they are jealous of their brothers and sisters.

অতঃপর আমরা হিষ্টিরিয়া সম্প্রাপ্তির সাধারণ কথা বলিব।

দেখা যায়, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ মতে আক্রমণলক্ষণের তারতম্যানুসারে হিষ্টিরিয়া রোগ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক মৃদু বা ক্ষুদ্র (minor), দ্বিতীয় দারুণ বা বৃহৎ (major), ইহাকে হিষ্টিরিয়া-মিশ্র মৃগী (Hystero-epilepsy) বলে। মৃদু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে,—প্রথম, মধ্যম ও শেষ। প্রথম—প্রারম্ভ বা পূর্ব্বরূপ। ইহা মৃদু বা দারুণ উভয়বিধ হিষ্টিরিয়ার প্রায়শঃ অনুরূপ, ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যম প্রকারকে আক্ষেপের অবস্থা (convulsive stage) বলা হয়। ইহার লক্ষণ—প্রথমে উপর পেটে খাল ধরে (spasm), তৎপরে অন্যান্য অঙ্গে অল্প-কাল-স্থায়ী কম্পনবৎ আক্ষেপ হয়। এই সময়ে গলা স্ফীত, মুখ বিকৃত, নিশ্বাস অবরুদ্ধ, পরক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র শ্বাস প্রশ্বাস, দাঁত কপাটী (Clenched jaw), ও যন্ত্রণাসূচক রোদন ঘটে। এই চাঞ্চল্যের অবস্থা হইতে সহসা স্থির ভাব ধারণ, তৎপরে তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় রোগী কথা কহে না বা চলা ফেরা করে না বটে, কিন্তু কখন ক্রন্দন, কখন গান ও কখন হাস্য করিয়া থাকে। ইহার পরে রোগী কিয়ৎকাল বিশ্রাম করে, তদনন্তর স্বীয় স্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

দারুণ, বৃহৎ বা আপস্মারিক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে উপরিউক্ত লক্ষণের প্রাচুর্য্য, ও দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব এবং প্রলাপেরও আতিশয্য, অধিকতর অবিশ্বাস-মূলকত্ব এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

প্রখ্যাতনামা ডাক্তার স্যার্ অস্লার হিষ্টিরিয়া রোগের মনোবিকার সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে ও সম্প্রতি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত হইতেছে।

(ক) হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্তদিগের মানসিক অবস্থা নিয়ত অস্বাভাবিক, এবং ঐ পীড়া উন্মাদ ও সুস্থমনা লোকের মনোরাজ্যের অস্পষ্ট দুই সীমার

have their ideas unsuited to their age, excessive sympathies and antipathies."

See—Green's Encyclopedia and Dictionary of Medicine and Surgery, Vol: IV p. 320.

মধ্যস্থলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থলে হিষ্টিরিয়া উন্মাদগ্রস্ত রোগী সত্যই উন্মাদ, বিশেষতঃ নৈতিক বিষয়ে; উহাদের উক্তি পরম্পরায় কিছুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। পরন্তু তদ্দ্বারা উহারা আপনার আত্মীয় বন্ধু এবং চিকিৎসককে বহুকাল যাবৎ প্রতারিত করিয়া থাকে। প্রতীত হয়, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তেরা সম্যক্ না হউক কতকটা অন্যের নিকট হইতে সহানুভূতি অর্জ্জনের বিকৃত-আকাঙ্ক্ষায় ঐরূপ করিয়া থাকে। প্রকৃত কথা, রোগধর্ম্মে উহাদিগের নৈতিক-স্বভাব একেবারে বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন হয়।* (পরবর্ত্তী কালে ডাঃ অস্‌লার এই স্থানে আরও বলেন—অপরের নিকট বিকৃত সহানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা রোগীকে সকল প্রকার অসঙ্গত ও নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে।†) অপিচ, হিষ্টিরিয়া রোগীরা উন্মাদগ্রস্ত হয় এবং নিয়ত অবাস্তব দর্শন ও শ্রবণ এবং প্রলাপোক্তি করিয়া থাকে। কখন কখন বা তন্মধ্যে মনোভাবের সহসা তীব্র অভিব্যক্তিও উপস্থিত হয়।‡

(খ) মস্তিষ্কের উচ্চকেন্দ্রগুলির বিকার লক্ষণ, যেমন—দীর্ঘকালব্যাপী প্রগাঢ়

* "MENTAL SYMPTOMS.—The Psychical condition of an hysterical patient is always abnormal, and the disease occupies the ill-defined territory between sanity and insanity. In a large number of cases the patients are really insane, particularly in the perversion witnessed in the moral sphere. Not the slightest dependence can be placed upon their statements, and they will for months or years deceive friends, relatives, and physicians. This appears to result partly, but not wholly, from a morbid craving for sympathy. It is really due to an entire unhinging of the moral nature."

† "A morbid craving for sympathy may lead to the commission of all sorts of bizarre and foolish acts." p. 1102. 8th Edition, 1917.

‡ "Hysterical patients may become insane and display persistent hallucinations and delirium, alternating perhaps with emotional outbursts of an aggravated character." p. 1083

The Principles and Practice of Medicine, 6th Edn, 1907.

মূর্চ্ছা-সহ সংজ্ঞা লোপ। ইহা কখন হিষ্টিরিয়া রোগের আক্ষেপাবস্থার পূর্ব্বে, পরন্তু সচরাচর অবসানে, উপস্থিত হয়। ইহাকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে Trance বা মৃতকল্পাবস্থা বলা হয়। কখন কখন প্রত্যঙ্গ বিশেষের দৃঢ়-আক্ষেপ-জনিত ঐ অঙ্গের এক ভাবেই অনেকক্ষণ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। * ইহা গ্রহাময় রোগের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।

(গ) হিষ্টিরিয়া রোগে এক প্রকার গাঢ় নিদ্রা হয়, যাহা হইতে রোগীকে সহজে জাগরিত করা যায় না, অথচ তদবস্থায় উহার হস্ত পদাদির আক্ষেপ, চোয়াল ধরা ও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। এদিকে রোগী অন্যের কথা শুনিতে পারে, কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারে না। কাহার কাহার সুষুপ্তি বা সংজ্ঞাহীনতা, পশ্চাৎ পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার পর হিষ্টিরিয়া আক্রমণের মধ্য বা বিরাম-কালীন (Interparoxysmal period) মানসিক অবস্থার উল্লেখ ক'রব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, হিষ্টিরিয়ার আক্রমণকালীয় প্রলাপ-লক্ষণ আক্রমণ নিবৃত্তি হইবার পরেও কিছুকাল চলিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন উহার বিরাম অবস্থায় মানসিক ক্রিয়ার ব্যত্যয় সংঘটিত হয়। স্মৃতি-শক্তির এরূপ দোষ ঘটে যে, রোগী বা রোগিণীর উক্তি পরস্পরায় মিল থাকে না। পরিজ্ঞাত বিষয়ের ভ্রান্তি, পরভাষা বিস্মরণ, ইত্যাদি; পরন্তু বুদ্ধির তাদৃশ বিকৃতি হয় না, তবে মনোযোগ ব্যাপারের হানি ঘটে; স্মৃতিশক্তির ন্যায় ইচ্ছাশক্তিরও অনেক স্থলে ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে, যেমন,—মানসিক অভ্যস্ত কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু নূতন কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্তি হয় না; তাদৃশ স্থলে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীকে অন্যের কথায় সহজে পরিচালিত হইতে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন রাগ-দ্বেষাদি ও স্নেহ ভাবেরও বিপর্য্যয় ঘটে। সেজন্য হিষ্টিরিয়া-পীড়িত লোক কোন

* "Of hysterical manifestations in the higher centres that of trance is the most remarkable. This may develop spontaneously, without any convulsive seizure, but more frequently it follows hysteroid attacks. Catalepsy may be present, a condition in which the limbs are plastic and remain in any position in which they are placed." Same,—8th End., p. 1102—3.

সময়ে অল্প কারণে উত্তেজিত, বিরক্ত এবং অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ হয়। আবার সময়ান্তরে সে তাহাতে উদাসীন, বিমর্ষ, নিরুৎসাহ এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। প্রকৃত কথা এই, উভয়বিধ মানসিক ব্যাপারই কারণের অনুপাতে অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে কার্য্যে প্রকাশ পায়। স্থল-বিশেষে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত লোকের মিথ্যা-বাদিতা, প্রতারকত্ব, মদিরাসেবন-জন্য উন্মত্ততা (dipsomania) ইত্যাদি দোষ বিদ্যমান থাকার কথা জানা যায়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে কথিত দোষ সকল রোগীর বিকৃত মানস হইতে সমুদ্ভূত হয়, ইহাই স্থির করিতে হইবে। নতুবা ঐ সকল তাহার স্বাভাবিক মনের পরিচায়ক নহে, সুতরাং ঐ সকলের জন্য উহাকে দোষী বা দায়ী সাব্যস্ত করাও সঙ্গত নহে। (ডাঃ পল্ সেণ্টন)

৪। হিষ্টিরিয়ার পরিণাম (Prognosis.)

মৃদু হিষ্টিরিয়া অনুকূল অবস্থায় এবং উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা এক কালেই আরোগ্য হয়। পরন্তু উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলে রোগ কখন কখন পুনরায় উদিত হইতে পারে। দারুণ-হিষ্টিরিয়া দুঃসাধ্য, তবে অল্প দিনের হইলে, বিশেষ চিকিৎসা দ্বারা অনুকূল অবস্থায় উহা যাপ্য হইতে পারে। পক্ষান্তরে উহা বহুকালস্থায়ী হইলে এবং অন্যান্য রোগের, বিশেষতঃ উন্মাদের সাহচর্য্যলাভ করিলে আরোগ্য ত দূরের কথা, প্রায়শঃ অকালে অপমৃত্যুও সংঘটিত হইতে পারে। এই রোগের সকল অবস্থায় আত্মহনন চেষ্টা একটী বিশেষ লক্ষণ, সুতরাং অন্যকর্ত্তৃক সুরক্ষিত না হইলে হিষ্টিরিয়া রোগীর যে কোন সময়ে ঐরূপে জীবন নাশ হইতে পারে।

এই উদ্বোধন ব্যপদেশে হিষ্টিরিয়া রোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল, লেখক আশা করেন, পাঠকবৃন্দ যদি ইহার স্থূল সারাংশ স্মরণ রাখিয়া গ্রন্থ-বিন্যস্ত অন্তরঙ্গসহ গৌরাঙ্গ-চরিত পাঠ করেন এবং লেখকের মন্তব্যগুলি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করেন, তাহা হইলে গৌরাঙ্গের প্রকৃত লীলা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম, অন্য কথায়, উদ্ঘাটন করিতে তাঁহাদের বিশেষ আয়াস পাইতে হইবে না।

অতঃপর আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হইতেছি।

গৌরাঙ্গ লীলা-রহস্য।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গৌরাঙ্গের শৈশব ও বাল্য চরিত।

সকলে বিদিত আছেন, গৌরাঙ্গ বাঙ্গালার সুবিখ্যাত নবদ্বীপে শচীদেবীর গর্ভে জগন্নাথমিশ্রের পুত্ররূপে ১৪০৭ শকে মাঘী পূর্ণিমার দিনে (২৫শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৭ই জানুয়ারী, ১৫১০ খ্রীঃ অঃ) জন্মলাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—যে সময়ে গৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হন, তখন হিন্দু সামাজিকদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম— মঙ্গলচণ্ডীর গীত, জাগরণ, বিষহরি, বাশুলী, যক্ষ এবং বহু-অর্থ-ব্যয়-সাধ্য 'পুত্তলি পূজায়' আবদ্ধ ছিল। তখন পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য-গণ শাস্ত্র পড়াইতেন সত্য, কিন্তু যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণ-কীর্ত্তন বা কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিতে জানিতেন না। 'বলা বাহুল্য, তখন স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত ছিল না, শচীদেবীও অবশ্য লেখা পড়া জানিতেন না, ভূত প্রেতের ভয় ও অন্যান্য কুসংস্কার তাঁহার ছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার স্বাস্থ্য যে খুব ভাল ছিল, তাহা বোধ হয় না। গৌরাঙ্গের জন্মলাভের পূর্ব্বে শচীদেবীর উপর্য্যুপরি আটটী পুত্র কন্যা হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কেবল তখন একটীমাত্র পুত্র অবশিষ্ট ছিল। এই কারণে স্ত্রীলোকদিগের কথায় গৌরাঙ্গের নিমাই নাম রাখা হইয়াছিল। এদিকে কোষ্ঠীতে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর হইয়াছিল। তিনি দেখিতে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিবেশি-নারীগণ তাঁহার কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ গৌরচন্দ্র, কেহ বা নবদ্বীপচন্দ্র নাম দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম গুরুদত্ত, পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল। ফলতঃ বিশ্বম্ভর ও নিমাই এই দুই নামই তাঁহার বাল্যজীবনে প্রসিদ্ধ ছিল। শিশু নিমাই ক্রন্দন করিলে কিছুতেই থামিতেন না, কেবল এক হরি নাম করিলে থামিতেন। নিমাই

যখন মাত্র ৪ মাসের তখন গৃহের দ্রব্যাদি যেমন—তৈল, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত। শচী ইহা দেখিয়া কে ঐ সকল ফেলিল তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। অন্য লোকে ভাবিত দানবাদি প্রেতযোনি রক্ষা-কার্য্য দ্বারা রক্ষিত শিশুর কিছু করিতে না পারিয়া গৃহের দ্রব্যাদি অপচয় করিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ মিশ্র ইহাতে চিন্তিত হইতেন বটে, কিন্তু কিছু মন্দের আশঙ্কা করিতেন না। নিমাই ক্রমে উঠানে বেড়াইতে লাগিলেন, অধিক সময় নাচিতেন ও হাসিতেন, আর ক্রন্দন করিতেন, হরিধ্বনি না করিলে প্রবোধিত হইতেন না। ইহার পরে শিশু বাটীর বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যের নিকট হইতে খই, কলা, সন্দেশ (যে যাহা দিত) ঘরে আনিতেন। বালক নিমাই অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন, সর্ব্বদা বাটীর বাহিরে যাইতেন, তাঁহাকে ফিরিয়া ঘরে আনিলেও পুনরায় আপনাকে লুকাইয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন, এইরূপ প্রত্যহ করিতেন। নিমাই বাহিরে গিয়া প্রতিবেশীদিগের কাহার বাটীতে দুগ্ধ, কোথায় বা ভাত লুকাইয়া খাইয়া আসিতেন। কাহারও বাটীতে খাইবার কিছু না পাইলে তাহার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিতেন, কাহার ঘরে যদি ছোট শিশু থাকিত, তাহাকে কাঁদাইয়া আসিতেন। কোন দিন কাহা কর্ত্তৃক ধরা পড়িলে 'আর কখন করিব না' এরূপ বলিয়া তাহার পায় ধরিতেন, লোকে তাঁহাকে ভালবাসিত বলিয়া আর কিছু বলিত না। নিমাই এক ঠাঁই স্থির থাকিতেন না। এক দিন এক তীর্থ-পর্য্যটক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া যেমন গোপালকে নিবেদনকালে ধ্যানযুক্ত হইয়াছিলেন, অমনি উলঙ্গ ও ধূলি-ধূসরিত-গাত্র নিমাই তথায় আসিয়া ঐ অন্ন ব্যঞ্জনের এক গ্রাস মুখে লইলেন। ব্রাহ্মণ ধ্যানভঙ্গে উহা দেখিয়া ঐ অন্ন ব্যঞ্জন অশুচি হইয়াছে বলিয়া ভক্ষণ করিলেন না। জগন্নাথ এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভরকে মারিতে গেলেন; অতিথি জগন্নাথকে শপথ দিয়া অজ্ঞান বালককে মারিতে নিষেধ করিলেন। জগন্নাথ পুনরায় রন্ধন করিবার জন্য অতিথিকে অনুরোধ করায়, তিনি দ্বিতীয় বার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিতেছেন, এদিকে নিমাই মাতা-কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতে পাড়ার কোন লোকের বাড়ীতে নীত ও রক্ষিত

হইলেও কোন প্রকারে তথা হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের নিবেদিত অন্নের এক মুঠা ভক্ষণ করিলেন। ইহা দেখিয়া অতিথি হায় হায় করিলে জগন্নাথ তথায় আসিয়া পুত্রের কার্য্য দেখিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া নিমাইকে মারিবার জন্য ধাবিত হইলেন, কিন্তু বালক পলাইয়া গিয়া এক ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলেন। মিশ্র ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং এমন 'মহা চোর-শিশু' কার ঘরে আছে বলিয়া ধরিতে গেলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া 'শিশু অবোধ, স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, তাহাকে মারিলে কি হইবে' বলিয়া নিরস্ত করিল। অতিথি বলিলেন, 'কৃষ্ণ অদ্য আমার জন্য অন্ন লেখেন নাই, ফল মূল নৈবেদ্য কিছু আনিয়া দেও, তাহাই ভক্ষণ করিব।' তাহাতে জগন্নাথ দুঃখে অধোবদন হইয়া কিয়ৎক্ষণ রহিলেন, পরে তাঁহার বিশেষ অনুরোধে ব্রাহ্মণ তৃতীয় বার রন্ধন করিলেন। এবার বিশ্বম্ভর যে ঘরে লুকাইয়াছিলেন, সেই ঘরের দ্বারে মিশ্র স্বয়ং বসিয়া রহিলেন, স্ত্রীগণ 'নিমাই ঘুমাইয়াছে, আর চিন্তা নাই' বলিল। পরক্ষণে সকলে নিদ্রাবিষ্ট হইলে কপট-নিদ্রিত নিমাই তাহাদিগের অলক্ষিতে গৃহ হইতে লুকাইয়া বাহিরে আসিয়া যেখানে অতিথি পূর্ব্বের ন্যায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করিতেছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। বিপ্র বালককে দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। এই স্থলে চৈতন্য-ভাগবতকার বলেন,—নিমাই অষ্টভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারীর বেশে বিপ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিপ্র তাঁহাকে আপনার ইষ্টদেবের অনুরূপ-গাভী ও গোপিনী-কর্ত্তৃক পরিবৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর নিমাই তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলে তিনি সংজ্ঞা লাভ করেন। তখন নিমাই পূর্ব্ব জন্মের সদৃশ-ইতিহাস বর্ণন করতঃ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান এবং এই গোপ্য কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিবারণ করিয়া যে ঘরে শুইয়াছিলেন তথায় গিয়া পুনরায় শয়ন করিয়া রহিলেন। নিমাইয়ের জীবনী-লেখক এ স্থলে অতিথির তৃতীয় বারের রন্ধিত ও নিবেদিত অন্ন ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ ও গাত্রে লেপন করিয়া চলিয়া যাওয়ার কথা কবিত্ব সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

[পাঠকগণ! শিশু নিমাই-কৃত উপরি উক্ত অষ্টভুজ প্রদর্শনাদি অলৌকিক উপন্যাসে বিশ্বাস স্থাপন করেন করুন, কিন্তু বিশ্বাস না করিবার যথেষ্ট কারণ

আছে,—(১) নিমাই পাছে তৃতীয় বার অতিথির ভোজনের ব্যাঘাত ঘটায়, সেজন্য শচী প্রভৃতি স্ত্রীগণ ঘরের ভিতর এবং জগন্নাথ দ্বারে জাগিয়া বালককে রক্ষা করাই সম্ভব; এরূপ স্থলে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িবেন ও কপট-নিদ্রিত বালক শয্যা হইতে উঠিয়া অতিথির সকাশে উপস্থিত হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। (২) শিশু নিমাই অতিথিকে অষ্টভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বাটীর কেহই তাহা দেখে নাই ও শুনে নাই, নিমাই অতিথিকে এ রহস্য প্রকাশ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। অতএব বৃন্দাবন দাসের উপরি উক্ত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তাঁহার কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিশ্বম্ভর যে অতীব দুষ্ট-বালকের মত ব্রাহ্মণের দুই বার রাঁধা ভাতে অপূর্ব্ব চাতুরা সহকারে দাগা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু অতিথির তৃতীয় বার ভোজনচেষ্টায় বাধা দিতে পারেন নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। জীবনী-লেখক এই স্থানে স্বীয়-গ্রন্থ-গৌরবার্থ শিশু নিমাই সম্বন্ধে একটা অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন, ইহাই প্রতীত হয়।]

ক্রমে বিশ্বম্ভরের হাতে খড়ি বা বিদ্যারম্ভের এবং চূড়াকরণের কাল উপস্থিত হইল। [জীবনীতে এস্থলে গৌরাঙ্গের বয়সের নির্দ্দেশ নাই। সাধারণতঃ বালকের পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ ও চূড়াকরণ হইয়া থাকে। সেজন্য নিমাইএর ঐ বয়সে উক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল, ইহা আমরা মনে করিয়া লইতে পারি। হাতে খড়ির পরে অল্পদিনের মধ্যেই বর্ণপরিচয় শেষ করিয়া রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম কুতূহলের সহিত লিখিতে ও পড়িতে পারিলেন। এদিকে আকাশে পাখী উড়িয়া গেলে তাহা পাইবার জন্য, এবং গগনে তারকা দেখিয়া তাহা "দেও দেও" বলিয়া লইবার জন্য, হাত পা আছড়াইয়া ক্রন্দন করিতেন, কিছুতেই তাঁহাকে থামাইতে পারা যাইত না। কেবলমাত্র হরিনাম করিলে নিরস্ত হইতেন। একদিন ক্রন্দন কিছুতেই থামিল না—হরিনামেও কিছু ফল হইল না। অবশেষে নিমাই বলিলেন, "জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত অদ্য একাদশীর দিনে বিষ্ণুর জন্য অনেক দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছেন, যদি আমি ঐ সকল নৈবেদ্য খাইতে পাই, তবেই আমি সুস্থ হইয়া হাঁটিয়া বেড়াই।" জননী ইহা

শুনিয়া অসম্ভব মনে করিয়া দুঃখ করিলেন, অন্য সকলে বলিল—"কান্না সংবরণ কর, ঐ সকল আনিয়া দিব," কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ক্রমে উক্ত পণ্ডিত ও ভাগবতের কর্ণে এই কথা পৌছিল, তাঁহারা বিশ্বম্ভরকে ভাল-বাসিতেন, নৈবেদ্যের সকল প্রকার উপকরণ আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে আনিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর নানা উপকরণ পাইয়া কতক কতক খাইলেন, কতক বা নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে অন্যের গায়ে ও ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। ক্রমে বিশ্বম্ভর অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পাড়ার বালকদিগের সহিত মিলিয়া পরিহাস ও কোন্দল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। পাঠশালার শিশুদিগের সহিত পড়িয়া শুনিয়া মধ্যাহ্নে তাহাদিগকে লইয়া বহু রঙ্গে গঙ্গা স্নান করিতে যাইতেন; সেখানে গিয়া জলে ডুব দেওয়া, শিশুগণের সঙ্গে জল ফেলাফেলি, অনেককে লইয়া সাঁতার দেওয়া, কখন ডোবা, কখন ভাসা, তদ্ভিন্ন স্নানকারী বহু 'শান্ত, দান্ত, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী' লোকের গাত্রে পায়ের জলের ছিটা লাগান, নিবারণ করিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত না হওয়া, এবং উহাদের গাত্র স্পর্শ ও গাত্রে পায়ের জল ও কুল্ল করিয়া দেওয়া, সেজন্য তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্নান করিতে বাধ্য করা, ইত্যাদি বিরক্তিজনক কার্য্যে অন্যান্য বালকদিগকে লইয়া প্রবৃত্ত থাকায়, এবং অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাব প্রযুক্ত নিমাইকে কেহ ধরিতে না পারায়, শেষে জগন্নাথ মিশ্রের নিকট গিয়া সকলে অনুযোগ করিল। কেহ বলিল—"নিমাইয়ের জন্য ভাল মতে গঙ্গা-স্নান হয় না।' কেহ বলিল—'সে আমার ধ্যান ভঙ্গ করে', আর কেহ বলিল—'আমার শিবলিঙ্গ চুরি করে,' অন্যে বলিল—'আমার উত্তরীয় লইয়া পলায়,' এক ব্যক্তি বলিল,—'আমি যখন স্নান করিতে থাকি তখন তোমার বিশ্বম্ভর আমার বিষ্ণুপূজার পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন, সাজ সজ্জা সমস্ত লইয়া পলায়ন করে। অন্য কেহ বলিল,—'আমি যখন জলে নামিয়া সন্ধ্যা করি তখন নিমাই সেখানে ডুবিয়া গিয়া আমার পা ধরিয়া টানিয়া লয়।' কেহ বলিল—'আমার সাজি ও ধূতি থাকে না', অন্যে বলিল—'আমার গীতা পুঁথি চুরি করে।' অপর কেহ বলিল,—'আমার শিশু পুত্রের কর্ণে জল দিয়া তাহাকে কাঁদায়।' আর কেহ বলিল,—'আমার পৃষ্ঠ দিয়া কাঁধে চড়িয়া "আমি মহেশ" বলিয়া জলে ঝাঁপ দেয়।' কেহ বলিল, 'আমার পূজার আসনে

বসিয়া নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণুপূজা করে। স্নান করিয়া উঠিলে গায়ে বালি দেয়। চঞ্চল শিশুরা উহার সঙ্গে থাকে, স্ত্রীলোকের কাপড়ের সহিত পুরুষের কাপড় অদল বদল করে, তাহারা পরিবার সময়ে লজ্জা পায়। দেখ বন্ধু মিশ্র, তোমার পুত্র নিত্য নিত্য এইরূপ উৎপাত করে, দুই প্রহর না হইলে সে জল হইতে উঠে না, তাহার দেহই বা কিরূপে ভাল থাকে?' এই সময়ে কতকগুলি বালিকা ক্রোধভরে শচী দেবীর নিকটে আসিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,-"শুন ঠাকুরাণি! তোমার নিজ পুত্রের আচরণ শুন। নিমাই গঙ্গার ঘাটে আমাদের কাপড় চুরি করে, আর বড় মন্দ বলে, উত্তর করিলে গায় জল দেয় ও ঝগড়া করে। ব্রত করিবার জন্য ফল ফুল যাহা আনি তাহা জোর করিয়া ছড়াইয়া ফেলে। স্নান করিয়া উঠিলে গায়ে বালি ছড়াইয়া দেয়, উহার সঙ্গে যত চঞ্চল ছেলে থাকে তাহারাও লুকাইয়া আসিয়া বড় বড় কথা শুনায়।" কোন বালিকা বলিল—'আমার মুখে কুল্ল করিয়া দিয়াছে, আর আমাদের চুলের ভিতর 'ওকড়া' ফল দিয়া থাকে।' অন্য এক জন বলিল,—'নিমাই আমাকে বিবাহ করিতে চাহে। প্রতিদিন তোমার পুত্র এইরূপ নানা অত্যাচার করে, সে কি রাজার ছেলে না কি? তোমার ছেলেকে নিবারণ কর, নতুবা এ সকল কথা আমাদের বাপের কাছে বলিয়া দিব, তখন তোমাদের সঙ্গে কোন্দল হইবে, নদীয়ায় এরূপ কার্য্য কখনও ভাল নহে।' নিমাই-জননী এই সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া ঐ বালিকাদিগকে কোলে করিয়া প্রিয়-বাক্য কহিলেন ও বলিলেন—'নিমাই আজ বাটী আসিলে তাহাকে বান্ধিয়া রাখিব, আর যেন সে এরূপ উপদ্রব করিতে না পারে।' এই কথা শুনিয়া বালিকারা পুনরায় গঙ্গাস্নানে গেল।

এদিকে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের অপব্যবহার-কথা শুনিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন ও সদম্ভবাক্যে বলিলেন,—'নিমাই নিরবধি সকলকে ভাল মতে গঙ্গা স্নান করিতে দেয় না, অতএব আমি সত্বর গিয়া তাহাকে শাস্তি দিব।' এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে গঙ্গার ঘাটে গেলেন। ইত্যগ্রেই বালিকারা আসিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিয়াছিল—'শীঘ্র পালাও, ঠাকুর আসিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভর সঙ্গিগণসহ বালিকাদের তাড়া করিলেন, বালিকারা ভয়ে পলাইয়া গেল। এদিকে বিশ্বম্ভর সঙ্গী শিশুদিগকে শিখাইলেন,—'বাবা আসিলে তাঁহাকে এই

কথা বলিও,—"অদ্য বিশ্বম্ভর স্নানে আসে নাই, সে বাটী গিয়াছে, আমরা তাহার অপেক্ষা করিতেছি।" এইরূপ শিখাইয়া নিমাই অন্য পথ দিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

পরক্ষণে মিশ্র গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইয়া চারিদিকে দেখেন শিশুদিগের মধ্যে তাঁহার পুত্র উপস্থিত নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বম্ভর কোথায় গেল?" শিশুগণ তাঁহাকে বলিল—"বিশ্বম্ভর আজ গঙ্গাস্নানে আসে নাই, পড়াশুনা করিয়া সে ঘরে গিয়াছে, আমরা সকলে তাহার অপেক্ষায় আছি।" হাতে-বাড়ি মিশ্র তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট নিমাইয়ের বিরুদ্ধে অনুযোগ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া বলিল, "নিমাই ভয়ে পলাইয়া বাটী গিয়াছে, তুমি ঘরে যাও, সে আবার আসিয়া যদি চপলতা করে তবে তাহাকে ধরিয়া লইয়া তোমার নিকট যাইব।" মিশ্র তাঁহাদিগকে পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিয়া বাটী গেলেন।

এদিকে নিমাই অন্য পথ দিয়া বাটী পৌছিয়া স্নানার্থ মাতার নিকট তৈল চাহিলেন, মাতা তৈল দিয়া পুত্রের গাত্রে অস্নাতের চিহ্ন—ধূলি ও কালিবিন্দু, অপিচ সেই পরিধান ও পুঁথি আদি দেখিয়া ও বালিকাদের ও ব্রাহ্মণগণের উক্তির কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণে জগন্নাথ মিশ্রও বাটী আসিয়া পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ ধূলামাখা, তাহাতে স্নান-চিহ্ন না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তখন পুত্রকে কোলে লইয়া বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর! তোমার কিরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, লোকদিগকে স্নান করিতে দেও না, বিষ্ণুপূজার সজ্জা অপহরণ কর, বিষ্ণু বলিয়া কি তোমার ভয় নাই?" বিশ্বম্ভর কহিলেন, "আমি আজ স্নানে যাই নাই, আমার সঙ্গী ছেলেরা আগে গিয়াছে। তাহারা অব্যবহার করিলে, আর আমি না করিলেও যদি আমাকে লোকে দোষ দেয়, তবে আমি সত্য সত্য ঐরূপ করিব।" ইহা বলিয়া নিমাই হাসিতে হাসিতে গঙ্গা-ঘাটে গেলেন ও বালকদিগের সহিত মিলিলেন। বালকেরা হাসিয়া বিশ্বম্ভরকে আলিঙ্গন করিল এবং তাঁহার চাতুরীর বহু প্রশংসা করিয়া বলিল,—"তোমার চাতুরীতে তুমি আজ প্রচুর তাড়না হইতে অব্যাহতি পাইলে।" পরে সকলে মিলিয়া জলকেলি করিতে লাগিল।

বিশ্বম্ভর বাল্যকালে নবদ্বীপে সকলের সহিত নিরন্তর নানাপ্রকার চপলতার কার্য্য করিতেন, মাতা উপদেশ দিলে আরও দ্বিগুণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন, সেজন্য বাপ মা ভয়ে কিছু বলিতেন না। বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে বা অপরকে ভয় করিতেন না। কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে 'নম্র' হইতেন। বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত ছিলেন, সর্ব্ব-শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি বিষ্ণু-ভক্তির এরূপ ব্যাখ্যা করিতেন যে, কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। অনেককে বিষ্ণুভক্তিতে বিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। কেবল অদ্বৈতের সভায়, যেখানে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ নিরন্তর চলিত, গমন করিতেন। বিশ্বরূপ নামে মাত্র বাটীতে যাইতেন; তথায় গিয়াও প্রায় বিষ্ণুমন্দিরে থাকিতেন, নতুবা সকল সময় অদ্বৈতের বাটীতে কৃষ্ণ কীর্ত্তনের আনন্দে কাল যাপন করিতেন। কিছুদিন পরে বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য তাঁহার পিতা মাতা উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া একদিন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল শঙ্করারণ্য। এই ঘটনায় শচী ও জগন্নাথের গৃহে বিপদের ক্রন্দন উঠিল, ভ্রাতার বিরহে বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছা হইয়াছিল (এই তাঁহার প্রথম মূর্চ্ছা), অদ্বৈতাদি ভক্তগণও বহু ক্রন্দন করিলেন। শচী ও জগন্নাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, সর্ব্বদা "বিশ্বরূপ" "বিশ্বরূপ" বলিয়া বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে "বিশ্বম্ভরের দ্বারা তোমাদের বংশ রক্ষা হইবে ও সকল দুঃখ ঘুচিবে," ইহাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে জগন্নাথ বলিয়াছিলেন "যখন বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগী হইল,তখন বিশ্বম্ভর যে সেরূপ হইবে না, তাহার প্রমাণ কি ?" সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা, -মানুষের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই এরূপ ভাবিয়া ক্রমে তাঁহারা স্থির হইলেন।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগী হইলে নিমাই কিছু সুস্থির হইলেন। এক্ষণে খেলা সংবরণ করিয়া পিতা মাতার সমীপে থাকিয়া তাঁহাদিগের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতেন এবং পড়াশুনায় খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। একবার মাত্র সূত্র (ব্যাকরণের) পড়িয়া তাহাতে এমন প্রবিষ্ট হইতেন যে, অন্যকে ফাঁকি করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেন। তাঁহায় ফাঁকি কেহই

সিদ্ধান্ত করিতে পারিত না। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া শচী সন্তুষ্ট হইতেন, কিন্তু জগন্নাথ ভাবিতেন বিশ্বরূপ যেমন সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া সংসারত্যাগী হইয়াছে নিমাইও ঐরূপ বিদ্যালাভ করিবার পরে গৃহত্যাগী হইবে। অতএব ইহার আর পড়াশুনায় প্রয়োজন নাই। শচী কিন্তু বলিলেন 'মূর্খ হইলে উহার উপজীবিকা কিরূপে হইবে? কেহ বা উহাকে কন্যা দিবে?' মিশ্র এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি আর পড়িতে যাইও না, তুমি বসিয়া থাক, আমি তোমার ইচ্ছামত সব দিব। ইহার অন্যথা আমার শপথ জানিবে।' বিশ্বম্ভর পিতার কথায় পড়া বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু "বিদ্যারস" ভঙ্গে দুঃখিত হইয়া শিশুদিগের সঙ্গে উদ্ধত হইয়া নিজ ও পর গৃহে যাহা পান তাহা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। কখন কখন রাত্রিতে বাটী না আসিয়া সমস্ত রাত্রি শিশুদের সঙ্গে নানারূপ ক্রীড়া করিতেন। এইরূপ নানাবিধ উৎপাত ও অপচয় করিতে থাকিলেও জগন্নাথ পুত্রকে কিছু বলিতেন না। একদিন মিশ্র কার্য্যান্তরে বাটী ছিলেন না, বিশ্বম্ভর বিষ্ণু-রন্ধনের নিক্ষিপ্ত হাড়িগুলার উপরে আসন করিয়া কালি মাখিয়া বসিয়াছিলেন। শিশুরা শচীর নিকট এই সংবাদ দিলে শচী তথায় গিয়া নিমাইকে তদবস্থ দেখিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। পরে বিশ্বম্ভরকে বলিলেন, 'এটো ছুতো স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, এ জ্ঞানও তোমার নাই?' তখন নিমাই বলিলেন—"তোমারা আমাকে পড়িতে না দেওয়ায় ভদ্রাভদ্র কোন জ্ঞান না হওয়ায় আমি ভালমন্দ সকল স্থান সমান দেখিতেছি। তা ছাড়া বিষ্ণুর রন্ধনের হাড়ি অশুদ্ধ নহে; যে স্থানে তাহা পড়ুক না ঐ স্থান পবিত্র হয়।" তথাপি শচী আপন পুত্রকে পাছে তাহার পিতা তদবস্থ দেখেন তজ্জন্য উহাকে শীঘ্র স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু নিমাই তথায় বসিয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন "তোমরা আমাকে পড়িতে দিলে না, আমি এখান হইতে যাইব না।" অবশেষে জননী পুত্রকে ধরিয়া আনিলেন এবং স্নান করাইয়া দিলেন। এমন সময় জগন্নাথ মিশ্র বাটী আসিয়া নিমাইএর সকল কথাই শুনিলেন এবং সকলে উহাকে পুনরায় পড়াইবার জন্য অনুরোধ করিলে মিশ্রও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন বিশ্বম্ভরও পরম আনন্দিত হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

ইহার পরে মিশ্র মহাশয় শুভদিনে আপনার পুত্রের উপনয়ন দেওয়াইয়া

নবদ্বীপে ব্যাকরণের সুপণ্ডিত গঙ্গাদাস অধ্যাপকের সমীপে সপুত্র উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর বিশ্বম্ভরকে পড়াইবার ভার অর্পণ করিলেন। গঙ্গাদাসও তাঁহাকে পুত্রসম যত্নপূর্ব্বক পড়াইতে লাগিলেন। বালকের মেধা এরূপ তীক্ষ্ণ যে, একবার শুনিলেই তাহা ধারণা করিতে পারিতেন। অধ্যাপকের যাহা ব্যাখ্যা শুনেন তাহা খণ্ডন করিয়া তাহাই স্থাপন করেন। বহু শিষ্যদিগের মধ্যে কেহই এরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নাই। ছাত্রের এতাদৃশী অদ্ভুত বুদ্ধি দেখিয়া গুরু আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিলেন। মুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত (বা কমলাকর), কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ছাত্রদিগকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া 'চালিত' করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিমাই পড়াশুনা করিয়া বয়স্যদিগের সহিত মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তথায় অনেক পড়ুয়া একত্র হইলে পরস্পরের অধ্যাপকের বিদ্যা লইয়া কলহ হইত। বিশ্বম্ভর পড়ুয়াদের সহিত নিয়ত কলহে রত থাকিতেন। গালাগালি, জলবালি ফেলা-ফেলি ও মারামারি হইত এবং কাদা ছুড়িয়াও মারামারি ঘটিত! কেহ কাহাকে মারিয়া গঙ্গার ওপারে পলাইয়া যাইত। পড়ুয়ারা স্নান করিতে করিতে এত হুড়াহুড়ি করিত যে তাহাতে গঙ্গাজল বালিকাদাময় হইত, নারীগণ না কলসিতে জল ভরিতে পারে, না ব্রাহ্মণ সন্তানেরা স্নান করিতে পারেন। নিমাই গঙ্গার প্রতি-ঘাটে গিয়া তথাকার স্নানকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কলহ-যুক্ত জলক্রীড়া করিতেন ও সাঁতার দিতেন।

ভাল ভাল পড়ুয়ারা তাঁহাকে সূত্র ব্যাখ্যা খণ্ডন ও স্থাপন করিতে বলিতেন, ব্যাখ্যাদি শুনিয়া সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতেন ও বিস্মিত হইতেন। প্রত্যহ এরূপ বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া নিমাই বাটী ফিরিতেন, এবং বিষ্ণু-পূজা করণানন্তর ভোজন করিতেন। তৎপরে নির্জ্জনে বসিয়া পুস্তক লইয়া তাহার টিপ্পনী লিখিতেন। জগন্নাথ পুত্রের এরূপ অত্যন্ত পাঠানুরাগ, তৎসঙ্গে তাহার অঙ্গের পুষ্টিকান্তির হ্রাস হইতে দেখিয়া ইহাও ভাবিতেন, পাছে ডাকিনী, দানবে পুত্রকে আক্রমণ করে। এইরূপ দুশ্চিন্তা করিতেন এবং তৎসমস্ত নিবারণকল্পে ও পুত্রকে রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনাও করিতেন। ইহা বিশ্বম্ভর অন্তরাল হইতে শুনিয়া হাসিতেন। একদিন মিশ্র

স্বপ্ন দেখিলেন, বিশ্বম্ভর যেন শিখামুণ্ডন করিয়া অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতেছে, আর নিমাই সকলের মস্তকে চরণ তুলিয়া দিতেছে। ইত্যাদি

কিন্তু কাল গত হইলে, জগন্নাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, তজ্জন্য নিমাই বিস্তর ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শচী পুত্রস্নেহে পতি বিয়োগের শোকটা অনেক সম্বরণ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রকে দণ্ডেক না দেখিতে পাইলে অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিত ও মূর্চ্ছাও হইত। নিমাই মাতাকে এই বলিয়া আশ্বাস ও প্রবোধ দিতেন,—"মা! আমি যখন আছি তুমি মনে কোন চিন্তা করিও না।" মাতাও গৌরচন্দ্রের মুখ দেখিয়া সর্ব্ব দুঃখ ভুলিয়া থাকিতেন। পরন্তু ক্রমে ঘরে দৈন্য উপস্থিত হইল, নিমাই তাহা কিছু না বুঝিয়া যখন যাহা চাহেন তৎক্ষণাৎ তাহা না পাইলেই ক্রুদ্ধ হইয়া বহু অনিষ্ট ঘটাইতেন। এ বিষয়ে চৈতন্য ভাগবতাকারের একটী মাত্র উক্তি এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করা যাইতেছে। যথা—

"কি থাকুক, না থাকুক, নাহিক বিচার।
চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেই ক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহো নাহি জানে (মানে)॥
তথাপিহ শচী, যে চাহেন, সেই ক্ষণে।
নানা-যত্নে দেন পুত্র স্নেহের কারণে॥
এক দিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে।
তৈল আমলকী চাহে জননীর স্থানে॥
'দিব্য মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ, মোরে।
গঙ্গাস্নানে করি চাও গঙ্গা পূজিবারে॥"
জননী কহেন "বাপ। শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া॥"
"আনোঁ গিয়া" যেই মাত্র শুনিলা বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥
"এখনে যাইবা তুমি মালা আনিবারে।"

এত বলি ক্রুদ্ধ হই, প্রবেশিলা ঘরে ॥
যতেক আছিল গঙ্গা জলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ ॥
তৈল, ঘৃত, লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে ॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান ॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কার্পাস, ধান্য, লোণ, বড়ী, মুদ্গ ॥
যতেক আছিল সিকা টানিঞা টানিঞা ॥
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া ॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খানি খানি করি চিরি ফেলে দুই-করে ॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষ।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥
দোহাথিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিরোধ করে ॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাথিয়া ॥
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহা-ভয়ে আছেন যে যে-হেন লুকাইয়া ॥

* * * *

এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যাপিয়া।
তথাপিহ জননীরে না মারিলা গিয়া ॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে ॥

*　　*　　*　　*

কথোক্ষণে মহা প্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥

*　　*　　*　　*

সেন প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে॥

*　　*　　*　　*

কথোক্ষণে শচী দেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জ প্রত্যক্ষ করিয়া॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া॥
"উঠ উঠ বাপ! মোর, হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর॥
ভাল হৈল বাপ! যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া॥"
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিল করিতে স্নান লজ্জিত-অন্তর॥"

কতক্ষণ পরে নিমাই গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া বিষ্ণুপূজা ও তুলসীতে জল দান করিয়া ভোজন করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে হাসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শচী তথায় আসিয়া নিমাইকে ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। যথা—

"এত অপচয় বাপ! কি কার্য্যে করিলা?
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকলি তোমার।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার॥
পড়িবারে তুমি বোল এখনে যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা?"
হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন।
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ॥" আদিখণ্ড ৬ষ্ঠ, অ

নিমাই ইহা বলিয়া পুস্তক হস্তে লইয়া পড়িতে গেলেন। পড়িবার পরে একবার গঙ্গাতীরে হইয়া বাটী ফিরিলেন, তখন মাতার হাতে ভাল সোনা দুই তোলা দিয়া বলিলেন, মা! কৃষ্ণ এ সম্বল দিয়াছেন, তুমি ভাঙ্গাইয়া খরচ কর। নিমাই এরূপ আরো কয়েক বার সোনা আনিয়া মাতাকে দিয়াছিলেন। কিরূপে কোথা হইতে কাহার সোনা নিমাই আনয়ন করে,—ধার করে, কি কোন সিদ্ধি জানে, শচী এরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেন।

এদিকে গৌরাঙ্গ পুস্তক ছাড়া থাকিতেন না, অধ্যাপকের নিকট সর্ব্বাগ্রণী ছাত্ররূপে আদৃত হইলেন। তিনি যেরূপ ব্যাকরণ সূত্রের স্থাপন, ব্যাখ্যা এবং পুনরায় খণ্ডন করিতে পারিতেন, এরূপ অার কোন ছাত্রই পারিত না। অধ্যাপক বলিতেন "নিমাই! তুমি মনোযোগ দিয়া পড়, ভট্টাচার্য্য হইতে পারিবে।" নিমাই বলিতেন—"তুমি যাহাকে আশীর্ব্বাদ কর, ভট্টাচার্য্য পদ তাহার দুর্লভ নহে।" নিমাইয়ের 'কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে,' ব্যাকরণচর্চ্চা ভিন্ন আর কোন কার্য্য ছিল না; অর্থাৎ প্রাতঃকালে সন্ধ্যা করিয়া গঙ্গাদাসের টোলে পড়ুয়াগণের সহিত পড়িতে যাইতেন। তথায় যাহারা পুঁথিতে মনোযোগী না হইত, তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। মুরারি গুপ্ত নামক এক জন বৈদ্য সন্তান তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিল, পুঁথিতে তাহাকে অমনোযোগী দেখিয়া বলিতেন, 'তুমি বৈদ্য, তুমি কেন ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়, লতা পাতা লইয়া রোগীর চিকিৎসা করগে, এ শাস্ত্রে কফ, পিত্ত ও অজীর্ণের ত ব্যবস্থা নাই!' মুরারি ইহাতে ক্রোধ না করিয়া এইরূপ উত্তর করিয়াছিল,—"সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা যত পার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ উত্তর পাও কি না? কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই 'কি জানিস তুই' বল।" তুমি ব্রাহ্মণ, আমি আর কি বলিব?" পরে নিমাই বলিলেন, 'অদ্য যাহা পড়িলে তাহার ব্যাখ্যা কর দেখি?' তখন মুরারি গুপ্ত ব্যাখ্যা করিলেন, গৌরাঙ্গ উহার খণ্ডন করিলেন। গুপ্ত অর্থ করেন এক প্রকার, নিমাই করেন অন্য প্রকার, পরন্তু মুরারির ব্যাখ্যায় নিমাই সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহার গাত্রে হস্ত দিলেন। ইহাতে মুরারি পরম আনন্দিত হইলেন এবং বিশ্বম্ভরকে নবদ্বীপের মধ্যে সুবুদ্ধিমান্ মানিয়া তাহার নিকট শিক্ষা করিতে কোন লজ্জা বোধ করিবেন না, ইহা স্থির করিলেন।

নবদ্বীপের মুকুন্দ সঞ্জয়ের বড় চণ্ডী-মণ্ডপে বহু পড়ুয়ার এক গোষ্ঠী হইত, তথায় বিশ্বম্ভর গিয়া কতক ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করিতেন এবং অন্যান্য অধ্যাপক সম্বন্ধে এইরূপ আক্ষেপ করিতেন, যে কলিযুগে সন্ধি-কাণ্ডে যাহার জ্ঞান নাই সে কি না ভট্টাচার্য্য উপাধি ধারণ করে! কেহ আমার ফাকির উত্তর করুক দেখি? এইরূপ নিজের বিদ্যার গৌরব করিতে করিতে নিমাই ষোল বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন।

-000-

মন্তব্য।—পাঠক! এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় হইতে জানা যায়, গৌরাঙ্গের জন্মকালীন নদীয়া-সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে জ্ঞানালোকের অভাবে নানাবিধ কুসংস্কার—ভূত, প্রেত, ডাকিনী যোগিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস—প্রচলিত ছিল। এমন কি, জগন্নাথমিশ্রের মত শিক্ষিত লোকও একেবারে কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত ছিলেন না। তখন নারীদিগের মধ্যে শিক্ষার অভাবে ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর মহিলাগণ নানারূপ কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন। অতএব ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, গৌরাঙ্গ-জননী শচী দেবীও বহু কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী ছিলেন। তিনি পিতা মাতা হইতে বায়ু রোগের প্রবণতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না, তবে তিনি গৌরাঙ্গাগ্রজ বিশ্বরূপ জন্মিবার পূর্ব্বে উপর্য্যুপরি বহু পুত্রকন্যার * বিয়োগে দুর্ব্বিষহ শোক ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কোনরূপ সহজাত বায়ুরোগের প্রবণতা না থাকিলেও একমাত্র বহুকালব্যাপী উৎকট শোকই তাঁহার বক্ষ্যমাণ প্রবল বায়ুরোগের (হিষ্টিরিয়া ও উন্মাদের) কারণ হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয়। আমাদের গৌরাঙ্গ এতাদৃশী বায়ু-রোগ-প্রবণা জননীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়া বহুতর বায়ুরোগের নিদানীভূত যে স্নায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে এই সহজাত দৌর্ব্বল্যকে নিউরেস্থেনিয়া ও সাইকস্থেনিয়া (Neurasthenia and Psychosthenia) এবং উহাদের মিশ্রাবস্থাকে নিউরো-সাইকস্থেনিয়া (Neuro-Psychosthenia) শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ভাবীকালে এই অবস্থা হইতে নানাবিধ বায়ুরোগ উদ্ভূত হইতে

'বহু কন্যা পুত্রের হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র, বিশ্বরূপ মহাভাগ॥'
চৈ, ভা, আ, খ, ২য় অ।

'অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥'
চৈ, চ, আ, লীলা ১৩শ, প।

পারে। তন্মধ্যে এস্থানে প্রধানতঃ স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য (Neurasthenia), ভূতোন্মাদ (Hysteria), মৃগী (Epilepsy) এবং উন্মাদ (Insanity) এই কয়েকটী রোগের উল্লেখ যথেষ্ট হইতেছে। সুবিধার জন্য গৌরাঙ্গচরিত ব্যাখ্যার প্রারম্ভে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ ও স্থূল-তত্ত্ব পাঠকগণের গোচরীভূত করা আবশ্যক বিবেচনায় তাহাদেরও উল্লেখ এই সঙ্গে করা যাইতেছে।

(ক) 'স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য' বলিলে উহার প্রায়শঃ নিত্যসহচর মস্তিষ্কীয় বা মানসিক দৌর্ব্বল্যও বুঝিতে হইবে। কেননা মস্তিষ্ক স্নায়ুসম্ভারের মুখ্য কেন্দ্র, আর মন ঐ মস্তিষ্কের ক্রিয়া-সমষ্টির অববোধক। অতএব বুঝিতে হইবে, 'স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য', 'মস্তিষ্কীয় দৌর্ব্বল্য' এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য' ইহারা এক পর্য্যায়ক শব্দ। ফলতঃ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু ভেদ আছে, আবার স্থলবিশেষে একাধারে উহাদের একত্র সমাবেশও সংঘটিত হইতে পারে; পরন্তু বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে উহাদের পার্থক্য অবধারণ করা সম্ভব হইয়া থাকে।

(খ) মনোবিজ্ঞানের অবশ্য জ্ঞাতব্য দুইটী মৌলিক কথা—

আমাদের মনে স্বভাবতঃ দুই শ্রেণীর ভাবের সংস্থান আছে, যাহাদিগকে ইংরাজীতে সাধারণতঃ emotions or passions বলে। আমাদিগের সাহিত্যে উহাদিগকে শুভ ও অশুভ মনোভাব বলা হয়। শুভ, যেমন—দয়া, হর্ষ, স্নেহ, ভালবাসা, উদারতা, সৎসাহসিকতা, ঋজুতা ইত্যাদি। আর অশুভ,—যেমন, ঈর্ষা, লোভ, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, গর্ব্ব, বিষাদ, ভয়, কুটিলতা, চাতুরী, মিথ্যাকথন, ইত্যাদি। মস্তিষ্কে এই উভয়বিধ ভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কেন্দ্র-স্থান (Centres) বিদ্যমান আছে, যাহাদের কার্য্য দ্বারা আমাদের মনে সুখ ও দুঃখের (Pleasure or pains) অনুভূত উপজিত হইয়া বাহ্য কার্য্যে প্রকাশ পায়। যেমন,—সুখের বাহ্যপ্রকাশ হাস্য, এবং দুঃখের বাহ্যপ্রকাশ রোদন, ইত্যাদি।

অতঃপর আমরা এই পরিচ্ছেদীয় বিষয়ের উল্লিখিত মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বিশ্বম্ভর (গৌরাঙ্গ) যখন উঠানে বেড়াইতে লাগিলেন, তখন তিনি অনেক

সময়ে হাসিতেন, নাচিতেন এবং কাঁদিতেন। তাৎপর্য্য এই, তৎকালে তাঁহার মনে সুখ ও দুঃখ প্রজনক ভাব স্ফুরিত হইয়া ক্রীড়া করিত, কেননা এখনও উহাদের উপরে সংযম-শক্তির (Power of control) যথোচিত বিকাশ (আধিপত্য) লাভ হইতে দেখা যায় নাই, বরং তাহার সহজাত মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত ক্রমে ঐ হাস্য, নৃত্য, ক্রন্দনাদি অধিকমাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়া ঐ অসম্পূর্ণ সংযম-শক্তি অতিক্রম করিয়াছিল, ইহা প্রতীত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করিতেছি। বিশ্বম্ভর যখন কাঁদিতেন তখন সহজে থামিতেন না, প্রথম প্রথম হরিনাম সংকীর্ত্তন করিলে থামিতেন, বোধ হয় সংগীতের সুরে আকৃষ্ট হইয়া অন্যমনস্কতা জন্মিলে ঐরূপ হইত। পরে সংকীর্ত্তনেও কোন ফলোদয় হইত না, কারণ যে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য অপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার কান্না আরম্ভ হইত সে দ্রব্য না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ কান্না প্রায় কিছুতেই থামিত না। বিশ্বম্ভরের শৈশব চরিতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। ক্রন্দনব্যতীত গৌরাঙ্গের শৈশবাবস্থায় আরও অনেক প্রকার অসংযত চিত্তবৃত্তি জনিত অপকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার সমবয়স্ক শিশুদের মধ্যে বিরল দেখা গিয়া থাকে। তাহা এইরূপ,—বিশ্বম্ভর যখন বাটীর বাহির হইতে আরম্ভ কবিলেন তখন তিনি প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উপহার স্বরূপ আনিতে লাগিলেন। পরে উহা সহজে না পাইলে ক্রমশঃ চুরি করিয়াও আনিতে আরম্ভ করিলেন, কোথায় কিছু না পাইলে প্রতি-বেশীদের হাড়িকুড়ি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া আসিতেন। তাঁহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিলেও তিনি লুকাইয়া চলিয়া যাইতেন এবং ঐরূপ অন্যের অপচয় করিতেন, কিছুতেই মাতাপিতার কথা শুনিতেন না। এদিকে প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে ধরিয়া শাসনেব ভয় দেখাইলে তিনি আর ওরূপ কখনও করিবেন না বলিয়া তখনকার মত অব্যাহতি লাভ করিতেন।

গৌরাঙ্গের কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্যেব আরও বহু-বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। যথা, তাঁহাব চরিত্রে বিচিত্র চাতুরী, সর্ব্বদা চাঞ্চল্য ভাব, নানারূপ ক্রীড়াপরতা, সামান্য কারণে ক্রোধপরবশতা, অন্যের সহিত কলহপ্রিয়তা, নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য অতিপ্রয়াস, বিদ্যা-বিষয়ে আত্মশ্লাঘা কীর্ত্তন তৎসঙ্গে অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও নিন্দাকরণ,

মিথ্যাকথন, স্বল্পনিদ্রা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন গৌরাঙ্গের গঙ্গাস্নানকালীন 'জলক্রীড়া' উপলক্ষে অন্যান্য স্নানকারীর প্রতি বহুবিধ অত্যাচার, বিশেষতঃ পৃথগ্ঘাটে স্নান-নিরতা বালিকাদিগের প্রতি বিবিধ অশিষ্টাচরণ, ব্যঙ্গ, পরিহাস এবং কুৎসিত প্রস্তাব গৌরাঙ্গের মত স্বল্পবয়স্ক বালকের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য ছিল। পরন্তু গৌরাঙ্গ জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস এই সমস্তকে তাঁহার 'বাল-চাপল্য' ও 'বাল-ঔদ্ধত্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষোভের বিষয়, গৌরাঙ্গভক্তগণ তাহাতেই আস্থা স্থাপন করিয়া চলিতেছেন। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, বিশ্বম্ভর-সদৃশ ভদ্রবংশোদ্ভব বালকের এতাদৃশ জনক জননীর শাসনবহির্ভূততা, কুপ্রবৃত্তিদ্যোতক কার্য্যনিষ্ঠা, নির্লজ্জভাব এবং ভর্ৎসনা ও সদুপদেশ সত্ত্বেও দুর্বিনীতের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হওয়া ইত্যাদি সাধারণ বালচাপল্য বা বাল-ঔদ্ধত্য বলিয়া পরিগণিত হইবার কদাচ যোগ্য হইতে পারে না। ইহার মূলে অবশ্য কোন নিগূঢ় বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব হইতে পারে। সুবুদ্ধি-পাঠক যদি উহা জানিতে উৎসুক হন, তবে তাঁহাকে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে; কেননা গৌরাঙ্গের কথিত অসাধারণ বাল-চরিত (প্রত্যুত সমস্ত জীবনলীলাই) ব্যাখ্যা করিতে একমাত্র আয়ুর্বিজ্ঞানই সমর্থ।

আমরা আয়ুর্বিজ্ঞান (যাহার অন্তর্ভুক্ত শারীর-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানও বটে) আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্ব স্ব বিষয়-পঞ্চক হইতে যে উত্তেজনা (Stimulus) গ্রহণ করে তাহা অন্তর্মুখ স্নায়ু (afferent nerves) পথে প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কীয় এক বা ততোধিক ভাবকেন্দ্রের কোষে উপনীত হয়। তদ্ভিন্ন মনুষ্যমনে বিষয়বিশেষের চিন্তা উদিত হইলে তাহা হইতেও ঐরূপ ভাববিশেষের কেন্দ্রে উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উভয়ের যে কোন প্রকারে মস্তিষ্কীয় ভাবকেন্দ্রের কোষবিশেষ (cell or cells) উত্তেজিত হওয়ায় আমাদের মনে পূর্ব্বোক্ত সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়। আর ঐ উত্তেজনার ফলে এক প্রকার আবেগ (Impulse or Energy) সঞ্জাত হয়, যাহা বিবিধ বহির্মুখ স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া নানারূপ দৈহিক বাহ্যকার্য্যে পরিব্যয়িত হইয়া থাকে। এই ব্যাপারটী বিশদীকৃত করিতে হইলে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

(ক) পূর্ব্বোক্ত সঞ্জাত আবেগ গতিবিধায়ক বহির্মুখ স্নায়ুপথে (Efferent or motor nerve tract) চালিত হইয়া দৈহিক পেশী বিশেষকে কার্য্যে নিয়োজিত করে; যেমন—হর্ষের আবেগ হইতে হাস্য ও নৃত্য এবং ভয়ের আবেগ হইতে কম্পন, দ্রুতপলায়ন, ইত্যাদি।

(খ) স্রাব ও নিস্রাব যন্ত্রের কার্য্য পরিচালক স্নায়ু (Secretory and Excretory nerve) পথে ঐ আবেগ প্রবাহিত হইয়া ঐ ঐ যন্ত্রের ক্রিয়াধিক্য উৎপাদন করে, যেমন—ভয় ও শোকের আবেগে ঘর্ম্ম, অশ্রুপাত, মুখের লালা স্রাব ইত্যাদি।

(গ) রক্তপরিচালক ও পোষক স্নায়ু (Veso-motor and Trofic nerves)-পথে ঐ আবেগ চালিত হইলে রক্তবহা নাড়ীর কার্য্যের ব্যত্যয় ঘটে, যেমন—আনন্দ, ভয়, ও বিস্ময়ের আবেগে মুখমণ্ডল ও গাত্রের বৈবর্ণ্য (আরক্তিমতা ও ফেকাসে হওয়া), রোমহর্ষণ ইত্যাদি। এইরূপ নানাবিধ মনোভাবের উত্তেজনাজনিত বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগ নানাবিধ দৈহিক বাহ্য-কার্য্যে পরিব্যয়িত হইলে মন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হয়। পরন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কথিত মনোভাবোত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার সহিত আমাদের মনের ইচ্ছাশক্তি (will) এবং সংযম শক্তির (power of controllng emotions) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ মনের ভাবাবেগ-সকল ইচ্ছা ও সংযম শক্তির তার-তম্যানুসারে কোথাও অপ্রকাশিত, কোথাও বা স্বল্প বা বাহুল্যভাবে প্রকাশিত হয়। যেখানে ইচ্ছা ও সংযম-শক্তি কথিত আবেগনিচয়কে বশীভূত রাখিতে পারে সেখানে উহারা মনোমধ্যে (In the sub-conscious mind) দমিত ও নিবদ্ধাবস্থায় থাকে, তখন তাহাদের কার্য্য বাহ্যে প্রকাশ পায় না। পক্ষান্তরে ভাবাবেগ যেখানে ঐ শক্তিকে সামান্যরূপে অতিক্রম করে সেখানে ঐ আবেগের কার্য্য সামান্যভাবে প্রকাশিত হয়, আর যেখানে ঐ শক্তি তীব্র বাহ্য উত্তেজনার বলের নিকট সম্যক্ পরাভূত হয়, সেখানে ঐ আবেগ প্রবলভাবে বাহ্য কার্য্যে সহসা পরিস্ফুট হইয়া থাকে। যেমন—আমরা কখন কখন শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারি, তখন আদৌ হা-হুতাশ বা অশ্রুপাত করি না, আবার যখন ঐ আবেগ কিয়ৎপরিমাণে দমন করিতে পারি তখন আমরা সামান্য অশ্রুপাত করিয়া নিরস্ত হই। পুনরপি, যখন ঐ

উত্তেজনার প্রবল আবেগ অদম্য হইয়া উঠে তখন চীৎকার করত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেই। এইরূপ অন্যান্য আবেগেরও যথাযোগ্য পরিণতি হইয়া থাকে। সেজন্য দেখা যায়, মনের প্রোক্তরূপ উত্তেজিত ভাবাবেগ স্বল্প বা অধিক মাত্রায় দৈহিক বাহ্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া গেলে মন শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে প্রশমিত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ঐ সঞ্জাত ভাবাবেগ মনোমধ্যে কোন কারণে অবরুদ্ধ থাকিলে, আবার তদুপরি নূতন উত্তেজনার পুনঃ পুনঃ সমাগম ঘটিলে ক্রমে উহা পুষ্টিলাভ করতঃ প্রবলতর আকার ধারণ করে। এদিকে মনের সংযমশক্তি উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হওয়ায় মনোভাবের আধারোপাদানও ক্রমশঃ বিকৃতি-পথের পথিক হয়। এমতাবস্থায় স্বল্প উত্তেজনাই উক্ত ভাবাবেগের বাহ্য প্রকাশ (প্রতিক্রিয়া)-পক্ষে যথেষ্ট ইহতে পারে। অতএব যাহাদের মানসিক দৌর্ব্বল্য সহজাত (বিশেষতঃ যদি উহাদের শৈশবে সুনীতিশিক্ষা এবং বাল্যে সুশিক্ষা ও যথোচিত শাসন না হওয়ায় ইন্দ্রিয়সংযম, অন্য কথায় মনোভাবাবেগের উপরে সম্যক্ প্রভুত্ব না জন্মায়), অথবা যাহাদিগের উত্তেজিত মনোভাবের প্রবল-আবেগ লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসন কিম্বা অন্য কোনরূপ অসুবিধা নিবন্ধন বলপূর্ব্বক দমন রাখিতেই হয়, অথবা যাহাদের ভাবোত্তেজনা অত্যন্ত উৎকট হয়, তাহাদের পক্ষে উক্ত ভাবাবেগের বাহ্য প্রকাশ অনিবার্য্য এবং আশু-সংঘটিত হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে প্রথমে স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের পীড়া (Neurasthenia), তৎসহ বা তদনন্তর হিষ্টিরিয়া রোগের নানাবিধ আক্রমণ লক্ষণ সমুপস্থিত হয়। *

---

* Like most other nervous phenomena, emotion is essentially reflex in character, i. e., there is first a sensory stimulus or experience, which is conveyed from the sensory end-organ by a sensory or afferent nerve to a nerve cell or cells, whence the impulse is transmitted through an efferent or motor nerve to a muscle, the resulting action of which represents the discharge of energy excited in the nerve cell or cells. This is, of course, reducing the actual complicated process to its simplest terms. The stimulus, then, excites emotion in a brain cell, and

এই পরিচ্ছেদোক্ত আমাদের নিমাই বা গৌরাঙ্গের শৈশব ও বাল্য আচরণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার ঐ সকল অসাধারণ ও বিচিত্র কার্য্যাবলী তদীয় সহজাত স্নায়বিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য-জনিত অসংযত চিত্তবৃত্তির অব্যর্থ পরিচয়। অতি শৈশব হইতেই গৌরাঙ্গ

---

this emotion is expressed or exhibited in a muscular contraction. If we examine any emotion, we shall find that this is so, with this addition—that there may also be an accompanying glandular activity. If we hear a joke, we are amused, we laugh; if we read bad news, we are grieved, we cry; if we smell corruption, we are horrified, we shudder; if a bomb explodes at hand, we fear, we run; and so on. Now, all these emotions, if aroused and expressed, cease automatically; they take a certain amount of energy in their realization and expression, and no more. But far otherwise is the case if these emotions are aroused and not expressed; if they are repressed. In this case, the machinery of the cell is put in action by the stimulus, but from some cause the stimulus is not transmitted to the muscular apparatus: the result being that the cell seems to behave much as the engine of a motor car will do when running free, and consuming energy as long as supply can be maintained. Consequeutly, the consumption of energy will produce exhaustion sooner or later, according as the original stimulus was violent or small, whether there are many repressed enotional experiences or one, and what was the original sum total of energy of the individual.

Further, we must recognise everybody has a certain capacity for repressed emotion varying with each individual, the severity of his emotional experience, and his mental constitution; that is to say, there will be a point at which he can no longer prevent the outward expression of his emotion.

See Neurasthenia and Emotion. by Capt. P. D. Hunter, R. A. M. C., in the Practitioner, November 1919, pages 345-46.

পিতা মাতা বা অপর কাহারও উপদেশের বশবর্ত্তী ছিলেন না। ক্রমে অশিষ্ট আচরণ, চাতুরী, চৌর্য্য, মিথ্যাকথন, অন্যের ও আপনার অপচয়সাধন, সামান্য কারণে সহসা ক্রোধান্ধ হওন ইত্যাদি কার্য্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। (তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনেও ইহার কতক কতক পরিচয় পাওয়া যাইবে, কেননা 'যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ' বিষ্ণুশর্ম্মা)। দেখা যায়, বিশ্বম্ভরের বাল্যাবস্থায় (আষোড়শাদ্ ভবেদ্ বালঃ,ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত) চরিত্র গঠনের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তৎপক্ষে উৎকৃষ্ট উপায় যে ব্রহ্মচর্য্য-সহিত শিষ্টাচার শিক্ষা এবং তাহার অনুপালন, তাহা আদৌ ঘটে নাই, কেননা, তখনকার কালে এতদ্দেশ হইতে বেদপাঠ ও আনুসঙ্গিক ব্রহ্মচর্য্যপালন ও সদাচার শিক্ষার প্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তৎপরিবর্ত্তে টোলে ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়ান হইত, যাহার সহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানাদির কোন নিয়মই ছিল না। অতএব ইহা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, আজন্ম দুর্ব্বলস্নায়ু এবং দুর্ব্বলমনা গৌরাঙ্গের যথোপযুক্ত বিদ্যা ও সদাচার শিক্ষার অভাবে তথা গুরুজনের সুশাসন-বিরহে তিনি জীবনের প্রথম হইতেই স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (নিউ-রেস্থিনিয়া) রোগের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার শৈশব ও বাল্য চরিত্র তাদৃশ অস্বাভাবিকভাবে উচ্ছৃঙ্খলভাবাপন্ন হইয়াছিল। পরে আবার অনুকূল কারণ পরম্পরার সংযোগ ঘটায়, বাল্যেই তাঁহার অন্যান্য বায়ুরোগ,—যেমন, হিষ্টিরিয়াসহ মৃগী ও উন্মাদ বিশেষ,—যে সমুপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।* গৌরাঙ্গের শৈশবে অগ্রজ বিশ্বরূপের বিরহ-শোকে যে মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম মৃদু হিষ্টিরিয়ার চিহ্ন, আর তিনি যে গঙ্গাস্নানের সজ্জা না পাইয়া মাতার প্রতি ক্রোধে অন্ধ হইয়া উন্মাদসদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া গৃহের দ্রব্যসামগ্রী নষ্ট করতঃ পশ্চাৎ উঠানে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া কতকক্ষণ যাবৎ পড়িয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দারুণ হিষ্টিরিয়ার (Hystero-epilepsy) আক্রমণের অব্যর্থ পরিচয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। তবে এই বাল্যের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ প্রথমে সাময়িকভাবে উপস্থিত হইয়া অদৃশ্য (যাহাকে আয়ুর্ব্বেদে রোগের যাপ্যাবস্থা বলে) হইয়াছিল। পশ্চাৎ তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত উহা স্থায়ী ও প্রগাঢ়ভাবে দেখা দিয়াছিল, যাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গকৃত তথা কথিত কোন কোন অলৌকিক ঘটনার কথা বৃন্দাবন দাস যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা তাঁহার কল্পনা প্রসূত বিবেচনায় এস্থানে আলোচিত হইল না।

---

* উদ্বোধন দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৌরাঙ্গের নব-যৌবন চরিত।

(দুইবার বিবাহ—বায়ুরোগের বিকাশাধিক্য)

বিশ্বম্ভর-জননী শচীদেবী পুত্রের যৌবন উদিত দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য চিন্তা করিতেছিলেন মাত্র, তখনও তজ্জন্য তাঁহার মনে ব্যগ্রতার উদয় হয় নাই। এই সময়ে নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের এক সুন্দরী কন্যা ছিল, আচার্য্য তাহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন। একদিন বনমালী নামক এক ব্রাহ্মণ ঘটক শচীদেবীর নিকট আসিয়া ঐ সম্বন্ধের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শচীদেবী তাঁহাকে বলিলেন,—'নিমাই পিতৃহীন বালক, আরও কিছুদিন পড়ুক, তাহার পরে উহার বিবাহ দেওয়া হইবে।' বনমালী শচীর নিরুৎসাহ বাক্যে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিশ্বম্ভর 'কোথায় গিয়াছিলেন?' ইহা জিজ্ঞাসা করায় বনমালী বলিলেন, তাঁহার মাতার কাছে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শচীদেবী সম্বন্ধের বিষয় কিছু না জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে তাদৃশ 'সম্ভাষণ' করেন নাই। বিশ্বম্ভর ইহা শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন থাকিবার পরে হাসিয়া বনমালীকে 'সম্ভাষণ' করিয়া গৃহে ফিরিলেন। পরে মাতাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘটককে ভালমতে কেন সম্ভাষণ কর নাই?' ইহাতে শচীদেবী পুত্রের ইঙ্গিত বা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া পরদিন বনমালীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে শীঘ্র সম্বন্ধ স্থির করিতে বলিলেন। এস্থলে চৈতন্যভাগবত-কারের উক্তিপ্রমাণ ইহা বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বে একদিন ঐ আচার্য্য-কন্যা গঙ্গাস্নানে গেলে তথায় গৌরাঙ্গের সহিত উহার সাক্ষাৎ হয় এবং ঐ কন্যাকে গৌরাঙ্গ 'লক্ষ্মী' বলিয়া চিনেন, আর কন্যাও তাঁহাকে 'পতি' বলিয়া 'বন্দেন'; পরে উভয়ে স্ব স্ব ঘরে চলিয়া যান।

(কন্যার বয়স কত এবং তখন তাহার 'পতিজ্ঞান' জন্মিয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা অনুমেয় যে, তখন ঐ কন্যার বয়স ৯।১০ বৎসরের ঊর্দ্ধ কদাচ নহে।) তদনন্তর, বনমালী আচার্য্যের নিকট গিয়া বিশ্বম্ভর সর্ব্বগুণান্বিত এবং তাঁহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র, ইত্যাদি জ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্য বহুভাগ্য মনে করিয়া এই সম্বন্ধে সম্মতি দিলেন। ইহার পরে শুভলগ্নে বিশ্বম্ভরের সহিত আচার্য্যের কন্যার পরিণয় ব্যাপার সমারোহে ও আনন্দে সম্পন্ন হইয়া গেল। শচীদেবী ও অন্যান্য নরনারীগণ নববধূসহ বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন।

বিবাহের পরেও বিশ্বম্ভরের পড়াশুনায় পূর্ব্ববৎ যত্ন চলিল, নানাস্থান হইতে পড়ুয়া আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পণ্ডিতেরা তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে আসিতেন ও শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। বিশ্বম্ভর এইরূপ 'বিদ্যারসে' নিমগ্ন থাকিয়া কিছুকাল কাটাইতে লাগিলেন। পরন্তু বৈষ্ণবেরা তাঁহাতে কৃষ্ণভক্তি নাই দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন, কেহ কেহ বলিতেন, তাঁহাতে কৃষ্ণরস না থাকিলে বিদ্যারসে কি হইবে?

মুকুন্দ নামে এক বৈষ্ণব ছিল, সে বেশ গাহিতে পারিত, অদ্বৈতের সভায় তাহার কৃষ্ণগীতে অনেকে মুগ্ধ হইয়া কে কোথায় পড়িতেন,—

"কেহ কাঁদে কেহ হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পায় ধরে॥"

এইরূপে মুকুন্দের গানে সকলেই পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। নিমাই মুকুন্দকে মনে মনে ভালবাসিতেন, কিন্তু দেখা হইলেই ফাঁকি করিতে ছাড়িতেন না, মুকুন্দ তাহার উত্তর করিলে 'তাহা কিছু নহে' বলিয়া দ্বন্দ্ব করিতেন। বস্তুতঃ মুকুন্দ ও অন্য সকলে তাঁহার ফাঁকিতে হারিয়া যাইত। শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে দেখিলেও নিমাই ঐরূপ ফাঁকি করিতেন। অনেকে তাঁহার সহিত মিথ্যা বাক্যব্যয়ের ভয়ে পলায়ন করিত। একদিন তিনি পড়ুয়া সঙ্গে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, দূরে নিমাইকে দেখিয়া অন্য পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা

দেখিয়া বিশ্বম্ভর সঙ্গী গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও বেটা (মুকুন্দ) পলাইয়া গেল কেন, বলিতে পার?" গোবিন্দ বলিল, "হয়ত কার্য্যানুরোধে উহার অন্য পথ দিয়া যাইবার দরকার ছিল।" বিশ্বম্ভর বলিলেন, "তাহা নহে, আমি বুঝিয়াছি, ও বেটা 'বহির্মুখ আলাপ' করিতে চাহে না। ও যত বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়ে, আমার পাঁজি বৃত্তি টীকার চর্চ্চায় ত কৃষ্ণকথন হয় না, কাজেই সে আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে।" মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া গৌরাঙ্গ সন্তোষের সহিত এইরূপ গালি পাড়িতেন, যথা—'আরে বেটা কতক দিন থাক্, পলাইয়া আমাকে কিরূপে এড়াইবি? আমি আর কতক দিন পড়ায় অগ্রসর হই ('আগো পড়ো') তবে আমাতে বৈষ্ণব চিহ্ন দেখিবি।' (বৃন্দাবন দাস এই স্থানে আরও বলিয়াছেন) 'আমি এমন বৈষ্ণব হব যে, আমার দুয়ারে অজ ভব আসিবে। আর শুন, আমি এত উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব হইব যে, যাহারা এখন আমাকে দেখিয়া পলাইতেছে তাহারাই আমার গুণ কীর্ত্তন করিবে।'

অনন্তর, নিমাই নিরন্তর পঠনপাঠনে রত থাকিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপক-দিগের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়িয়াই কাহাকেও তৃণজ্ঞান করিতেন না। কথিত আছে, তিনি অলঙ্কার ও ন্যায়ের পণ্ডিতদিগকে তর্ক দ্বারা পরাস্ত করিতেন। ক্রমে বিশ্বম্ভর বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন। তবে কেহ কেহ বলিত, 'উহাতে যখন কৃষ্ণভক্তি নাই, তখন উহার বিদ্যায় কি হইবে?' যাহা হউক, নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে পড়াইয়া ও ছাত্রসহ নগরে ভ্রমণানন্তর গঙ্গাতীরে বসিয়া কিছুদিন কাটাইতে লাগিলেন, এবং তথায় টোলের ছাত্রদিগের (অবশ্য ব্যাকরণের) নিকট ফাঁকির সিদ্ধান্তে রত থাকিতেন ;—

"পক্ষ প্রতিপক্ষ সূত্র খণ্ডন স্থাপন।
বাখান অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন॥"

অনন্তর, একদিন নিমাই নিজবাটীতে অচঞ্চল ভাব ধারণপূর্ব্বক সহসা এক 'অলৌকিক শব্দ' করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখন হাস্য করিলেন, ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, কখন হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিয়া মালসাট মারিতে লাগিলেন। সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকে মারিলেন। ক্ষণে

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ও মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। তাঁহাকে এরূপ মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া লোকে ভয় পাইয়াছিল। বন্ধু-বান্ধবেরা বায়ুর বিকার শুনিয়া দৌড়িয়া নিমাইয়ের বাটীতে আসিয়া সকলে সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। বুদ্ধিমন্ত খান ও মুকুন্দ সঞ্জয় সগোষ্ঠী তথায় উপস্থিত হইল এবং বায়ুর বিকার মনে করিয়া কেহ কেহ বিষ্ণু তৈল বা নারায়ণ তৈল মস্তকে দিল, অন্যান্যেরা অনেক প্রকার প্রতিকার ও করিতে লাগিল। তথাপি নিমাইর সর্ব্বাঙ্গে কম্প হইতেছিল, নিমাই ভয়ানক আস্ফালন ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ বলিতেছিলেন, যথা চৈতন্য ভাগবত,—

"প্রভু বলে, মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরো মোর নাম 'বিশ্বম্ভর'॥
মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে।
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্বজনে॥"

গৌরাঙ্গের এই অবস্থাকে তদীয় জীবনী-লেখক বলিয়াছেন,—প্রভু 'বায়ু-চ্ছলে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, কেহ কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিতেছে না'। কেহ বলে,—দানবে পাইয়াছে, কেহ বলে—ইহা ডাকিনীর কার্য্য, অন্য কেহ বলে—

'* * সদাই করেন বাক্যব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥'

তদনুসারে নিমাইর মাথায় ও সর্ব্বাঙ্গে বহুবিধ পাক তৈল মাখান হইল, এক্ষণে তিনি তৈলাক্ত হইয়া 'খল খল' হাসিতে লাগিলেন। পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে ('স্বাভাবিক হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি') সকলে আনন্দে হরি-ধ্বনি করিয়া উঠিল। বৈষ্ণবেরা নিমাইকে বলিল, "বাপ! শরীর ক্ষণভঙ্গুর, কৃষ্ণচরণ ভজনা কর।" নিমাই হাসিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া বহু শিষ্য সহিত পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। তখনও সুগন্ধ পাক তৈল মাথায় দেওয়া হইত এবং অধ্যাপনা কার্য্যও চলিত। তদ্ভিন্ন দুইপ্রহরের সময়ে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজলে সন্তরণ ও বিহারাদি করিয়া বাটী আসেন, তদনন্তর বিষ্ণুপূজা ও তুলসীকে জল সেচন ও প্রদক্ষিণ করেন. তাঁহার পরে লক্ষ্মী-প্রদত্ত অন্নভোজন করেন। তাহার পর পুস্তক লইয়া

পুনরায় পড়াইতে যান,—এইরূপ চলিতে লাগিল। সময়ে সময়ে নিমাই নগরে গিয়া নানা বিলাস করিতেন।

একদিন সশিষ্য নিমাই এক তাঁতির বাটীতে গিয়া ভাল বস্ত্র আনিতে বলিলেন। তাঁতি বস্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলে তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "যাহা আপনি দিবেন তাহাই"। পরে তৎকালে অবনত হইয়া তাঁতি বলিল,—এখন না দেও 'দশে পক্ষে' সমাবেশ করিয়া দিলেও চলিবে, এক্ষণে বস্ত্র লইয়া পরম সন্তোষে পরিধান কর। তথা হইতে নিমাই এক গোয়ালার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া ব্রাহ্মণ হিসাবে বলিলেন, "আরে বেটা, দধি দুগ্ধ আন্, আজ তোর ঘরের লইব মহাদান।" গোয়ালারা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া 'মামা মামা' বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। পরে সত্য সত্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, সর, মাখন সন্তোষের সহিত আনিয়া দিল, নিমাই তৎসমস্ত ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর তিনি এক গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন ও তাহাকে ভাল গন্ধ আনিতে বলিলেন। বণিক্ তাহা আনিয়া দিল, দর দামের কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, শেষে বণিক্ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ মাখাইয়া বিদায় করিল। তৎপরে তিনি মালাকারের বাটীতে গেলেন এবং ভাল মালা দিতে বলিলেন; কিন্তু তাঁহার কড়িপাতি নাই, ইহাও জানাইলেন। মালাকার বিশ্বম্ভরকে 'সিদ্ধ-পুরুষপ্রায়' দেখিয়া মূল্যের ভাবনা না করিয়া তাঁহার অঙ্গে মালা দিল। তাহাতে বিশ্বম্ভর পড়ুয়াদের সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন। পরে এক তাম্বূলীর বাটীতে গেলেন। তাম্বূলী তাঁহার পদধূলি লইয়া বসিতে আসন দিয়া বহুভাগ্য মনে করিয়া পান আনিয়া দিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন—"এত গুয়া পান বিনা কড়ি লইয়া কেন দিলে?" তাম্বূলী বলিল,—"আমার স্বতঃই দিতে ইচ্ছা হইল।" তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিলেন। এইরূপ নগরে বেড়াইতে বেড়াইতে এক শঙ্খবণিকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শঙ্খ আনিতে বলিলেন, কিন্তু কড়িপাতি নাই ইহাও বলিলেন। বণিক্ তাঁহার হস্তে শঙ্খ দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—"লইয়া যাও, দাম দাও দিও, না দিলেও ক্ষতি নাই।" এইরূপে নদীয়ার সকলের বাটী বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। একদিন এক সর্ব্বজ্ঞের (জ্যোতিষীর) বাটীতে

উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"বল দেখি, আমি অন্য জন্মে কি ছিলাম?" সর্ব্বজ্ঞ ধ্যানে বসিয়া কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, "বিকালে ভালমতে বুঝিয়া বলিব," বলিলেন। বিশ্বম্ভর হাসিয়া চলিয়া গেলেন। তথা হইতে শ্রীধর নামক এক বৈষ্ণবের বাটীতে গেলেন। শ্রীধর নমস্কার করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। শ্রীধর অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এ দিকে বিশ্বম্ভর উদ্ধত-স্বভাব। বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীধর! তুমি নিরন্তর হরি হরি বলিয়া ও লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়া অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাও কেন?" শ্রীধর উত্তর করিলেন, "আমি উপবাসও করি না, ছোট হউক, বড় হউক, কাপড়ও পরিয়া থাকি।" ইহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"তোমার 'দশ ঠাঞি' গাঁট দেওয়া কাপড় দেখিলাম, ঘরে খড়ও নাই, ঐ দেখ চণ্ডী ও বিষহরির পূজা করিয়া কে না খায় পরে?" শ্রীধর বলিলেন,—"ঈশ্বরেচ্ছায় সকলে আপনাপন কর্ম্মের ফলভোগ করে।" নিমাই তৎপরে বলিলেন,—"তোমার বিস্তর ধন আছে সকলকে বলিয়া দিব, তখন তুমি আর ভণ্ডামী করিয়া লোকবঞ্চনা করিতে পারিবে না।" শ্রীধর বলিল,—"পণ্ডিত! ঘরে যাও, তোমাতে আমাতে কলহ, হওয়া ভাল নহে।" বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"তুমি আমাকে কি দিবে তাহা এক্ষণে বল, নতুবা তোমাকে আমি ছাড়িব না, তোমার পোতা ধন আছে তাহা এক্ষণে থাকুক পরে পাইব, সম্প্রতি কলা, মূলা, থোড় বিনামূল্যে দেও, তবে কলহ করিব না।" শ্রীধর ভাবিল,—বামন বড় উদ্ধত, মারিলেই বা কি করিতে পারি। শেষে কলা মূলা থোড় খোলা নিমাইকে বিনা-মূল্যে প্রত্যহ দিতে স্বীকৃত হইল। নিমাইও ঐ সকল পাইয়া কলহ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। আবার শ্রীধরের চালে লাউ ধরিলে নিমাই তাহাও লইয়া দুগ্ধ ও মরিচের ঝাল দিয়া ভক্ষণ করিতেন।

একদিন শ্রীধরকে বলিলেন, "তুমি আমাকে কিরূপ 'বাস' অর্থাৎ মনে কর?" শ্রীধর বলিলেন,—"তুমি বিপ্র বিষ্ণুর অংশ।" নিমাই বলিলেন,—"না, তুমি জান না আমি 'গোপবংশ,' তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ সন্তান মনে কর, কিন্তু আমি আমাকে গোয়ালা বলিয়া জানি।" ইহা শুনিয়া শ্রীধর হাসিতে লাগিল। নিমাই তখন বলিলেন,—"শ্রীধর! তোমাকে তত্ত্বকথা বলি,—

গঙ্গার যে এত মাহাত্ম্য সে সব আমা হইতে।" তখন শ্রীধর বলিল,—"ওহে নিমাই পণ্ডিত! তোমার কি গঙ্গা হইতে ভয় নাই? বয়স বাড়িলে মানুষ কোথা স্থির হইবে, তাহা না হইয়া তোমার চাঞ্চল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া চলিল!" ইহার পরে নিমাই বাটী চলিয়া গেলেন, পড়ুয়াগণও নিজ নিজ বাটীতে চলিয়া গেল।

এস্থানে চৈতন্য-মঙ্গলকার নিমাইয়ের অলৌকিক কার্য্য বর্ণনোপলক্ষে শচীদেবীর মানসিক বিকৃতাবস্থার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিমাইয়ের জীবনীর সহিত বিশিষ্ট ও নিগূঢ় ভাবে বিজড়িত; অতএব তাহা এস্থলে অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

একদিন পূর্ণিমার শশী গগনে উদিত দেখিয়া বৃন্দাবন-চন্দ্রের ভাব মনে উদয় হইল। তিনি যেন মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন; ইহা কেবল শচীদেবীই শুনিতে পাইলেন। প্রথমে ইহা শুনিয়াই তিনি মূর্চ্ছা গেলেন। সংজ্ঞা হইলে মনে মনে স্থির করিলেন, ঐ মুরলীধ্বনি নিমাই যে বিষ্ণুদ্বারে বসিয়া আছেন, তথা হইতে আসিতেছে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া যখন বিষ্ণুদ্বারে নিমাইকে দেখিলেন, তখন আর সে মুরলী-শব্দ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি দেখিলেন পুত্রের বক্ষঃস্থলে আকাশের চাঁদ ও সাক্ষাৎ চন্দ্রমণ্ডল। শচী ইহাতে বিস্মিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, পরে গৃহমধ্যে গিয়া চিন্তা করিলেন, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই মত শচীদেবী রাত্রিকালে কখন কখন কত দিব্য নারী ও জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ দেখিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন নানাবিধ গীতবাদ্য, 'মুখবাদ্য' 'পাদতাল' প্রভৃতি শুনিতে লাগিলেন। ইত্যাদি।

একদিন নিমাই ৫।৭ পড়ুয়া বেষ্টিত হইয়া পুস্তকহস্তে রাজপথে চলিতেছেন, দৈবাৎ শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিবামাত্র উচ্চ হাসিলেন। নিমাই তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; তিনি 'দীর্ঘজীবী' হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন,—"ওহে 'উদ্ধতের চূড়ামণি!' বল দেখি, কৃষ্ণ না ভজিয়া কি কার্য্যে কালহরণ করিতেছ? লোক পড়ে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্য, কিন্তু তাহা যদি না হইল তবে বিদ্যায় কি করিবে? অতএব ব্যর্থ কালক্ষেপ করিও না, পড়াত হইল, এক্ষণে

বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণভজনা কর।" নিমাই বলিলেন—"পণ্ডিত! তোমার কৃপায় আমার উহা নিশ্চয় হইবে।" ইহা বলিয়া হাসিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া, নিজ বিদ্যাগর্ব্ব যেরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবন দাসের কথায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

'হয়' ব্যাখ্যা 'নয়' করে 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়।
প্রভু বলে, "তারে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥
সেই বাক্য যদি বাখানিয়া আর বার।
আমা প্রবোধিল, হেন দেখি শক্তি কার॥

ইত্যাদি।

নবদ্বীপে বহুপণ্ডিত অধ্যাপক থাকিলেও, বিশ্বম্ভরের উল্লিখিত রূপ বিদ্যা-গৌরবে কেহ দ্বিরুক্তি করিত না। একদা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নদীয়ায় আসিয়াছিলেন তাঁহার স্বরচিত কবিতার দোষ ধরিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভরের পাণ্ডিত্যের যশ ঘোষিত হইয়াছিল।

ইহার পরে তিনি অধ্যাপনা করাইতে করাইতে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সহসা একদিন পূর্ব্বদেশ যাইবার ইচ্ছা করিলেন এবং কতকগুলি পড়ুয়া লইয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে পদ্মানদীর উপকূলে উপনীত হইয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলেন। জীবনী-লেখকেরা ঐ স্থানের কোন নাম দেন নাই। যাহা হউক, ঐ স্থানের কতকগুলি পড়ুয়া পাইয়া নিমাই তাহাদিগকে ব্যাকরণ পড়াইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে নিমাই বাটীতে আসিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অনেকে অনেক দ্রব্য সামগ্রী তাঁহাকে আনিয়া দিল। তাহা লইয়া নিমাই বাটী আসিলেন। ইত্যগ্রে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর পতি-বিরহে স্বাস্থ্যভঙ্গ, পরে 'নামমাত্র আহার,' শেষে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। নিমাই সন্ধ্যার সময়ে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গের দ্রব্যাদি মাতাকে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। পরে আহারাদি করিয়া বাহিরে গিয়া অনেক লোকের সহিত প্রবাসের প্রসঙ্গ করিয়া শয়নের জন্য বাটীর

ভিতর গিয়া দেখিলেন, মাতা অধোবদনে রোদন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার প্রকৃত কথা জানিতে বাকি থাকিল না। পরে মাতাকে সংসারের অনিত্যতা ও এ সকল কার্য্য ঈশ্বরাধীন; ইহা জ্ঞাপন করিয়া প্রবোধ দিলেন এবং নিজেও স্ত্রীবিয়োগ দুঃখ সম্বরণ করিলেন। নিমাই আবার মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীগৃহে বসিয়া পূর্ব্ববৎ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া পড়াইতে লাগিলেন। আবার সকলের সহিত নানারূপ কৌতুক ও হাস্যপরিহাস করিতে থাকিলেন। পরন্তু, স্ত্রীলোকের প্রতি কোনরূপ পরিহাস করিতেন না, পথে স্ত্রীলোক দেখিলে দূরে একপাশ হইতেন। এ দিকে শ্রীহট্টের লোক দেখিলে 'বাঙ্গালে' কথা কহিয়া তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিতেন। তাহারাও তাঁহার মাতা পিতাকে শ্রীহট্টিয়া বলিয়া প্রত্যুত্তর দিত। নিমাই উহাতে ক্ষান্ত না হইয়া যাবৎ না উহাদিগের ক্রোধের উদ্রেক হইত, তাবৎ ঐরূপ বাঙ্গালে ভাষায় বিদ্রূপ করিতেন। কখন কখন উহাদের কেহ কেহ ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিত, নিমাইকে তাড়াইয়া লইয়া যাইত, কখন বা কেহ উঁহাকে শিকদারের দেওয়ানে লইয়া যাইত। তখন নিমাইয়ের বন্ধুগণ তথায় "আসিয়া' সমঞ্জস করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া যাইত। একদিন এক বাঙ্গালের 'বাওয়াস' (শস্যশূন্য শুষ্ক লাউ) ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। নিমাই এইরূপ নানাবিধ চাপল্য প্রকাশ করিতেন, কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না।

নিমাই পূর্ব্বোক্তরূপে ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে মাথায় বিষ্ণুতৈল দেওয়া চলিতেছিল। প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পড়াইবার পরে গঙ্গাস্নান, এবং রাত্রিতেও অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত ছাত্র পড়ান কার্য্যে নিমাই ব্যাপৃত থাকিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার নিকট একবৎসর পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া যাইত।

অতঃপর, (নিমাই কত দিন বিপত্নীক অবস্থায় ছিলেন, পরে, তাহা তাঁহার জীবনী-লেখক কিছু বলেন নাই) শচী দেবী পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য চিন্তান্বিতা হইলেন। গঙ্গাস্নানে গিয়া রাজপণ্ডিতের সুশীলা ও সুন্দরী কন্যাটীকে দেখিয়া গঙ্গার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন, যেন ঐ কন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হয়। এদিকে রাজপণ্ডিতের গোষ্ঠীবর্গ নিমাইকে কন্যা দিবার জন্য

ইচ্ছাও করিতেছিল। সেজন্য বিবাহের প্রস্তাবমাত্র সম্বন্ধ অবধারিত হইল এবং বুদ্ধিমন্ত খাঁন ও মুকুন্দ সঞ্জয়ের উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়বার পরিণয় অতি সমারোহে ঐ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাম্নী কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কন্যাটীর বয়স কত তাহা জানা যায় না এইরূপে নিমাই পুনরায় গৃহস্থ হইয়া পড়ো পড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপে সকলে বিষয়রসে নিমগ্ন, প্রেম-ভক্তি-প্রকাশ ও সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা গীতা ভাগবতও পড়াইতেন, তাঁহারাও কীর্ত্তন করিতেন না, ভক্তগণ হাততালি দিয়া আপনাপনি হরিনাম কীর্ত্তন কবিতেন। ইহাতে অন্য সকল লোক নানারূপ বিদ্রূপ পরিহাস করিত। তাহারা বলিত—"ইহারা উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে কেন? যখন 'আমিই ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন,' তখন 'ইহারা দাস প্রভু ভেদ করেন কি কারণ?' বোধ হয়, সংসারী হইয়া মাগিয়া খাইবার জন্য, লোককে জানাইয়া চেঁচাইয়া হরি বলে।" ইহা শুনিয়া ভক্তগণ হা কৃষ্ণ বলিয়া দুঃখ ও ভাবনা করিবেন।

এই স্থানে চৈতন্যভাগবতকার প্রসঙ্গক্রমে যবন হরিদাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সারাংশ এইরূপ।—হরিদাস বুড়নগ্রামে জন্মিয়া ঐ অঞ্চলে কিছুদিন সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন। পরে তথা হইতে ফুলিয়া—শান্তিপুরে আসিয়া রহিলেন। তথায় অদ্বৈতাচার্য্য হরিদাসের সঙ্গ পাইয়া হুঙ্কার করিতেন, এদিকে হরিদাসও'গোবিন্দ-রস তরঙ্গে'ভাসিতেন, সর্ব্বদা গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেন। তাঁহার গোবিন্দ নামে কখন বিরতি ছিল না। হরিদাস কখন আপনাপনি নৃত্য, কখন উচ্চস্বরে রোদন, কখন আবার অট্ট অট্ট হাস্য করিতেন। কখন তিনি হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিতেন, আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াও থাকিতেন। তাঁহার শরীরে কৃষ্ণ ভক্তির বিকার চিহ্ন যেমন,—অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা ইত্যাদি—প্রকাশ পাইত।

(চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড, ৭ম অধ্যায় হইতে ১১শ অধ্যায় পর্য্যন্ত)

মন্তব্য।—এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার হিষ্টিরিয়া ও তদানুষঙ্গিক রোগের কারণ ও লক্ষণের অব্যর্থ পরিচয় পাওয়া যায়। তাৎকালিক বৈদ্যগণ গৌরাঙ্গের বায়ুরোগ (সচরাচর উন্মাদকে বায়ুরোগ বলে, হিষ্টিরিয়াও একবিধ উন্মাদ,—উদ্বোধন দেখ) অবধারণ করত তদুপযোগী ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন জানা যায়। সাধারণ লোকের মধ্যেও কেহ কেহ গৌরাঙ্গের সর্ব্বদা বাক্যব্যয় নিবন্ধন বায়ুরোগ হইয়াছে, ইহা মনে করিয়াছিল। পরন্তু অন্যান্য লোকের মধ্যে কেহ কেহ গৌরাঙ্গ-দেহে দানব ও ডাকিনীর অধিষ্ঠান, কেহ কেহ বা ভক্তি বা প্রেমের বিকার-লক্ষণ প্রকাশ; অপর কতকগুলি লোক তাঁহাতে ঐশ্বরিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাও স্থির করিয়াছিল।

আমরা প্রথমতঃ এস্থানে বিশ্বম্ভরের উল্লিখিত রোগের দুইটী আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত বিশিষ্ট কারণ আলোচনা করিব।

১। বিদ্যাচর্চ্চায় অত্যন্ত অভিনিবেশ ও অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম।

উদ্বোধনে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণ আহরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিদ্যাচর্চ্চায় অত্যন্ত অভিনিবেশ ও অত্যধিক পরিশ্রম হিষ্টিরিয়া রোগের একটী কারণ। দেখা যায়, আমাদের বিশ্বম্ভর আবাল্য এই কারণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

শচী বোলে***'পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্ব্ব-ধর্ম্ম ॥'

অন্যত্র,—'কিবা স্নানে, কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে॥' ইত্যাদি

চৈ, ভা, আদি ৬ষ্ঠ অ,

'হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর সুন্দর।
রাত্রিদিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥'

(চৈ, ভা, আদি, ৭ অ,)

ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, গৌরাঙ্গ আবাল্য বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন, এবং পঠন, পাঠন, তর্ক, ফাকি-সিদ্ধান্ত এবং ব্যাকরণের টীকা পঞ্জী লিখন-ব্যাপারে যেরূপ নিয়ত লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে যে অত্যধিক শ্রমস্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এবং ইহাই যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া-রোগের অন্যতম প্রকৃষ্ট কারণ হইয়াছিল, তাহাই মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তাঁহার ঐ রোগ স্পষ্ট দেখা দিয়াছিল তখনও তিনি (নানাবিধ পাক তৈল মস্তকে দিয়াও) ছাত্র পড়াইতে ছিলেন। এদিকে কারণ বিদ্যমানে কার্য্যের ধ্বংস হয় না, সুতরাং বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া-জনিত নানাবিধ মানসিক লক্ষণও এই সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি অস্বাভাবিকরূপে বিদ্যা-বিষয়ে আমোদ, স্বীয় বিদ্যার গর্ব্ব, মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়িয়া সকলের নিকট অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ এবং তজ্জন্য নানাবিধ চাতুরি অবলম্বন, করিয়াছিলেন; অপিচ নবদ্বীপের পণ্ডিত অধ্যাপকদিগের প্রতি অযথা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও নিন্দা বর্ষণ করিতেও তিনি ত্রুটি করেন নাই। পাঠক! বিশ্বম্ভরের এই সকল শিষ্টতাবহির্ভূত আচরণ যে তাঁহার অত্যধিক বিদ্যাচর্চ্চায় শ্রমহেতু মানসিক-রোগ-ধর্ম্মে প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে।

(২) ভাব-প্রেরণা বা ভাব-উদ্দীপনা।

পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদবেত্তৃগণ এই ভাব-প্রেরণা বা ভাব-উদ্দীপনাকে সজেস্‌সন্ (Suggestion) শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দুই প্রকার—(ক) বাহ্য বা পরকীয়, (খ) আন্তর, স্বতঃ কিম্বা স্বকীয়। প্রথমোক্ত ভাব-প্রেরণা (Hetero-Suggestion) আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়-পঞ্চকের উত্তেজনা (Stimulus) লইয়া চক্ষুঃকর্ণাদি পঞ্চদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক মনোরাজ্যে উপনীত হয়, এবং তত্রত্য বিষয়গ্রাহক কেন্দ্রনিচয়কে (Emotional Centres) উত্তেজিত করে। এইরূপে কোন এক ভাবকেন্দ্র উত্তেজিত হইলে তদ্দ্বারা মনে যে এক প্রকার আবেগ সঞ্জাত হয়, তাহা বিষয়ান্তর চিন্তায় নিয়োগ বা যথোপযুক্ত বাহ্য-কার্য্যে পরিব্যয়িত হইয়া গেলে ঐ উত্তেজিত ভাবকেন্দ্র সহজেই প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। (যেমন—কোন ব্যক্তির কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য দেখিয়া বা তাহার বর্ণনা শুনিয়া উহা ভোজনের প্রবৃত্তি (ভাব) উদ্দীপিত

হইল। পরক্ষণে সে ভাবিয়া দেখিল উহা পরের দ্রব্যও দুষ্প্রাপ্য, অথবা উহার ভোজনে অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। সে তখন স্বীয় ভোজনেচ্ছাকে সম্বরণ করে, নতুবা ঐ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া স্বীয় উত্তেজিত ভোজন প্রবৃত্তির তৃপ্তি-সাধন করিয়া নিরস্ত হয়)। অন্য পক্ষে ঐ সঞ্জাত আবেগ যদি উল্লিখিত দ্বিবিধ উপায়ে উপশমিত বা পরিব্যয়িত না হইতে পায়, তবে উহা মনোমধ্যে নিরুদ্ধ (Repressed) অবস্থায় পুষ্টিলাভ করিতে থাকে, এবং ভবিষ্যতে (শীঘ্র বা বিলম্বে) উহাই হিষ্টিরিয়া বা তদনুরূপ রোগোৎপাদনের হেতু হয়।

(খ) আন্তর, স্বতঃ বা স্বকীয় ভাব-প্রেরণা। ভাবপ্রবণ ব্যক্তির মনে স্বীয় ভাবানুকূল বিষয়ের চিন্তা সহজেই উদিত হইয়া ঐ বস্তু লাভের ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করে। এই চিন্তন-ব্যাপার আন্তর বা স্বকীয় প্রেরণা নামে সংজ্ঞিত হয়। ইংরাজী আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় ইহাকে Auto-Suggestion বা Auto-Hypnotism বলা হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত বাহ্য বা পরকীয় প্রেরণার ন্যায় ভাবকেন্দ্রের উত্তেজনা ও আবেগ উৎপাদনে সম্যক্ সমর্থ, আবার এই সঞ্জাত আবেগ প্রশমিত বা বাহ্য কার্য্যে পরিব্যয়িত হইতে না পাইলে মনো-মধ্যে (in Sub-conscious mind) নিরুদ্ধ থাকিয়া যায়। আর ঐ প্রেরণা-বিষয়িনী চিন্তা পুনঃ পুনঃ মনে উদিত হইতে থাকিলে, অর্থাৎ উহার অনু-শীলন চলিলে, ঐ অবরুদ্ধ আবেগ উত্তরোত্তর পুষ্টি-বর্দ্ধন লাভ করিয়া পরি-ণামে কোন না কোন প্রকারের স্নায়বীয় ও মানসিক রোগে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। * হিষ্টিরিয়া যে ঐ বায়ুরোগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্যাবিনস্কি বলেন,—'প্রকৃত হিষ্টিরিয়া রোগ ভাব প্রেরণা

* "Simply stated the doctrine of repression is this: normally a desire which is incapable of fulfilment, is sublimated i.e. turned into other fields of thought and is worked off. If, on the contrary, the desire is such that the consciousness refuses to recognize it, it is repressed altogether and buried in the subconsciousness. It can not, however, be ignored altogether and found its expression in the form of some sort of neurosis."

See—Psycho-Therapy in Civil Practice. by R. G. M. Landell, M. B. Ch. B.

The Practitioner, September number, pages 204-5.—1920.

হইতে সমুদ্ভূত এবং প্রবোধ দ্বারা উপশমিত হয়। * (প্রবোধ একপ্রকার ভাবপ্রেরণা)।

আবার দেখা যায়, যেখানে মানসিক-দৌর্ব্বল্য-জনিত ভাব-সংযম-শক্তির খর্ব্বতা ঘটে, সেখানে ভাবপ্রবণতার কার্য্যকারিতার যথেষ্ট সুযোগ হয় এবং সেই স্থানে উপরিউক্ত দ্বিবিধ ভাবপ্রেরণা সহজেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বিস্ময়ের বিষয়, এই হিষ্টিরিয়া রোগে ভাবপ্রেরণার কার্য্যকারিতার যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় অন্য কুত্রাপি সেরূপ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞেরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, 'হিষ্টিরিয়া সমস্যার সর্ব্বত্র এই ভাবপ্রেরণা ও ভাবপ্রবণতা অসংখ্য বিভিন্ন আকারে পরিব্যাপ্ত আছে। †

এস্থলে পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, আজন্ম-ভাবপ্রবণ গৌরাঙ্গ সমস্ত জীবনেই এই আলোচ্যমান ভাবপ্রবণতার বশবর্ত্তী থাকিয়া স্বীয় বিচিত্র লীলা প্রকাশ করত সমাজের অজ্ঞ-লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন; গ্রন্থের বক্ষ্যমাণ মন্তব্য সকলে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। ইদানীং আমরা এই পরিচ্ছেদোক্ত বিবরণ হইতে ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব, গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া রোগ ভাবপ্রেরণা কারণ হইতে কিরূপে উদ্ভূত হইয়া কিরূপ কার্য্য প্রকাশ করিয়াছিল।

পাঠকগণ অবগত আছেন, গৌরাঙ্গ স্নানকারিণী ভদ্র বালিকাদিগের প্রতি কিরূপ বিবিধ অশিষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক ক্রীড়া কৌতুক, হাস্য পরিহাস এবং এমন কি, অশিষ্ট প্রস্তাব করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। সেজন্য ঐ বালিকাগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গৌরাঙ্গের মাতাপিতাকে তদীয় অত্যাচারের কথা বলিয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করিত, কিন্তু তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না। পরে একদিন সত্য সত্যই তাহারা শচীমাতার নিকট গিয়া তাহাদের প্রতি গৌরাঙ্গকৃত নানাবিধ অত্যাচারকাহিনী জ্ঞাপন করত অনুযোগ

* "True Pithiatism (Hysteria) for Babinaski consists in those conditions which can be brought about by suggestion, and cured by persuation. Page 669.

† "Suggestion and suggestibility pervade the entire Hysteria problem in terms of varying vagueness that are inexhaustible.—Page 670."

See—Hysteria—by Ely. Jellife M. D.—A system of Medicine Edited by Drs Asler & McCrae. 1915.

করিয়াছিল। তাহাতে পুত্রস্নেহবিহ্বলা শচীদেবী উহাদিগকে প্রবোধচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'বিশ্বম্ভর বাটী আসিলে তাহাকে বান্ধিয়া শাসন করিব।' বালিকাগণ ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। এদিকে পিতা জগন্নাথ মিশ্র বালিকাদিগের অনুযোগ এবং স্নানকারী ভদ্র পুরুষদিগের প্রতি পুত্রকৃত বিবিধ অশিষ্ট আচরণের অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বিশ্বম্ভরকে উপযুক্ত শাসন করিতে উদ্যত হইয়াও যেরূপ অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা বিদিত আছেন। তৎপরে জগন্নাথ মিশ্র প্রবোধ বাক্যে বিশ্বম্ভরকে তদীয় দুর্নীতির কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সদুপদেশ দিয়াছিলেন। পরন্তু বিশ্বম্ভর পিতামাতার শাসনভয় ও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, অপিচ সামাজিক-দিগেরও শাসনের ভয় না করিয়া পূর্ব্ববৎ অশিষ্ট আচরণের অনুসরণে নিরত ছিলেন। জীবনী-লেখক বৃন্দাবন দাস (কৃষ্ণদাস কবিরাজও) গৌরাঙ্গ-কৃত বালিকাদিগের প্রতি অসদাচরণ এবং অন্যান্যের প্রতি বিবিধ অশিষ্টোচিত ব্যবহারকে তাঁহার স্বাভাবিক বালচাপল্য ও বাল-ঔদ্ধত্য হইতে উদ্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। পরন্তু পাঠক! এই সকল গুরুতর দুর্ব্বিনীতের কার্য্য বিশ্বম্ভরের সাধারণ বাল-চাপল্য ও বাল-ঔদ্ধত্য হইতে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা কি মনে করিতে পারা যায়? কদাচ নহে। কেননা নবদ্বীপের মত শিষ্ট-সমাজের সম্মানভাজন নিত্যস্নায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, 'জ্ঞানী' 'তপস্বী' প্রভৃতির প্রতি বিবিধ অত্যাচার দ্বারা অসম্মান প্রদর্শন ও শ্রীহট্টনিবাসীদিগের সঙ্গে ব্যঙ্গচ্ছলে ঘোরতর কলহ করা, অপিচ স্নানকারিণী ভদ্র বালিকাদিগের প্রতি প্রত্যহ কদর্য্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকা, তৎসঙ্গে পিতৃ-মাতৃ-সকাশে চাতুরি-প্রদর্শন ও মিথ্যাকথন, ইত্যাদি অশিষ্টোচিত আচরণ যে ভদ্রবংশীয় বালকের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ চাপল্য ও ঔদ্ধত্য হইতে সঞ্জাত, ইহা কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না। যদিও কথিত আচরণের কতকাংশ বিশ্বম্ভরের সহজাত স্নায়ুদৌর্ব্বল্য (Neurasthenia) রোগের লক্ষণরূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত না হইতে পারে, পরন্তু উহার অধিকাংশ, বিশেষতঃ প্রাত্যহিক স্নান-কারিণী বালিকাগণের সঙ্গলাভ, তাহাদিগের সহিত নানাবিধ ব্যঙ্গ, হাস্য পরিহাস, বিদ্রূপ (দুষ্টামি) প্রভৃতি ব্যবহার যে গৌরাঙ্গের বালচাপল্য হইতে সম্ভূত, ইহা মনে করা মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক

ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনোবিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক পাশ্চাত্য-আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চায় জানিতে পারা যায় যে, কাহারও কাহারও বাল্যাবস্থায় অস্বাভাবিক রূপে কামেন্দ্রিয় উন্মিষিত হইয়া থাকে। * ইহা অতিশয় সম্ভব যে, আমাদের গৌরাঙ্গের

* পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এই আশ্চর্য্যজনক উক্তির সমর্থনে আধুনিক পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

আমাদের দেহমধ্যে এমন কতকগুলি স্রাব-যন্ত্র বিদ্যমান আছে, যাহাদের স্রাব নির্গমনের কোন প্রণালী নাই (Ductless glands)। ঐ যন্ত্রোৎপন্ন স্রাব শোষক-শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। তদনন্তর উহা রক্তসহ সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন স্রাবের ক্রিয়াগুণ পরস্পর সহযোগিতা কোথাও বা প্রতিযোগিতা দ্বারা আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টিবর্দ্ধন এবং যান্ত্রিকক্রিয়া সমূহ অতীব আশ্চর্য্যরূপে সম্পাদিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। এই আভ্যন্তরিক স্রাব-যন্ত্রের মধ্যে একটী যন্ত্রের উল্লেখ এস্থলে বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। উহার নাম পিটিউটারি গ্লাণ্ড বা পিটিউটারি দেহ (Pituitary gland বা Pituitary body)। (১) ইহা আমাদের মস্তকের তলস্থিত অস্থির অভ্যন্তরে এক ক্ষুদ্র স্থানে (যাহার নাম Silla Torsica) এবং মস্তিষ্কের তলদেশে অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও দুই ভাগে বিভক্ত এবং অগ্রাংশের সার স্রাব পশ্চাদংশের সার স্রাব হইতে ক্রিয়াগুণে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ এবং উহা আমাদের দেহ, এমন কি, জীবন রক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন। পশুদেহ হইতে পিটিউটারি দেহের অগ্রাংশ কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্কাষিত করিয়া লইলে উহার দেহে যেরূপ বিকৃতির লক্ষণ আনয়ন করে, মনুষ্যদেহে অনুরূপ বিকারলক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে ঐ পিটিউটারি গ্লাণ্ডের অগ্রাংশের সার (Pitglandin) ঔষধরূপে প্রয়োগ দ্বারা উক্ত বিকার লক্ষণ দূরীভূত হইতে দেখিয়া, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদগণ উহার ক্রিয়াগুণ বিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সংক্ষেপ এইরূপ, যথা—

পিটিউটারি দেহের অগ্রাংশের স্রাব প্রভাবে আমাদের দৈহিক পেশী-মণ্ডল, অস্থিনিচয় এবং জননেন্দ্রিয়ের পুষ্টিবর্দ্ধন ও উহাদিগের ক্রিয়া সমুচয় সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়। বিশেষ করিয়া প্রজননসাধন স্রাবযন্ত্র (Gonads—নারীর ডিম্বকোষ—Ovary এবং পুরুষের মুষ্ক বা অণ্ডকোষ

(১) আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে পিটিউটারি গ্লাণ্ড বা অপর কোন প্রণালী-বিহীন স্রাবযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেজন্য লেখক এস্থলে পাশ্চাত্য শারীর-বিদ্যার পিটিউটারি শব্দ অবিকল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। ঐরূপ, গ্লাণ্ড শব্দেরও কোন প্রতিশব্দ আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে লক্ষিত হয় না, বাঙ্গালা ডাক্তারি গ্রন্থে গ্লাণ্ড শব্দের অনুবাদে গ্রন্থি (সন্ধি বা গাঁইট) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ উহা আদৌ প্রকৃতবস্তু-বোধক বিবেচিত না হওয়ায় গ্লাণ্ডের প্রতিশব্দে এস্থলে 'দেহ' শব্দ ব্যবহৃত হইল।

ঐরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল, কেননা তাঁহার বাল্যে কামপ্রবৃত্তির বিকাশ-লক্ষণদ্বারাই উহা সূচিত হইয়া থাকে। প্রতীত হয়, তিনি তাঁহার অকালোন্মিষিত কামপ্রবৃত্তির প্রেরণায় চালিত হইয়াই স্নানকারিণী বালিকাদিগের সহিত তাদৃশ অশিষ্টোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তখন তাঁহার

(Testicle) ও অগ্র-পিটিউটারি স্রাবযন্ত্র এতদুভয়ের মধ্যে ক্রিয়াগত অন্যোন্য ঘনিষ্ঠ-সংযোগিতা যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, বোধ হয় দেহের মধ্যে আর কোথাও সেরূপ লক্ষিত হয় না। দেখা যায়, কোন কারণে উক্ত পিটিউটারি স্রাবের অযথা ন্যূনাধিক্য ঘটিলে প্রজনন-স্রাবযন্ত্রেরও পুষ্টিবর্দ্ধন এবং ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় বাল্যকালে পিটিউটারি দেহের অগ্রাংশের বিকাশ (Development). সুতরাং উহার স্রাবক্রিয়া, তাদৃশ হয় না। এদিকে তৎকালে জননেন্দ্রিয়েরও পুষ্টিবর্দ্ধন ও ক্রিয়াপ্রবৃত্তিও ঘটে না। এই অবস্থাকে Hypo-pituitarism বলে। তৎপরে অর্থাৎ যৌবনোদ্গমে উহার যেমন যথোচিত পুষ্টিবর্দ্ধন ও স্রাবোৎপন্ন হয়, সেইরূপ দৈহিক মাংসপেশী, অস্থি, তথা জননেন্দ্রিয়েরও যৌবনোচিত পুষ্টিবর্দ্ধন ও ক্রিয়াশীলত্ব (Activity) প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অপর, বৃদ্ধাবস্থা সমাগত হইলে পিটিউটারি দেহ যেমন স্বভাবতঃ শীর্ণ (involuted) এবং উহার স্রাব পরিক্ষীণ বা বিলুপ্ত হয়, অন্যদিকে প্রজননেন্দ্রিয়সমুচ্চয়েরও শীর্ণতা ও ক্রিয়ারাহিত্য উপস্থিত হইয়া থাকে। *

* "Perhaps between no two of the ductless glands is a closer inter-relationship in function more demonstrable than between the petuitary and the sex glands. We know from experiments, in which the petuitary gland has been partially removed in dogs, that a deficiency in petuitary secretion thus produced, is followed by under-development, genital inactivity and hypoplasia in young animals, and by impotance, sterility and retrogressive changes in the sex glands together with adipocity, if the animals were adult at the time of operation.

It is secretion of the anterior lobe which is responsible for these sex changes. Clinical hyperpetuitarism is well examplified in the diseases,—Gigantism and Acromegaly. In the early stages of these diseases we find an exaggerated sexual activity, and in the late stages, corresponding with petuitary involution and inactivity, a disappearance of the sextual function."

Quoted from Dr. Goetsch of Chicago.

এস্থলে আমরা পিটিউটারি গ্রন্থের অগ্রাংশের অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধি বশতঃ স্রাববাহুল্য ঘটিলে (যে অবস্থাকে Hyper-pituitarism বলে) তাহার ফল দেহযন্ত্রে যেরূপ প্রকাশ পায়, কেবল তাহার সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

সহজাত চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ মনের যথোচিত ইন্দ্রিয়-সংযমনের অভাবে, তিনি সহজেই স্বীয় অকালোন্মিষিত কামপ্রবৃত্তির উত্তেজনার বশগ হইয়া স্নাননিরতা বালিকাদিগের সহিত প্রত্যহ স্নানঘাটে মিলিত হইতেন এবং তাহাদের রূপলাবণ্য ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সন্দর্শন এবং নানাবিধ বাক্যাবলি (তিরস্কার ও

বাল্যকালে কোন কারণে পিটিউটারি গ্লাণ্ডের অত্যধিক পুষ্টিবর্দ্ধনজনিত স্রাববাহুল্য ঘটিলে নারীর দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির যৌবনোচিত বিকাশ, তৎসহ বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের পুষ্টিবর্দ্ধন, অকালে ঋতুদর্শন এবং পুংসংসর্গের লালসা উপস্থিত হয়। পুরুষেরও ঐরূপ অবস্থায় দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অতিশয় পুষ্টিবর্দ্ধন ও বলিষ্ঠতা, তৎসঙ্গে বাহ্য জননেন্দ্রিয়েরও অসাধারণ পুষ্টিবর্দ্ধন এবং স্ত্রীসংসর্গের বাসনাও প্রবল হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই স্রাববাহুল্যের ফলে প্রধানতঃ নারী ও পুরুষ উভয়ের আবাল্য বীরের ন্যায় অতিকায়ত্ব ও দীর্ঘাঙ্গতা এবং হস্তপদের অস্বাভাবিক দীর্ঘতার লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই দ্বিবিধ অস্বাভাবিক দৈহিক বিকৃতির অবস্থা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে দ্বিবিধ রোগরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং ক্রমান্বয়ে Gigantism এবং Acromegaly নামে অভিহিত দেখা যায়। এই উভয় রোগাবস্থায়ই কামচেষ্টার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। *

পাঠক! আমরা মূল মন্তব্যে প্রদর্শন করিয়াছি, গৌরাঙ্গের বাল্যকাল হইতেই কাম বাসনা প্রবলরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা আবশ্যক হইতেছে, উহার সহিত উপরিউক্ত দৈহিক বিকৃতি তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল কি না? গৌরাঙ্গের জীবনী পাঠ করিলে তাঁহাতে ঐ সমস্ত

* সেণ্ট লুইসের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ইঙ্গেল ব্যাচ্ (Englebach of St. Louis) পিটিউটারি গ্লাণ্ডের অগ্রাংশের স্রাবের ক্রিয়াগুণ সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উক্তাংশের কিয়দংশ প্রমাণস্বরূপ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

"Decreased genital function and muscle tonus occured so constantly with hypo-activity of the anterior lobe, that they established themselves as the best indicators of the state of activity of this lobe Hence, the genital functions (menses, libido and potency) and the muscular tonus (musele fatigue or physical capacity), taken with the temperature, pulse, and blood-pressure were considered, at the time of their determination, the significant signs of activity."

See the article—The Therapeutic uses of the anterior petuitary Gland, by Thos. Bodley Scott, M. R. C. S. L.R.C.P. and F. W. Broderick M.R.C.S LR.C.P. L.D.S.

The Practitioner, October number, 1921,

বিরক্তিব্যঞ্জক হইলেও) শ্রবণ করিতে অত্যাসক্ত হইয়া' পড়িয়াছিলেন। এ দিকে বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৌরাঙ্গের পক্ষে ঐ বালিকাদিগের রূপ দর্শন ও বাক্যশ্রবণ পরকীয় ভাব-প্রেরণার (Hetero-suggestion) কার্য্য করিয়াছিল। ইহার ফলে ঐ অকালোন্মিষিত কামভাব অবাধে উত্তেজিত

লক্ষণ যে বিদ্যমান ছিল, তাহা স্পষ্টই জানা যায়। বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের প্রথম যৌবনের রূপবর্ণনব্যপদেশে একস্থলে বলিয়াছেন, (চৈ, ভা, আ, ৯অ)

যথা—　　স্থবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাচর কেশ।
সিংহগ্রীব, (১) গজস্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ।
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
*　*　*　*
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥

ইহাতে গৌরাঙ্গের যে অতি প্রকাণ্ড দেহ, কেশপাশযুক্ত সুগঠিত মস্তক, বিশাল বক্ষ, সিংহের ন্যায় গ্রীবা ও গজের ন্যায় স্কন্ধ এবং আজানুলম্বিত বাহু অর্থাৎ অতি বীরপুরুষের আকৃতি ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে ইহাতে তাঁহার দীর্ঘপদ ও বাহ্যজননেন্দ্রিয়ের পুষ্টিবর্দ্ধনের কথা উল্লিখিত হয় নাই সত্য, তথাপি এ ক্ষেত্রে উহা সহজে অনুমানলভ্য। যদিও জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গ যে দীর্ঘাকৃতি (লম্বা) পুরুষ ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বলেন নাই, তথাপি বুঝিতে হইবে তিনি বাস্তবিক সেইরূপই ছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীনিমাইচরিত রচয়িতা গৌরাঙ্গভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ সাক্ষ্য দিতেছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"অঙ্গের সঙ্গে প্রভুর একটু বিশেষ ছিল। লক্ষ লোকের মাঝে দাঁড়াইলেও সকলের মস্তকের এক বিঘাত প্রমাণ উপরে প্রভুর মস্তক দেখা যাইত। জীবের দর্শন সুলভের নিমিত্ত প্রভু এইরূপ দেহ ধারণ করেন যে প্রকৃতই তাঁহার শ্রীঅঙ্গ, মহাপুরুষের যে সাড়ে চারি হস্ত দৈর্ঘে, তাহাই ছিল।"(২)
(৪র্থ খণ্ড, ৯ম অ, ২১১ পৃঃ)

---

(১) 'সিংহগ্রীব' এই অপ্রসিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা, বোধ হয়, ভক্ত জীবনী-লেখক গৌরাঙ্গের সুদীর্ঘ গ্রীবা বা গলা থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন। দেখা যায়, কবি কাশীরাম দাসও স্বীয় মহাভারতের অনুবাদে (স্বয়ংবর পর্ব্ব দেখুন) সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাসের অনুকরণে সুবিখ্যাত বীরবর অর্জ্জুনের রূপ-বর্ণনায় উক্ত বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়াছেন,—"সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।" পরন্তু মূলে ঐরূপ উৎকট এবং অযোগ্য উপমা লক্ষিত হয় না। যথা—"সিংহখেল-গতিঃ শ্রীমান্ মত্ত-নাগেন্দ্র-বিক্রমঃ।" আদি, স্বয়ংবর পর্ব্ব।

(২) সুধী পাঠক। উপরি বর্ণিত বীরাকারের বহু নর-নারী ইহ সংসারে উদিত হইয়াছিলেন এবং এখনও অনেক বিদ্যমান আছেন। পরন্তু সকল বীর আখ্যাত লোকই যে স্বাস্থ্যবান্ তাহা

ও পুষ্টিলাভ করিতেছিল বটে, কিন্তু তখন তাঁহার রিরংসা চরিতার্থতার জন্য কোন দৈহিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় নাই, ইহাই অনুমেয়। সুতরাং এমতাবস্থায় তিনি স্বীয় অকালোন্মিষিত কামেচ্ছাকে মনোমধ্যে বলপূর্ব্বক দমন রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর এই ভাবে কালযাপন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রায় যৌবনসীমায় উপনীত হইলেন। তখন সম্ভবতঃ বয়োধর্ম্মে লোকলজ্জা এবং সমাজ-শাসনের ভয় তাঁহার মনোমধ্যে স্থান লাভ করিয়া থাকিবে। সেজন্য তিনি হয়ত এখন বালিকাদের প্রতি পূর্ব্বরূপ অসদ্ ব্যবহার হইতে

নহে। ডাক্তার জর্জ ডক্ বীরসম্বন্ধে বলেন যে, উঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত বীর এবং শ্রেষ্ঠ জীব রূপে বিবেচিত হইলেও তাহাদের দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারে নানাবিধ অসম্পূর্ণতা থাকে। তিনি আরও বলেন,—প্রচলিত মতে (বোধ হয় ইহা জিওফ্রয় সেণ্ট হিলেরের) যে ব্যক্তি স্বজাতীয় লোকের অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি তাহাকে বীরপুরুষ (Giant) বলে। আবার, মনুষ্যজাতিতত্ত্বজ্ঞের মতে ৬ ফিট ৮ ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ ব্যক্তিকে বীরপুরুষ বলা হয়। *

* "So far being superior creatures as is often thought, even the most "normal" giants are physically and functionally defective in many ways. They are relatively and sometimes absolutely weak : they often have, large or deformed extremities, given if not clearly acromegalic, they all mentally inferior, furnishing more drum-majors than academicians."

"The current idea of a giant is probably that of Geoffroy St. Hilaire—"an individnal superior in size to that of the race." Anthropologists make an arbitrary classification, those above 2 meters (6 feet 8 in) in height being termed giants.

Dr. George Dock.

See—A System of Medicine-edited by Sir W. Osler and Dr. McCrae 1915, Vol, IV. Page 806.

এই উভয়বিধ মতই শিশির বাবুর উক্তি সমর্থন করে; কেননা শিশিরকুমার বাবু ত বলিতেছেন, 'লক্ষ লোকের মাঝে গৌরাঙ্গ দাড়াইলে সকলের মাথায় এক বিঘাত (অর্দ্ধ হস্ত) উপরে তাঁহার মাথা দেখা যাইত এবং অন্য কথায় 'তাঁহার দৈর্ঘ্য মহাপুরুষের হাতে সাড়ে চারি হস্ত।' অতএব তিনি উপরি উক্ত পাশ্চাত্য মতানুসারেও বীর পুরুষ মধ্যে পরিগণিত এবং দীর্ঘাঙ্গ ছিলেন।

নিবৃত্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সেরূপ হইলে কি হয়? অর্থাৎ তাঁহার কামভাবের বাহ্যপ্রকাশ নিবৃত্ত হইলেও মনোমধ্যে কামবিষয়িণী-চিন্তা অনিবার্য্য হওয়াই সম্ভব। কে বলিতে পারে তাঁহার মনে কতরূপে ঐ চিন্তা ক্রীড়া করিয়াছিল? তবে ইহা স্বাভাবিক যে, কামবাসনা তৃপ্তির ন্যায্য উপায় অবলম্বনের ভাবনাও তাঁহার মনে এই সময়ে উদিত হইয়া থাকিবে। দেখাও যায়, বিশ্বম্ভর যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিতে না করিতে (কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাকে পৌগণ্ড কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) আগ্রহ-প্রকাশ পূর্ব্বক মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু তখনকার সামাজিক প্রথানুসারে নয় কি দশ বৎসরবয়স্কা বালিকার (লক্ষ্মীর) পাণিগ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, এই বালিকা পত্নীতে তাঁহার উদ্দীপিত কামলালসার চরিতার্থতা লাভ আদৌ ঘটে নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে উহা বলপূর্ব্বক দমন রাখা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। কথিত আছে, আত্মরক্ষার্থে (Self-protection) বিশেষ প্রযত্ন হিষ্টিরিয়া রোগীর একটি বিশিষ্ট স্বভাব। বিশ্বম্ভরের চরিত্রে ইহার পরিচয় অনেক স্থানেই পরিলক্ষিত হইবে। এস্থানেও উত্তেজিত কামপ্রবৃত্তি তাঁহাকে বিপথে লইয়া যাইতে না পারে, সেজন্য তিনি আপন মনকে বিষয়ান্তরে নিয়োগ করিতে অর্থাৎ আপনাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, তিনি বিবাহের পরে অধিকতর যত্ন সহকারে বিদ্যাচর্চ্চায় অধিককাল অতি-

অতএব যাহাদের 'সুপ্রকাণ্ড' দেহ এবং সুদীর্ঘ হস্ত পদাদির সহিত কাম-বাসনা প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকে তাহারা যে পিটিউটারি অগ্রদেহের স্রাব-বাহুল্য-জনিত পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বা অন্ততঃ একবিধ পীড়ায় পীড়িত, ইহা মনে করিতেই হইবে। সেই হেতু এস্থলে অকালোন্মিষিত-কামচেষ্ট-গৌরাঙ্গের প্রকাণ্ডকায়ত্ব ও দীর্ঘাঙ্গতা প্রকৃত বীরপুরুষের লক্ষণ মনে না করিয়া উহারা তাঁহার রোগবিশেষের অভিব্যঞ্জক লক্ষণ, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। গৌরাঙ্গের একাধারেই উপরি-উক্ত কারণে উভয়-বিধ রোগের সমাবেশ ঘটিয়াছিল প্রতীত হয়। দুঃখের বিষয়, গৌরাঙ্গের জীবনীলেখকগণ (প্রাচীন ও নব্য) তাঁহার উক্ত অব্যর্থ রোগের লক্ষণ কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহার অলোকসামান্য বীর-কায়ত্ব ও সৌন্দর্য্যের বহু প্রশংসা করিতে গিয়া আপনারা প্রতারিত হইয়াছেন এবং অজ্ঞ ভক্তদিগকেও বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

বাহিত করিতে লাগিলেন, তদ্ভিন্ন স্ত্রীসম্বন্ধিনী বাহ্য প্রেরণা হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পথে ঘাটে স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যবর্জ্জন এবং তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাস একেবারেই পরিহার করিয়াছিলেন। * হয়ত এই জন্যই তিনি গঙ্গাতীর ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত ত্যাগ স্বীকার করত পূর্ব্বাঞ্চলে পদ্মার তীরে, কোন একটা অপরিচিত স্থানে গিয়া সশিষ্য কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। কি উদ্দেশ্যে যে তিনি সহসা ঐরূপে পূর্ব্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারে নাই। তিনি তথায় গিয়া বিদ্যা-চর্চ্চায় এবং পদ্মায় সশিষ্য জলক্রীড়ায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া কালক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বাটীতে আসিবার সহসা ইচ্ছা হইল, তখন ঐস্থান ত্যাগ করিয়া শিষ্যসহ বাটীতে আসিলেন। বাটী আসিয়াই শুনিলেন তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মী পরলোকগতা হইয়াছেন। ইহাতে তিনি বিমর্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বাহ্য কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করেন নাই, পূর্ব্বের ন্যায় সযত্নেই অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ধরিতে গেলে ঐ বালিকা স্ত্রীর বিয়োগে বিশ্বম্ভরের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কোন নূতন অভাব ঘটে নাই, যাহা ছিল তাহাই থাকিল। ইহার পর অধিকদিন গত না হইতেই শচীমাতার ইচ্ছায় এবং বুদ্ধিমন্ত খাঁনের বিশেষ যত্ন ও ব্যয়ে অতি সমারোহের সহিত বিশ্বম্ভরের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

দেখা যায়, ভদ্রসমাজে বিপত্নীক ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিবাহে সমারোহ দূরের কথা, বেশী আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন না; কিন্তু আমাদের বিশ্বম্ভর তাঁহার এই দ্বিতীয়বার বিবাহে, যেরূপ আনন্দ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে এরূপ মনে হইতে পারে যে, এ বুঝি তাঁহার নিজের বিবাহ নহে, কেননা তাদৃশ উৎসাহ বা আনন্দ প্রকাশ দ্বিতীয়বার বিবাহে কেহ করিতে পারে না। তবে গৌরাঙ্গ যে কেন এরূপ আচরণ করিয়াছিলেন

* বৃন্দাবনদাসের উক্তি,—

সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখিলে দূরে প্রভু হন এক পাশ॥

আদি ১০ম অঃ।

তাহার মর্ম্ম বুঝিতে গেলে ইহাই মনে হয় যে, উত্তেজিত কামবেগ-ধারণ-নিরত স্ত্রীহীন গৌরচন্দ্র এই দ্বিতীয়া পত্নী লাভের আশু সম্ভাবনার আমোদে নীত অর্থাৎ বিভোল হওয়ায় এই সময়ে তাঁহার প্রথম বিবাহ অথবা পূর্ব্ব পত্নী লক্ষ্মীর কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। সেজন্য উপস্থিত বিবাহব্যাপারে তাদৃশ অত্যধিক আনন্দ ও উৎসাহ প্রদর্শনে তাঁহার মনে কোন কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। পাঠক, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চায় জানা যায় যে, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্ত জীবনে মনের এমন বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকে, যাহাতে তাঁহার মানসিকভাবসজ্ঘ হইতে ভাববিশেষ পৃথগ্‌ভূত হইয়া তাহাকে সেইভাবে ভাবিত এবং যেন পৃথক্ ব্যক্তিরূপে প্রকাশকরে, তদ্ভিন্ন তাহাকে সেই পৃথগ্-ভাবনিষ্ঠ ও অন্যমনস্ক করে। * অপর, হিষ্টিরিয়া রোগীর কখন কখন স্বকৃত কার্য্য ও সুপরিজ্ঞাত বিষয়ের বিস্মৃতিও অন্য একটী বিশেষ লক্ষণ, যাহাকে Hysterical Amnesia বলে। † অতএব এতদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে, গৌরাঙ্গের মানসিক রোগের এই দ্বিবিধ বিশিষ্ট লক্ষণই তাঁহার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ কালে যুগপৎ প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা সম্ভবপর। যাহা হউক, ক্ষোভের বিষয়, বিশ্বম্ভর এবারেও দেশের তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানুসারে পুনরায় অনূর্দ্ধ দশ বৎসরের বালিকার (দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত উর্দ্ধং রজঃস্বলা। ইত্যাদি) পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং এ স্ত্রীলাভেও তাঁহার বহু আয়াস-দমিত-কামবাসনা তৃপ্তির কোন সুযোগ ত ঘটিলই না, বরং এই

* Hysterical persons throughout life present certain inherent peculiarities of mind—e.g., a tendency to mental abstraction, to auto-hypnotism, to mental dissociation, and to dual consciousness—which render them more liable, especially on the occurrence of any disturbance of the cerebral circulation or nutrition, to exhibit abnormal mental phenomena. (Dr. Savill's view.)

† Hysterical Amnesia does not confine its manifestation to such conditions but invades the details of life.

See—Dr. Jellife's article on Hysteria in—A System of Medicine, Edited by Dr. Osler & McCrae., Vol. V, p. p. 662. and 565.

বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গ স্ত্রী-আচার, স্ত্রীগণ-কৃত বরণও কপালে ডালা সংস্পর্শন এবং তাহাদের সহিত রসাভাসের আলাপন ইত্যাদি যে অপরিহার্য্য হইয়া উহারা তাঁহার পক্ষে তীব্র পরকীয় কামভাব-প্রেরণার কার্য্য করায় তদীয় পূর্ব্বোত্তেজিত কামপ্রবৃত্তি যে সম্প্রতি আরও উত্তেজিত হইয়া অধিকতর আবেগ উৎপাদন করিতেছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। আবার এই বিবাহের পরেও ভাবপ্রবণ বিশ্বম্ভরের কার্য্যবিষয়িণী স্বকীয় ভাব-প্রেরণা তাঁহার কামভাবোত্তেজনায় নিয়োজিত হইয়া থাকিবে, ইহাও স্বাভাবিক। অতএব এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার উত্তেজিত কামবাসনা ক্রমান্বয়ে নিরুদ্ধ অবস্থায় উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ সুতরাং অবাধে আবেগ উৎপাদন-কার্য্যে নিরত ছিল,ইহাই সম্ভাব্য হয়; কেন না তাঁহার স্বকীয় বালিকা স্ত্রীতে * কিংবা নীতি, ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের ভয়ে পরস্ত্রীতেও † কামবাসনা চরিতার্থতা লাভ করিতে সুযোগ পায় নাই। অতএব পাঠক, বিশ্বম্ভরের এই শোচনীয় অবস্থা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ আক্রমণের পক্ষে যে অন্যতম প্রকৃষ্ট কারণ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইবে। ‡ সম্ভবতঃ এই

* গৌরাঙ্গের সময়ে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও সামাজিক প্রথানুসারে বিবাহিতা বালিকাকে প্রাপ্তরজস্কা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্বামীর শয়নকক্ষে প্রেরণ করার প্রথা ছিল না। বিষ্ণুপ্রিয়া (অথবা লক্ষ্মীরও) আদ্যঋতু লাভ এবং তদুপলক্ষে অবশ্য-করণীয় গর্ভাধান-আচার অনুষ্ঠানের কোন সংবাদ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। এ বিষয়ের পুনরালোচনা অন্যত্র করা হইবে। অতএব বিশ্বম্ভরের উভয় 'বালিকা স্ত্রী'ই যে সম্ভোগের অযোগ্যা ছিল, ইহা বুঝিতে হইবে।

† কেহ কেহ গৌরাঙ্গের পরকীয়া নারীর সংশ্রব সংশয় করেন। আবার তাঁহার শেষ জীবনে পরকীয়া সহ সাধনার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। (১) গ্রন্থকার কিন্তু গৌরাঙ্গ চরিত্রে এরূপ দোষারোপ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। (তাহার কারণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে)। তবে শেষ জীবনের 'প্রেমোন্মাদ' অবস্থায় তাঁহার পরকীয়া সাধনার কথা অসম্ভব না হইতেও পারে, উহাও যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

‡ হিষ্টিরিয়ার এই কাম-মূলক-নিদান সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ জগতে সম্মানিত ও প্রামাণিক। স্যার অস্‌লারের সম্পাদিত পুস্তকের ২য় সংস্করণে ডাঃ জেলিফ্ স্বীয় হিষ্টিরিয়া নামক সন্দর্ভে তাঁহার মতের সারাংশ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—

(১ বিবর্ত্ত-বিলাস দেখুন।

প্রবল কারণের প্রভাবেই এখন হইতে তাঁহার আত্মরক্ষার জন্য যথোচিত চেষ্টা, যেমন,—রাজপথে গম্যমানা পরনারীর সান্নিধ্য ও তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাস বর্জ্জন, সত্ত্বেও তিনি অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র হিষ্টিরিয়ার প্রবলতর আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। অতঃপর আমরা এই পরিচ্ছেদ-বর্ণিত বিষয়াবলম্বনে গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান চরিত্র, যাহা হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ-বিশেষ, যে কিরূপে পরিবর্ত্তিত নূতন আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিশ্বম্ভর যখন প্রগাঢ় ব্যাকরণ চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিয়া লোকের নিকট হইতে বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করতঃ আনন্দে কালহরণ করিতেছিলেন, তখন নদীয়ার বৈষ্ণবগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বলিতেন 'কৃষ্ণভজন না করিয়া কেবল বিদ্যালাভ করিলে কি হইবে ?' অন্যান্য ভাগবতগণও কখন বা তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি এবং বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগ দেখিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন—

"হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হই ছাড়ি অন্যমন॥"

একদা যখন গৌরাঙ্গ পড়ুয়াসহ হাত দোলাইতে দোলাইতে রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন, তখন শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিবামাত্র উচ্চহাস্য করিয়া (সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গের বিদ্যাবিষয়ক গর্ব্বিত-আচরণের কথা স্মরণ করিয়া) তিরস্কারব্যপদেশে বলিয়াছিলেন,—

"There develops, usually on a constitutional basis, in the infantile period definite sexual activities which are mostly of a perverse nature. These activities do not, as a rule, lead to a definite neurosis up to the time of puberty, which in the psychic sphere appears much earlier than in the body, but sexual fantasy maintains a perverse constillated direction by reason of the infantile sexual activities. On constitutional (affect) grounds the increased fantasy of the hysteric leads to the formation of complexes which are not taken up by the personality and by reason of shame or disgust remain buried. There therefore results a conflict between the characteristic normal libido and the sexual repressions of these buried infantile perversions. These conflicts give rise to the hysterical symptoms." p. 637.

'ওহে উদ্ধতের চূড়ামণি! বিদ্যাচর্চ্চা ত যথেষ্ট হইল এক্ষণে অবিলম্বে কৃষ্ণ-ভজন কর, বৃথা কালক্ষেপ করিও না।' গৌরাঙ্গ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আপনার কৃপায় আমার কৃষ্ণভক্তি নিশ্চয়ই হইবে।' অন্য একদিন মুকুন্দ স্বরূপ (যাহার মনোহর কীর্ত্তনে বিশ্বম্ভর সন্তুষ্ট হইতেন এবং যাহাকে ভালও বাসিতেন) তাঁহার সহিত ফাঁকি তর্ক এড়াইবার জন্য অন্য পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে বিশ্বম্ভর আপনাকে তৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিত ভাবিয়া সঙ্গী গোবিন্দের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—'আর কিছুদিন পরে আমি এরূপ ভালমতে বৈষ্ণব হইব যে, মুকুন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আমার সুখ্যাতি করিবে।' ইহাতে জানা যায় গৌরাঙ্গ এ যাবৎ ব্যাকরণ রসে নিমগ্ন থাকিয়া কৃষ্ণভজনে একেবারেই বিমুখ ছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ, আশীর্ব্বচন ও কটাক্ষ, বিশেষতঃ শ্রীবাসের ভৎর্সনা সহ কৃষ্ণভজনের উপদেশ তাঁহার পক্ষে পরকীয়ভাবপ্রেরণার কার্য্য করিয়াছিল। ঐ প্রেরণা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে কিছুদিন অলক্ষিতে বা গোপনভাবে কার্য্য করিতেছিল। পরে যখন মুকুন্দের ব্যবহার তাঁহার অবজ্ঞাসূচক বোধ হইল তখন কৃষ্ণভজনের সঙ্কল্প তাঁহার মনে পুনরুদ্দীপিত ও অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ীভূত হওয়ায় তিনি তাহা গোবিন্দের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন, তিনি 'ভালমতে বৈষ্ণব হইবেন' এবং 'সব বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে সুখ্যাতি করিবে'। এই কামনা তাঁহার মনে (অসম্বিন্ মানসে) উদিত হইয়া স্বকীয় প্রেরণার সাহায্যে যেরূপে উহা ক্রমশঃ তাঁহার কৃষ্ণ-বিষয়ক মনোভাব গঠনে সমর্থ হইয়াছিল তাহা তাঁহার কার্য্যে * এবং হিষ্টিরিয়ার আক্রমোণান্তর প্রলাপ-বাক্য বিশ্লেষণে স্পষ্ট জানা যায়।

(১) কার্য্যে,—যেমন গৌরাঙ্গ 'স্বানুভাবানন্দে' অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার ভাবাবেশে† শিষ্যগণের সঙ্গে প্রত্যহ নগর ভ্রমণ ও 'অশেষ বিলাস' করিতেন। একদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক তাঁতির বাটীতে উপস্থিত

* ভাব-প্রেরণা ও তাহার ফল কার্য্যে প্রকাশ, এই উভয়ের মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাকে প্রাগ্‌ বিবেক বা মনন কাল বলা যায়, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় এই কালের নাম Periods of Incubation or Meditation.

† এই অবস্থাকে "Hysterical day dream state" বলা যায়।

হইয়া বাক্‌চাতুরী ও নানা ছল প্রদর্শনপূর্ব্বক বিনামূল্যে উত্তম বস্ত্র সংগ্রহ, গোয়ালায় বাটী গিয়া "দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, সর, সুন্দর নবনী" ভক্ষণ করিলেন। পরে গন্ধবণিকের বাটীতে উঠিয়া ভাল গন্ধদ্রব্য নিজের শরীরে লাগাইয়া লইলেন। তৎপরে মালাকারের ঘরে উপস্থিত হইয়া মালা চাহিয়া লইলেন। ইহার পর এক তাম্বুলীর ঘরে যাইয়া উৎকৃষ্ট পান চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলেন। পরে উহার বাড়ী হইতে এক শঙ্খবণিকের বাড়ী গিয়া দিব্য শঙ্খও সংগ্রহ করিলেন। এরূপ অন্যান্যের বাড়ী যাইতে যাইতে এক "সর্ব্বজ্ঞ"—গণকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল ত পূর্ব্বজন্মে আমি কে ছিলাম ?' গণক তখন কিছু না বলিতে পারিয়া বৈকালে বিবেচনা করিয়া বলিবে বলিল। গৌরাঙ্গ 'ভাল ভাল' বলিয়া হাসিয়া তথা হইতে খোলা বেচা শ্রীধরের বাটী যাইলেন। তাহার সহিত অনেক রঙ্গ, হাস্য পরিহাস, ও কথা কাটাকাটি করার পরে নাছোড়বান্দা হইয়া তাহার নিকট হইতে বিনামূল্যে কলা, মূলা, থোড় প্রত্যহ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, শেষে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি আমাকে কিরূপ বাস, তাহা বল, তবে আমি ঘরে যাই।" তদুত্তরে শ্রীধর বলিলেন, "তুমি বিপ্র বিষ্ণুর অংশ।" গৌরাঙ্গ বলিলেন,— "না, জান না আমি গোপবংশ।" "আর তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া মনে কর, কিন্তু আমি আমাকে গোয়ালা বলিয়া জানি।" ("আমি আপনাকে বাসি যে হেন গোয়ালা")। শ্রীধর ইহা শুনিয়া হাসিলে, গৌরচন্দ্র বলিলেন 'শ্রীধর! তোমায় আমি তত্ত্ব কহি, এই যে তোমার গঙ্গার মাহাত্ম্য, সে আমা হইতে।' পরে শ্রীধর বলিলেন, 'ওহে নিমাই পণ্ডিত! গঙ্গা—বলিয়াও কি তোমার ভয় হয় নাই? বয়স বাড়িলে কোথা লোকে স্থির হয় কিন্তু তোমার চাপল্য দ্বিগুণ বাড়িয়া চলিল।' ইহার পর গৌরাঙ্গ পড়ুয়াদের সঙ্গে লইয়া বাটী ফিরিলেন। পাঠক! গৌরাঙ্গের এই কার্য্যে তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাব কিরূপ অভিব্যক্ত হয় তাহা কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি করিবার যে সঙ্কল্প বা বাসনা জন্মিয়াছিল তাহা মনোমধ্যে পোষণ করিতে করিতে ক্রমে তাহা হইতে ভাবান্তর উদ্ভাবিত হইয়া আপনাকেই কৃষ্ণ ভাবিতে অগ্রসর করিতেছিল। পুরাণে উক্ত আছে, কৃষ্ণ প্রতিবেশীদের বাটী হইতে মাখনাদি চুরি করিয়া খাইতেন, কংসালয়ে যাইবার সময় তিনি তাঁতির নিকট বস্ত্র, এবং

মালাকারের নিকট মালা এবং গন্ধবণিকের নিকট গন্ধদ্রব্য লইয়াছিলেন। এই স্থলে দেখা যায় গৌরাঙ্গ একদিনেই কৃষ্ণের ঐ সকল কার্য্য প্রকারান্তরে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন। অপিচ সর্ব্বজ্ঞের নিকট তিনি পূর্ব্বজন্মে নন্দনন্দন কৃষ্ণ ছিলেন তাহা শুনিবার মানসেই গিয়াছিলেন। পরিশেষে আপনাকে গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণ, অন্য কথায়, স্বয়ং বিষ্ণু, সুতরাং তাঁহার চরণ হইতে গঙ্গা উদ্ভূত, ইহা মনে করিয়া শ্রীধরের মুখ হইতে তাহা বাহির করিবার বৃথা চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হউক গৌরাঙ্গের এই সকল কার্য্য তাঁহার হিষ্টিরিয়া-জনিত বিকৃত মনোভাবের পরিচায়ক, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। পাঠকগণ! কোন্ সুস্থমনা গৌরাঙ্গের মত শিষ্টসমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-যুবক ছল ও বাগ্‌জাল বিস্তার পূর্ব্বক ইতর লোকের বাটী গিয়া নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যাদি যাচ্ঞা করিয়া ভক্ষণ ও বিনামূল্যে সংগ্রহ করিতে পারে? সেরূপ, কোন্ লোক বা দৈবজ্ঞের মুখ হইতে পূর্ব্বজন্মে স্বয়ং যে নন্দ-গোপ-নন্দন-কৃষ্ণ ছিলেন এই স্বীয় কল্পনা-বিজৃম্ভিত কথা শুনিতে বাঞ্ছা করিতে পারে? আবার তাঁহার মত কোন্ ভদ্রসন্তান শ্রীধরের মত দুঃখী বৈষ্ণবের বাটী গিয়া তাহার নিকট হইতে তদীয় পণ্য—থোড়, কলা, মুলা, খোলা ইত্যাদি প্রত্যহ বিনামূল্যে যোগাইবার অঙ্গীকারে তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে? তদ্ভিন্ন কোন্ সুস্থচিত্ত ভাল মানুষ আপনি যে বিষ্ণু হইয়াছেন এই অবিশ্বাস্য কাল্পনিক কথা কি কাহারও নিকট কখন প্রকাশ করিতে সাহসী হইতে পারে? বাস্তবিক রোগ-ধর্ম্মে এই সকল বিশ্বম্ভরের বিকৃত-মনোভাবের বিষয়, বিশেষতঃ তাঁহার কৃষ্ণ হওয়ার ভাবনা তদীয় অসম্বিন্‌মানসে স্বতঃপ্রেরণার উত্তেজনায় ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতঃ ইদানীং সংযম শক্তিকে অতিক্রম করিয়া বাহ্যে প্রকাশিত হইবার জন্য উপক্রম করিতেছিল। অতএব দেখা যায় বিশ্বম্ভরের প্রথমে নিশ্চিত কৃষ্ণ-ভজনের বাসনা পরে উত্তম বৈষ্ণব হইবার কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল, এদিকে মধ্যে মধ্যে আবার স্বয়ং কৃষ্ণ হইবার খেয়ালও উদিত হইয়াছিল, ইহাই স্থির করিতে হয়।* ইহা তাঁহার বক্ষ্যমাণ আচরণ দ্বারা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইবে। যথা—

---

* হিষ্টিরিয়া রোগের এইরূপ মানসিক লক্ষণকে ভ্রান্ত-ধারণা বলা যায়। ডাক্তার হচিন্‌সন ও হেরিরেশি ইহার উদাহরণ ব্যাপদেশে একস্থলে বলিয়াছেন, কেহ যদি আপনাকে

(২) হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপ—(চৈ, ভা, আদি, খ, ৮ম অ)

একদিন গৌরাঙ্গ সহসা উচ্চ শব্দ করিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে ও হাসিতে লাগিলেন। হুঙ্কার, গর্জ্জন, ও মালসাট্ মারিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই মারিলেন। ক্ষণে ক্ষণে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্তম্ভাকৃতি এবং মুর্চ্ছা হইয়াছিল। এ সকল অবশ্য একবিধ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ-লক্ষণ। বুদ্ধিমন্ত খাঁন্ ও মুকুন্দ সঞ্জয় তখন সগোষ্টি আসিয়া বিষ্ণুতৈল ও নারায়ণ তৈল মস্তকে দিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে কম্প হইতে লাগিল, তিনি আস্ফালন এবং সর্ব্বজনের ভীতিপ্রদ হুঙ্কার করতঃ ইহা বলিয়াছিলেন। যথা,—

প্রভু বলে, "মুঞি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্ব ধরোঁ মোর নাম বিশ্বম্ভর॥
মুঞি সেই, মোরে ত না চিনে কোনজনে।"
এত বলি লড় দেই ধরে সর্ব্বগণে॥"

ইহা যে গৌরাঙ্গের রোগ ধর্ম্মে মূর্চ্ছার পরে প্রলাপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল যে তিনি এই প্রলাপ বাক্যে স্বীয় মনোভাবের আভাষ মাত্র ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে, রোগ-ধর্ম্মে সহসা দৌড়িয়া নিকটস্থ জনগণকে ধরা ও মারা ইত্যাদি উৎকট বাহ্য বিকারও (Hyterical violent impulse) ঐ সঙ্গে তাঁহার ঘটিয়াছিল। এখানে আভাষ বলিবার তাৎপর্য্য এই, তাঁহার অসম্বিন্ মানসে এখনও কাল্পনিক কৃষ্ণ বা বিষ্ণুভাব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। সেজন্য তিনি কেহ তাঁহাকে চিনিল না বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে জানা যাইবে তিনি স্পষ্ট করিয়া কোন প্রলাপে আপনাকে 'বিষ্ণু' ও 'নারায়ণ' বলিয়া স্বীয় কাল্পনিক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। জীবনী-লেখক গৌরাঙ্গের এই সকল আচরণ বায়ুরোগের ছলনা মাত্র, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া কেবল প্রকৃত কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথবা তিনি

রুষিয়ার সম্রাট মনে করে, তবে সে ভ্রান্তধারণার অধীন। "If he declares he is the Emperor of Russia he is the victim of a delusion."

See—Climcal Methods, by Drs, Hutchinson and Hurry Rainy 3d Ed. p. 435.

আত্মপ্রতারিত হইয়াছিলেন, ইহাও উপলব্ধি হয়; কেননা তিনি পরক্ষণেই স্পষ্টই বলিতেছেন,—

"তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল॥
এইমত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি॥"

যাহা হউক, এস্থলে গৌরাঙ্গ তাঁহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণজনিত প্রলাপ অবস্থায়, ঠিক মাতালের মত,* মনের নিম্নস্তর নিহিত গুহ্য বিষয় (যাহা অপর কেহ জানিত না) অবশভাবে যে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে; কেননা এই সময়ে তাঁহার সম্বিন্ মানস নিষ্ক্রিয়ভাবেই ছিল, সুতরাং অসম্বিন্ মনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করার কোন বাধা হয় নাই। দেখা যায় কিয়ৎকাল পরে তাঁহার হিষ্টিরিয়ার প্রলাপাবস্থা অপগত হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার এতাদৃশ সাময়িক বিকৃত মানসিক-ভাবোচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় অভ্যস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। †

---

* "মদ্যপানের তৃতীয়াবস্থার লক্ষণ,—"ক্রয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি। মদে তৃতীয়ে পুরুষোঽস্বতন্ত্রঃ।" মাধবকর।

† সুবিখ্যাত ডাঃ জেলিফ হিষ্টিরিয়া ও মৃগী রোগের প্রলাপ বর্ণন ব্যপদেশে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ তাঁহার কিয়দংশ এস্থলে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দেওয়া হইল, বাহুল্য ভয়ে উহার অনুবাদ দেওয়া হইল না। যথা—

"For years it has been known that following an epileptic attack or during an alchoholic debouch a patient may show a condition of dreamy delirium, which may not seriously interefere with his general oriculation or conduct but during which ordinary normal consciousness is not operative. Similar attacks are known to follow major hysterical seizures, or may originate without any convulsive antecedents. These are of shorter or longer duration persisting from a few moments to perhaps few weeks.

Dr. Jelliffe,

See.—A System of Medicine, edited by Sir William Oslter Bart & Dr. Mc Crae. M. D. F. R. S. Vol, V. Page. 689, 1915

পাঠক! স্বীকার করিলাম (বৃন্দাবন দাস যেমন বলিয়াছেন) বিশ্বম্ভর আত্ম-প্রকাশের জন্য এস্থলে বায়ুরোগের ছল করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষয়টী ভাবিয়া দেখিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে আইসে যে, এইরূপ বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গী ও অস্বাভাবিক এবং উন্মাদজনোচিত আচরণ ব্যতিরিক্ত কি তদীয় আত্মপ্রকাশ হইতে পারিত না? ফলতঃ তাঁহার অস্বাভাবিক কার্য্যাবলীর, (যথা,—আপনাকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ, হুঙ্কার, গড়াগড়ি, লোককে মারিতে যাওয়া, কেহ তাঁহাকে চিনিল না বলিয়া আক্ষেপ করা, পরক্ষণে আবার সে প্রসঙ্গে একেবারে নিস্তব্ধ হওয়া, ইত্যাদি) কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গে একমাত্র বিচিত্র বায়ুরোগের (হিষ্টিরিয়ার) বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেই উক্ত সমস্ত বিষয়ের সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কুসংস্কারাপন্ন অন্ধবিশ্বাসী ভক্তগণের মনে শাস্ত্র, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ স্থান পায় নাই। পশ্চাৎ গৌরাঙ্গের চরিত্রে তাঁহার চিত্তবিকৃতির আরও ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

এই পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গাধীন শচীদেবী ও যবন হরিদাসের চরিতাংশ উল্লিখিত হইতেছে। এই মন্তব্যে তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলাই যথেষ্ট হইতে পারে। শচীদেবী একদিন বিষ্ণু ঘরের দ্বারে উপবিষ্ট বিশ্বম্ভরের বক্ষে চন্দ্র মণ্ডল যে দর্শন এবং সেইদিক হইতে আগত কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি যে শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার হিষ্টিরিয়া-জনিত মানসিক বিকারের অব্যর্থ লক্ষণ। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে ইহাকে Hallucination of Hysteria বলে। যাহাকে আমরা এই গ্রন্থে আবশ্যক মত 'অবাস্তব দৃশ্য দর্শন' ও 'অবাস্তব শ্রাব্য শ্রবণ' শব্দে অভিহিত করিয়াছি। শচীদেবী অনেক সময়ে স্বীয় হিষ্টিরিয়া রোগের এই বিচিত্র লক্ষণের বিষয়ীভূত হইতেন। পশ্চাৎ তাঁহার রোগের সাঙ্ঘাতিক বিষয়ও পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। অপর পক্ষে, যখন হরিদাসের অপূর্ব্ব হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আচরণে দৃঢ়-নিষ্ঠার কথা যেরূপ বিবৃত হইয়াছে তাহা আশ্চর্য্যজনক মনে হইতে পারে, পরন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহা জানা যাইবে যে, তখন হরিদাস ঘোরতর হিষ্টিরিয়া রোগের বশীভূত থাকায় তাঁহার পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ এবং তাহার উপরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতি-নিষ্ঠা প্রদর্শন করা কিছুমাত্র বিচিত্র ব্যাপার ছিল না। এই

পরিচ্ছেদে তাঁহার দারুণ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের যে সকল অব্যর্থ লক্ষণ বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই তাৎকালিক বৈষ্ণব সমাজে ভক্তি বা প্রেমের বিকাশ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যবন হরিদাস, হরিদাস ঠাকুর বলিয়াও প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। হরিদাসের তাদৃশ প্রবল ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যতই প্রশংসনীয় হউক এবং অজ্ঞ ভক্তগণ তৎসম্বন্ধে প্রকৃত রহস্য না বুঝিয়া তাঁহাকে যতই আকাশে তুলুন না কেন তাঁহার একমাত্র হিষ্টিরিয়া রোগ এবং তদানুষঙ্গিক ধর্ম্মোন্মাদই (Religion madness) যে তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র চরিত্র গঠনের মূলীভূত কারণ তাহা আয়ুর্ব্বিজ্ঞান দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন, লেখকের অনুরোধ পাঠকগণ যেন এই ধারণা লইয়া পরবর্ত্তী আলোচনায় তাঁহার সহিত অগ্রসর হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(গৌরাঙ্গের তরুণাবস্থা, অকস্মাৎ গয়ায় গমন, তথায় দীক্ষা-গ্রহণ, এবং বায়ু রোগের অধিকতর বিকাশ)

আরও কিছুদিন ব্যাকরণের অধ্যাপনা ও অনুশীলন করিতে করিতে সহসা গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হইল, তিনি গয়ায় যাইবেন। পরে মাতার অনুমতি লইয়া কয়েকজন শিষ্য সমভিব্যাহারে গয়াধামে যাত্রা করিলেন। পথে মান্দারে উপনীত হইয়া তথায় মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন এবং পর্ব্বত ভ্রমণ করিবার পরে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গী শিষ্যগণ তাঁহাকে যে ঔষধ আনিয়া দিয়াছিল, তাহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় গৌরাঙ্গ নিজেই ব্রাহ্মণের পাদোদকের ব্যবস্থা করত উহা পান করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি গয়াধামে উপনীত হইয়া তত্রত্য ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং চক্রাবেড়ে বিষ্ণু-পাদপদ্ম (অর্থাৎ পাথরে খোদিত বিষ্ণু পদ-চিহ্ন) দর্শন করেন। উহা দেখিয়া এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের মুখে ঐ পাদপদ্মের মাহাত্ম্য বর্ণন শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ হইয়াছিল। তখন তাঁহার লোমহর্ষ ও কম্প হইতে লাগিল, নয়নে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। দৈবযোগে ঈশ্বর পুরী, যাঁহাকে গৌরাঙ্গ ইতিপূর্ব্বে একদিন নবদ্বীপের বাটীতে আনিয়া আতিথ্য গ্রহণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া গৌরাঙ্গ সাদরে নমস্কার করিলেন, তিনিও গৌরাঙ্গকে দেখিয়া হর্ষান্বিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ের নয়ন জলে উভয়ের দেহ সিক্ত হইল। তৎপরে গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীকে বলিলেন,—

'তোমাকে দেখিয়া আমার গয়াযাত্রা সফল হইল, তুমি তীর্থ হইতে বড়, অতএব তোমাকে দেখিবামাত্র কোটী-পিতৃগণ সর্ব্ববন্ধ হইতে মুক্ত হন। এক্ষণে তুমি আমাকে সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর, আমি তোমাকে এ দেহ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান করাও।' ঈশ্বর-

পুরী তখন বলিলেন, 'শুন নিমাঞিপণ্ডিত! তোমার যেরূপ পাণ্ডিত্য ও চরিত্র, তাহাতে তুমি নিশ্চিত ঈশ্বরের অংশ বই আর কি হওয়া সম্ভব? সত্য বলিতেছি আমি যেন শুভ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার ফল পাইলাম। তোমাকে দেখিয়া 'পরমানন্দ' সুখ পাইলাম। যদবধি তোমাকে নবদ্বীপে দেখিয়াছি তদবধি তোমাকে অনুক্ষণ দেখিবার ইচ্ছা হয়, ইহা সত্য বলিতেছি তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শন সুখ পাইয়া থাকি।' নিমাঞি তদুত্তরে হাসিয়া বলিলেন 'আমার বড় ভাগ্য।' ইহার পরে গৌরাঙ্গ তীর্থ শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া দক্ষিণ-মানসে (যথায় শ্রীরামচন্দ্র গয়াশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে) গিয়া পিণ্ডদান করিলেন। ঐরূপ আরও যে যে স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয় তৎ তৎ স্থানে গিয়া পিণ্ড প্রদান করিয়া পশ্চাৎ বিষ্ণু পদ-চিহ্নে পূজা করণানন্তর বাসায় ফিরিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া গৌরাঙ্গ রন্ধন করিতে বসিলেন, রন্ধন সমাপন হইবার পরে ঈশ্বরপুরী তথায় কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ঢুলিয়া ঢুলিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিলেন। তদনন্তর ঈশ্বরপুরী বলিলেন, 'ভাল সময় আসিয়াছি।' নিমাই বলিলেন,—'সৌভাগ্যের উদয় মনে করিব যদি মহাশয় এই অন্ন ভক্ষণ করেন।' পুরী হাসিয়া বলিলেন, 'পরে তুমি কি খাইবে?' নিমাই বলিলেন, 'তিলার্দ্ধেকে পুনরায় অন্ন রাঁধিব।' তাহাতে পুরী 'দুইজনে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক খাইবার' প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু নিমাই তাঁহাকে সমস্ত অন্নই অসঙ্কোচে খাইতে বলিলেন এবং তাহা নিজহস্তে পরিবেশন করিলেন। তদনন্তর নিজের জন্য পুনরায় অন্ন রাঁধিতে আরম্ভ করিতেছেন ইত্যবসরে রমাদেবী অন্যকক্ষে অলক্ষিতে অনতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গের জন্য যে ভাত রাঁধিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে আনিয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ হর্ষযুক্ত হইয়া তাহা ভোজন করিলেন। ইহার পরে তিনি ঈশ্বরপুরীর গাত্রে সুগন্ধ লেপন করিয়া তাঁহার প্রতি বহু প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন।

একদিন গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান কুমারহট্টে গিয়া তথাকার কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া স্বীয় বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া রাখিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানের মৃত্তিকা "মোহর জীবন ধন প্রাণ।" আমার গয়ায় আসা ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া সার্থক হইল।'

অন্য একদিন নিমাই নিভৃতে ঈশ্বরপুরীকে মন্ত্র দিবার জন্য বলিলেন। তাহাতে ঈশ্বরপুরী এইরূপ উত্তর করিলেন, 'তোমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, মন্ত্র বলিয়া কি কথা? তদনন্তর নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন,— "আমি তোমাকে এ দেহ সমর্পণ করিলাম, তুমি এখন শুভদৃষ্টি কর যেন আমি কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে ভাসি।" পুরী ইহা শুনিয়া নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ের নয়নজলে উভয়ের দেহ সিক্ত হইল। * অতঃপর গৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির বিকাশ দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

একদিন তিনি নিভৃতে বসিয়া স্বীয় ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে সহসা এইরূপ বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণ রে, বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইলোঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?"

পরে সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত করিয়া উচ্চৈস্বরে এই বলিয়া আর্ত্তনাদও করিয়াছিলেন, যথা—

"কোথা গেলা বাপ্ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া মোহেরে?"

এস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, 'যে প্রভু অতীব গম্ভীর ছিলেন, তিনিই এক্ষণে প্রেমে অত্যন্ত অস্থির হইয়া গড়াগড়ি দিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে সঙ্গিগণ আসিয়া অশেষ যত্ন করায় তিনি সুস্থ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে ঘরে যাও আমি আর সংসারের ভিতর যাইব না, মথুরা দেখিতে নিশ্চয় যাইব; যেখানে আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে পাইব।' তখন সঙ্গী শিষ্যগণ মিলিয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ দিলেও তাঁহার মন সুস্থ হইতে পারিল না। তৎপরে তিনি শেষ রাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া 'প্রেমের আবেগে' মথুরায় যাইবার উদ্দেশে বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং "কৃষ্ণরে বাপ্ রে! মোর পাইমু

* মূলে 'সিঞ্চিত' শব্দ বহুবার প্রযুক্ত দেখা যায়, লেখক তাহার অনুবাদে সিক্ত শব্দ ব্যবহার করিলেন।

কোথায় ?" এই বলিতে বলিতে চলিলেন। কতকদূর গিয়া তিনি এইরূপ দিব্যবাণী শুনিলেন,—

"এক্ষণে মথুরায় যাইও না, নবদ্বীপে নিজালয়ে যাও, মথুরায় যাওয়ার সময় হইলে তখন যাইও। তুমি বৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারার্থ প্রেমভক্তি প্রচার করিবার জন্য সঙ্গিগণ সহ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছ, এখন ঘরে গিয়া সেই কার্য্য কর।"

নিমাই এই আকাশবাণী শুনিয়া সানন্দমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পরে ভক্তিপ্রকাশ জন্য সকল শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তথায় আসিলে তাঁহার প্রেমভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

(চৈ, ভা, আ, খণ্ড ১২ অধ্যায়)

মন্তব্য।—গৌরচন্দ্র স্বীয় রোগধর্ম্মে হটকারিতা নিবন্ধন ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সহসা সশিষ্যে পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তিনি সেইরূপ গয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। সে বারে তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল একরূপ (যাহা পূর্ব্ব মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে) এবার অন্যরূপ। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণভক্তি বিষয়ের পরকীয় ভাব প্রেরণা তাঁহার মনে কতকটা কার্য্য করিয়াছিল, ক্রমে ঐ প্রেরণার কার্য্য চলিতে চলিতে, সম্ভবতঃ পুরাণাদি পাঠ অথবা লোকমুখে রামকৃষ্ণ প্রভৃতির গয়াকৃত্য শুনিয়া, ইদানীং তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হওয়া তাঁহার পক্ষে সুসম্ভব হইয়াছিল। দেখা যায়, তিনি পিতৃপুরুষের উদ্ধার কামনা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তি লাভের প্রবলতর আশায় গয়াধামে গিয়াছিলেন। পাঠক, ইহা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদীয় বিষয় অনুধাবন করিলে জানিতে পারিবেন। গৌরাঙ্গ গয়ায় উপনীত হইয়া চক্রাবেড়ে বিষ্ণুর পদচিহ্ন-দর্শন এবং পরিচারক ব্রাহ্মণদিগের মুখে বিষ্ণুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াই সহসা 'প্রেমানন্দে' "ভাবাবিষ্ট" হইয়াছিলেন। তাহার লক্ষণ—লোমহর্ষণ, কম্প এবং অবিচ্ছিন্ন অশ্রু ধারা। আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় বলিতে গেলে তিনি তখন মৃদু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত এবং আদরের পাত্র ঈশ্বর পুরীকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে বড় আদরে নমস্কার, তদনন্তর প্রত্যালিঙ্গন করিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের উৎকট প্রশংসাসূচক প্রলাপ-বাক্য। যেমন—গৌরাঙ্গ অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ঈশ্বরপুরীকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি তীর্থ হইতে বড়, তোমাকে দেখিবা মাত্র কোটী-পিতৃগণ সর্ব্ব-বন্ধ হইতে মুক্ত হন, তোমার চরণ দেখিয়া গয়া যাত্রা সফল হইল।'

পাঠক, বুঝুন্ গৌরচন্দ্রের নিকট এক্ষণে কোথায় বিষ্ণুর পাদপদ্ম, আর কোথায় ঈশ্বর পুরীর চরণ! আবার, কোথায় বিষ্ণুর পদে পিণ্ডদানের ফলে পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধনের কথা, আর কোথায় ঈশ্বরপুরীর দর্শনে কোটী পিতৃগণের মুক্তিলাভ! পুনরায় দেখুন, গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে গিয়া

বিষ্ণুর জন্মনানন্তর তথাকার কতক মৃত্তিকা উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বহির্ব্বাসে বন্ধন করত ঐ মৃত্তিকা সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

'এ মৃত্তিকা মোহর জীবন প্রাণধন।'

সেই সঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন,—

'প্রভু বোলে' "গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হইল ঈশ্বরপুরীকে দেখিলাঙ॥"

এই সকল অতিশয়োক্তি, অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং বাল্যোচিত আচরণ গৌরাঙ্গের বিকৃত মস্তিষ্কতার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। নতুবা কোন্ সুস্থমনা ব্যক্তি ভাবী দীক্ষা-গুরুর জন্ম স্থানের মৃত্তিকা চয়ন পূর্ব্বক আপন পরিধেয় বস্ত্রে 'ঝুলি' বান্ধিয়া লয়? এবং উহাকে আপনার জীবন বা প্রাণধন বলিয়া মনে করিতে পারে? উদ্বোধনে বলিয়াছি হিষ্টিরিয়া এক প্রকার উন্মাদ রোগ বিশেষ, আবার সময়ে সময়ে উহার সহিত বিশিষ্ট উন্মাদ রোগের লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। * গৌরাঙ্গের শেষ জীবনে প্রায় সর্ব্বদা উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। এ স্থলে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া সহ সাময়িক উন্মাদের উপদ্রব যে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাই স্থির করিতে হইবে।

বর্ণিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গ ঈশ্বর পুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণকালে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে ভাসাইবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মন্ত্র লইবার পরে তাঁহার কৃষ্ণ ভক্তির ভাব দিন দিন বাড়িতেছিল অর্থাৎ পরকীয় ভাব-প্রেরণার সহিত স্বকীয় ভাব-প্রেরণার উত্তেজনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে একদিন তিনি নিভৃতে স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে 'কৃষ্ণ রে বাপরে, আমার প্রাণ চুরি করিয়া কোন্ দিকে চলিয়া গেল?' এই বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কান্দিয়া উঠিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই সময়ে সহসা তাঁহার এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। উহার লক্ষণ অবাস্তব দৃশ্য দর্শন, (Visual-hallucination) তদ্বিষয়ক চীৎকার পূর্ব্বক প্রলাপ কথন (dellirium) এবং ক্রন্দন, পরক্ষণে অস্থির হইয়া মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া পুনরায় উচ্চস্বরে প্রলাপোক্তি। গৌরাঙ্গ

* উদ্বোধনের ১১০ ও ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ স্থলে অবাস্তব কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার মানসপটে দেখিয়া মুগ্ধ হন, পর মুহূর্ত্তে তাঁহার অদর্শনে কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ চুরি করিয়া কোন্ দিকে পালাইয়া গেলেন এরূপ ধারণা হওয়ায় খেদে উচ্চৈঃস্বরে ঐ কথা উল্লেখ করতঃ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে পড়িয়া অস্থিরতার সহিত গড়াগড়িও দিয়াছিলেন। তাঁহার এই অবস্থা কতক্ষণ গত হইবার পর সঙ্গী শিষ্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বহু সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে অনেকটা সুস্থ করিলেও তাঁহার সে ভাবোত্তেজনার আবেগ তখনও থামিল না। তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, তোমরা সকল ঘরে যাও আমি মথুরা যাইব, সেখানে গেলে "মোর প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র পাওয়া যাইবে।" শিষ্যগণ তখন নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি মনের স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি শেষ রাত্রে কাহাকে কিছু না বলিয়া ভাবোত্তেজনার আবেগে মথুরার উদ্দেশে বাসা হইতে বাহির হইলেন,* এবং কৃষ্ণরে বাপরে! মোর পাইমু কোথায়?" এই রূপ বলিতে বলিতে পথে চলিয়া গেলেন। পাঠক! গৌরাঙ্গের এই পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির ভাবোত্তেজনার কার্য্য চলিয়া পরে সহসা তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল,—তাঁহার অসম্বিৎ মানসে অবতারত্বের যে ভাব গূঢ়রূপে ইতিপূর্ব্বে সঞ্চিত হইয়া ইদানীং ঈশ্বর পুরীর প্রেরণাবাক্যে পুষ্টিলাভ করিতেছিল, তাহা স্বীয় প্রেরণার প্রভাবে হঠাৎ ক্রিয়োন্মুখ হইয়া দৈববাণী শ্রবণরূপে পরিণত হইল। পাঠক! দৈববাণী কি বিশ্বাস করেন? আমাদের পুরাণে অনেক দিব্য বা আকাশ বাণীর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে সত্য, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, উহা শ্রোতার অসমম্বিন্ মানসের কার্য্য বিশেষ, যাহা সসম্বিন্ মানস অতর্কিত ভাবে ধারণ করে এবং তাহাতে শ্রোতা বিশেষের আস্থাও স্থাপিত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বলমনা ব্যক্তির এই দৈববাণী স্বীয় মনোমত বিধায় অতি সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হয়। হিষ্টিরিয়া রোগের অবাস্তব-শ্রবণ (ইহাকে Hysterical auditory hallucination)

* ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের একটী লক্ষণ, পাশ্চাত্য আয়ুর্বেদে ইহাকে Subnumbulism বলে। উদ্বোধন ॥৵০ পৃঃ দেখুন।

বলে। আমাদের গৌরাঙ্গ এ স্থলে কথিত কাল্পনিক দৈববাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মথুরা যাওয়ার অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাসায় ফিরিলেন এবং পরে নবদ্বীপে গিয়া উক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে ঐ তথা কথিত-দিব্যবাণীই তাঁহার ধর্ম্ম 'জীবনের পথ'-প্রদর্শক হইয়াছিল।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে, এইরূপে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণভক্তির ভাবোত্তেজনা আপাততঃ সুপ্তাবস্থায় থাকিল, সময়ান্তরে উহা পুনরায় জাগরিত হইয়া কার্য্য করিবে, আর তাঁহার অবতারত্বের ভাবোদ্দীপনা অধুনা ক্রিয়োন্মুখী হইল, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে উহা কার্য্যে প্রকাশ পাইবে. পাঠক! হিষ্টিরিয়া রোগে রোগী বা রোগিণীর মানসিক ভাবসঙ্ঘ হইতে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রোক্তরূপে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রূপে সময়ে সময়ে কার্য্য করিয়া থাকে। এক্ষণে গৌরাঙ্গ চরিত্রে তাহারই দৃষ্টান্ত স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। এই মানসিক ভাববিচ্ছিন্নতাকে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ভাষায় Dissociation of ideas বলে; গৌরাঙ্গের প্রায় সমস্ত জীবনেই উক্তরূপ মনোভাবের বিবিধ বিচ্ছিন্নতা পর্য্যায়ক্রমে ক্রীড়া করিয়াছিল জানা যাইবে। বর্ত্তমানে তাঁহার কথিত ভাব বিপর্য্যয়ের উদ্দীপক কারণ কি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভাবপ্রবণ গৌরাঙ্গ গয়ায় আসিয়া ব্রাহ্মণ মুখে যখন বিষ্ণুমাহাত্ম্য শ্রবণে ভক্তি-ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, তৎকালে সহসা পূর্ব্ব পরিচিত ভগবদ্-ভক্ত ঈশ্বর পুরীর সন্দর্শন, পরে কিছুকাল সঙ্গলাভ এবং তাঁহা হইতে স্বীয় প্রশংসাসূচক বাক্যাবলী শ্রবণ হইতে ক্রমান্বয়ে যে তীব্র ভাবপ্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাই এক্ষণে তাঁহার কথিত বিচ্ছিন্ন দ্বিভাবোত্তেজনার কারণ হইয়াছিল। পরন্তু ভক্তবৃন্দ ও জীবনী লেখকগণ ঐ ব্যাপারের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া স্থির করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ ইচ্ছা পূর্ব্বক কখন বায়ুরোগের ছল করিয়া লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। আবার কখনও তিনি ভক্তগণকে কৃতার্থ করিবার উদ্দেশে নিজ মুখেই 'আত্ম পরিচয়' অর্থাৎ কৃষ্ণাবতারত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ক্ষোভের বিষয়, ইদানীং সমাজে মনোবিজ্ঞান ও আয়ুর্বিজ্ঞানের প্রচুর চর্চ্চা সত্ত্বেও ঐ অপসিদ্ধান্ত গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে।

অতঃপর গৌরাঙ্গ চরিতের একটী গুরুতর সমস্যার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান মন্তব্যের উপসংহার করিব।

এই পরিচ্ছেদীয় বর্ণনার মধ্যে এক রমাদেবীর উল্লেখ আছে। তাঁহার আচরণ যেমন আশ্চর্য্যজনক, তৎপ্রতি গৌরাঙ্গদেবের ব্যবহারও সেইরূপ বিস্ময়-প্রদ। এই রমা দেবী কে, কিরূপে গৌরাঙ্গের বাসার অতি সন্নিহিত প্রকোষ্ঠে বাস করিতেছিলেন, কেনই বা তিনি ঈশ্বরপুরীর অভাবনীয় আতিথ্যের সৎকারার্থ গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক রন্ধিত তাঁহার ভোজনযোগ্য সমস্ত অন্ন প্রদত্ত হইল দেখিয়া গৌরাঙ্গের বিনা অনুমতিতে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অতি অলক্ষিতে ত্বরা পূর্ব্বক অন্ন-পাক করত সেই অন্ন গৌরাঙ্গকে দিয়াছিলেন? পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ ঐ অন্ন কিরূপে বা ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাতে নিঃসঙ্কোচে, বরং আনন্দের সহিত, ভক্ষণ করিয়াছিলেন? এই রহস্য অতীব দুর্ব্বোধ্য বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা, প্রথমতঃ, রমাদেবী গৌরাঙ্গের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া এবং ঈশ্বর পুরীর নিকটে সুপরিচিতা না থাকিলে গৌরাঙ্গের সহিত তাহার এক বাসায় থাকা ও গৌরাঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহার জন্য গোপনে অন্ন রন্ধন করত তাহা সহসা গৌরাঙ্গকে ঈশ্বর-পুরীর সমক্ষে প্রদান করা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল? অন্যদিকে দেখা যায়, গৌরাঙ্গ কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে 'পরস্ত্রী' সংস্রব বর্জ্জনকারী হইয়া ইদানীং কিরূপে রমাদেবী কর্ত্তৃক রন্ধিত ও সহসা সমাহৃত অন্ন ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাতে অসঙ্কোচে এবং সানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয়তঃ জানা যায়, গৌরাঙ্গ নদীয়া হইতে কয়েকজন শিষ্যমাত্র সঙ্গে লইয়া গয়াধামে আসিয়াছিলেন, রমা নাম্নী কোন আত্মীয়া স্ত্রীলোকের ত তাঁহার সঙ্গে আসার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে কি রমাদেবী গয়াধামে বিশ্বম্ভরের আগমন বার্ত্তা জানিয়া পূর্ব্ব হইতে তথায় আসিয়া বাস করিতেছিলেন? এবং গৌরাঙ্গ তাঁহাকে স্বসম্পর্কীয়া জানিয়া তাঁহারই বাসার সংলগ্ন কেবল নিজের জন্য বাসা লইয়াছিলেন? তৃতীয়তঃ চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস রমা দেবীর সহিত গৌরাঙ্গের আত্মীয়তা সম্বন্ধে কোন পরিচয় দেন নাই। দেখা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজও চৈতন্য চরিতামৃতে রমাদেবীর নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এমতাবস্থায় গৌরাঙ্গের রমাদেবীর সহিত এক বাসায় বাস এবং তাঁহার রন্ধিত-অন্ন'পরস্ত্রী'-সংস্রব-বর্জ্জিত গৌরাঙ্গের পক্ষে নিঃসঙ্কোচে ও সানন্দে

ভোজন কি বিসদৃশ ব্যবহার নহে? জীবনী-লেখকগণ কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্যে গৌরাঙ্গ-চরিতের যে এতাদৃশ গুরুতর তথ্য পাঠকদিগকে জানিতে দেন নাই, তাহা বুঝা দুরূহ। লেখক আশা করেন, সুধী পাঠকগণ এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদে যথাসম্ভব যত্নবান্ হইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রোগের বৃদ্ধি, তৎসহিত অধিকতর উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ, অধ্যাপনার নিবৃত্তি এবং ছাত্রগণকে সংকীর্ত্তনের শিক্ষা-দান।)

নিমাই গয়াধাম হইতে নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে আপ্তবর্গ তাঁহাকে দেখিতে অসিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গৌরাঙ্গের আর সে পূর্ব্ববৎ ঔদ্ধত্য নাই। তিনি পরম বিনয়-নম্রভাবে সকলকে সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহার এই বিনয়-নম্র ভাব দেখিয়া সকলে আহ্লাদিত ও বিস্মিত হইলেন। সকলে আশীর্ব্বাদ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বিনয়বচনে বিদায় দিয়া কেবল দুই চারিটী বিষ্ণু-ভক্তকে লইয়া রহঃ কথা কহিতে বসিলেন এবং বলিলেন,—

'শুন বন্ধুগণ! কৃষ্ণ পূর্ব্বে যখন গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি যেস্থানে পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন তাহার নাম বিষ্ণু-পাদোদক-তীর্থ। তাঁহার পাদোদক হইতে গঙ্গার এত মহত্ত্ব (বা মাহাত্ম্য)। শিব যে পদোদক তত্ত্ব জানিয়া উহাকে শিরে ধারণ করেন, সেই পাদোদক প্রভাবে ঐ স্থান জগতে পাদোদক-তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই পাদপদ্মতীর্থ, নাম করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের দুই চক্ষে 'অঝর ঝারা', বহিতে লাগিল, শেষে তিনি বড় 'অসম্বর' অর্থাৎ অধীর হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত দেহ পুলকে পরিপূর্ণ হইল, থর থর কম্পে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল, পরে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়িলেন। শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের এই অপূর্ব্ব ক্রন্দনকে কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন ভাবিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা গৌরাঙ্গের তাদৃশ ভাব ইতিপূর্ব্বে কখন দেখেন নাই তাঁহারা উহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন—'ইহার উপরে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইয়াছে' 'পথে ইনি তাঁহার কি বিভব দেখিয়াছেন।' কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভরের "বাহ্য-দৃষ্টি" অর্থাৎ সংজ্ঞা হইলে তিনি সকলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'শুন বন্ধু সকল! তোমরা এক্ষণে ঘরে যাও কল্য সকলে কোন নির্জ্জন স্থানে আসিবে আমার সকল দুঃখ জানাইব।

শেষে স্থির হইল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে সকলে একত্রিত হইবেন। এদিকে বিশ্বম্ভরের শরীরে নিরন্তর কৃষ্ণ ভাবাবেশ থাকিল, তিনি মহাবিরক্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।—'নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে। মহাবিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥' শচী মাতা আপন পুত্রের চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কখন বা 'কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া 'প্রচুর প্রেম বাড়াইলেন'। ভক্তগণ এই ব্যাপার শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলে তিনি উঁহাদিগকে আগামী কল্য শুক্লাম্বরের বাটীতে মিলিত হইতে বলিলেন এবং তখন তাঁহার দুঃখের কথা জানাইবেন, ইহাও বলিলেন।

পরদিন প্রাতে শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের বাটীতে পুষ্প চয়নার্থ গিয়াছিলেন। তখন গোপীনাথ, রামাক্রি প্রভৃতি ভক্তগণ তথায় পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, শ্রীমান্ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ তোমার এত হাসির কারণ কি?' তদুত্তরে শ্রীমান্ বলিলেন,—

"পরম অদ্ভুত কথা মহাঅসম্ভব। নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব।"

তৎপরে শ্রীমান্ পূর্ব্বদিন বৈকালে বিশ্বম্ভরের পরম বিরক্ত-ভাব, ঔদ্ধত্য-শূন্যতা এবং বিষ্ণু পাদোদক তীর্থের নাম লইবা মাত্র অতিক্রন্দন, সর্ব্বাঙ্গ কম্প্ ও পুলকে পূর্ণিত, পরে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতন, অপিচ, সর্ব্বাঙ্গে ধাতু-শূন্যতা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তৎ সমস্ত তাঁহাদিগকে জানাইলেন। আর "নিমাই অদ্য শুক্লাম্বরের বাটীতে তাহার দুঃখের কারণ কি তাহা সদাশিব মুরারি প্রভৃতি আমাদিগকে বলিবেন," ইহাও জ্ঞাপন করিলেন।

তদনন্তর বিশ্বম্ভর যথাকালে শুক্লাম্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলে তথায় পূর্ব্ব হইতে সদাশিব মুরারি প্রভৃতি সমাগত ভক্তগণ তাঁহাকে পরম আদরে সম্ভাষণ করিলেন এবং দেখিলেন, 'প্রভুর নাহিক বাহ্য-দৃষ্টির প্রকাশ।' নিমাই ঐ ভক্তগণকে দেখিবামাত্র ভক্তিলক্ষণের এক শ্লোক পড়িলেন (শ্লোকটী কি তাহা অনুক্ত), তৎপরে—

"পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।"

এবং "কোথায় কৃষ্ণ" বলিয়া মুক্তকেশে ঘরের থামের গোড়ায় আবেগে এমন পড়িয়া গেলেন যে, তাহাতে থামটী ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহাকে তাদৃশ ভাবে পড়িতে

দেখিবামাত্র উপস্থিত ভক্তগণ 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। গদাধর বিশ্বম্ভরের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার জন্য ঘরের ভিতরে লুকাইয়াছিলেন, তিনিও তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পাড়িলেন, আর আর সকলেও 'প্রেমানন্দে' মূর্চ্ছিত হইয়া কে কোন্ দিকে পড়িলেন। শুক্লাম্বরের পত্নী জাহ্নবী-দেবী এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণে বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে 'কৃষ্ণ' এবং 'কৃষ্ণ রে প্রভুরে! মোর কোন্ দিকে গেলা' ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় ভূমিতে পড়িলেন, ও কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে বেড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যখন তিনি স্থির হইয়া বসিলেন, তখনও তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। নিমাই গৃহমধ্যস্থ ক্রন্দনশীল গদাধরকে জানিতে পারিয়া বলিলেন "* * * গদাধর! তোমরা সুকৃতি। শিশু হইতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ় মতি॥" আমার কিন্তু জন্ম 'বৃথা রসে' গিয়াছে, সেজন্য, 'অমূল্য নিধি' পাইয়াও অদৃষ্ট দোষে হারাইলাম।" ইহা বলিয়া নিমাই পুনরায় ভূমিতে পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় লোটাইয়া ধূসরিত করিলেন। দৈববশতাৎ সে আছাড়ে তাঁহার নাক মুখ রক্ষা হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহার পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা এবং পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞা হইতে লাগিল। পরে তিনি কেবল মুখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে লাগিলেন এবং সকলের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং "কৃষ্ণ কোথা? বন্ধুগণ! বোলহ সত্বর।" আর, 'আমাকে নন্দ গোপালের নন্দন আনিয়া দিয়া আমার দুঃখ মোচন কর' বলিলেন। ইহা বলিয়া নিমাই শ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ পুনঃ কান্দিতে এবং কেশ আলুলায়িত করিয়া ভূমিতে লোটাইতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন 'ক্ষণপ্রায়' কাটিয়া শেষে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শুক্লাম্বর আদি সকলেই বিশ্বম্ভরের পূর্ণপ্রেম দেখিয়া বিস্মিত ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' হইলেন। আর আর বৈষ্ণবগণ তথায় আসিয়া বিশ্বম্ভরের অপূর্ব্ব প্রেমের কথা শুনিয়া সকলে, বিস্মিত ও "অবাক্" হইলেন এবং আনন্দে হরি হরি বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, 'বিশ্বম্ভরে বা ঈশ্বর বিদিত হইলেন,' কেহ বলিল 'নিমাই ভাল হইলে পাষণ্ডীদিগের মুণ্ড হেলায় ছিড়িতে পারিব' ইত্যাদি। এইরূপে ভক্তগণ আনন্দে আছেন ওদিকে বিশ্বম্ভর 'আবিষ্ট' হইয়া রহিয়াছেন। কতক্ষণ

পরে তাঁহার "কথঞ্চিৎ বাহ্য" হইলে তিনি তথা হইতে গঙ্গাদাসের বাটীতে গেলেন।

বিশ্বম্ভর পণ্ডিত গঙ্গাদাসের বাটীতে গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, গুরু সম্ভ্রমের সহিত উঠিয়া তাঁহাতে আলিঙ্গন করত বলিলেন, 'ধন্য বাপ! তোমার জীবন ধন্য, তুমি পিতৃকুল মাতৃকুল উদ্ধার করিলে, তোমার গয়ায় যাওয়া অবধি তোমার পড়ুয়াগণ পুঁথি খোলে নাই, এক্ষণে কল্য হইতে উহাদিগকে পড়াইবা, অন্য বাটী যাও।' বিশ্বম্ভর গুরুকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে পড়ুয়াগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে আসিয়া তাহার চণ্ডী-মণ্ডপের ভিতর বসিলেন। গোষ্ঠীসহ মুকুন্দ ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হই-লেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার অঙ্গ নয়নজলে সিঞ্চিত করিলেন। নারীগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তদনন্তর তিনি তথা হইতে নিজ বাটিতে আসিয়া ছাত্রদিগকে বিদায় দিয়া বিষ্ণু-পূজায় বসিলেন।

এক্ষণে বিশ্বম্ভরের সহিত যে কেহ সম্ভাষণ করিতে আইসে সে তাঁহার চরিত্র কিছু বুঝিতে পারে না, কেহই তাঁহার পূর্ব্বের সে বিদ্যাগর্ব্ব ও ঔদ্ধত্য দেখিতে পায় না, বরং সর্ব্বদা তাঁহাকে 'বিরক্তপ্রায়' থাকিতে দেখে। শচী-দেবীও স্বীয় পুত্রের চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া গঙ্গা ও বিষ্ণুর পূজা করতঃ এইরূপ মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"স্বামী নিলা কৃষ্ণ মোর নিলা পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥"

তিনি লক্ষ্মীকে বিশ্বম্ভরের সমীপে আনিয়া বসাইতেন, কিন্তু বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতেন না, নিরবধি শ্লোক পড়িয়া রোদন করিতেন, আর কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, বলিতেন, কখন বা হুঙ্কার করিতেন, তাহাতে লক্ষ্মী ভয়ে পলায়ন করিতেন এবং শচীরও ভয় পাইত। বিশ্বম্ভর কৃষ্ণরসে আবিষ্ট হইয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, 'বিরহে' স্বাস্থ্য না পাইয়া উঠা পড়া করিতেন, তবে ভিন্ন লোক দেখিলে সম্বরণ করিতেন।

একদিন তিনি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া বাটি আসিলে পড়ুয়াগণ উপস্থিত হইল, এদিকে তাঁহার মুখে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু আসিল না, যদিও ছাত্রদিগের অনুরোধে পড়াইতে বসিলেন, কিন্তু উহারা হরি বলিয়া পুঁথি খুলিলে ঐ হরি-

ধ্বনি শুনিয়াই তিনি বাহ্য হারা হইলেন, এবং এই আবিষ্টাবস্থায় সূত্র, বৃত্তি টীকার ব্যাখ্যায় কেবল হরিনাম করিলেন। আরও তিনি বলিলেন,—

'প্রভু বোলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অবথ্য কথনে॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে "কৃষ্ণ-পদে ভক্তিধন॥'

(এইস্থানে কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ পৌরাণিক ও স্বকপোল কল্পিত উপন্যাস কথা বলিয়া) বিশ্বম্ভর পরে বলিলেন,—

"শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥"

পরিশেষে বলিলেন,—

"দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥"

ইহার পরে বিশ্বম্ভরের ক্ষণেকের জন্য 'বাহ্য দৃষ্টি' অর্থাৎ সংজ্ঞা হইলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—

"আজি আমি কোন্ রূপ সূত্র বাখানিল?
পড়ুয়া সকলে বোলে "কিছু না বুঝিল॥"
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥"
তখন, হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই।
পুঁথি বান্ধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই॥"

ইহার পরে সকলে গঙ্গাস্নানে গেলেন। স্নান করিয়া বিশ্বম্ভর বাটী আসিলেন, পড়ুয়া সকলে যথাস্থানে চলিয়া গেল। বিশ্বম্ভর বাটী আসিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন, পদ প্রক্ষালন, তুলসীতে জল সেচন এবং যথাবিধ গোবিন্দ

পূজন করিয়া পশ্চাৎ ভোজনার্থ ঘরে গিয়া বসিলেন। তখন শচীমাতা অন্ন আনিয়া দিয়া সম্মুখে বসিলেন, আর লক্ষ্মী গৃহমধ্য হইতে উহা দেখিতে লাগিলেন। পরে শচীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আজ বাপ! কি পুঁথি পড়িলা?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা?"

তদুত্তরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

—"আজি পড়িলাম কৃষ্ণ নাম।
সত্য কৃষ্ণচরণ-কমল গুণধাম॥
সত্য কৃষ্ণ নাম-গুণ-শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে সেজন॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥"

ইহার পরে মাতাকে কপিলের অনুকরণে জীবতত্ত্ব সমস্ত একে একে জানাইয়া শেষে বলিলেন,—

"এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোলো হরি॥"

শচীদেবী এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর নিমাই কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু বলেন না। ইহাতে ভক্তগণ মনে করিতে লাগিল,—হয়ত সাধুসঙ্গ অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ তাঁহার শরীরে কৃষ্ণ প্রকাশিত হইয়াছেন। কেননা যিনি ইতিপূর্ব্বে বিদ্যারসে বিভোর ছিলেন তিনিই কিরূপে ক্ষণে এত কৃষ্ণানুরাগী হইলেন?

পরদিন পড়ুয়াগণ অতিপ্রত্যূষে পড়িতে আসিলে বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে যেরূপ পাঠ দিয়াছিলেন, বৃন্দাবন দাসের ভাষায় তাহা অতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"সিদ্ধবর্ণ সমন্বায়" বোলে শিষ্যগণ।
প্রভুবোলে "সর্ব্ববর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ॥"

শিষ্য বোলে "বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে ?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥"
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত ! উচিত ব্যাখ্যা কর।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ স্মরঙ্ক॥"
কৃষ্ণের ভজন করি সম্যক্ অন্বয়।
আদি মধ্য অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহ বোলে হেন "বুঝি বায়ুর কারণ।"
শিষ্যবর্গ বোলে "এবে কেমনে বাখান ?"
প্রভু বোলে "যেমন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ।"
প্রভু বোলে "যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকলে বুঝাইব ভাল মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকলে যেন হই এক ঠাঁই॥

শিষ্যগণ এক্ষণে পুথি বান্ধিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া বিশ্বম্ভরের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরের আচরণ ও বিচিত্র অধ্যাপনার কথা যথাযথ জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত পড়ুয়াদিগের মুখে বিশ্বম্ভরের চরিত্র কাহিনী শুনিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া আসিলে তাঁহাকে ভালমতে পড়াইবার জন্য বলিয়া দিব।' তখন পড়ুয়াগণ আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল এবং বৈকালে বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া তথায় পুনরায় উপস্থিত হইল। বিশ্বম্ভর বৈকালে আসিয়া গুরুর চরণ ধূলি মাথায় লইলেন। গুরু তাঁহাকে "বিদ্যা হউ" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'শুন বাপ্ বিশ্বম্ভর! ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অল্প ভাগ্যের কথা নহে, তোমার মাতামহ নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তী এবং পিতা জগন্নাথ মিশ্র, ইহাদের কুলে কেহ মূর্খ ছিল না। তুমিও টীকা ব্যাখ্যায় পরম যোগ্য; অধ্যয়ন ছাড়িলে যদি ভক্তি হয় তবে তোমার বাপ মাতামহ কি ভক্ত ছিলেন না ? ইহা জানিয়া তুমি ভালমতে অধ্যয়ন কর। তাহা হইলে তুমি বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হইবে। মূর্খ ব্রাহ্মণ ভদ্রাভদ্র কিরূপে জানিবে ? অতএব যাও ভাল

মতে বসিয়া শাস্ত্র পড়াও, আর যদি ভিন্ন অর্থ কর তবে আমার মাথা খাও।'— ("ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও।") তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'তোমার দুই চরণ প্রসাদে আমার সহিত বিবাদে নবদ্বীপে কেহ পারক নহে, আমি যে সূত্রের ব্যাখ্যা করি নবদ্বীপের এমন কোন্ জন আছে যে, তাহা খণ্ডন করিয়া স্থাপন করে? নগরে গিয়া এই বসিয়া পাড়াই, দেখি কাহার শক্তি আছে আসিয়া তাহা দূষুক্। ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে নমস্কার করিয়া পড়ুয়াগণকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে এক নগরিয়ার দ্বারে বসিয়া ব্যাকরণ সূত্রের খণ্ডন ও স্থাপন করিতে লাগিলেন, এবং ঐ সময়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা—

"সন্ধি কার্য্য-জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে "ভট্টাচার্য্য" পদবী তাহার॥
শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাখানে।
আমারে ত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি করিয়ে স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক্ কোন জন॥"

বিশ্বম্ভর এইরূপ 'আবেশে' রাত্রি চারি দণ্ড পর্য্যন্ত নিয়ত বাখ্যা করিতে ছিলেন এমন সময়ে নিকটস্থ এক নগরীয়ার বাটীতে রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ ভক্তি সহ ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন তাঁহার ভক্তিযোগের এক শ্লোক (ভা, ১০।২৩।২২৮) তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল. উহাতে যে ভক্তির প্রভাব বর্ণিত ছিল, তাহা শুনিবামাত্র বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে তিনি পুনঃ পুনঃ "বোল বোল" বলিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চক্ষের জলে পৃথিবী সিঞ্চিত হইল, তাঁহাতে অশ্রু, পুলক, কম্প দেখিয়া পাঠক ভক্তিসহকারে আরও পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে গৌরাঙ্গ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পাঠক তাঁহার চরণ ধরিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রেমযুক্ত হইয়া আরও শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর 'বোল বোল' বলিয়া হুঙ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর গদাধর পাঠক ব্রাহ্মণকে আর পড়িতে নিষেধ করিয়া সকলে মিলিয়া বিশ্বম্ভরকে ধরিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে

তাঁহার 'বাহ্যদৃষ্টি' অর্থাৎ সংজ্ঞা হইল! তখন তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি চাঞ্চল্য করিলাম আমি?"

তৎপরে তিনি 'আত্মসম্বরণ' করিয়া সকলকে লইয়া গঙ্গা দর্শনে গমন করিলেন। গঙ্গা দর্শনানন্তর উহার তীরে কিছুক্ষণ বসিয়া ভক্তদিগের সহিত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিলেন, পরে সকলকে বিদায় দিয়া বাটী আসিলেন।

পর দিন প্রাতে বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিয়া পড়ুয়াদিগকে পুনরায় পাঠ দিতে বসিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু উচ্চারিত হইল না। (প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত আন। শব্দ মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে বাখান॥) তখন পড়ুয়া সকলে বলিল—

—"ধাতু সংজ্ঞা কার?"

বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (বা ভক্তি) নাম যার॥"

এই স্থলে বিশ্বম্ভর পড়ুয়াদিগকে মনুষ্যের রাজা, সুন্দরী স্ত্রী ও পুত্রের ধাতু অর্থাৎ নাড়ী না থাকিলে যেরূপ নানাবিধ দৈহিক অবস্থান্তর এবং তৎপ্রতি অপরের যেরূপ ব্যবহার ঘটে, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার। দেখি ইহা তুমুক্, আছয়ে শক্তি কার?" ইত্যাদি। অবশেষে ধাতুর মূলে যে কৃষ্ণশক্তি আছে তাহা উল্লেখ করিয়া সেই কৃষ্ণকে ভক্তি ও ভজনা করিতে বলিলেন। ইহার পর বৃন্দাবন দাস এইরূপ বলিয়াছেন,—

কথোক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সভার মুখ লজ্জিত অন্তর॥
প্রভু বোলে "ধাতু-সূত্র বাখানিল কেন?"
পড়ুয়া-সকল বোলে "সত্য-অর্থ যেন॥"
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিবে বাখান।
কা'র-বাপে তারে করিবারে পারে আন॥
যতেক বাখান, তুমি—সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশে পঢ়ি তার অর্থ নয়॥"

প্রভু বোলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে করিয়াছে বিহ্বল॥" ইত্যাদি।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর পড়ুয়াদিগকে দশ দিনের জন্য পাঠ বন্ধ করিতে বলায়, তাহারা পূর্ব্বদিনের ভাগবতের ভক্তি-শ্লোক শুনিয়া তাঁহার যেরূপ পুলক, ঘর্ম্ম, 'ধূলায় ধূসরিত গাত্র' এবং মূর্চ্ছা হইয়াছিল এবং লোকে তাহার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিল তৎসমস্ত তাঁহাকে জানাইল, অপিচ তাহাদের নিজ কর্ম্মদোষে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রের সার ব্যখ্যা যে কৃষ্ণ, তাহা বুঝিতে পারেন না, তাহা বলিল। ইহাতে বিশ্বম্ভর তাহাদের উপরে তুষ্ট হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। যথা—

'প্রভু বোলে "ভাই সব! কহিলা সুসত্য।
আমার এসব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই ভাই! বোলো সর্ব্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণ-নাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥
তোমা 'সভা' স্থানে মোর এই পরিহার।
আজ হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার—যার স্থানে চিত্ত লয়।
তাঁর ঠাঞি পঢ়—আমি দিলাঙ নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥"

এইরূপ বলিয়া বিশ্বম্ভর অশ্রুযুক্ত হইয়া পুঁথিতে ডোর বান্ধিলেন। শিষ্যগণও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে আপন আপন পুঁথিতে ডোর বান্ধিল। তৎপরে বিশ্বম্ভর শিষ্যগণকে কোলে লইয়া কান্দিলেন এবং 'তোমরা কৃষ্ণের শরণ লও ও কৃষ্ণ নামে তোমাদের বদনপূর্ণ হউক, ইত্যাদি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শেষে সকলকে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। পড়ুয়াগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন শিখাইবার উদ্দেশে নিজে হাততালি দিয়া উহাদিগকে লইয়া

কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবিষ্ট হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি ও বোল বোল বলিয়া চতুর্দ্দিকে আছাড় খাইতে লাগিলেন। এই গণ্ডগোল শুনিয়া নদীয়ায় বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভরের বাটীতে আসিয়াছিলেন। উক্ত অবস্থায় কিছুকাল অতীত হইলে বিশ্বম্ভর প্রকৃতিস্থ হইয়াও বাহ্য কথা না কহিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে উপস্থিত বৈষ্ণবদিগের গলা ধরিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে স্থির করিয়া আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

(চৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ড প্রথম অধ্যায়)

মন্তব্য—এই পরিচ্ছেদোক্ত গৌরাঙ্গ-চরিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, ইদানীং তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ রোগান্তরের সংস্রবে ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বপরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, গয়ায় অবস্থানকালে বিবিধ ভাবোত্তেজনার প্রভাবে গৌরাঙ্গের রোগে দুইটী নূতন লক্ষণ—কৃষ্ণ বিষয়ক অবাস্তব দর্শন এবং অবাস্তব শ্রবণ (Visual and auditory hallucinations) প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি উহাদিগকে সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার কৃষ্ণ-ভক্তির ভাব সহসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ ভাবের ধারণা লইয়া আবেশাবস্থায় গৃহে প্রত্যাগত হন। যদিও ইতিপূর্ব্বে রোগ-ধর্ম্মে তাঁহার সময়ে সময়ে আবেশভাব অল্প বা কিছু অধিককাল বিদ্যমান থাকিত, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে এই ভাবাবেশ সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এবং তাহাতে কিছু বিশেষত্বও পরলক্ষিত হইয়াছিল।* অর্থাৎ ইহাতে এক কৃষ্ণ-ভাবের উত্তেজনার কার্য্য প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলিয়াছিল, যাহাতে তাঁহাকে অন্যান্য ভাবব্যঞ্জক কোন কার্য্যই করিতে দেখা যাইত না। ইহাতে মানসিক ভাবসঙ্ঘ হইতে ভাব বিশ্লেষণ (Dissociation of idea) ব্যাপার সূচিত হয়। ইহার ফলে তাঁহার স্বভাবের এত আত্যান্তিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তাঁহাকে আর সেই গৌরাঙ্গ বলিয়া বোধ হয় নাই। তদ্ভিন্ন ভাবগ্রহণ-প্রবণতার আতিশয্য নিবন্ধন স্বল্প উত্তেজনায় তিনি হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণের বিষয়ীভূত এবং বিবিধ বালবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জেলিফ্ বলেন,—

"Some hysterical dream state extends over months." p 678

আবার হিষ্টিরিয়া নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"Diagnosis of a hysterical dream state is founded on the grounds of a dreamy disturbance of conscionsness, suggestibility, extreme changebility of conduct on foolish, childish conduct and the presence of somatic hysterical signs." p 690

See—A system of Medicine, Edited dy Sir Asler and Dr. Macrde, 1915.

পরন্তু ইদানিং ইতিপূর্ব্বের অবাস্তব দর্শন ও অবাস্তব শ্রবণের বিষয় স্মরণ করিয়া স্বকীয় ভাব-প্রেরণা (auto-suggestion) হইতে তাঁহার যে অভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণবিষয়ক উপন্যাস কথন (প্রলাপ), তৎসহ পুনঃ পুনঃ ভাবোচ্ছ্বাস প্রদর্শন এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপাদিযুক্ত মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, উপযুক্ত সময় ও পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ (তত্ত্ব) প্রদান —যেমন ভোজন কালে মাতাকে সাধুসঙ্গ এবং পাঠার্থীদিগকে পাঠবন্ধ করিয়া কৃষ্ণের স্মরণ ও ভজন করিতে বলা,—ইত্যাদি লক্ষণ যে ভাবাবেশ অবস্থায় প্রকাশ পাইয়াছিল, তৎসমস্তই উন্মাদ-বিশেষের লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভূতোন্মাদ যখন বিবিধ প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগের অববোধক রূপে অবধারিত হয়, (উদ্বোধনের পৃষ্ঠা দেখুন) তখন উহাতে উন্মাদ-মিশ্র হিষ্টিরিয়ার পৃথক নির্দ্দেশের আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে হিষ্টিরিয়াকে সাধারণতঃ উন্মাদ বিশেষ রোগ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও দেখা যায়, উহার সহিত সাময়িক ভাবে উন্মাদের যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহারও পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই মিশ্র অবস্থাকে Hystero-Mania, Dementia Precox এবং Hystorical Insanity নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত ডাক্তার গেভিল্ স্বীয় গ্রন্থে এই শেষোক্ত নামধেয় সঙ্কর রোগের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর সময়ে সময়ে মানস বিকৃতির পরিচায়ক এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। (১) মানসিক-ভাব বিকার। (২) হিষ্টিরিয়া মিশ্র মৃগী সহ উন্মাদ। (৩) অত্যানন্দ। (৪) গ্রহাসম্ন। (৫) মৃতকল্প। প্রথমোক্ত অবস্থা মানসিক-ভাব বিকারের অবস্থা সচরাচর ধর্ম্ম বিষয়ে হয়, (দৃষ্টান্ত—যেমন ধর্ম্মযাজকের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন) রোগীগণ—আত্মহননের ইচ্ছা বিরল প্রকাশ করে কিম্বা না করিতেও পারে, অথবা বিমর্ষ হইলেও ক্রোধান্বিত, প্রবঞ্চনারত, অনিষ্টকারী, কৌশলী, কোলাহলপর (যেমন চীৎকার-কারী এবং উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া স্তোত্রপাঠী) এবং নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালনে প্রবৃত্ত [যেমন হাতুড়ি পেটা ও নৃত্য করা কিম্বা শুশ্রূষাকারিগণকে মারিতে (যেমন এক্‌ষ্ট্যাসি অবস্থায়) যাওয়া] হয়। অপিচ, এই অবস্থায় রোগীর

মুখের আস্বাদন ও ভোজন প্রবৃত্তির বিকৃতি এবং সাধারণ অব্যবস্থিত চিত্ততা বিশেষ চিহ্নরূপ বিদ্যমান থাকে।* পাঠক এই সমগ্র লক্ষণ গৌরাঙ্গে সম্প্রতি প্রত্যক্ষীভূত না হইলেও উহার মধ্যে অনেকগুলির যথাযথ কতক বা সদৃশরূপ বিদ্যমান ছিল। (অবশিষ্ট কতক বা তাঁহার ভবিষ্যচরিতে প্রকাশ পাইবে)। আর প্রাক্তন বর্ণিত দ্বিতীয় অবস্থা-সূচক লক্ষণ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া-মিশ্রমৃগী গৌরাঙ্গের পূর্ব্বাবধি ত বর্ত্তমান ছিলই তবে ইহার অনুসঙ্গী উন্মাদের অবস্থা যে সময়ে সময়ে উপস্থিত হওয়ার কথা, তাহাও এই ক্ষণে পরিলক্ষিত হইতেছে। অবশিষ্ট তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থার লক্ষণও পাঠক গৌরাঙ্গের বিচিত্র জীবনচরিতে কখন কখন প্রকাশ হইতেও দেখিবেন এবং তাহাদের আলোচনাও যথাস্থানে করা হইবে।

এই ত গেল গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান চরিত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত। এক্ষণে এ বিষয়ে আপ্ত ও ভক্তবর্গের তথা গৌরাঙ্গের নিজের বা কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

(ক) শচীদেবী—পুত্রের স্বভাব ও আচরণে আশ্চর্য্যরূপ পরিবর্ত্তন এবং বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব বায়ুরোগের উপর উন্মাদের লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; নতুবা তিনি এক্ষণে

---

* The mental perversions to which Hysterical subjects are occasionally liable are (1) Emotional states; (2) Hystero-Epelepsy with Insanity, (3) Ecstacy; (4) Catelepsy; and (5) Trauce.

The first is an emotional condition often of a relegious kind—a religious venaraltion for the curate, for instauce. The patients are rarely or never suicidal or melancholic, though they may be passonate, mendicious, mischivous, crafty, noisy (screaming and singing hyms and given to various kinds of movements, such as hammaring and dancing or to the striking of attendance (as in Ecstacy). Perversion of the tastes and the appetite and a general capriciousness are very characteristic.

Hystorica Insanity,—p 770

A System of Clinical Medicene, by Thomas Dixon Savill M. D. (London) 1918

পুত্রবধূকে গৌরাঙ্গের নিকটে বসাইয় তৎপ্রতি তাঁহার চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা কেন করিতেন? আর তিনি গঙ্গা ও বিষ্ণু পূজা করত পুত্রের ইষ্টের জন্য কেনই বা এত প্রার্থনা করিতেন?

(খ) গঙ্গাদাসপণ্ডিত—পূর্ব্বছাত্র গৌরাঙ্গের অধুনা চরিত্র পরিবর্ত্তিত, অধ্যাপনায় অমনোযোগ ও ভিন্নঅর্থ প্রকাশ করা এবং হরি নাম শ্রবণ মাত্রে তাঁহার যেরূপ বিকার ঘটিয়াছিল, তাহা তদীয় ছাত্রদিগের মুখে শুনিয়া গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব বোধ হয়। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বের বায়ু-দোষ গয়া যাতায়াতের পথক্লান্তি বশতঃ কিছু বৃদ্ধি পাইয়া সম্প্রতি মানসিক দৌর্ব্বল্য অধিকতর হইয়া থাকিবে; যাহা তাঁহার প্রবোধ ও উপদেশ বাক্যে বিদূরিত হইয়া পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সনির্ব্বন্ধ উপদেশ ও অনুরোধ, এমন কি, মাথার দিব্য পর্য্যন্ত দ্বারা কোন ফল হইল না—প্রিয় শিষ্য বিশ্বম্ভর গুরুবাক্য অনায়াসে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছে, তখন তিনি অবশ্য স্থির করিয়াছিলেন যে, গৌরাঙ্গ অধুনা উন্মাদ হইয়াছেন।

(গ) শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীনিবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি অন্যান্য আপ্ত ও ভক্তগণ গৌরাঙ্গের ইদানীং অপূর্ব্ব পরিবর্দ্ধিত স্বভাব ও আচরণ এবং কৃষ্ণভক্তির আতিশয্য লক্ষণ—সর্ব্বদা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, অতিক্রন্দন, কৃষ্ণ কোথায় গেল, পাইয়াও নিজ দোষে হারাইলাম ইত্যাদি আক্ষেপোক্তি করিতে করিতে ভূমিতে গড়াগড়ি ও মূর্চ্ছাদি—পরিলক্ষিত করিয়া ভাবিয়াছিলেন, হয়ত গয়ার পথে বিশ্বম্ভর কৃষ্ণের রূপ বা কিরূপ বিভব দর্শন করিয়াছেন, হয়ত বা তাঁহাতে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা গৌরাঙ্গের মানসিক ব্যাধির উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইঁহারা ভক্ত ছিলেন, সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে কখন হিষ্টিরিয়া রোগ, বিশেষতঃ পুরুষের মধ্যে, প্রত্যক্ষও করেন নাই, সুতরাং গৌরাঙ্গের তাদৃশ রোগ লক্ষণ সকল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঁহাদিগকে তাঁহার ভক্তির লক্ষণ এবং কৃষ্ণের কৃপা-চিহ্ন অবধারণ করিয়া যে লইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? অপর পাঠক যদি বলেন গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক কৃষ্ণের রূপ বা তাঁহার বিভব দর্শন কি অবিশ্বাস্য? তাহা হইলে শ্রীবাসাদি পণ্ডিতগণ কিরূপে উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন? তদুত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে

যে অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তের নিকট পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রীয় জ্ঞান) কোন ফলোপধায়ক হয় না। যদি শ্রীনিবাস, গদাধর, শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতির হরিবংশ, গীতা ও অন্যান্য তত্ত্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন সার্থক হইত তাহা হইলে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ দর্শনাদি কাল্পনিক বাক্যে কদাচ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না। বরং গৌরাঙ্গ যে স্বীয় রোগ-ধর্ম্মে ভাবাবেশে রোদন-পর হইয়া তাদৃশ দৃঢ়তার সহিত কাল্পনিক কৃষ্ণদর্শনাদির উপন্যাস ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন। (উদ্বোধন দেখুন)।

(ঘ) অতঃপর ছাত্রগণের কথা বলি। ছাত্রগণ ব্যাকরণের পাঠার্থী মাত্র ছিলেন। তাঁহারা ভক্ত বা ভক্তি ভাবপ্রবণ ছিলেন না। গৌরাঙ্গের গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পরে তাঁহার প্রকৃতিতে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং সূত্র টীকাদির ব্যাখ্যায় কেবল কৃষ্ণ প্রসঙ্গ ভিন্ন আর কিছু না শুনিতে পাইয়া উহারা বিস্মিত হইয়া প্রথমতঃ বিশ্বম্ভরের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অনুযোগ করত সদুপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে যখন দেখিলেন গৌরাঙ্গের নিকট গুরু-বাক্য উল্লঙ্ঘিত হইল এবং ব্যাকরণের সেই ব্যতিরিক্ত ব্যাখ্যা ভিন্ন আর কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, পুনঃ পুনঃ প্রকৃত অর্থ করিতে বলিলেও গৌরাঙ্গ সেই কৃষ্ণেরই গুণানুবাদ করেন, তখন তাঁহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ইহা বুঝিতে বাকি ছিল না যে, গৌরাঙ্গের কিরূপ মানসিক বিকৃতি ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ যখন তাঁহারা গৌরাঙ্গ মুখে শুনিলেন যে, মুরলী বাদ্যকারী এক শিশু তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখা দেয় এবং সকল শাস্ত্রের আদ্য মধ্যে ও শেষে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন কথা নাই ইত্যাদি। আবার যখন বিশ্বম্ভরের নিজ মুখে শুনিয়াছিলেন—তাঁহাকে কি তবে বায়ু দ্বারা বিহ্বল করিয়াছে? তখন বিশ্বম্ভর যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে উহাদিগের কোন সন্দেহই ছিল না। তবে যদি কেহ বলেন ছাত্রগণ গৌরাঙ্গের কৃষ্ণ-বিষয়ক শরণ ভজনের উপদেশ কেন ধৈর্য্যতার সহিত শুনিয়াছিলেন এবং কেনইবা তাঁহার সহিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন-ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল তাহাদিগের কেবল পূর্ব্বাবধি গুরুর প্রতি ভক্তি এবং গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তীতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছু নহে।

উপরে যেরূপ সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক ভাবে গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান চরিত্র

আলোচনা করিয়া জানা গেল, তাহাতে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের বৃদ্ধির সহিত উন্মাদবিশেষের লক্ষণও যোগ দান করিয়াছিল। গয়া হইতে বাটী ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই তাঁহার দীর্ঘ আবেশের অবস্থায় (Dream State) অসম্বিন্-মানসে ভাব-প্রেরণার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অবশিষ্ট অল্পমাত্র কার্য্য আবেশের বিরামকালে (Lucid interval) অর্থাৎ সময়ে সময়ে 'কথঞ্চিৎ বাহ্য' হইলে, অন্য কথায় তাঁহার মনের সাময়িক সুস্থতা ঘটিলে,সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শেষোক্ত সময়ে তাঁহার সম্বিন্ মানস জাগরিত হইলে, স্বীয় পূর্ব্ব আচরিত কার্য্য আংশিক রূপে স্মৃত হওয়ায় তজ্জন্য তিনি লজ্জিত হইতেন, কখন বা স্বীয় প্রলাপোক্তির বিষয় সত্য ঘটনা বলিয়া নিকটস্থ লোকদিগের প্রতীতির জন্য শ্লোক পড়িয়া ও শাস্ত্রীয় কথা উল্লেখ করিয়া কৌশলে সমর্থন করিতেন। ইহাতে ভক্তগণ বিমুগ্ধ হইয়া যাইত। গৌরাঙ্গ আপন পড়ুয়াদিগকে শেষ বিদায় দিবার কালে স্বীয় মানসিক বিকৃতির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া উহাদিগকে অভয় দিয়া অন্যত্র পড়িবার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি পুনরায় ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে আর পড়ার প্রয়োজন নাই ও এক্ষণে ঘরে গিয়া কৃষ্ণ ভজন ও স্মরণ কর, এরূপও বলিয়াছিলেন। তিনি এই আবেশের মধ্যে ঐ ছাত্রদিগের নিকট স্বীয় মনের (অসম্বিন্ মানসের) গুহ্য কথা—যেমন, এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু মুরলী বাজায়, তিনি তাহা সর্ব্বদা দেখেন এবং একথা অন্যের নিকট অকথ্য,—প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে ছাত্রদিগকে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে লওয়াইয়া তাঁহাদিগের সহিত নিজে হাততালি দিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বকীয় ভাব-প্রেরণা হইতে তাহার এরূপ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহার ফলে তিনি এক তীব্র হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিবার পর মূর্চ্ছান্বিতাবস্থায় কতক্ষণ পড়িয়াছিলেন। এস্থলে হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণের পূর্ব্বেই গৌরাঙ্গের আবেশাবস্থায় যে প্রলাপ হইতেছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। এই প্রলাপের মধ্যে তিনি ইতি পূর্ব্বে গয়ায় যে কৃষ্ণ বিষয়ে অবাস্তব দর্শন ও শ্রবণ (Visual and auditory hallucination) করিয়াছিলেন, ইদানীং শিষ্যদিগের নিকটে তাহা কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশ

করিয়াছিলেন। দেখা যায়, তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই যখন গদাধর প্রভৃতির নিকট কৃষ্ণ দেখা দিয়া কোন্ দিকে গেলেন, ইহা পরিচয় দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোনও আকারের কথা ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে বলিলেন 'এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু বংশী বাজায়, তিনি সর্ব্বদা দেখেন। তাৎপর্য্য এই, পূর্ব্বে কেবল কৃষ্ণভাব স্বীয় রোগ-ধর্ম্মে তাঁহার বিকৃত মানস-ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। তৎপরে ঐ ভাব কল্পনা সহায়ে ক্রমশঃ তাঁহার অসম্বিন্-মানসে পুষ্ট হইয়া ইদানীং কৃষ্ণের শৈশব কালীন আকৃতি, তৎসহ বংশীবাদন-অবস্থায় পরিণত হইয়া আবেশে তাহা সহসা প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠকগণ আবার দেখিতে পাইবেন, ভবিষ্যতে গৌরাঙ্গের সেই রোগ-ধর্ম্মেই অসম্বিন্ মানসে কৃষ্ণের এই আকৃতি আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া বেশভূষাসমন্বিত অন্য প্রকারেও গঠিত হইবে। অতএব গৌরাঙ্গের এই পরিচ্ছেদোক্ত চরিতাবলি যদি ভক্তি বা প্রেমের লক্ষণ হয়, তবে জানিনা ভূতোন্মাদের লক্ষণ অন্য কিরূপ হইবে?

এদিকে দেখা যায়, কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়াবাসী কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গের বর্ত্তমান চরিত্রের বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন তাঁহার হিষ্টিরিয়া নামক মানসিক রোগ ধর্ম্ম হইতে যে উদ্ভূত, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব বা কৃষ্ণের বিভব দর্শন কল্পনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তদীয় ভক্ত জীবনী-লেখকগণ ঐ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ভক্ত পরম্পরার মুখে শ্রুত হইয়া, সম্ভবতঃ তাহাতে আপনাদের বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্ব স্ব রচিত গ্রন্থে উহা কবিত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু এই সকল ভক্তগণ গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া রোগের বৃদ্ধির সহিত সম্প্রতি আবার উন্মাদের কোন কোন লক্ষণের প্রথম সম্মেলন ঘটিয়াছে, ইহা যদি বুঝিতে পারিতেন, এবং লোক-সমাজে যথাযথ প্রচার করিতেন, অপিচ গৌরাঙ্গকে প্রথমাবধি উপযুক্ত সুচিকিৎসকের অধীন রাখা হইত, তাহা হইলে, তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত্র ভিন্ন আকার ধারণ করিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার বিকৃত আচরণ সমূহ কদাচ কৃষ্ণ-ভক্তির অত্যুচ্চ নিদর্শনরূপে ও বক্ষ্যমাণ কৃষ্ণের অবতারত্ব এবং প্রেমোন্মাদ কাহিনী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে আদৌ স্থান পাইত না এবং বঙ্গীয় গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ও প্রাদুর্ভূত হইয়া সমাজে এতটা উপ-ধর্ম্ম প্রচারে অবসর পাইত না। পরিতাপের বিষয়, বঙ্গের কয়েকজন পাশ্চাত্য

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য খ্যাতনামা ডাক্তার সম্প্রতি গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-পথের পথিক হইয়াছেন। বৃদ্ধ লেখক তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করেন—তাঁহারা যেন ভারতীয় এবং বর্ত্তমান সমুন্নত পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের প্রতি এখন একবার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে লেখকের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত যে আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মত সুতরাং সঙ্গত, ইহা তাঁহাদের প্রতীত হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অদ্বৈতাচার্য্য কর্ত্তৃক বিশ্বম্ভরকে স্বপ্নযোগে দর্শন, তাঁহার বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত অবতারের যোগ্যপাত্র বলিয়া মনোনয়ন। পক্ষান্তরে বিশ্বম্ভরে হিষ্টিরিয়ার সহিত উন্মাদের কোন এক আক্রমণের প্রলাপাবস্থায় আপনাকে বিষ্ণুজ্ঞানে পাষণ্ডি-দলনার্থ সংহার-শক্তির কৌতূহলজনক অভিনয় প্রদর্শন)

অতঃপর কতকগুলি ভক্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গের অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য সকাশে গিয়া ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিলেন। তিনি উহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন—

"ভাই সকল! গতরাত্রে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা শুন। আমি গীতার কোন পাঠের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া উপবাস করিয়াছিলাম। কতক রাত্রে আমাকে একজন বলিল—'আচার্য্য উঠ, সত্বরে ভোজন কর, আমাকে পূজা কর, এই পাঠের অর্থ এই।' তিনি আরও বলিলেন—'তুমি যাঁর জন্য সঙ্কল্প করিয়া যত উপবাস ও আরাধনা করতঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলে, তাহা সফল হইল।'

এই স্থলে বৃন্দাবন দাসের উক্তি এইরূপ—

"যা' আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ মূর্ত্তি জগতে যতেক।
তোমার প্রসাদে মাত্র সভে দেখিবেক॥ ইত্যাদি

অতঃপর অদ্বৈতাচার্য্য কহিলেন—"স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তির শেষ কথা—'তুমি ভোজন কর; আমি বিদায় হই।'—ইহার পর চক্ষু খুলিয়া দেখি, সে লোক এই বিশ্বম্ভর—দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। অতএব কৃষ্ণের রহস্য বুঝা যায় না, কোনরূপে কাহাতে তিনি প্রকাশিত হন।" এই বলিয়া অদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিলেন। তখন সমবেত বৈষ্ণবগণ জয়-জয়কার করিয়া 'হরি হরি'

বলিলেন। কেহ বলিল—'নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হইলে কুতূহলে কীর্ত্তন করা যাইবে।'

পরদিন হইতে গৌরাঙ্গ গঙ্গাস্নানে গিয়া বৈষ্ণবদিগকে দেখিলে সম্ভাষণ ও শ্রীবাসকে দেখিলে নমস্কার করিতেন। তাঁহারাও, 'তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে'—এইরূপ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। নিমাই ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইতেন এবং আপনার সুকৃতি মনে করিতেন ও বলিতেন,—'তোমা সভারে সেবা করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।'—এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পায়ে ধরিতেন। কখন কাহারও বস্ত্র নিঙ্‌ড়াইয়া দিতেন, কাহারও হাতে কুশ গঙ্গামৃত্তিকা দিতেন, কাহারও বা সাজি লইয়া তাহার বাটী পৌঁছিয়া দিতেন। তিনি প্রতিদিন এই-রূপে বৈষ্ণব সেবা করিতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে কায়মনে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন,—'যে অজ্ঞগণ কীর্ত্তনকে উপহাস করে, তাহারা যেন তোমা-হইতে কৃষ্ণরসে ডোবে, তুমি যেন পাষণ্ডীদিগকে সংহার কর।' অপিচ—'নব-দ্বীপে যত অধ্যাপক আছে, তাহারা কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করে না, বড় বড় সন্ন্যাসী তপস্বী ও জ্ঞানী যাহারা আছে তাহারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রশংসা করে না, বরং সর্ব্বদা নিন্দাই করে, তাহাদিগের শ্রোতৃগণ আমাদিগকে তৃণজ্ঞানও করে না। কোথাও কাহাকেও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে শুনি না, এক্ষণে কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই পথে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, তোমা হইতে পাষণ্ডীর ক্ষয় হইবে, ইহা আমরা নিশ্চয় মনে বুঝিতেছি; অতএব তুমি চিরজীবী হও ও কৃষ্ণনাম কর। তোমা হইতে তাঁহার গুণগ্রাম ব্যক্ত হউক।'

বিশ্বম্ভর উঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া বলিতেন,—"ভক্ত-আশী-র্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥" এদিকে ভক্তদুঃখ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের মনে শীঘ্র প্রকাশ হইতে (অবতাররূপে) ইচ্ছা হইল।

'শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥'

(চৈঃ ভাঃ ২য় অঃ)

তখন তিনি বলিলেন—"তোমরা কৃষ্ণের দয়িত, তোমরা যাহাই বল তাহা নিশ্চয় হয়। আমার জীবন ধন্য। তোমরা রাখিলে যম গ্রাস করিতে পারে না, ছার পাষণ্ডিগণ কি করিবে? তোমরা সুখে গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ

ভক্তের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, সেজন্য তিনি সর্ব্বত্র অবতারিত হন। ("ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সর্ব্বত্র অবতারে।") বুঝি তোমরা কৃষ্ণকে নবদ্বীপে অবতাররূপে আনাইয়া বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিবে? তোমাদিগের সভা হইতে জগতের উদ্ধার হইবে। তোমরা কৃষ্ণকে অবতার করাইবে, পরন্তু আমাকে সকলে সর্ব্বদা তাঁহার দাস বলিয়া জানিবে।"

"সেবক করিয়া মোরে সভেই জানিবা।
এই বর—মোরে কভু না পরিহরিবা॥"

বিশ্বম্ভর এই বলিয়া সকলের পদধূলি লইলেন। সকলে তাঁহাকে বহুতর আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাটী গেলেন। পরে পূর্ব্বশ্রুত ভক্ত-দুঃখ কথা স্মরণ করিয়া, পাষণ্ডীর প্রতি তাঁহার ক্রোধ অত্যন্ত 'বাড়িল'। এই স্থলে বৃন্দাবন দাস এইরূপ বলিয়াছেন—

"সংহারিব সব' বলি করয়ে হুঙ্কার।
'মুঞি সেই,' 'মুঞি সেই' বোলে বার বার॥"
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥
এই মত হইলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষে।
স্নেহ বিনু শচী কিছু নাহি জানে আর।
সভারে কহেন বিশ্বম্ভর-ব্যবহার॥
বিধাতারে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনে আপনে কয় মনে মনে কথা।
ক্ষণে বলে 'ছিঁণ্ডো ছিঁণ্ডো পাষণ্ডীর মাথা'॥
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে।
না মেলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥

দন্ত কড় মড়ি করে, মালসাট্ মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে॥"

শচীর মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া যে সকল লোক বিশ্বম্ভরকে দেখিতে আসিয়াছিল তাহারা পাগল বলিয়া তাঁহাকে বান্ধিতে বলিল। এই সময়,

"পাষণ্ডী দেখিয়া প্রভু খেদাড়িয়া যায়।
বায়ু-জ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥

শচীমাতা তখন পুত্রকে আস্তে ব্যাস্তে ধরিয়া আনিলেন। লোকে তাঁহাকে বলিল—"বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বের বায়ুরোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।" অপিচ,—

* * * "—তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণি।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে॥
দুই পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।
খাইবারে দেহ ডাবু নারিকেল জল।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহিকরে বল॥
কেহো বোলে—'ইথে অল্প ঔষধ কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তরে॥
পাকতৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান'॥"

শচীদেবী অত্যন্ত উদার ছিলেন। যে শুনে সে ঐ রূপ বলে, ইহাতে তিনি কি করিবেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া কায়-মনোবাক্যে গোবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া পুত্রের ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলেন।

একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের বাটীতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর উঠিয়া 'সাবহিত' হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ভক্ত দেখিয়া তাঁহার ভক্তিভাব বাড়িয়া উঠিল,—লোম-হর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ উপস্থিত হইল। তখন তিনি তুলসীমঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলেন। কতক্ষণে সংজ্ঞালাভ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখনও মহাকম্পে

স্থির হইতে পারিলেন না। শ্রীবাস এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে গণিলেন 'এ মহা ভক্তিযোগ, কে ইহাকে বায়ু বলে ?'

"মহা ভক্তিযোগ, বায়ু বোলে কোন্ জনে ?" ইহার কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর বাহ্য পাইয়া (প্রকৃতিস্থ হইয়া) শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি বুঝ পণ্ডিত ! তুমি মোহর বিধানে॥
কেহো বোলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত ! তোমার চিত্তে কি লয়ে আমারে ?"

তখন——

"হাসি বোলে শ্রীবাস পণ্ডিত 'ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই ॥
মহা ভক্তি-যোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে' ॥"

বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের মুখে ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"সকলে বায়ুরোগ বলিতেছে, কেবল তুমিই তাহা বলিতেছ না। ইহাতে আমি কৃতকৃত্য হইলাম। তুমিও যদি বায়ুরোগ বলিতে তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিতাম।" শ্রীবাস তখন তাঁহার ভক্তিযোগের বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"সকলে মিলিয়া একঠাঁই কীর্ত্তন করিব, তাহাতে পাষণ্ডী পাপিগণ যাহা বলে বলুক না কেন।" পরে শ্রীবাস শচীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,--

'চিত্তের যত দুঃখ দূর কর। বিশ্বম্ভরের এ বায়ু নহে—কৃষ্ণ-ভক্তি। অন্য লোকে ইহা কদাচ বুঝিতে পারিবে না। যদি তুমি কৃষ্ণের অনেক রহস্য দেখিবে তবে কাহার কাছে কিছু বলিবে না।' এইরূপ বলিয়া শ্রীবাস বাটী গেলেন। ইহাতে শচীর বায়ু-জ্ঞান (বিশ্বম্ভরের পাগল হওয়ার ভাবনা) মন হইতে দুর হইলেও পুত্র পাছে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায় এই ভয়ে তিনি মনে মনে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন রহিলেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর নিয়ত ঐরূপ আচরণে নিরত থাকিলেন। এই স্থানে জীবনী লেখক বলিয়াছেন, 'কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়।' অর্থাৎ গৌরাঙ্গ নিজে না জানাইলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না।

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়ের কিয়দংশ)

মন্তব্য—বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের বিষয় অতীব গুরুতর। কেননা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ইহাতে গৌরাঙ্গের অবতারত্বের পূ ভাস সূচিত হইয়াছে। একদিকে যেমন হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, ভাবপ্রবণ অদ্বৈতাচার্য্য কল্পনাবলে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণশক্তির আবির্ভাব মনে মনে স্থির করতঃ তাহা ভক্তগণের নিকট প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভরও ঐরূপ রোগধর্ম্মে আপনাতে কৃষ্ণের অবতারত্ব অবধারণ করিয়া প্রলাপ-কালে তাহা স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই, এই সময়ে উভয়ের ভাবপ্রবণতা (Suggestibility) অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গের। তৎপ্রতি কারণ এই, গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার সহিত উন্মাদের সংমিশ্রণ। উভয় রোগেরই ভাবগ্রহণ-প্রবণতা (পরকীয় ও স্বকীয়) সাধারণ লক্ষণ। সেজন্য গৌরাঙ্গে উহা প্রচুর বিদ্যমান থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্থূল কথা, কি বিশ্বম্ভরে কি অদ্বৈতে, মানসিক পীড়ার প্রভাবে উভয়েরই মানসিক সংযমশক্তি এতদূর দুর্ব্বলাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, কোন অনুকূল ভাব-প্রেরণা উপস্থিত হইলে তাহার আবেগ সংবরণ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ ভাবপ্রেরণা উৎকট অথবা তীব্র হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বা অবিলম্বে বাহ্য-কার্য্যে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল; তদ্ভিন্ন তাঁহাদের অসম্বিন্-মানসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভাব-প্রেরণা-সঞ্জাত যে একাধিক ভাবাবেগ নিবদ্ধ থাকিয়া গোপনে পুষ্টিলাভ করিতেছিল, ইদানীং ভাব-প্রেরণার সামান্য উত্তেজনায় তাহাদের বাহ্য-কার্য্যে পরিণত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন—অদ্বৈতাচার্য্যের কৃষ্ণকে নদীয়াতে অবতাররূপে আনয়ন, তাঁহার সাহায্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম সুপ্রচারিত করা এবং পাষণ্ডি-দলনের ভাব; আর বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণভক্তির চূড়ান্ত নিষ্ঠা-প্রদর্শন, সংকীর্ত্তনপ্রচার এবং আপনাকে লোক-সমাজে কৃষ্ণরূপে প্রচার করিবার ভাব। আশ্চর্য্যের বিষয়, কথিত ভাবনিচয় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী হইলেও একভাবের উদ্দীপনার আবেগ ও কার্য্য চলিতে চলিতে ভাবান্তরের উদ্দীপনার আবেশ ও তদনুরূপ কার্য্য উদিত হইয়াছিল, যদ্দ্বারা মানসিক রোগের (হিষ্টিরিয়ার) দ্বিব্যক্তিত্ব (Dual-personality) লক্ষণ (বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গে) পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এদিকে ভক্ত এবং জীবনী-লেখকগণ তাঁহাদের বিকৃত মানসিক ব্যাপারের প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না

পারিয়া গৌরাঙ্গের যে তাদৃশ প্রবল কৃষ্ণভক্তি-প্রকাশ তাহা লোকশিক্ষার ব্যপদেশে ভাণ, বস্তুতঃ আত্ম - অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপত্ব সাময়িকভাবে গোপন মাত্র, ইহাই অবধারণ করিয়াছিলেন। আর অদ্বৈতের বিচিত্র চরিত্রের মর্ম্মও তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরন্তু অদ্বৈত সম্বন্ধে তাঁহারা ঠিক ওরূপ কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। বৃন্দাবন দাস তাঁহার সম্বন্ধে স্বীয় সন্দিগ্ধ-অভিমত এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"ভক্তি-যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'অবতরিয়াছে প্রভু' জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈত তত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে লুকায়॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়)

আমরা অদ্বৈত ও বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে উপরি উক্ত যে সকল জটিল মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নির্দ্দেশ করিলাম অতঃপর তাহা বিশদীকৃত ও সপ্রমাণিত করিবার জন্য বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের কোন কোন অংশ নিম্নে আলোচনা করিতেছি। আশা করি পাঠকগণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া প্রণিধান করিবেন।

প্রথমতঃ অদ্বৈত সম্বন্ধে :—

অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তগণমুখে বিশ্বম্ভরের অদ্ভুত কৃষ্ণভক্তি-লক্ষণের পরিচয় শুনিয়া (ইহাই তাঁহার পক্ষে পরকীয়ভাব প্রেরণা), 'অত্যন্ত আনন্দিত ও পরম আবিষ্ট' হইয়া, পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন যোগে গৌরাঙ্গকে যেরূপ দর্শন এবং তৎ সম্বন্ধে 'যাহা কিছু অনুভব' তাহা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া পরে বলিলেন—

"কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে।
কোন রূপে প্রকাশ করেন কাহাতে॥"

তৎপরে বিশ্বম্ভরের সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য ও বংশগৌরবের প্রশংসা করিয়া 'তাঁহাতে 'কৃষ্ণভক্তি হওয়া উচিত' ইহা কীর্ত্তন করিয়া, 'বড় সুখী হইলাঙ' কহিয়া, ভক্তগণকে তথাস্তু বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে উপদেশ দিলেন।

আর 'কৃষ্ণনামে সকল সংসার মত্ত হউক' ইহাও বলিয়া নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করতঃ পরক্ষণে বলিলেন,—

"যদি সত্যবস্তু হয় তবে এইখানে।
সভে আসিবেন এই বামনার স্থানে।।

(চৈঃ, ভাঃ, ম, খ, ২অ)

তদনন্তর অদ্বৈত 'আনন্দে হুঙ্কার' করিতে লাগিলেন।

পাঠক অবগত আছেন অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ও ভক্তি-প্রবণ লোক ছিলেন। পাষণ্ডী কর্ত্তৃক অত্যাচারিত বৈষ্ণবদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করতঃ বিষ্ণু, নারায়ণ, অন্যকথায় কৃষ্ণকে নদীয়ায় অবতারিত করিয়া তাঁহাদ্বারা পাষণ্ডিদলন পূর্ব্বক উহাদিগকে ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়া আসিতেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার কৃষ্ণের ঐ অবতারণ ও ঐ সঙ্গে পাষণ্ডি-দলন কল্পনা তীব্রতর হইয়া, তাঁহার দুর্ব্বল চিত্তকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। দেখা যায়, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া দুইবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে আবাহন করিতেন। উদ্দেশ্য অবশ্য এইরূপ হইবে যে—কৃষ্ণ নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর পাষণ্ডি-ভীতি দূর করিয়া বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী সার্থক করিবেন এবং তৎসঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্ম সুপ্রচারেরও সহায় হইবেন। ইহা সুসম্ভব যে, এইরূপ অবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য স্বীয় মানসিক কল্পনানুরূপ কৃষ্ণশক্তি-সম্পন্ন এবং কৃষ্ণের অবতার হইবার যোগ্য পাত্রকে মনে মনে অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় তাঁহার গৌরাঙ্গকে স্বপ্নে দেখা নিতান্ত স্বাভাবিক হইতে পারে। সুধীগণ বলেন, 'স্বপ্নদর্শন ব্যাপার আমাদের নিদ্রাকালীন অসম্বিন্ মানসের ভাব-ব্যঞ্জক ব্যাপার মাত্র'। পরন্তু জানা যায় হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ভাবাবেশেও ঐরূপ অসম্বিন্ মানসের ভাবব্যঞ্জনা উপস্থিত হইতে পারে, সুতরাং তাহার পক্ষে কি নিদ্রিত কি জাগরিত উভয় অবস্থাতেই অসম্বিন্ মানসের ভাব প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। অতএব এ স্থলে অদ্বৈতের স্বপ্নের অবস্থায়, কি ভাবাবেশের অবস্থায়, উল্লিখিত বিশ্বম্ভরের দর্শন ও 'অনুভব' হইয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার তাদৃশ প্রয়োজন হইতেছে না। কেননা ইহা সুনিশ্চিত যে, উভয় অবস্থাতেই সম্বিন্ মানসের অজ্ঞাতসারে অসম্বিন্ মানসের যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, তৎ সমস্তই কল্পনা বিজৃম্ভিত (Imaginary),

সুতরাং প্রকৃত ঘটনা নহে। যাহা হউক এস্থলে 'অদ্বৈতের স্বপ্ন-দর্শন সত্যই ঘটিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিয়াই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

অধুনা স্বপ্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ স্বপ্নতত্ত্ববিশারদ ফ্রেঞ্চ ডাক্তার ফ্রিয়ডের অভিমত বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সমধিক আদৃত। ডাক্তার রে (একজন খ্যাতনামা ইংরেজ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ) স্বীয় প্রবন্ধে উক্ত ডাক্তার ফ্রিয়ডের গবেষণার বিস্তৃত আলোচনার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া স্বপ্নের নিদান সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"স্বপ্নদর্শন ব্যাপারে প্রায়শঃ অপূর্ণ বাসনা বা অনপনীত-ভীতি অভিব্যঞ্জিত হইয়া থাকে।"* আশ্চর্যের বিষয়, অদ্বৈতের এই স্বপ্নদর্শনের মূলে এই উভয়-বিধ কারণই বিদ্যমান ছিল। দেখা যায় (১) কৃষ্ণের অবতারণ বাসনার অতৃপ্তি, (২) পাষণ্ডি-ভীতির অপ্রতিকার। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, অদ্বৈতের বিবরণে দ্বিবিধ কারণের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে কি না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে অদ্বৈতের স্বপ্নবৃত্তান্ত-পরিচয়ে তাঁহার অবতার সম্বন্ধে অতৃপ্ত বাসনা এবং পাষণ্ডিভীতি, এতদুভয়ই স্পষ্ট সূচিত হইয়া থাকে।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, 'তবে গীতার সন্দিগ্ধ পাঠ সংশোধনের ব্যাপারটা কি?' তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, অদ্বৈত নিজেই তাঁহার স্বপ্নাবস্থায় বা আবেশের অবস্থায় ঐ সন্দিগ্ধ পাঠ সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ কার্য্য হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের সম্বিন্ মানসের অজ্ঞাতে নির্ব্বাহিত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আর স্বপ্নে বিশ্বম্ভরের যে প্রবেশ লাভ, তাহাও অদ্বৈতের তৎ-সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রগাঢ় চিন্তার ফলমাত্র।

এদিকে ভক্তগণের মুখে গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব কৃষ্ণভক্তি হওয়ার কথা শুনিয়া অদ্বৈতের মানসিক দ্বিবিধ ভাবোত্তেজনা উপস্থিত যে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার স্বপ্নপরিচয়ে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। প্রথমে তাঁহার ভক্তিভাব উত্তেজিত হওয়ায়

* Without going whole way with him in his marvelously intricate investigations, t can be accepted that dreams, on the whole, show either an unfulfilled wish or an unfulfilled fear.

See—Article by Donala. W. Ray M. A., M. B., B. C. F. R. C. S.

The Practitioner. September Number 1920, p. 205.

তিনি গৌরাঙ্গের ভক্তি হওয়া উচিত, সকলে তাহাকে কৃষ্ণভক্তি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করুক, এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার কৃষ্ণাবতারণ ভাব উদ্দীপ্ত হওয়ায়, গৌরাঙ্গে কৃষ্ণশক্তির আবির্ভাবের আশাপ্রদ সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠক! বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে অদ্বৈতের এই শেষোক্ত মনোভাব অনুশীলন (স্বতঃ-প্রেরণা) দ্বারা ক্রমশঃ যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে তিনি যে বক্ষ্যমাণ অনুকূল তীব্র বাহ্যভাব-প্রেরণার উত্তেজনায় সংশয়শূন্য হইয়া, বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণের আবির্ভাবত্ব স্বীকার পূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইহা প্রদর্শিত হইবে।

অতঃপর আমরা বিশ্বম্ভরের নিজের কথা আলোচনা করিয়া দেখিতেছি।

বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের বিবরণ হইতে জানা যায়, যখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণের বহুবিধ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন ভক্তগণ তাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি হওয়ার জন্য তাঁহাকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, ঐ সঙ্গে অভক্ত ও পাষণ্ডীদিগকে উপহাস এবং নদীয়ায় কৃষ্ণভক্তি ও সঙ্কীর্ত্তনের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যেন পাষণ্ডীদিগকে সংহার কর, অপিচ "তোমা হইতে পাষণ্ডীর ক্ষয় হইবে, ইহা আমরা নিশ্চয় বুঝিতেছি অতএব তুমি চিরজীবী হও।" ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন, "তোমরা কৃষ্ণের দয়িত, তোমাদের আশীর্ব্বাদ আমার শিরোধার্য্য, আমার জীবন ধন্য, তোমরা যাহা বল তাহা হয়। ছার পাষণ্ডীরা তোমাদিগের কি করিবে? কৃষ্ণ ভক্তের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বত্র অবতারিত হন; তোমরা বুঝি কৃষ্ণকে নবদ্বীপে অবতাররূপে আনিয়া বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভোগ করিবে; তোমাদের হইতে জগতের উদ্ধার সাধন হইবে।" ইত্যাদি।

পাঠক! ইহা হইতে বিশ্বম্ভরের মনোভাব কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন? বৃন্দাবন দাস স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, ভক্তের দুঃখ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের 'প্রকাশ' হইতে, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে স্বীয় অবতার-ভাব মনে মনে গোপনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা অধুনা ব্যক্ত করিতে, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। পরন্তু তখন এই ভাব মনোমধ্যে (অসম্বিদ্ মানসে) দমিত (repressed) রাখিয়া কৃষ্ণ ভক্তির ভাবই ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন

তাঁহাকে কৃষ্ণের দাস ভিন্ন আর কিছু মনে না ভাবেন। তিনি হয়ত তৎকালে নিজেই অবগত ছিলেন না, কখন তাঁহার ঐ অন্তর্নিহিত অবতার-ভাব পুনঃপ্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইহার পরে বিশ্বম্ভর ভক্তগণের পদধূলি লইয়া হৃষ্টচিত্তে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। বাটী আসিয়া ভক্তগণের কথিত পাষণ্ডিকৃত নির্য্যাতনকাহিনী ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ক্রোধাতিশয্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি এক দারুণ সোন্মাদ-হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং উহার প্রলাপাবস্থায় তিনি স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্বের গুহ্যভাব ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তখন বিশ্বম্ভর সকলকে বিনাশ করিব বলিয়া হুঙ্কার করতঃ "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বারম্বার বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই সময়ে তিনি আপনাকে বিষ্ণু ভাবিয়া বিষ্ণুভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ('এইমত হইলা প্রভু বৈষ্ণব আবেশে')। [বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে ভ্রান্তি (delusion) বলে]। * এইরূপ ভ্রান্তিভাব হিষ্টিরিয়ার ও উন্মাদরোগের লক্ষণ বিশেষ। সেই কারণে বোধ হয় তিনি গীতার "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" স্মরণ করিয়াই—"ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা" বলিয়া কখন শচীকে কখন বা দর্শকদিগকে পাষণ্ডি-ভ্রমে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে সকল কার্য্য এই সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎসমস্তই হিষ্টিরিয়া ও উন্মাদের যে অব্যর্থ মিশ্র বাহ্য-লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃন্দাবন দাসের এই স্থানের বিশদ বর্ণনাই তাহার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। (মূল দেখুন।)

শচীদেবী পুত্রের চিত্তবিকৃতির অবস্থা বুঝিয়া বিধাতাকে মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, অপিচ পাড়া প্রতিবেশীদিগকে বিশ্বম্ভরের বিকৃত ব্যবহারের কথা জানাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা বিশ্বম্ভরকে দেখিতে আসিয়া তিনি

---

* এই ভ্রান্ত ধারণার উদাহরণ নানা আকারের হইতে পারে। যেমন—বিবাহ বাতিকগ্রস্ত কেহ কেহ আপনাকে বৃদ্ধাবিধবা কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ভাবীপতি হইবার যোগ্য বলিয়া প্রকাশ করে। ঐরূপ কোন কোন বিষয়-বিমুগ্ধ দীনব্যক্তি হয়ত আপনাকে কখন কখন সম্রাট্ বলিয়া প্রকাশ করে।† এরূপ ভ্রান্ত ধারণা বিকৃত মানসের লক্ষণ বিশেষ। ইহা পাশ্চাত্য আয়ু-বিজ্ঞানে হিষ্টিরিয়া ও উন্মাদ রোগের লক্ষণরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

---

† দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মন্তব্যের ৫২—৫৩ পৃষ্ঠার নোট দেখুন।

যে উৎকট উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে জানাইয়াছিল এবং তজ্জন্য পায়ে বান্ধিয়া ঘরে রুদ্ধ রাখিতে এবং উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল। কেবল একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের 'বায়ু-রোগ' (উন্মাদ) হইয়াছে শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়া, সম্ভবতঃ ভক্তিভাবের প্রবল উত্তেজনা উপস্থিত হইলে, হিষ্টিরিয়ার এক দারুণ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। শ্রীবাস তদবস্থার বাহ্যলক্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহাতে মহাভক্তির অধিষ্ঠান অবধারণ করিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইলে, সেই অভিমত, তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে লইয়া একত্রে কীর্ত্তন করিবেন, পাষণ্ডিগণ যাহা বলে বলুক' এইরূপ উৎসাহ বাক্যও প্রয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের এই সকল কথা বিশ্বম্ভরের মনে তীব্র প্রেরণা, অন্যকথায় আশ্চর্য্যরূপ প্রবোধের-(Persuation) কার্য্য করিয়াছিল। * অর্থাৎ তাঁহার পাগলের ব্যবহার এখনকারমত সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল, যেন রোজার ঝাড়নে বিশ্বম্ভরের ভূত ছাড়িয়া গেল। তিনি শ্রীবাসের মুখে,—তিনি উন্মাদ হন নাই প্রত্যুত কৃষ্ণের কৃপায় মহাভক্তিমান্ হইয়াছেন,—ইহা শুনিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ বলিয়াছিলেন—"শ্রীবাস পণ্ডিত! তুমিও যদি বলিতে আমি পাগল হইয়াছি, তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম।" অতএব ইহা অসম্ভবও নহে যে শ্রীবাস যদি কথিত প্রকারে প্রবোধ দান, অন্য কথায় তীব্র ভাবপ্রেরণা না করিতেন তাহা হইলে বিশ্বম্ভরের আত্মহনন হয়ত অনিবার্য্য হইত। আত্মহননেচ্ছা উন্মাদের অন্যতম লক্ষণ।

সুধী পাঠকগণ! উপরের শেষাংশে যেরূপ বিশ্বম্ভর চরিত আলোচিত হইল তাহাতে তাঁহার রোগধর্ম্মে অসম্বিন্ মানসে স্থিত ও পোষিত বিকৃতভক্তিভাব এবং কাল্পনিক অবতারত্বের খেয়াল, হিষ্টিরিয়ার আবেশকালে যে ক্রমান্বয়ে বাহিরে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে কি আর সংশয় থাকিতেছে? আপনারা বিবেচনা করিয়া বলুন দেখি, বিশ্বম্ভরে প্রকৃত ভক্তি ('পরানুরক্তি ঈশ্বরে') অথবা

* ৫৮ পৃষ্ঠায় নোট দেখুন।

অবতারত্ব (অর্থাৎ অলৌকিক কোন শক্তিসম্পন্নতা) এতদুভয়ের পরিচয় কি কিছু পাইলেন?

প্রকৃত কথা এই, শ্রীনিবাসের প্রবোধ ও উৎসাহ বাক্যে বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণ ভক্তিভাব অধিকতর উত্তেজিত হওয়ায় তিনি অধুনা তাহারই আবেগের বশীভূত অবস্থায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(অদ্বৈতকে হিষ্টিরিয়ার আক্রমণগ্রস্ত দেখিয়াই বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছান্বিত হইয়া ভূমিতে পতন। পরে অদ্বৈত বিশ্বম্ভরকে তদবস্থ দেখিবামাত্র তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতারত্বে বরণ করিয়া সোপচারে তাঁহার পাদপূজা ও জোড়হস্তে-স্তব পাঠ করন। সঙ্গী গদাধর তাঁহার প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিলে অদ্বৈতের তদুত্তর দান। তৎপরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অদ্বৈতের শান্তিপুরে প্রস্থান।)

একদিন বিশ্বম্ভর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিতে গেলেন। অদ্বৈত তখন জল-তুলসীর সেবা করিতেছিলেন, আর দুইহাত আস্ফালিয়া হরি হরি বলিতেছিলেন, পূজা ভুলিয়া ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে রোদন এবং মহামত্ত সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিতেছিলেন। তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন তিনি "মহারুদ্র অবতার।" বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে তদবস্থ দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। তখন অদ্বৈত তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া 'ভক্তিযোগ প্রভাবে' এই তাঁহার' 'প্রাণনাথ' জানিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"কতি যাবে চোরা আজি, ভাবে মনে মনে।
এতদিন চুরি করি বুল এইখানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি চোর, না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥"

অদ্বৈত এ চুরির এই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া পূজার সজ্জা (পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ) তথায় আনিয়া তাহাদ্বারা মূর্চ্ছাপন্ন বিশ্বম্ভরের পদপূজা করতঃ পুনঃপুনঃ এই শ্লোক পড়িয়া নমস্কার করিয়াছিলেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১, ১৯, ৬৫)

অনুবাদ—(প্রহ্লাদ কহিলেন) "কৃষ্ণ, তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গোব্রাহ্মণের মঙ্গল সাধক, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধক; আর গোপালন তোমার একটী

লীলা, এজন্য তোমার একটী নাম 'গোবিন্দ'। তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।"

অদ্বৈতাচার্য্য এই শ্লোক পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করতঃ বিশ্বম্ভরের চরণে পতিত হইলেন। তাঁহাকে আপন 'প্রভু জানিয়া চিনিয়া' ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার দুইপদ ধৌত হইল; তৎপরে তিনি যোড় হস্তে বিশ্বম্ভরের পদপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া গদাধর জিহ্বা কামড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন—"গোঁসাঞি! বালকের প্রতি তোমার এরূপ করা কি উচিৎ?"—('হাসি'বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়ে। বালকেরে গোঁসাঞি! এমত না জুয়ায়ে॥') অদ্বৈত গদাধরের বাক্যে হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"গদাধর ইহাকে বালক বলিয়া আর কতকাল জানিবে?"—('গদাধর! বালক জানিবা কথো দিনে!') তখন গদাধর বড় বিস্ময়ান্বিত হইয়া ভাবিলেন। তবে বুঝি ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন।—('হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর।')

কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভরের চৈতন্য হইলে তিনি অদ্বৈতকে 'আবেশময়' দেখিয়া হাত জোড় করিয়া স্তব করিলেন, পদধূলি লইলেন এবং বলিলেন—আমায় অনুগ্রহ কর, আমি তোমারি নিশ্চয়। তোমাকে দেখিয়া ধন্য হইলাম। তুমি কৃপা করিলে কৃষ্ণভক্তি স্ফূর্ত্তি পায়, তুমি ভববন্ধন নাশ করিতে পার, কেন না 'তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বথা প্রকাশ'।

তখন অদ্বৈত হাসিয়া এইরূপ উত্তর করিলেন—"বিশ্বম্ভর, তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কৃষ্ণ-কথার কৌতুকে এখানে থাক, সর্ব্বদা যেন তোমাকে দেখিতে পাই। আর সকল বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমাকে দেখে ও তোমার সহিত কীর্ত্তন করে।" বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের কথা পরমানন্দে স্বীকার করিয়া নিজগৃহে গেলেন। এদিকে অদ্বৈতচার্য্য প্রভুর প্রকাশ জানিলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য শান্তিপুরে নিজ ভবনে গেলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই—

"সত্য যদি প্রভু হ'য়ে, মুঞি হত দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ পাশ॥"

অর্থাৎ বিশ্বম্ভর যদি সত্য প্রভু হন এবং আমি সত্য তাঁর দাস হই, তবে তিনি আমাকে বান্ধিয়া নিজের কাছে আনিবেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে থাকিয়া প্রতিদিন বৈষ্ণবগণের সহিত কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার 'পরম আবেশরূপ' বিশিষ্ট ভাব দেখিয়া সকলের মনে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহার যখন 'আনন্দ আবেশ' উপস্থিত হইত, (যাহা বর্ণনা করা বৃন্দাবন দাসের মতে দুঃসাধ্য) তখন তাঁহার যে উৎকট কম্প হইত তাহা শত লোকেও ধরিয়া স্থির করিতে সমর্থ হইত না। চক্ষের জল নদী ধারার ন্যায় বহিত, যেন সোণার কাঁটালের ন্যায় অঙ্গ পুলকিত হইত, ক্ষণে ক্ষণে বহু রঙ্গে অট্ট অট্ট হাস্য হইত এবং ক্ষণে তিনি 'আনন্দে' প্রহরেক মূর্চ্ছিত হইয়াও থাকিতেন। পরে সংজ্ঞা হইলে বিশ্বম্ভর 'কৃষ্ণ' ভিন্ন আর কিছু বলিতেন না। আবার উচ্চ হুঙ্কার করিতেন, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভাকার কঠিন, আবার ক্ষণে ক্ষণে উহা নবনীর ন্যায় কোমল হইত। ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া তাঁহাকে মানুষ বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। নানা লোকে নানা রূপ ভাবিয়া ছিলেন—যথা—

"কেহো বোলে 'এ পুরুষ অংশ অবতার'।
কেহো বোলে 'এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার'॥
কেহো বোলে 'শুক কিংবা প্রহ্লাদ নারদ'।
কেহো বোলে 'হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ'॥
যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী।
তাঁহারা বোলয়ে 'কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি'॥
কেহো বোলে 'এই বুঝি প্রভু অবতার'।
এই মত মনে সভে করেন বিচার॥"

অতঃপর বিশ্বম্ভরের 'বাহ্য' অর্থাৎ সংজ্ঞালাভ হইলে তিনি সকলের গলা ধরিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া বলিলেন—

"কোথা গেলে পাইব সে মুরলী-বদন।"

এই কথা বলিয়া শ্বাস ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পর বিশ্বম্ভর স্থির হইয়া আপ্তগণকে বলিলেন—"আমার দুঃখ কাহাকে বলি, সে দুঃখের অন্ত নাই, 'পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাঞি'।" সকলে

ইহার রহস্য শুনিতে উৎসুক হইলে বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"কানাঞির নাট-শালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিলুঁ সেই স্থান॥
তমাল-শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নব গুঞ্জা-সহিত কুণ্ডল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তদুপরি।
ঝলমল মণিগণ—লখিতে না পারি॥
হাথেতে মোহন-বংশী, পরম সুন্দর।
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীল স্তম্ভ জিনি ভূজে রত্ন-অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীতধটীর পরিধান।
মকর কুণ্ডল শোভে কমল-নয়ান॥
আমার সমীপে আইলা হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন-ভিতে॥"

বিশ্বম্ভর এইরূপ বলিতে বলিতে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। তখন সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে ধরিয়া স্থির করিলেন ও অঙ্গের ধূলি ঝাড়িয়া দিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর স্থির হইয়াও স্থির হইতে পারিলেন না,—'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কতক্ষণে গৌরাঙ্গ স্থির হইলে তাঁহার দেহ স্বাভাবিক কোমল ভাব ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভক্তি-কথার প্রচার শুনিতে পাইয়া আপনাদিগের বহু পুণ্য ভাবিলেন, আর তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বিবেচনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা বিশ্বম্ভরের বিবিধ প্রকারে প্রশংসা করিয়া শেষে তাঁহাকে নায়ক হইয়া কীর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া মত্ত-সিংহের ন্যায় নিজ গৃহে গিয়াছিলেন। গৃহে গিয়াও সর্ব্বদা তাঁহার 'আনন্দ-আবেশ' চলিল এবং চক্ষে 'আনন্দ ধারা'ও বহিতে লাগিল। মুখে 'কোথা কৃষ্ণ

কোথা কৃষ্ণ' এই বাক্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছিল। তখন কেহ কোন কথার উত্তর পায় নাই, কোন বৈষ্ণব 'ঠাকুরকে' সম্মুখে দেখিলে তিনি তাঁহাকে 'কৃষ্ণ কোথায়' জিজ্ঞাসা করিতেন ও অতিশয় ক্রন্দন করিতেন।. ভক্তগণের মধ্যে যে যেরূপ 'জানিত' সে তাঁহাকে সেইরূপ প্রবোধ দিত।

একদিন গদাধর তাম্বূল লইয়া বিশ্বম্ভরের নিকট আসিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?' প্রথমে তাঁহার 'আর্ত্তি' অর্থাৎ ব্যাকুলতা দেখিয়া গদাধর কি বলিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই, শেষে সম্ভ্রমে বলিলেন—'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়'। 'কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন' শুনিয়া বিশ্বম্ভর নখদ্বারা আপন হৃদয় চিরিতে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে গদাধর তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া নানাবিধ প্রবোধ দিয়া, তাঁহাকে উক্তকার্য্য হইতে ক্ষান্ত রাখিয়া বলিলেন—'এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও থাণ।' শচী দেবী গদাধরের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন—এমত শিশু বুদ্ধি আমি কোথাও দেখি নাই। আমি ভয়ে সম্মুখ হইতে পারি না। বাপ! তুমি সর্ব্বদা বিশ্বম্ভরের সঙ্গে থাকিও, ছাড়িয়া কোথাও যাইও না।' শচী মাতা পুত্রের "অদ্ভুত প্রেম যোগ দেখিয়া তাহাকে আর পুত্র বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

"মনে ভাবে আই 'এ পুরুষ নর নহে।
মানুষের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
নাহি জানে আসিয়াছে কোন্ মহাশয়।"

সেজন্য তিনি ভয় পাইয়া বিশ্বম্ভরের সম্মুখে আসিতেন না। এদিকে সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে বিশ্বম্ভরের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং যত 'ভক্তি-সম্মত' শ্লোক পড়িতেন। তাহার উপর মুকুন্দের মধুর স্বরে গান শুনিয়া বিশ্বম্ভর মধ্যে মধ্যে 'আবিষ্ট' হইতেন, তখন 'হরিবোল' বলিয়া গর্জ্জিয়া চারি-দিকে পড়িতেন, কেহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। তৎকালে তাঁহার এই সকল লক্ষণ যুগপৎ প্রকাশ পাইত। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

"ত্রাস, হাস, কম্প, স্বেদ, পুলক, গর্জ্জন।
একেবারে সর্ব্ব ভাব দিল দরশন॥"

ভক্তগণ এদিকে বিশ্বম্ভরের অপূর্ব্ব ভাব-বিকাশ দেখিয়া আনন্দে গান

করিতে থাকিতেন। এদিকে বিশ্বম্ভরের 'প্রেমাবেশ' নিয়ত চলিত। এইরূপে সমস্ত রাত্রি যেন মুহূর্ত্তের মত অতিবাহিত হইত, প্রভাতে বিশ্বম্ভরের কথঞ্চিত সংজ্ঞালাভ হইত মাত্র।

ইস্থানে বৃন্দাবন দাসের শেষোক্তি এইরূপ—

"এই মতে নিজ গৃহে শ্রীশচী নন্দন।
নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্ত্তন॥"

(চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড, ২য় অধ্যায়ের কতক অংশ পর্য্যন্ত)

মন্তব্য।—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে অদ্বৈতাচার্য্য ও বিশ্বম্ভরের রোগধর্ম্মের ভাবপ্রেরণার আতিশয্য বশতঃ মানসিক ভাবসঙ্ঘের উদ্দীপনাজাত কার্য্য নিচয়ের যতদূর সম্ভব পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের বর্ণনায় উহাদের গুরুতর ও কৌতুকাবহ পরিণতির সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ অদ্বৈত সম্বন্ধে,—

বিশ্বম্ভর যখন গদাধরের সমভিব্যাহারে অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যান, তখন তিনি 'তুলসী সেবন' করিতে করিতে যেরূপ অঙ্গ-ভঙ্গী প্রকাশে রত ছিলেন, তাহাতে প্রতীত হয়, তিনি তৎকালে তাঁহার হিষ্টিরিয়ায় এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। সেরূপ না হইলে তিনি যথাবৎ তুলসী পূজার পরিবর্ত্তে অঙ্গভঙ্গাও 'সিংহের ন্যায়' হুঙ্কার করিবেন কেন? অপিচ তৎকালে তিনি কেন রুদ্র অবতারের ন্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিবেন? বাস্তবিক ঐ বাহ্য আচরণ দেখিয়া তাঁহার মানসিক ভাবাবস্থা বুঝিতে গেলে, ইহা উপলব্ধ হয় যে, তিনি যেন তখন নদীয়া পল্লীর চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণকে অবতার রূপে আনয়ন কার্য্যে সাফল্য অনুভব করিতেছেন, তৎসঙ্গে সম্ভবতঃ পাষণ্ডি-দলন কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে গিয়া ক্রোধসূচক হস্ত আস্ফালন করিতেছেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি গদাধরের মুখে বিশ্বম্ভরের অপূর্ব্ব ভক্তি-কাহিনী শ্রুত হইয়া আমোদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর সেদিন তাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিয়া ভক্তগণের

সকাশে তৎসম্বন্ধে 'কিছু অনুভব' করার কথাও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অতএব ভাবপ্রবণ আচার্য্যের অসম্বিন্ মানসে বিশ্বম্ভরকে অবতার হইবার উপযুক্তপাত্র রূপে বরণ করা সুসম্ভব হইয়াছিল। তবে তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সসম্বিন্ মানস (Concious mind) উহা অনুমোদন করত বাহ্য প্রকাশ করিতে দেয় নাই। না দিলেও, তাঁহার হৃদয়স্থিত এই গুহ্যভাব তাঁহার কোন তীব্র ভাবাবেশের প্রলাপে সহসা স্ফুরিত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়া রহিয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার সেইরূপ আবেশের অবস্থায় হয়ত তিনি বিশ্বম্ভরের অবতারত্বও পাষণ্ডিদলন বিষয় মনে মনে অনুশীলন করিতেছিলেন, দৈবাৎ তখন বিশ্বম্ভরও তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। অদ্বৈতের উপরি উক্ত আবেশ ভাব দেখিয়াই, বিশিষ্ট-ভাব-প্রবণ বিশ্বম্ভর হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এই দৃশ্য অদ্বৈতের পক্ষে প্রবল পরকীয় ভাবপ্রেরণায় কার্য্য করায় তাঁহার ভক্তিভাব সহসা প্রবলরূপে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে এতদূর বিবেক-বিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তিনি তখন অবিচারিত-চিত্তে বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার ভাবিয়াছিলেন, এমনকি, তিনি বিশ্বম্ভরের উদ্দেশে 'চোরের উপরে চুরি' (বাটপাড়ি) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা গর্ব্বের সহিত ব্যক্ত করিয়া, আস্তে ব্যস্তে পাদ্য, অর্ঘ ইত্যাদি আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার পাদপূজা এবং "ব্রহ্মণ্য-দেবায়" ইত্যাদি শ্লোক মন্ত্ররূপে বারম্বার উচ্চারণ করত পুনঃ পুনঃ তাঁহার পদে নমস্কার করিয়াছিলেন। তৎপরে অদ্বৈত করজোড়ে কতক্ষণ ধরিয়া বিশ্বম্ভরের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। বোধহয়, তিনি তখন বিশ্বম্ভরে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। এমন সময়ে গদাধর বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক জিহ্বাকাটিয়া বলিলেন "তোমায় কি বালকের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা উচিত?" গদাধরের এই তীব্র কটাক্ষ-বাক্য (প্রতিকূল ভাব প্রেরণা Counter Suggestion) বিশ্বম্ভরের অন্তরে আঘাত করিলেও তিনি তাহাতে বাহিরে কোন বিচলিত ভাব প্রকাশ করেন নাই। বরং স্বকীয় পূর্ব্ব ব্যবহার সমর্থন উদ্দেশে গদাধরের ঐ কটাক্ষ-বাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরন্তু দেখাযায় অদ্বৈতের এই মনোভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, কেন না কিয়ৎকাল পরে বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছা অপগত হইলে, সংজ্ঞালাভ করিয়া যখন বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের পদধূলি লইয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ এবং বিবিধ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করেন তখন

অদ্বৈত তৎপ্রতি স্বকীয় পূর্ব্বভাব সম্বরণ অর্থাৎ গোপন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন---"তুমি আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তুমি এখানে থাক, তোমাকে সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা করে, তুমি কিছুদিন নদীয়ায় থাকিয়া কৃষ্ণকৌতুকে নিরত থাক।"

পাঠক! বিশ্বম্ভরের প্রতি অদ্বৈতের এইরূপ বিপরীত আচরণ দ্বারা তাঁহার তৎকালীন মনের অবস্থা কিরূপ বুঝা যায়? বোধ হয় উহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। ইহা অতি সুসম্ভব যে. অদ্বৈত তখন স্বীয় পূর্ব্ব আচরণ স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত, অপ্রতিভ এবং সন্দিগ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব তখন তিনি সযত্নে গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অপিচ, মূর্চ্ছাবস্থায় গৌরাঙ্গ যে তৎকৃত পূজা ও স্তব এবং নমস্কারাদি কিছুমাত্র অনুভব করেণ নাই, ইহাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। নতুবা তিনি পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাঁহাকে অবতার ও প্রাণনাথ বলিয়া জানিয়া তাঁহার পায়ে মাথা খুঁড়িয়াছেন. পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে পদধূলি প্রদান, স্নেহ প্রদর্শন, ও আশীর্ব্বাদ করিতে কিরূপে পারিয়াছিলেন? তিনি বিশ্বম্ভরকে সর্ব্বদা নদীয়ায় দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কিরূপে বা সহসা নদীয়া ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন?—ইহার তাৎপর্য্য এই তিনি স্বীয় ঘোরতর লজ্জাও অপ্রস্তুতের ভাব লইয়া তখন আর নদীয়ায় তিষ্ঠিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, ভক্ত বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের বিচিত্র ব্যবহারের কোন কারণ বুঝিতে পারেন নাই, জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাসও তথৈবচ। তিনি এই পরিচ্ছেদের একস্থানে অদ্বৈতের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে স্বীয় অভিমত এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—

"অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবারে নাহি কার।
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥"

তারপর আমরা বিশ্বম্ভরের কথা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিব।

পূর্ব্বে জানা গিয়াছে বিশ্বম্ভর রোগধর্ম্মে সম্প্রতি অত্যন্ত ভাবপ্রবণশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই হেতু এস্থলে দেখা যায় তিনি অদ্বৈতদর্শনে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার আবিষ্ট ভাব দেখিয়া, স্বীয় উত্তেজিত ভক্তিভাবের আবেগে সহসা হিষ্টিরিয়ার এক প্রবল আক্রমনের বিষয়ীভূত হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভাবাবিষ্ট

অদ্বৈত তাঁহাতে যে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপ করিয়া পাদপূজা ও স্তব বন্দনাদি করিয়াছিলেন, তিনি তৎসমস্ত প্রায়শঃ অবগত ছিলেন; কেন না, হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ যতই কেন তীব্র হউক না, রোগী তৎকালে একেবারে চৈতন্যহারা হয় না, সে নিকটস্থ ঘটনাবলী সমস্ত না হউক, অনেকটাই জানিতে পারে, ইহা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরা অবধারণ করিয়াছেন। * দেখাও যায়, ইতিপূর্ব্বে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ দেখুন) যখন বিশ্বম্ভর হিষ্টিরিয়ার এক দারুণ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঘরে বাধিঁয়া রাখিয়া উন্মাদ রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ ও অনুরূপ পথ্যাদি দিবার যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর তৎসমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ এই, উক্ত ঘটনার পরে শ্রীনিবাস যখন তাঁহাকে দেখিতে আসেন তখন তিনি তাঁহার (শ্রীনিবাসের) নিকটে প্রতিবেশীদের ঐ সকল কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সত্য সত্য পাগল হইয়াছেন কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে এ ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভর যে অদ্বৈত কর্ত্তৃক অবতাররূপে স্তুত, সম্পূজিত এবং পুনঃ পুনঃ নমস্কৃত হইয়াছিলেন, ইহা অবগত থাকিয়াও মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি উহা কোন প্রকারে প্রকাশ করেন নাই। ইহার কারণ এইরূপ অনুমিত হয়, বিশ্বম্ভর তৎকালে স্বীয় উৎকট ভক্তিভাবের উত্তেজনা প্রভাবে একান্ত অভিভূত ছিলেন, সেজন্য তাঁহার অন্যান্য মনোভাব সুপ্তপ্রায় ছিল, এমন কি, যে অবতার-ভাব পূর্ব্বে একাধিকবার উদ্রিক্ত হইয়া তাঁহার অসম্বিন্ মানসে নিবদ্ধ অবস্থায় গোপনে পুষ্টিলাভ করিতেছিল, এক্ষণে অদ্বৈতের তাদৃশ অনুকূল প্রেরণা সত্ত্বেও তাহার উত্তেজনার কোন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। তবে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান উৎকট ভক্তির ভাব যখন উপশমিত হইবে তখন সামান্য অনুকূল প্রেরণায় এই সুপ্ত-অবতার-ভাব প্রথমে উদ্দীপিত হইয়া পরে বাহ্য কার্য্যে

* The hysterical patient no matter how severe attack may be, is very seldom totally unconscious; she can generally be revived either by the voice of authority or by a douche of cold water.

See—Dr. Bristowi's Practice of Medicine p. 1130.

প্রকটিত হইতে পারিবে। সেরূপ ভবিষ্যতে যখন ঘটে ঘটিবেক, সম্প্রতি দেখা যায়, বিশ্বম্ভরের উপরি উক্ত প্রবল ভক্তিভাব অদ্বৈতের উপদেশ বাক্যে—"কৃষ্ণ কথা কৌতুকে থাক এই ঠাঁই"—অধিকতর প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল; ঠিক যেন সোণার উপরে সোহাগা পড়িয়াছিল। পাঠক! কার্য্যেই ইহার পরিচয় পাইবেন। দেখা যায়, অদ্বৈতের উপরি উক্ত উপদেশবাণী শুনিবার পর হইতেই বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণ ভক্তির ভাবাবেশ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি সেই অবস্থা লইয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বিলক্ষণ-আবেশ ভাব দেখিয়া সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সভার চিতে সন্দেহ বিশেষ॥"

এই বিশিষ্ট ভাবাবেশের উপরে ভক্তিবর্দ্ধক কীর্ত্তনের প্রেরণা বা উত্তেজনার সংযোগ হওয়ায় বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র শীঘ্র এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়া অনিবার্য্য হইয়াছিল। আবার মূর্চ্ছা অপগত হইবার পরে কৃষ্ণবিষয়ক প্রলাপও প্রচুর হইয়াছিল। এ বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের উক্তিই প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে।—

"যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ।
কে কহিব তাহা, সবে পারে প্রভু "শেষ"॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
লোচনে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলয়ে কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্ত সব তরে'॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীত-ময়॥

ইহাতে বিশ্বম্ভরের তীব্রতর বহু হিষ্টিরিয়া-আক্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ঐ আক্রমণোত্তর কৃষ্ণবিষয়ক কিরূপ প্রলাপ হইতেছিল, তাহার কিঞ্চিৎ অভাস দিতেছি।—মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে বিশ্বম্ভর ভক্তদিগের গলা ধরিয়া বলিলেন, "কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন", কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বলিলেন "আমার দুঃখের অন্ত নাই "জীবনকানাই"কে পাইয়াও হারাইলাম"। তখন সকলে ইহার রহস্য জানিতে আগ্রহ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—এক তমাল শ্যামল সুন্দর এবং নানা বেশভূষায় সমলঙ্কৃত বালক (মূল দেখুন) আমার নিকটে আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করণানন্তর কোন্ দিকে চলিয়া গেল।" পাঠক! ইহা বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—ভ্রান্ত-ধারণা (Hallucination) ভিন্ন আর কিছু নহে। একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, বিশ্বম্ভর ইতিপূর্ব্বে গয়া হইতে বাটী প্রত্যাগত হইবার পরে আপ্তবর্গের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি গয়াধামে একটী কৃষ্ণবর্ণ শিশু (গর্ভস্থঃ সদৃশো জ্ঞেয়ঃ পঞ্চমাদ্ বৎসরাৎ শিশুঃ) বুঝায়। অর্থাৎ একটী ছোট কাল ছেলেকে দেখিয়াছিলেন, তখন উহার মুখে বংশী দেখেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাকে বংশীবদন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার এক্ষণে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট শিশুকেই শ্যামল সুন্দর এবং নানা প্রকার বেশভূষায় মণ্ডিত ও মোহন বংশীধৃত-হস্ত রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইল? পরন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাদৃশ মানসিক পীড়াগ্রস্তব্যক্তির পক্ষে উহা আদৌ অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশাবস্থা স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ, কেবল বিশেষের মধ্যে এই স্বপ্নের অপেক্ষা আবেশের ঘটনায় চিন্তা বা মনন করিবার জন্য কিছু দীর্ঘকালের প্রয়োজন হইয়া থাকে। নতুবা উভয় অবস্থাতেই অসম্বিন্ মানসে সঞ্চিত ও অবরুদ্ধ ভাব যে পরিব্যক্ত হয়, তাহাতে বিষয়গত বাস্তব অবাস্তবের কোন বিবেক লক্ষিত হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি দিবাভাগের চিন্তা বিশেষ হইতে রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় একটী হস্তীর শাবক দেখিল; কিছুক্ষণ পরে উহাকে বড় হইতে দেখিল, আবার অনতিবিলম্বেই তাহাকে প্রকাণ্ডকায় সুদীর্ঘ দন্তসমন্বিত দেখিয়া ভীত হইল। শেষে সেই হস্তী সহসা দৌড়িয়া চলিয়াও গেল। সেইরূপ এই স্থলেও বিশ্বম্ভরের দীর্ঘ আবেশের অবস্থায় কৃষ্ণ প্রাপ্তির চিন্তা করিতে করিতে তদীয় অসম্বিন্ মানসে কৃষ্ণের শিশু-

আকৃতি প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে রচিত হইয়া বর্ত্তমানে মুরলীহস্ত আকার ধারণ করিয়াছিল। (ভবিষ্যতে উহার আরও কত পরিণতি লক্ষিত হইবে।) এইরূপ কল্পনা-গঠিত-আকারের বাহ্য প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে অবশ্য কিছু সময় ও মধ্যে মধ্যে স্বকীয় বা পরকীয় ভাব-প্রেরণার উত্তেজনারও প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। বিশ্বম্ভরের ইহার মধ্যে কিছুরই অভাব ছিল না। *

বিশ্বম্ভরের এই ভাবাবেশের অবস্থা বৈষ্ণবদিগের কৃত প্রশংসায় এবং তাঁহাকে কীর্ত্তনের অধিনায়ক করিবার প্রস্তাবে আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা যায় তিনি "মত্ত সিংহের" গতিতে গৃহে ফিরিয়া গেলে তাঁহার নানারূপ কৃষ্ণ ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে অবিরত ধারা বহিতে লাগিল এবং মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ', আর বৈষ্ণব দেখিলেই 'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' ইহা উচ্চারিত হইতে লাগিল। পাঠক! ইহা অপেক্ষা যদি বিশ্বম্ভরের উন্মাদ সংবলিত হিষ্টিরিয়া রোগের আরও কিছু প্রমাণ চাহেন, তবে তাহাও দেখাইতেছি। একদিন গদাধর তাঁহাকে তাম্বূল দিতে গিয়াছিলেন, তিনি গদাধরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'সে শ্যামল পীতবাসা কোথায়?' ইহার উত্তর যখন শুনিলেন, 'কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন।' (বোধহয় গদাধর গীতায় 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' স্মরণ করিয়া প্রবোধছলে ঐরূপ বলিয়া

* Some repressed idea or a group of ideas (complex) with its emotional side occurs to the conscious mind from within (Auto-suggestion) or from without (Hetero-suggestion), but it is resisted, repressed, or submerged into the un-conscious mind because it is un-conventional, un-ethical, or disapproved of. There, after an interval (latent period, period of incubation, meditative period) it begins to give rise to a reaction and fancies itself in an outward expression, again, uninhibited by the conscious mind. This outward expression is the hysterical stigma, and it is an epephenominon or an accident of the emotional feeling.

Sir Robert Armstong Jones, C.B.E. M.D. F.R.C.P. &c.

The Practitioner, Novr. No.1919.—page 337.

থাকিবেন।) বিশ্বম্ভর তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা কৃষ্ণ থাকার কথা শুনিবামাত্র স্বীয় বক্ষোদেশ চিরিয়া তন্মধ্যস্থিত কৃষ্ণকে বাহির করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। * তখন গদাধর আর কি করেন? বিশ্বম্ভরকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, কৃষ্ণ শীঘ্র আসিবেন। অর্থাৎ যেমন কোন ছোট ছেলে ঈপ্সিত দ্রব্য পাইবার জন্য আবদার করে এবং মা কি অন্য আত্মীয় মিথ্যা করিয়া 'এখনই দিব' বলিয়া তাহাকে ভুলায়, গদাধরও ঠিক সেইরূপ বিশ্বম্ভরকে বলিয়াছিলেন, 'একটু স্থির হও, কৃষ্ণ শীঘ্রই আসিবেন'। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ স্তোভ বাক্যেই তাঁহার মতি ফিরিয়া গিয়াছিল, তিনি স্বকীয় বুক চেরা রূপ অধ্যবসায় হইতে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হইয়াছিলেন। † আবার দেখা যায়, যেস্থানে হিষ্টিরিয়া রোগে উন্মাদ মিশ্রিত থাকে তথায় নানাবিধ প্রলাপের মধ্যে উপধর্ম্ম এবং তাহার নূতন ভাবোচ্ছ্বাস বিষয়ক প্রচুর প্রলাপ বিদ্যমান থাকে। ‡ আমাদের বিশ্বম্ভরের ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেজন্য এস্থলে (এবং অনেক স্থলে) কৃষ্ণবিষয়িণী প্রলাপোক্তি (Hallucina-

* বোধ হয় এস্থলে সাধারণ লোকের ন্যায় বিশ্বম্ভর হৃদয় অর্থে হৃৎপিণ্ডই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে একদা মহাভক্ত হনুমান্ বুক চিরিয়া লক্ষ্মণকে তত্রস্থ সীতারাম দেখাইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর এস্থলে সম্ভবতঃ তাহাই অনুকরণ করিতে গিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ হৃদয় অর্থে বুদ্ধি, ইহা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ' এই অংশের শাঙ্কর ভাষ্যে "হৃদি বুদ্ধৌ" ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব বুদ্ধির আধার হৃৎপিণ্ড নহে।

† গদাধরের ঐ স্তোভ বাক্য তাঁহার পক্ষে বিপরীতভাব প্রেরণার কার্য্য করিয়াছিল। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় ইহা counter suggestion শব্দে অভিহিত হয়। ইহা সময় বুঝিয়া দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ ফল প্রসব করে। †

† Counter suggestion, if it is to succed, must be immediate, forcible, and continued, and must be applied at the psychological moment.

Dr. Sir John Collie.

The Practioner, May No. 1921, page 227.

‡ All types of temperament may be found among hystericals, yet it is characteristic of these personalities that a powerful emotional complex is present which is incompatible with the ego-complex. One encounters certain embellishments on the part of the dementia patients which show the influence of such emotional complexes, which are also present in hystericals. It is frequently seen in forms of studied and pretentious behaviour, aristocratic gaits, philosophical enthusiasm, religious

tions—delirium) এবং হিষ্টিরিয়া-উন্মাদের আচরণ তদীয় বিচিত্র মানসিক রোগ ধর্ম্মেই যে ঘটিয়াছিল, তাহা নিরপেক্ষ বিবেচক লোক মাত্রেই বুঝিবেন। তবে অজ্ঞ অন্ধবিশ্বাসীর কথা স্বতন্ত্র।

পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন বিশ্বম্ভরের মানসিক পীড়া সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়া গুরুতর অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, বলা বাহুল্য তৎসঙ্গে তাঁহার ভাবগ্রহণ-প্রবণতাও অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহার কতক স্বেচ্ছায়, কতক বা অনিচ্ছায় হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া থাকিত। ইহা অবশ্য তাঁহার মানসিক অধিকতর দুর্ব্বলতা প্রযুক্তই ঘটিতেছিল! যদি বলেন স্বেচ্ছাপুর্ব্বক হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণ যে আহ্বান করা যায়, ইহা কি করিয়া (বিশেতঃ বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধে) বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে? এ বিষয়ে প্রখ্যাত ডাক্তার জেলিফ্ স্বীয় হিষ্টিরিয়া নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, তীব্র হিষ্টিরিয়ার (Hysteria major) আক্রমণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যে আনয়ন করা যাইতে পারে এ বিষয়ে কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও উহার স্বপক্ষে প্রমাণ আছে।* লেখক দীর্ঘকাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে থাকিয়া ইহার অনেক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক যখন ডাঃ জেলিফের উক্তিতে হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আহ্বান করার কথা জানা যাইতেছে, তখন উহার মৃদু আক্রমণ যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করা

originalities etc. These are frequent expressions of either the hysterical or dementia precoxs reactions. Delusion of social elevation in dementia precox frequently manifest themselves in exaggerated manners, studied speech, bombastic expressions, affected cloquence, and high-sounding phrases. One sees in the quasi-religious schemes such as christian seance, both hysterical and dementia precox features.

See Hysteria—Dementia precox by Ely Jelliffe A.M., M.D.

Edited by Sir William Osler, M.D. F.R.S. assisted by Thómas Mc. Crale M.D.F.R.C.P. (London) vol. V 1915, p. 695

* Again it has been denied that major hysterical attacks could be consciously induced by the mere willing, but there is evidence that negatives this view :—

Dr. Jullife.

See article—Hysteria—in A System of Medicine.

Edited by, Sir Willam Oslar, vol. V, p. 675

যাইতে পারে তাহা সহজেই (দণ্ডাপূপ ন্যায়ে) বুঝা যাইতেছে। অতএব বিশ্বম্ভরের নৈশিক বহু হিষ্টিরিয়া আক্রমণের মধ্যে কতকাংশ যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইত তাহা মনে করা যাইতে পারে। এক্ষণে বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা ও অনিচ্ছায় কিরূপে হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উদ্ভূত হইয়া সারা রাত্রি কাটিয়া যাইত, তাহা দেখা যাইতেছে।

পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন, ভাবগ্রহণপ্রবণ লোকের কোন অনুকূল ভাবোত্তেজনার কারণ উপস্থিত ও তন্নিবন্ধন মনে আবেগ সঞ্জাত হইলে তাহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ঘটিতে পারে। উহার বাহ্য লক্ষণ—পুলক, হুঙ্কার, রোদন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ সঞ্চালন, কম্প ইত্যাদি। বিশ্বম্ভরের এরূপ অবস্থা ত পূর্ব্বাবধি ঘটিয়া আসিতেছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে বৈষ্ণবদিগের নিকট যে ভক্তিভাবোদ্দীপক মধুর সঙ্গীত ও শ্লোক পাঠ ইচ্ছা-পূর্ব্বক শুনিতেন, তাহাতে তাঁহার যে আনন্দ উপজিত হইত তাহার আবেগের পরিণতি হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ। এই আক্রমণে তাঁহার আনন্দের আবেগ ব্যয়িত বা খর্ব্ব হইয়া বাহ্য উপস্থিত হইলে তিনি পুনরায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ আনন্দদায়ক সঙ্গীত ও শ্লোক পাঠ শুনিতে চাহিতেন, এবং পুনরায় ঐ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইত। বিশ্বম্ভরের এই অবস্থা মদ্যপায়ীদের অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। মদ্যপায়ীরা প্রথমে কিয়ৎপরিমাণে মদ্য পান করিয়া আনন্দ অনুভব করে, কিছুকাল পরে ঐ আনন্দ পরিক্ষীণ অর্থাৎ মদের নেসা ছাড় ছাড় হইলে সে পুনরায় ঐ আনন্দদায়ক মদ্য পানের ইচ্ছা করে এবং সুবিধা থাকিলে সে মদ্যানন্দকে জাগরিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়, যাবৎ ভূতলশায়ী না হয় (পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে)। পাঠক! বিশ্বম্ভরের মানসিক অবস্থাও ঠিক এইরূপই হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভক্ত্যানন্দ আহ্বান করিতেন এবং তাহার ফলে তাঁহার পুনঃ পুনঃ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইত। এইরূপ হইতে হইতে তাঁহার মনের এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, তখন মধুর সঙ্গীতাদি বাহ্য প্রেরণার অভাব হইলেও স্বতঃ প্রেরণা (auto-suggestion) উহার স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার সম্বিন্ মানসের অজ্ঞাতসারে অর্থাৎ অনিচ্ছায় ঐ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ সমুপস্থিত করিত। এইরূপে বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় অন্য কথায়

জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ক্রমান্বয়ে মৃদু ও তীব্র হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ঘটিতে ঘটিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হওয়া সুসম্ভব হইয়াছিল, ইহাই প্রতীত হয়। সুতরাং সারা রাত্রি ধরিয়া বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তন চীৎকার ও মধ্যে মধ্যে বিশ্বম্ভরের উৎকট হুঙ্কার ধ্বনি দ্বারা যে প্রতিবেশীদের প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইত এবং সে জন্য তিনিও তাঁহার অনুচর বৈষ্ণবগণ যে তাহাদের বিদ্বেষ ও বিরক্তির হেতু হইতেন, ইহা হয়ত তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূতই হইত না। কেহ যদি সর্ব্বদা হিষ্টিরিয়ার আবেশ ও আক্রমণের অবস্থায় থাকে তবে তাহার কি তাদৃশ কাণ্ডজ্ঞান থাকিতে পারে? যাহা হউক, উপরে বিশ্বম্ভরের যে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক হিষ্টিরিয়া আক্রমণ আহ্বানের কথা বলিলাম সেরূপ ইচ্ছার গূঢ়তত্ত্ব এখনও বুঝিতে বাকি রহিয়াছে; অর্থাৎ উহা লোকপ্রতারণামূলক কপটাচার (swindling and feigning), অথবা স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত কি না?

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের ইচ্ছা (will) আমাদের মনের একটী বৃত্তি বিশেষ। এ দিকে হিষ্টিরিয়া সেই মনের রোগ বা বিকৃতাবস্থা। কাজেই হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকের মনোবৃত্তি—ইচ্ছা কদাচ সুস্থমনা লোকের তুল্য হইতে পারে না। অতএব হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা, কেবল এস্থলে নহে সর্ব্বত্র, যে অস্বাভাবিক—পীড়িত ছিল, তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। এস্থলে তিনি সেই তাঁহার বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ পুনঃ পুনঃ আনয়ন করিতেন। তাহাতে তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান-কৃত যে কোন অপরাধ (বঞ্চনাদি) করা হইত, তাহা বলা যায় না। তাৎপর্য্য এই, তিনি স্বীয় রোগ প্রভাবেই ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন —"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"। এ স্থলেও দেখা যায় বিশ্বম্ভর স্বীয় রোগদুষ্ট প্রকৃতি প্রভাবে প্রথমে ভক্তি উদ্দীপক শ্লোক পাঠ ও গীত শ্রবণ তদনন্তর অবশ হইয়া হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ আনয়ন করিতেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে বিশ্বম্ভর তাদৃশরূপে স্বীয় কৃতকার্য্য দ্বারা যে কেবল অনুচর বৈষ্ণবদিগকে প্রতারিত করিতেন এমন নহে, তিনি নিজেও প্রতারিত হইতেন। *

---

* "While the hysteric is, to put it mildly, a victim of self-deception, deceiving others in turn."

See—Psychological Study, by Dr. Sir John Collie C.M.G. M.D.J.P.

The Practitioner, May No. 1921. p. 339.

অন্যদিকে দেখা যায় অনুচর ভক্ত-বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভরের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য, অবশ্য তাঁহার ইচ্ছানুরূপ, প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে বিশ্বম্ভরের নিকটে সমাগত হইয়া ভক্তিবর্দ্ধক শ্লোক পাঠ, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বিশ্বম্ভরের তথাকথিত অদ্ভুত ভক্তিভাবের বিকাশ বারংবার প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সঙ্গীত ও কীর্ত্তন কোলাহলে প্রায় সমগ্র রাত্রিই অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারাও ভাবাবেশের সংক্রমণতায় (contagion of emotion) ইহা বিবেচনা করিবার অবসর পাইতেন না যে, তাঁহাদের কৃত কার্য্যে প্রতিবেশীদিগের কোনরূপ অসুবিধা ও বিরক্তির কারণ হইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভরের রোগবৃদ্ধির সহিত তদীয় ভাবগ্রহণপ্রবণতার আতিশয্য ঘটায় স্বল্প প্রেরণার ফলে কখন ভক্তিভাব, কখন অবতার-ভাব, কখন আবার উভয় মিশ্র-ভাবের ক্রম-উত্তেজনা এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার পুনঃ পুনঃ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বশীভূত হওয়া ; অপিচ, ঐ আক্রমণের অগ্রপশ্চাৎ উন্মত্ত বা বালবৎ আচরণ, তৎসহ উত্তেজিত ভাবানুকূল বিবিধ প্রলাপোক্তি ; অনুচর বৈষ্ণবদিগের নিকট স্বীয় অসম্বিন্ মানসের গুহ্য-পোষিত কাল্পনিক অবতারত্ব প্রচারার্থ বিবিধ কৌশল অবলম্বন, তন্মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি-নিহিত প্রচ্ছন্ন ঐন্দ্রজালিক (Hypnotic) শক্তির অপূর্ব্ব ব্যবহার।]

পূর্ব্বোক্তরূপে বিশ্বম্ভরের বাটীর মধ্যে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণের প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কীর্ত্তন কোলাহল হইতে থাকায় প্রতিবেশীদের মধ্যে নিদ্রার ব্যাঘাত ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। সেজন্য তাহারা নানারূপ বলাবলি করিতে লাগিল। "কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই"। অপরাপরে বলিল, —"ভক্তগণ জ্ঞানযোগ-বিচার ছাড়িয়া অত্যন্ত উদ্ধতের কার্য্য করিতেছে। কিসের কীর্ত্তন! কেবা জানে? শ্রীবাস বামনই ত এত পাক করিতেছে।" ইত্যাদি। (বৃন্দাবন দাস ইহাদিগকে 'পাষণ্ডী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।) পাষণ্ডীরা এক্ষণে একটা গুজব উঠাইয়াছিল যে, যবনরাজের লোক নৌকা করিয়া আসিয়া কীর্ত্তনীয়াদিগকে বাধিঁয়া লইয়া যাইবে। ইহাতে কোন কোন ভক্ত, বিশেষতঃ শ্রীনিবাস ভীত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর কিন্তু ভয় প্রকাশ করেন নাই। একদিন তিনি সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য মাখিয়া দিব্যবস্ত্র পরিধান ও স্কন্ধে উপবীত ধারণ করত তাম্বূল চিবাইতে চিবাইতে নির্ভীকের মত নগরে বিচরণ করিতেছিলেন। এইরূপ করিতে করিতে ভাগীরথীর কূলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় একদল গরু চরিতেছে। তন্মধ্যে 'কেহ কেহ হম্বা রব করিয়া জল খাইতে যাইতেছে, কেহ কেহ উর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইতেছে। কেহ কেহ বা পরস্পর জুঝিতেছিল, কতকগুলি বা শুইয়া ছিল। বিশ্বম্ভর

ইহা দেখিয়া গর্জ্জন ও হুঙ্কার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"মুঞি সেই, মুঞি সেই"। এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি দৌড়িয়া শ্রীবাসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া "শ্রীবাস কি কর কি কর" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস তখন ঘরের ভিতরে নৃসিংহের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। বিশ্বম্ভর কোন উত্তর না পাইয়া ঘরের দুয়ারে পুনঃ পুনঃ লাথি মারিয়া ইহা বলিয়াছিলেন,—

"কাহারে বা পূজিস্, করিস্ কার ধ্যান।
যাহারে পূজিস্ তারে দেখ্ বিদ্যমান॥"

ইহার পরে শ্রীবাসের সমাধি ভঙ্গ হইলে তিনি চারিদিকে চাহিয়া—তাকাইয়া, পরে (অবশ্য বাহিরে) দেখিতে পাইলেন বিশ্বম্ভর বীরাসনে চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী হইয়া মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন ও বাম কক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীবাসের শরীরে কম্প উপস্থিত হইল, তিনি স্তব্ধ (অবাক্) হইয়া রহিলেন। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—

'(ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু)' "আরে শ্রীনিবাস।
এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ॥
তোর উচ্চ কীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলুঁ সর্ব্বপরিবারে॥
নিশ্চিন্ত আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই পঢ়' মোর স্তব॥"

শ্রীবাস বিশ্বম্ভরকে তথাবৎ দেখিয়া প্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার আশ্বাস বাক্যে শ্রীবাসের আন্তরিক ভয় দূর হইয়া সর্ব্বাঙ্গ 'হর্ষপূর্ণ' হইল। তখন বিশ্বম্ভরের আজ্ঞানুসারে তিনি দুই হস্ত যোড় করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে ভাগবতোক্ত ব্রহ্ম-মোহাপনোদন শ্লোক (ভাগবত ১০।১৪।১) উচ্চারণ করত বিশ্বম্ভরের স্তব করিলেন, পরে আপনার মুখে যাহা আসিল তাহাও বলিয়া স্তব করিলেন। ("স্বচ্ছন্দে বোলয়ে যত আইল বদনে॥") স্থূল কথা, তিনি বিশ্বম্ভরকে তখন নারায়ণ বোধে বহু অবতারের নাম উল্লেখ

করিয়া নানা ভাবে তাঁহার স্তবস্তুতি করিলেন। অপিচ, বিশ্বম্ভরকে তিনি তদবস্থ দেখিয়া অভূতপূর্ব্ব সুখও অনুভব করিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার স্ত্রীপুত্র আদিকে বাহির করিয়া আন, সকলে আমার রূপ দেখুক। আর তুমি সস্ত্রীক হইয়া আমার চরণ পূজা কর এবং যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর॥" শ্রীবাস এই আজ্ঞা পাইয়া বাটীর সকলকে বাহিরে আনিয়া বিষ্ণুপূজার যত পুষ্পাদি ছিল তাহা লইয়া বিশ্বম্ভরের চরণে অর্পণ করিলেন। আর মাল্য, ধূপ, দীপাদি যাহা ছিল তাহা দিয়াও তাঁহার চরণপূজা করিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় স্ত্রী ও দাস দাসী সহ তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর তখন সকলের মাথায় পা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমাতে তোমাদের চিত্ত হউক।" তৎপরে তিনি হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিয়া শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে শ্রীবাস! রাজার নৌকা আসিয়াছে, তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া কি তুমি মনে ভয় পাইয়াছে? আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত জীব আছে তাহাদের প্রেরক হইতেছি। আমি রাজাকে যদি ধরিতে বলি তবে রাজা ধরিতে বলিবে। যদি সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধরিতে হুকুম দেয়, তবে আমি অগ্রে নৌকায় গিয়া উঠিব এবং রাজার কাছে গিয়া যাহা করিবার তাহা করিব। আমাকে দেখিয়া রাজা কি সিংহাসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে? আমি না তাহাকে সেই স্থানে বিহ্বল করিয়া পাড়িয়া ফেলিব? যদি সে সেরূপ না হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করে তবে আমি তখন তাহাকে যে কি বলিব তাহা তোমাকে বলিতেছি।—

"শুন শুন অয়ে রাজা! সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন'॥
হস্তী, ঘোড়া, পশু, পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা! আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর' সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র বলি কান্দাউ সভারে॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা' ব্যক্ত করিব রাজাতে।

সঙ্কীর্ত্তন মানা কর' এ-গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে॥
মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিব ধরিয়া॥
হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পাখী একত্র করিয়া।
সেই খানে কাঁদাইমু 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া॥
রাজার যতেকগণ—রাজার সহিতে।
সভা' কাঁদাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস' মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ। দেখ আপন-নয়নে"॥

ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের ভ্রাতুস্সুতা নারায়ণী নাম্নী এক চারি বৎসরের বালিকাকে সম্মুখে দেখিয়া তাহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে বলিলেন। তাহাতে সে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। ('হা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত॥) তখন বিশ্বম্ভর হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ডর?" তখন শ্রীবাস দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলিলেন,—যখন কালরূপী ভগবান্ হইয়া তুমি সকল সৃষ্টি সংহার কর, তখন তোমার নাম-বলে কোন ভয় করি না; অতএব "এখনে কিসের ভয়, তুমি মোর ঘরে?" এইরূপ বলিয়া শ্রীবাস আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীবাসের গোষ্ঠী ও দাস দাসী সকলেই বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া সুখী হইলেন। অতঃপর বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিয়া ছিলেন,—"না কহিও এসব কথা কাহার গোচর॥"

ইহার পরে বিশ্বম্ভর বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া লজ্জিত অন্তরে শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন।—

"বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ ঘর॥" (চৈ,ভা,ম—খণ্ড,২ অঃ)

অতঃপর বিশ্বম্ভর অনুচর ভক্তগণকে লইয়া নবদ্বীপে ভক্তিসুখে ভাসিয়া ছিলেন। তিনি ভক্তদিগের গলা ধরিয়া কাঁদিতেন, ভক্তগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ক্রন্দন ও কীর্ত্তন করিতেন। ক্রমে নিমাঞি 'ভক্তিময়' হইয়া পড়িলেন,

যখন যেরূপ কৃষ্ণবিষয়িণী কথা শুনিতেন তখন তিনি সেইরূপ ভাবাপন্ন হইতেন। যখন তাঁহাতে দাস্য-ভক্তি-ভাব আসিত তখন তিনি দুই প্রহরকাল ক্রন্দন করিতেন, এক প্রহর হাসিতে থাকিতেন, আবার মূর্চ্ছিত হইলে এক প্রহরকাল নিশ্বাস পড়িত না। (প্রহরেক নাহি শ্বাসে)। ইহার পরে বিশ্বম্ভরের 'স্বানুভাব' (বোধ হয় অবতার-ভাব মনে উদয়) হইলে দম্ভ করিয়া উঠিয়া বসিতেন এবং "মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলিয়া হাসিতেন, এবং বলিতেন "নাড়া বুড়া (অদ্বৈত) কোথায় গেল? আমি যে ভক্তিরস ঘরে ঘরে বিলাইব। ইহা বলিয়া তখনই "কৃষ্ণ আরে বাপ!" বলিয়া কাঁদিতেন, আপনার কেশ আপনার পায়ে বাঁধিতেন। আবার কখন অক্রূযানের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িতেন, তখন নিমাঞি যেন অক্রূর হইয়া অক্রূরের মত কথা বলিতেন; যেমন,—

"মথুরায় চল নন্দ! রামকৃষ্ণ লইয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া॥" (৩ অঃ)

এইরূপে বিশ্বম্ভর নানাভাবে নানা কথা কহিতেন এবং বৈষ্ণবগণ তাহা শুনিয়া আনন্দে ভাসিতেন।

একদিন বিশ্বম্ভর বরাহাবতার ভাবের শ্লোক শুনিয়া গর্জ্জন করত মুরারি গুপ্তের বাটীতে গিয়াছিলেন। মুরারি সম্ভ্রমের সহিত তাহার চরণ বন্দনা করিলে তিনি "শূকর শূকর" বলিয়া চলিতে লাগিলেন। ইহাতে মুরারি স্তম্ভিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বম্ভর বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখস্থ জল পাত্র দেখিয়াই 'বরাহ-আকার' হইলেন, এবং স্বানুভাবে অর্থাৎ বরাহাবতার ভাবের আবেশে দাঁতে করিয়া গাড়ু তুলিলেন এবং 'যজ্ঞ বরাহ গর্জ্জিয়া চারি খুর প্রকাশ পূর্ব্বক মুরারিকে বলিলেন,—"মোর স্তুতি বোলহ মুরারি!" মুরারি তখন তাঁহার অপূর্ব্ব আকার দেখিয়া স্তব্ধ ও অবাক্য হইলেন, মুরারির এই অবস্থা দেখিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—

'প্রভু বোলে' বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এত দিন নাহি জান' মুঞি এই ঠাঞি॥"

মুরারি তখন কম্পিত কলেবরে বিনয়পূর্ব্বক স্বীয় দৈন্য জানাইয়া 'তোমার স্তুতি প্রভু তুমিই জান বলিয়া শেষে 'বেদ তোমার সর্ব্বতত্ত্ব জানে না' ইত্যাদি

বলিয়া বহুবিধ স্তব এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বেদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন।—

"হস্তপাদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদ মোর এই মত করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পঢ়ায় বেটা পরকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে'।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ তভু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥"

গৌরাঙ্গ এইরূপ বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন,—"শুনরে মুরারি! বেদের গুহ্য তোকে বলিতেছি, আমি যজ্ঞ বরাহ, সকল বেদের সার, আমিই পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম, কীর্ত্তনের আরম্ভে আমার 'অবতার', আমি ভক্তজনকে রক্ষা করি ও দুষ্টকে সংহার করি, এমন কি, পুত্র যদি ভক্তদ্রোহী হয় তাহাকেও নাশ করি"। এই স্থানে জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের মুখে নরকনামক স্বীয় পুত্র দুষ্ট বাণের সঙ্গলাভ করিয়া ভক্তদ্রোহী হওয়ার এক পৌরাণিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভর পূর্ব্বোক্তরূপে ভক্তদের গৃহে গৃহে গিয়া আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ আপনি যে অবতার হইয়াছেন, তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন; আর বৈষ্ণব সকল পাষণ্ডীদিগকে ভয় না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিশ্বম্ভর সহ পথে ঘাটে কৃষ্ণ-গান অর্থাৎ সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

(চৈ, ভা, ম খণ্ড, ৩ অ—শেষাংশ)

মন্তব্য।

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বিশ্বম্ভরের রোগবৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক সংযমশক্তির খর্ব্বতা নিবন্ধন অধুনা তাহার ভাবগ্রহণ প্রবণতা (suggestibility) অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার ফলে এই হইয়াছিল যে, সামান্য ভাবোদ্দীপক কারণ (স্বকীয় বা পরকীয় উত্তেজনা) উপস্থিত হইলেই তিনি উহার আবেগ আর মনোমধ্যে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেন না। তদ্দ্বারা তাঁহার মৃদু ও দারুণ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছিল, তৎসঙ্গে উহাদের প্রলাপাবস্থায়ও অসম্বিন্ মানসে যে সকল অবতারাদি ভাব সঞ্চিত ও জুগুপ্সিত থাকিত তাহারা বিশেষ বিশেষ আচরণ ও উক্তির দ্বারা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রোগ-স্বভাব সুলভ চাতুরী, ক্রোধ, গর্ব্ব, অতি সাহসিকতা, ভয়শূন্যতা প্রভৃতি উহাদের সঙ্গে এরূপ ভাবে এক সঙ্গে কার্য্য করিয়াছিল, যাহাতে সাধারণ লোকের মনে ইহা বিশ্বাস হইত যেন তিনি আপনার স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ সকল কার্য্য করিতেছেন। ফলতঃ মানস-পীড়া-তত্ত্ব-বেত্তৃগণ সেরূপ মনে করিতে পারেন না।

এ স্থলে বিবৃত বিষয় হইতে বিশ্বম্ভরের উল্লিখিত মানসিক দৌর্ব্বল্যের অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

১। দেখা যায়, পাষণ্ডিগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধরিবার মিথ্যা রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইলে শ্রীবাস প্রভৃতির মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। গৌরাঙ্গের মনে যে আদৌ ঐ ভয় হয় নাই এমত নহে, কিন্তু তিনি তাহা গোপন রাখিয়া অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব-দিগের মন হইতে ঐ ভয় দূর করা সর্ব্বতোভাবে উচিত স্থির করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ লেপন, দিব্য বস্ত্র পরিধান, স্কন্ধে উপবীত ধারণ এবং তাম্বূল চর্ব্বণ করতঃ নগরে বেড়াইতে বাহির হইতেন। এইরূপে নির্ভীকতা ও গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে গঙ্গার উপকূলে উপনীত হইয়া দেখিলেন তথায় একদল গরু স্বাভাবিক নানারূপ ভাব ভঙ্গীতে চরিতেছে।

এই দৃশ্য দেখিয়াই গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট হইয়া হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তিনি সহসা গর্জ্জন ও হুঙ্কার করত বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—"মুঞি সেই মুঞি সেই"। এইরূপ বলিতে বলিতে দৌড়িয়া শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া 'শ্রীবাস কি কর' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস তৎকালে ঘরের ভিতর নৃসিংহের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। সেজন্য বিশ্বম্ভর কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীবাসের ঘরের দুয়ারে লাথি মারিতে মারিতে বলিতে লাগিলেন ;—

"কাহারে পূজিস্ করিস্ কার ধ্যান।
যাহাকে পুজিস তারে দেখ্ বিদ্যমান্॥"

অতঃপর শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি চারিদিকে চাহিয়া পরে সম্ভবতঃ দুয়ার খুলিয়া বাহিরে দেখিলেন—বিশ্বম্ভর শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারণ করত বীরাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করত বামকক্ষে তালি দিয়া হুঙ্কার করিতেছেন। পাঠক! নৃসিংহ ধ্যান হইতে সদ্যোব্যুত্থিত শ্রীবাসের পক্ষে এরূপ দর্শন ও শ্রবণ অবাস্তব হইলেও বাস্তবের ন্যায় যে প্রতীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তিনি তাদৃশ অবস্থায় বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া প্রথমতঃ ভয়ে স্তব্ধ ও বাক্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তিনি হিষ্টিরিয়ার একবিধ আক্রমণের বশতাপন্ন হওয়ারই লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সংজ্ঞা লাভ করান প্রয়োজন হইয়াছিল। দেখাওথায়, বিশ্বম্ভর সে জন্য নানাবিধ প্রেরণা-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যথা—বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন,—আরে শ্রীবাস! এত দিনে আমার প্রকাশ জানিতে পার নাই? তোমার উচ্চ কীর্ত্তনে এবং নাড়ার হুঙ্কারে আমি যে সপরিবারে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিলাম, এক্ষণে তুমি কিনা নিশ্চিন্ত! আবার নাড়া (অদ্বৈত) আমাকে ছাড়িয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেল! আমি কিন্তু সাধু উদ্ধার করিব এবং দুষ্ট সকলকে নাশ করিব, তুমি কিছু চিন্তা করিও না, আমার স্তব পড়। আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে বাহিরে আনিয়া আমার রূপ দেখাও এবং তুমি সস্ত্রীক হইয়া আমার পাদ পূজা কর। ইত্যাদি। ইহার পরে শ্রীবাস তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী ঐ সকল কার্য্য করিলে তিনি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবাসের ইচ্ছামত বর দিতে চাহিয়াছিলেন এবং সকলের মাথায় পা তুলিয়া দিয়া হাসিয়া "আমাকে

তোমাদের চিত্ত হউক" বলিয়া বর দিয়াছিলেন। এক্ষণে বিশ্বম্ভর যখন বুঝিলেন তাঁহার অবতার-ভাব শ্রীবাসের হৃদয়ে যথোচিত বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিয়াছে, তখন রাজার নৌকা আসিয়াছে বলিয়া রাজভীতি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া নিজের অলৌকিক ঈশ্বর-শক্তির পরিচয় দিবার জন্য রাজাকে ও তাহার পাত্র মিত্র সকলকে বিমুগ্ধ করিবার একটী আশ্চর্য্যজনক উপন্যাস রচনা করিয়া তাহা গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার হিষ্টিরিয়ায় আক্রমণোত্তর প্রলাপই প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ তদ্দ্বারা এবং শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৪ বৎসরের বালিকা নারায়ণীকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দিতে বলিলে সে ঐরূপ করায় শ্রীবাসের মন হইতে রাজভীতি অপনীত হইয়া শান্তি ও আনন্দ উৎপাদিত হইয়াছিল। অতঃপর বিশ্বম্ভরের প্রলাপের অবস্থা তিরোহিত হওয়ায় যখন বাহ্য বা সংজ্ঞা লাভ হইয়াছিল, তখন তিনি স্বীয় কৃতকার্য্য স্মরণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া শ্রীবাসকে এ সকল কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া আপনার বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলেন। পাঠকগণ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, বিশ্বম্ভর যদি প্রকৃতই অবতার হইবেন তবে অনুচর ও ভক্ত শ্রীবাসের নিকট তাঁহার অলৌকিক শক্তির ভাবী পরিচালনার কথা প্রকাশ করিতে তিনি আবার লজ্জিত হইবেন কেন? প্রকৃত কথা এই, হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় পীড়ার প্রলাপাবস্থায় যে সকল উন্মাদ বা বালকের ন্যায় বিকৃত আচরণ ও প্রলাপোক্তি করে, সংজ্ঞা লাভ করিয়া তৎসমস্ত তাহার স্মৃতি পথে পতিত হওয়ায় স্বতঃই লজ্জিত হইয়া থাকে, এবং সে সকল অন্যে না জানিতে পারে সেজন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। পাঠক! গৌরাঙ্গ চরিতে এরূপ অবস্থা কেবল এস্থলে নহে, বহুস্থলেই লক্ষ্য করিতে পাইবেন।

ইহার পরে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর ভক্তি ভাবের উত্তেজনার বিষয়ীভূত হইয়া অনুচর ভক্তগণকে লইয়া তদনুকূল বিবিধ বাহ্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যেমন, তিনি ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তদিগের গলা ধরিয়া কান্দিতে থাকিতেন (ভক্তগণও তাঁহকে বেষ্টন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন ও রোদন করিতেন)। যখন তিনি দাস্য ভক্তিভাবে অবিভূত হইতেন তখন তিনি দুই প্রহর কাল ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন, কখন বা এক প্রহর কাল হাসিতেন। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে এক প্রহর তাঁহার নিশ্বাসই পড়িত না (প্রহরেক নাহি শ্বাসে)। মূর্চ্ছা ভঙ্গে চেতনা

হইলে অর্থাৎ প্রলাপের অবস্থা উপনীত হইলে তিনি দম্ভ প্রকাশ করিয়া বলিতেন,— "মুঞি সেই মুঞি সেই"।

অর্থাৎ এই সময় স্বতঃ প্রেরণার প্রভাবে তাঁহার অবতার-ভাব উত্তেজিত হওয়ায় তদনুরূপ বাহ্য-কার্য্য তাঁহাতে সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িত। কেন না পরক্ষণেই তিনি আবার, বলিতেন,—'নাড়া বুড়া (অদ্বৈতাচার্য্য) কোথায় গেল? আমি যে ভক্তিরস ঘরে ঘরে বিলাইব।' ইহা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অবতার ভাব অন্তর্হিত হইয়া ভক্তিভাব উত্তেজিত হইয়াছিল। তখন তিনি,—"কৃষ্ণ আরে বাপ" বলিয়া কান্দিতেন, এবং আপনার কেশ আপনার পায়ে বাঁধিতেন, ইহা অবশ্য তাঁহার বিকৃত ভক্তিভাবের উৎকট বাহ্য লক্ষণ বিশেষ মনে করা যাইবে। আবার, তিনি কখন অক্রূযানের শ্লোক পড়িয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িতেন, অপিচ তিনি যেন অক্রূর হইয়া অক্রূরের মত কথাও বলিতেন, যেমন—

"মথুরায় চল নন্দ! রামকৃষ্ণ লইয়া।
ধনুর্ম্মখ রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া॥"

এইরূপে বিশ্বম্ভর নানা ভাবে ভাবিত হইয়া নানারূপ কথা বলিতেন, ইহা যে তাঁহার রোগ ধর্ম্মে ভাবগ্রহণ প্রবণাতিশয্যে ঘটিত, তাহা না বুঝিতে পারিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গের ভাবে বিমোহিত হইয়া আনন্দে ভাসিতেন।

একদিন বিশ্বম্ভর বরাহাবতার ভাবের শ্লোক শুনিয়া গর্জ্জন করত মুরারি গুপ্তের বাটীতে দিয়াছিলেন। জীবনী লেখক ভক্ত বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,— তিনি মুরারি গুপ্তের বাটীতে গিয়া 'শুকর শুকর' বলিয়া বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেখানে একটী জলপাত্র (সম্ভবতঃ কোষা) দেখিয়া বরাহ আকার হইলেন, এবং "স্বানুভাবে" অর্থাৎ বরাহাবতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তত্র-স্থিত ১টী 'গাড়ু' দাঁতে করিয়া তুলিয়া লইলেন। পাঠক! পুরাণে কথিত আছে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করিয়া দাঁতে করিয়া জলনিমগ্ন পৃথিবীকে উত্তোলিত করিয়াছিলেন। এস্থলে বিশ্বেশ্বর তাহারই অনুকরণে ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি নাকি চারি খুরও প্রকাশ করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য মুরারি গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই দেখে নাই। গুপ্ত ইত্যগ্রে বিশ্বম্ভরকে স্বীয় ভবনে সহসা আসিতে দেখিয়া এবং তাঁহা কর্ত্তৃক 'শুকর শুকর' রব করিতে

শুনিয়া বিস্মিত হইয়া শুকর এখানে কোথায় আছে তাহা চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি বিশ্বম্ভরকে বিষ্ণু ঘরের ভিতরে হিষ্টিরিয়ায় এক বিশেষ আক্রমণের বিষয়ীভূত (যাহাতে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীর সঙ্কোচ ভাব উপস্থিত হয়) অবস্থায় দেখিয়া যে তাঁহার সঙ্কুচিত হস্তপদকে চারিটী খুর বলিয়া ভাবিয়া থাকিবেন, তাহাতে আর অসম্ভাব্য কি ? বিশ্বম্ভর চৈতন্য লাভ করিয়া যখন বুঝিলেন মুরারি গুপ্ত তাঁহার আচরণে বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি গর্জ্জন করত বলিলেন 'আমার স্তুতি পড়'। কিন্তু তখনও মুরারি অবাক্ ('স্তব্ধ') অবস্থায় ছিলেন, সেজন্য বিশ্বম্ভর তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া স্বীয় অবতারত্ব জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি এইরূপ উৎসাহ ও অভয় বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যথা—

প্রভু বোলে "বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।
এতদিনে নাহি জান মুঞি এই ঠাঞি ?"

এরূপ অনুজ্ঞাযুক্ত অভয় বাক্য মুরারির প্রতি তীব্র প্রেরণার কার্য্য করিয়াছিল। কেননা দেখা যায়, ইহা শুনিয়া মুরারি তখন কম্পিত কলেবরে স্বীয় দৈন্য ও বিনয় জানাইয়া বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং নারায়ণ বোধে তাঁহার যথা সামর্থ্য স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কৌতুকের বিষয় ? তাঁহার স্তুতি বাক্যের মধ্যে দুই স্থানে * ঈশ্বর ভাবোদ্দীপক এমন তীব্র প্রেরণার বাক্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, যে, তাহার ফলে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তৎপরে তিনি স্বীয় কাল্পনিক অবতার শক্তির অলৌকিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত উন্মাদোচিত প্রলাপোক্তিতে দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মূল দেখুন্। বিশ্বম্ভর এইরূপ ঈশ্বর ভাবের প্রলাপ বলিয়া পশ্চাৎ স্বীয় বর্ত্তমান বরাহ অবতারের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছিলেন ? (ইহা অবশ্য তাঁহার স্বতঃ প্রেরণার ফল স্বরূপ মনে করিতে হইবে) তিনি মুরারিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শুনরে মুরারি ! তোমাকে বেদের গুহ্য বলিতেছি।

---

* "যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্বতত্ত্ব না জানে তোমার॥"
অন্যত্র, "এক (হেন) সদানন্দ তুমি যে কর, বখনে।
বোল দেখি বেদে তাহা জানিব কেমনে॥"

আমি যজ্ঞ বরাহ, সকল বেদের সার, আমিই পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম। সুধী পাঠকগণ ইহা অবশ্য অবগত আছেন, বিশ্বম্ভর সকল বেদের কথা দূরে থাকুক, কোন বেদই কখন পাঠ করেন নাই। মুরারিগুপ্তও তবৈচ। অতএব বলা বাহুল্য ইহা বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোক্ত প্রলাপ কথনের একাংশ মাত্র। আবার পরেই বিশ্বম্ভর স্বীয় কাল্পনিক বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অবতারের কথা মনে করিয়া মুরারিকে বলিয়াছিলেন,—

'কীর্ত্তনের আরম্ভে আমার অবতার, আমি ভক্তজনকে রক্ষাকরি, দুষ্টজনকে সংহার করি, এমনকি, পুত্রও যদি ভক্তদ্রোহী হয় তবে তাহাকেও নাশ করি। বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের এই শেষ প্রলাপোক্তি সমর্থনের জন্য এক পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার উপরে কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বোধ হয় পাঠকদিগের বুঝিতে কোন দ্বিধা নাই যে, বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান চরিত্রে ভাবগ্রহণ-প্রবণতার আতিশয্য উপস্থিত হওয়ায় সামান্য বাহ্য-প্রেরণা এবং অনেক স্থলে স্বতঃ প্রেরণায় বিষয়ীভূত হইয়া বিবিধ আকারের ভক্তিভাব এবং বহু প্রকারের অবতার ভাব উদ্দীপিত হওয়ায় তিনি সেই সেই ভাবের কোথায় বা অনুকরণাচরণ—কোথায় বা তাহাদের বাহ্য প্রকাশার্থ নানাবিধ উন্মত্ত প্রলাপ বাক্য বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইহা অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিশ্বম্ভর ইত্যগ্রে স্বীয় অসম্বিন্ মানসে যে অবতার-ভাব গোপনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তিনি এই প্রলাপের মধ্যেও ব্যক্ত করিয়াছেন। আর ভবিষ্যতে যে অদ্বৈতের সাহায্যে স্বীয় অবতারত্ব ও ভক্তির বহুল প্রচারের কার্য্য করিবেন তাহারও আভাস দিতে ভুলেন নাই। এই সকলই তাঁহার রোগের ধর্ম্মে ঘটিতেছিল, ইহাই মনে করিতে হইবে। (উদ্বোধন ১৵, ১৵০, ১৵৹০, ১।৵০, ১।।০ পৃষ্ঠা ও তাহাদের ইংরাজী টীকা দেখুন)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভরের সহিত নিত্যানন্দের প্রথম পরিচয়। প্রথমাবধি বিশ্বম্ভর ভাবপ্রেরণার সাহায্যে এবং ঐন্দ্রজালিক কৌশল অবলম্বন দ্বারা তাঁহাকে স্ববশে আনায়ন পূর্ব্বক স্বীয় কৃষ্ণাবতারত্ব ও তাঁহার বলরাম অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, প্রকারান্তরে ভক্ত বৈষ্ণবগণের মনে এই উভয় অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন ও দৃঢ়ীকরণের কৌশল বিস্তার। মধ্যে মধ্যে বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের হিষ্টিরিয়া রোগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ এবং ভক্তগণেরও তদনুকরণে সাময়িক হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বশতাপন্ন হওয়া।]

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—বিশ্বাম্ভর বৈষ্ণব দিগের সহিত মিলিয়া নগরে ভক্ত ও সেবকদিগের ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কিন্তু ভাই * নিত্যানন্দ সঙ্গে নাই, ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং নিরন্তর তাঁহাকে স্মরণ করিতেন। এদিকে নিত্যানন্দ † বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া

---

* জীবনী লেখক নিত্যানন্দকে বিশ্বম্ভরের ভ্রাতা বলিয়া এস্থানে সহসা কেন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

† বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের যে সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গক্রমে এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এইরূপ,—

"প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান॥"

রাঢ় দেশের একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত এক মহা বিরক্ত ও উদার চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পদ্মাবতী নামে 'পরম বৈষ্ণবী শক্তি'. সম্পন্না সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বাল্য লীলায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া গৃহ ত্যাগের ইচ্ছা করিলে জনক জননী তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে তিল-মাত্রও ছাড়িতে পারিতেন না। বিশেষতঃ পিতা হাড়াই।—

" কিবা কৃষি কর্ম্মে, কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে, কিবা ঘাটে, যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চা'য়॥"

সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন এবং বিচিত্র বাল্যভাবে ঐ স্থানে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে নবদ্বীপে চৈতন্যের 'প্রকাশ' জানিতে পারিয়া সত্বরে তথায় আসিয়া নন্দনাচার্য্যের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সময় বিশ্বম্ভর ভক্ত বৈষ্ণবগণকে বলিয়াছিলেন "আরে ভাই! এখানে দিন দুই তিনের ভিতরে এক মহাপুরুষ আসিবেন।" তিনি

... ... এইমত প্রাণোপম পুত্র সঙ্গে হাড়াই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বেড়াইতেন। দৈবাৎ একদিন নিত্যানন্দের পিতার বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হইলেন। তিনি তাঁহাকে ভিক্ষা করাইয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহার সহিত কৃষ্ণ কথায় আনন্দে কাল কাটাইলেন। উষাকালে অতিথি বলিলেন, তোমার নিকট আমার আর এক ভিক্ষা আছে। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দকে আমার সঙ্গে কিছু দিনের জন্য দিতে হইবে, কেননা আমি তীর্থ পর্য্যটন করিব, আমার সঙ্গে ভাল ব্রাহ্মণ নাই। আমি উহাকে প্রাণের অতিরিক্ত দেখিব। উহার যথারীতি সকল তীর্থ দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া হাড়াই পণ্ডিত মনে মনে বড়ই চিন্তিত ও কাতর হইলেন এবং পৌরাণিক ঐরূপ নানা উদাহরণও মনে আনিলেন। শেষে পত্নীকে এই বিষয় সমস্ত বিদিত করিয়া তাঁহার অভিমত জানিতে গেলেন। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী শুনিয়া বলিলেন,—"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই মোর কথা।" ইহার পরে পিতা হাড়াই সেই সন্ন্যাসীকে নিত্যানন্দ অর্পণ করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে লইয়া গেলে, হাড়াই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিলেন। পরে বহু বিলাপ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। লোকে বলিয়াছিল "হাড়ো-ওঝা হইলা পাগল॥" বলিতে গেলে তিনি তিনমাস কাল আহার এক প্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য শোক সংবরণ করিয়াছিলেন। এদিগে নিত্যানন্দ ঐ সন্ন্যাসীর সহিত ভারতের যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে পুনরায় মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মথুরায় আসিয়া তিনি প্রেমভাবে আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিরবধি বাল্যভাব অবলম্বন করিয়া ধূলা খেলা করতঃ বৃন্দাবনের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে থাকিলেন।—

"আহারের চেষ্টা নাহি করয়ে কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥
কেহো নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণ-রস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিত কোনো দিনে করে দুগ্ধ-পান।
সেহো যদি অযাচিত কেহো করে দান॥"

চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড, ৩য় অ।

এই সম্বন্ধে ভক্তমণ্ডলীতে যেইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ--

"আজ আমি এক অপরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন আমার দুয়ারে এক উৎকৃষ্ট তাল ধ্বজরথ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পাশ্চাতে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর, এক মহাস্তম্ভ (লাঠি) স্কন্ধে, চঞ্চলগতি, বামহস্তে বেতে বাঁধা এক কাণা কলসী, নীলবস্ত্র পরিধান, মাথায় নীলবস্ত্র, বাম কর্ণমূলে এক বিচিত্র কুণ্ডল, মাতালের মত চরিত্র (হলধর যেন তান বুঝিয়ে চরিত্র), এইরূপ এক মহা অবধূত বেশধারী প্রচণ্ড ব্যক্তি দশ বিশবার বলিতে লাগিল, "এই বাটী কি নিমাঞি পণ্ডিতের ?"

আমি এরূপ 'প্রচণ্ড' ও 'উদ্দণ্ড' ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কোন্ মহাজন?" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন,—তোমায় আমায় ভাই সম্বন্ধ, সে পরিচয় কল্য হইবে।' আমি ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। বৈষ্ণব মণ্ডলীতে এই পর্য্যন্ত বলার পরে বিশ্বম্ভরেব আর বাহ্য (চৈতন্য) থাকিল না। তিনি হলধর ভাবে ভাবিত হইয়া প্রভূত গর্জ্জন করতঃ 'মদ আন্ মদ আন্' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন—'তুমি যে মদ চাহিতেছ তাহা'ত তোমার নিকটেই আছে। তুমি যাহাকে উহা দেও সে পাইয়া থাকে।' বৈষ্ণবগণ দূরে থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন ইহার কোন কারণ আছে। এদিকে বিশ্বম্ভর 'আর্য্যা তর্জ্জা' (ছড়া ও হেয়ালি) পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু অরুণ বর্ণ, তিনি হাসিয়া অঙ্গ দোলাইতেছিলেন,—যেন তিনি "সঙ্কর্ষণ" (হলধর)। ইহার পরেই নিমাঞি প্রকৃতস্থ হইয়া পূর্ব্বের স্বপ্নের অর্থ সকলকে জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—

"হেন বুঝি, মোর চিত্তে লয় এই কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥"

তৎপরে হরিদাস ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন, 'যাও, গিয়া দেখ কোথায় কে আসিলেন।' বিশ্বম্ভরের আজ্ঞায় হরিদাস ও শ্রীবাস সহরে খুঁজিতে গেলেন। পথে বলাবলি করিলেন, 'এবুঝি সঙ্কর্ষণ (বলরাম) আসিলেন। উহারা নবদ্বীপে তিন প্রহর ধরিয়া অনেক খুঁজিয়া কাহার কিছু সন্ধান করিতে না পারিয়া

ফিরিয়া আসিয়া নিমাঞিকে কহিলেন ;—কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ, এমন কি, পাষণ্ডীদিগের বাটীতেও কাহার আসার সংবাদ পাওয়া গেল না।' তখন বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন, "এই অবতারে নিত্যানন্দ বড় গূঢ়, চৈতন্য যাহাকে দেখান সেই দেখে।"

তৎপরে তিনি সকল ভক্তের সহিত মিলিয়া নন্দন আচার্য্যের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন অলক্ষিত আবেশ-যুক্ত, ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ, সদা সহাস্য বদন, এক মহাপুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহাকে 'মহা ভক্তিযোগ-পরিপূর্ণ' বুঝিয়া বিশ্বম্ভর স্বগণসহ নমস্কার করিলেন, পরে সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া কেহ কিছু না বলিয়া চাহিয়া রহিলেন। নিত্যানন্দ সম্মুখস্থ নিমাঞিকে আপন ঈপ্সিত ব্যক্তি বলিয়া চিনিলেন। পরে স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টিতে তাঁহার রূপ দেখিতে লাগিলেন।' তখন কাহারও কিছু বলা বা করা সম্ভব হইল না। এসময়ে বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে ইঙ্গিত করিয়া ভাগবতের এক শ্লোক পড়িতে বলিলেন, শ্রীবাস তাহা ত্বরিত হইয়া পড়িলেন। (ভা, ১০।২১।৫) নিত্যানন্দ ইহা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত ও অচেতন হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে আরও 'পড়, পড়' বলিয়া উৎসাহ দিলেন। ('পড়, পড়, শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়,') শ্লোক শুনিয়া কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দের চৈতন্য হইল, তখন তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনিয়া তাঁহার 'উন্মাদ' বাড়িয়া উঠিল। তিনি যেন ব্রহ্মাণ্ডভেদী সিংহনাদ করিতে করিতে ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সকলে ভাবিল তাঁহার হাড় হয়ত চূর্ণ হইয়া গেল। অন্যের বা কি, বৈষ্ণবগণও ভয় পাইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" স্মরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে গড়াগড়ি দিতে দিতে নিত্যানন্দের কলেবর নয়নের জলে সিক্ত হইল, তিনি বিশ্বম্ভরের মুখ চাহিয়া ঘনশ্বাস ছাড়িলেন এবং অন্তরে আনন্দ প্রযুক্ত ক্ষণে ক্ষণে মহা হাস্য করিতে লাগিলেন। কখন তাঁহার নৃত্য, কখন গড়া গড়ি, কখন বা বগল বাজান, আবার কোন সময়ে জোড় জোড়ে লম্ফ হইয়াছিল।

ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে গড়ি, ক্ষণে বাহুতাল।
ক্ষণে জোড়ে জোড়ে লাফ দেই দেখি ভাল॥

নিত্যানন্দের এইরূপ 'অদ্ভুত কৃষ্ণ-উন্মাদ আনন্দ' দেখিয়া গৌরাঙ্গ সকল বৈষ্ণবের সঙ্গে কান্দিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দের 'সুখ' উত্তরোত্তর

অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, যখন তাঁহাকে বৈষ্ণব সকল ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ হইল, তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে আপনার কোলে লইলেন, কোলে যাইবা মাত্র নিত্যানন্দ নিষ্পন্দ ও 'অচেষ্ট' অর্থাৎ সুস্থির হইলেন এবং চৈতন্যের প্রেমজলে ভাসিতে লাগিলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস রামচন্দ্রের কোলে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের উপমা দিয়া এবং "প্রেমভক্তিবাণে' নিত্যানন্দ যে মূর্চ্ছাগত হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দের সংজ্ঞালাভ হইলে সকলে 'হরিধ্বনি' ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখনও বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে কোলে করিয়া রহিলেন। ইহার পরে উভয়ের কেবল পরস্পর চক্ষে চক্ষে চাওয়া চাই হইল কিন্তু বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না, কেবল উভয়ের চক্ষু ঝরিতে লাগিল। এই স্থানে কথিত হইয়াছে,—

'দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ হইলা।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥'

কিয়ৎক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

——"শুভ দিবস আমার।
দেখিলাঙ ভক্তিযোগ চারি-বেদ-সার॥"
এ কম্প, এ অশ্রু, এই গর্জ্জন হুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বর শক্তি বই হয় আর॥
সকৃৎ এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনো কালে॥
বুঝিলাঙ—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ-শক্তি।
তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণ ভক্তি॥
তুমি কর' চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা' লখিবেক হেন আছে কোন্ জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেম ভক্তি ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়ে।
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নহে॥

বুঝিলাঙ—কৃষ্ণ মোর করিব উদ্ধারে।
তোমা' হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে॥
মহাভাগ্যে দেখিলাঙ তোমার চরণ।
তোমা' ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥"

গৌরাঙ্গ 'আবিষ্ট হইয়া' অবিরামে এইরূপ স্তুতি ও ঠারে ঠোরে অনেক আলাপ করিয়া শেষে সশঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোন্ দিক হইতে শুভাগমন হইয়াছে? শিশুমতি সদৃশ নিত্যানন্দ স্বীয় স্তব শুনিয়া লজ্জিত হইয়া 'এই প্রভু অবতীর্ণ' বুঝিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—'অনেকানেক তীর্থ ও যেখানে যেখানে কৃষ্ণের স্থান তৎসমস্ত দর্শন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই কৃষ্ণ দেখিতে পাইলাম না। সর্ব্বত্র সিংহাসন ঢাকা দেখিয়া ভাল ভাল লোকদিগকে 'কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন' ইহা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—'কৃষ্ণ গৌড় দেশে গিয়াছেন, নদীয়ায় বড় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, তথায় জন্মগ্রহণ করিয়া পতিতের বড় ত্রাণ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া পাতকী আমি তাই এখানে আসিয়াছি। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'আমরা সকলে ভাগ্যবান্, কেননা তোমা হেন ভক্তের এখানে আগমন ও তোমার অশ্রুধারা দেখিয়া 'কৃতকৃত্য' হইলাম।' গৌরাঙ্গের 'আমা সভা' বলায় তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া মুরারি শ্রীবাস প্রভৃতি সকলে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নানারূপ বলাবলি করিতে লাগিলেন।—

শ্রীবাস বলিলেন—"উহা আমরা কি বুঝি?
মাধব-শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"
'গদাধর বোলে "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেই বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥"
কেহো বোলে "দুই জন যেন দুই কাম।
'কেহো বোলে দুই জন "কৃষ্ণ বলরাম॥"
কেহো বোলে "আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন "শেষ" আইলা আপনি॥"
'কেহো বোলে "দুই সখা যেন "কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাঙ স্নেহ পরিপূর্ণ॥"

'কেহো বোলে দুই জনে বড় পরিচয়।
কিছু না বুঝিয়ে—সব ঠারে কথা কয়॥"

ভক্তগণ নিত্যানন্দ দর্শনে আনন্দে এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

অতঃপর সকল ভাগবতগণ নিত্যানন্দের সহিত আনন্দে কৃষ্ণ কথায় বিহ্বল ও কৃষ্ণরসে মত্ত হইয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ চারিদিকে সকলের চক্ষে আনন্দধারা দেখিয়া হাসিলেন। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের আনন্দ দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,

"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস পূজা তোমার হইব কোন্ ঠাঞি॥
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনি বুঝিয়া বোল, যারে লয় মন॥"

নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের ইঙ্গিত বুঝিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে হাতে ধরিয়া আনিলেন এবং হাসিয়া বিশ্বম্ভরকে বলিলেন "শুন এই বামনের ঘরে আমার ব্যাস পূজা হইবেক।" তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের প্রতি বলিলেন "বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর।" তখন শ্রীবাস বলিলেন 'প্রভু! ইহা কিছু ভার নহে, তোমার প্রসাদে আমার ঘরেই বস্ত্র, মুদ্গ (পাঠান্তরে দুগ্ধ বা গন্ধ), যজ্ঞসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান—বিধিযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যই বিদ্যমান আছে; কেবল পদ্ধতি পুস্তক মাত্র চাহিয়া আনিব, ইহা হইলে কল্য মহাভাগ্যে ব্যাস পূজা দেখিব। ইহাতে বিশ্বম্ভর প্রীত হইলেন এবং বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিল। তখন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বলিলেন,—তবে চল আমরা সকল পণ্ডিতের ঘরে যাই' সকলে মিলিয়া শ্রীবাসের বাটীতে যাওয়া হইল, তথায় গিয়া বিশ্বম্ভরের আজ্ঞায় দরজা বদ্ধ করা হইল, অভিপ্রায় এই আপ্তগণ ভিন্ন আর কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে না পায়। তখন বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন করিতে অনুমতি করিলেন। কীর্ত্তনের ধ্বনি উঠিলে ব্যাস পূজার অধিবাসের উল্লাসে সকলের বাহ্য দূর হইল। তখন বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ উভয়ে নাচিতে আরম্ভ করিলেন, ভক্তগণ তাহাদিগকে বেড়িয়া গাইতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে যেন চিরকালের প্রণয় ছিল, উভয়ে উভয়ের ধ্যান করিয়া এক স্থলেই নাচিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে—

'হুঙ্কার করয়ে কেহো, কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আনন্দ-মূর্চ্ছিত।
ঈশ্বরের বিকার—কহিতে জানি কত॥
খাহু ভাবানন্দ নাচে প্রভু দুইজন!
ক্ষণে কোলাকুলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চাহে।
পরম চতুর দোঁহে—কেহ নাহি পায়ে॥
পরম আনন্দ দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রহে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধরণ না যায়ে॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন, কে ধরিব তারে।
মহামত্ত দুই প্রভু, কীর্ত্তনে বিহরে॥'

বিশ্বম্ভর 'বোল বোল' বলিয়া ডাক দিতে লাগিলেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নয়ন জলে সিক্ত হইয়া গেল। নিত্যানন্দ চির অভিলষিত লাভে বাহ্য হারাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর অতি মনোহর ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহার মস্তক তাহার চরণের উপরে লাগিতেছিল, এদিকে নিত্যানন্দের পায়ের তালে ভূমি টলমল করিতেছিল. বৈষ্ণবগণ ভাবিয়াছিলেন বুঝি ভূমিকম্প হইতেছে। এইরূপ উভয়ে আনন্দে নাচিতে নাচিতে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বলরাম ভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া নিজেই ঐ ভাবের আবেশে মহামত্ত হইয়া খট্টার উপরে গিয়া বসিলেন এবং "মদ আন মদ আন" বলিয়া ঘন ঘন চিৎকার করিতে লাগিলেন। অপিচ নিত্যানন্দকে বলিলেন,—

"ঝাট দেহ' মোরে হল মুষল সত্বর।"

তখন নিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে ঐ সকল দিলেন, তিনি হাত পাতিয়া লইলেন। কেহ হাত দেখিল, আর কিছুই দেখিল না, কেহ বা হল মুষল প্রত্যক্ষ করিল। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকট হল মুষল লইয়া উন্মত্ত হইয়া "বারুণী বারুণী" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন।

("বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হৈয়া।") সকলে ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পর মুখ 'চাওয়াচাহি' করিতে লাগিল, পরে যুক্তি করিয়া এক ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল আনিয়া বিশ্বম্ভরকে দিলেন, তিনিও উহা (বারুণী) মদ মনে করিয়া পান করিলেন। এদিকে ভক্তগণ চারিদিকে 'রামস্তুতি' (বোধহয় বলরামের স্তব) পড়িতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ তখন 'নাড়া নাড়া নাড়া' অনেক্ষণ বলিয়া ঘন ঘন মাথা চালিতে লাগিলেন ("নাড়া নাড়া নাড়া" প্রভু বোলে অনুক্ষণ॥ 'সঘনে ঢুলায় শির "নাড়া নাড়া" নাড়া বোলে।') সকলে নাড়ার সন্দর্ভটা বুঝিতে না পারিয়া কাহাকে নাড়া বলিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

প্রভু বোলে "আইলু মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
'অদ্বৈত আচার্য্য' বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহবে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈয়া॥
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার॥
বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত-স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম সভারে না দিমু প্রেম যোগ।
নগরিয়া প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"

ইহা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে 'শ্রীশচীনন্দন' সুস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" তদুত্তরে ভক্তগণ বলিল "কিছু উপাধিক নহে।" অর্থাৎ তেমন বিশেষ কিছু নহে। তখন গৌরাঙ্গ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ।"

ভক্তগণ গৌরাঙ্গের কথায় হাসিতে লাগিলেন। এদিকে—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥"

সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ'॥
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্যভাবে পূর্ণ হইল সর্ব্বকলেবর॥
কোথা বা থাকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মূল॥"

এইরূপ 'মহাধীর' (মহাবীর?) নিত্যানন্দ চঞ্চল হইলে গৌরাঙ্গ নিজে তাঁহাকে স্থির হও বলিয়া ধরিয়া স্থির করিলেন, গৌরাঙ্গের বাক্য মত্ত-সিংহ তুল্য নিত্যানন্দের পক্ষে 'অঙ্কুশ' স্বরূপ হইল। তখন গৌরাঙ্গ তাহাকে, স্থির হও, কাল ব্যাস পূজা করা চাই, ইহা বলিয়া আপনার বাটীতে গেলেন, ভক্তগণ আপন আপন গৃহে গেলেন, নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাটীতেই থাকিলেন।

নিত্যানন্দ কতক রাত্রিতে হুঙ্কার করিয়া নিজের দণ্ডকমুণ্ডল ভাঙ্গিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,—

ইহা কেন করিয়াছিলেন তাহা কাহারও বোধ্য নহে। রামাই পণ্ডিত প্রভাতে উঠিয়া দণ্ড কমুণ্ডল ভাঙ্গা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শ্রীবাসের নিকট উহা জানাইলেন, শ্রীবাস গৌরাঙ্গকে এই সংবাদ জানাইতে বলিলেন। গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দের নিকট আসিয়া দেখেন তিনি বাহ্য শূন্য হইয়া খল খল হাসিতেছেন। ('বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর) তখন ঐ ভগ্ন দণ্ড হাতে তুলিয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন, শ্রীবাসাদি সকলেও গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর ঐ দণ্ড গঙ্গায় রক্ষা করিলেন। এদিকে চঞ্চল স্বভাব নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনিতেন না। যখন তিনি কুম্ভীর দেখিয়া হুঙ্কার করত তাহা ধরিবার জন্য নির্ভয়ে সাঁতার দিয়া মাঝগঙ্গায় গিয়াছিলেন, গদাধর ও শ্রীনিবাস উহা দেখিয়া 'হায় হায়' করিয়াছিলেন। কেবল চৈতন্যের বাক্যে তিনি স্থির হন বলিয়া চৈতন্য তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন. "ব্যাসপূজা আজি তুমি করহ সত্বর।" এইকথা শুনিয়া নিত্যানন্দ তখন স্নান করিয়া বিশ্বম্ভরের সহিত শ্রীবাসের বাটীতে আসিলেন। ভক্তগণও তথায় আসিয়া মিলিত হইলেন এবং 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য্য হইয়া চৈতন্যের আজ্ঞায় সকল কার্য্য

করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা সেজন্য সকল কার্য্য 'বিধিবোধিত' রূপেই নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। যেমন,—

দিব্য-গন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া বলিতে লাগিলা॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর॥
শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।
ব্যাস তুষ্ট হৈলে, সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা॥"
এদিকে, যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচন-পাঠ—প্রবোধ না লয়॥
কি বা বোলে ধীরে ধীরে, বুঝান না যায়।
মালা হাতে করি পুন চারি দিকে চায়॥

তখন, শ্রীবাস গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।"

অর্থাৎ তোমার নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিতেছেন না। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর দৌড়িয়া শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

'প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট, কর ব্যাসের পূজন॥"

ইহাতে নিত্যানন্দ মালা তুলিয়া লইয়া বিশ্বম্ভরের মস্তকের উপর দিলেন। তৎকালে বিশ্বম্ভর ষড়্‌-ভুজ হইয়া নিত্যানন্দকে দেখা দিলেন। তখন—

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা নিতাই বিহ্বল॥
ষড়্‌ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইলা নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী তলে—ধাতু মাত্র নাই॥

বৈষ্ণবগণ ইহা দেখিয়া ভয় পাইয়া "রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ!" ইহা স্মরণ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথনন্দন (গৌরাঙ্গ) 'ঘন বিশাল গর্জ্জন' করত ও কক্ষে তালি দিয়া নিত্যানন্দের গায়ে নিজ হাত দিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—

"উঠ উঠ নিত্যানন্দ! স্থির কর চিত।
সঙ্কীর্ত্তন শুন—যে তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত করিলা অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ আর॥"

আর তোমার এত প্রেম ভক্তি যে, তুমি প্রেমময়, তুমি ভক্তি না দিলে কাহার ভক্তি হয় না। এক্ষণে আত্ম সম্বরণ করিয়া উঠ, যাহাকে নিজ জন মনে কর তাহাকে ভক্তি বিলাও। তোমাতে যাহার তিলার্দ্ধেক দ্বেষ থাকে সে আমাকে ভজনা করিলেও আমার কভু প্রিয় নহে।

নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের বাক্যে সংজ্ঞা এবং ষড়্‌ভুজ দর্শনে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যখন বিশ্বম্ভর অবতার তখন তাঁহার পক্ষে ষড়্‌ভুজ প্রদর্শন বিস্ময়জনক নহে। আর নিত্যানন্দের সর্ব্বদা দাস্যভাব, যেমন রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মণের দাস্যভাব—মন প্রাণ সমর্পণ, নিত্যানন্দ স্বরূপেরও চৈতন্যচন্দ্রের প্রতি সেইরূপ সর্ব্বদা দাস্যভাব জানা যায়। এইস্থানে তিনি অনন্তদেবের গূঢ়তত্ত্ব সর্ব্ববেদে ও ভবাগতে কথিত আছে ইহা উল্লেখ করিয়া তৎ-তাবৎ নিত্যানন্দে আরোপ করিয়াছেন। শেষে নিত্যানন্দের নিজ ও বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা তাহা নিত্যানন্দের মুখে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—

'নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর এক জন॥"
'অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর, সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহর স্তুতি করে।
সেই সে মোহর ভৃত্য, পাইবেক মোরে॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি

তৎপরে নিত্যানন্দ বাহ্য পাইয়া বহু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বম্ভর সকলের প্রতি এইরূপ বলিলেন,—

"পূর্ণ হইল ব্যাসপূজা, করহ কীর্ত্তন।"

তৎপর সকলে প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া চতুর্দ্দিকে সহসা কৃষ্ণধ্বনি করিয়া উঠিল,

এ দিকে নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র মহামত্ত দুই ভাই এক ঠাঁই নাচিতে আরম্ভ করিলেন। কাহারও 'বাহ্য নাঞি'। সকল বৈষ্ণব ব্যাস পূজার উৎসবে আনন্দে বিহ্বল হইয়া—

'কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ গড়াগড়ি যায়।
সভেই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥ ৫ম, অ,

এইরূপ 'ব্যাস পূজার রঙ্গে' বিশ্বম্ভরের বৈষ্ণবগণ সহ নৃত্য ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে দিবা অবসান হইল। উপরিউক্ত মতে তিনি নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশ করনানন্তর 'সর্ব্বগণ' লইয়া স্থির হইলেন, তখন শ্রীবাসকে ব্যাসের নৈবিদ্য সত্বর আনিতে বলিলেন। বহু উপচারের নৈবিদ্য আনিত হইল, বিশ্বম্ভর স্বহস্তে উহা সকলকে বিতরণ করিলেন। বাটীর ভিতরে যাহারা ছিল তাহাদিগকেও ডাকাইয়া আনিয়া নিজ হস্তে নৈবিদ্য দিলেন। সকলে উহ আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

শচীমাতা নিভৃতে বসিয়া এতক্ষণ রঙ্গ দেখিতেছিলেন এবং বিশ্বম্ভরও নিত্যানন্দ দুই জনকেই স্বীয় পুত্র মনে ভাবিয়া লইয়াছিলেন।

(চৈ, ভা, ম, খ, ৩য় অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত)

মন্তব্য

চৈতন্য ভাগবতকার এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ চরিত্র বর্ণনায় যেরূপ বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লিপি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপরে সুবুদ্ধি পাঠকগণের জন্য আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন না হইতে পারে। পরন্তু আমরা যখন গৌরাঙ্গ চরিত্র ও তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্যের চরিত্রেরও আয়ু-বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন এস্থলেও তাদৃশ আলোচনার অবশ্য প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে গৌরাঙ্গের রোগ ধর্ম্মে মানসিক সংযম শক্তির খর্ব্বতায় স্বকীয় ও পরকীয় ভাব প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। এস্থলে তাহারই কার্য্যকারিত্বের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক সময় সম্ভবতঃ তাঁহার মনে উদয় হইল 'আমি যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামও ত অবশ্য পূর্ব্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু কৈ? তিনি ত সঙ্গে নাই ইহা দেখিয়া দুঃখিত হইতেন ও নিরন্তর তাঁহার স্মরণ অর্থাৎ চিন্তা করিতেন। বলা বাহুল্য ঐ চিন্তা তাঁহার অসম্বিন্ মনে স্বতঃ-প্রেরণার কার্য্য করিতেছিল, এবং তাহার ফলে তিনি একদিন বলরাম বিষয়ে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন ও দেখিয়াছিলেন। ঐ স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করিয়া ২।৩ দিনের মধ্যে নবদ্বীপে একজন মহাপুরুষ আসিবেন, ইহা বলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ঐ স্বপ্ন কথা বর্ণনা করিতে করিতে (মূল দেখুন) হলধর ভাবে আবিষ্ট হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে (প্রলাপাবস্থায়) গর্জ্জন করতঃ মদ্ আন মদ্ আন বলিয়া চীৎকার, তদন্তর বলরাম ভাবের যেরূপ হাস্যজনক অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে। পাঠক! এস্থলে বিশ্বম্ভরের অভিনয় কেবল হাস্যজনক বলিলে প্রচুর বলা হয় না, কেননা তিনি এক ভাঁড় গঙ্গাজল পান করিয়া মাতালের মত গা দোলাইতে ছিলেন, তাঁহার চক্ষুঃ অরুণবর্ণ হইয়াছিল, আর্য্যা তর্জ্জা পড়িয়া অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তিও করিয়াছিলেন;

অর্থাৎ তিনি যেন প্রকৃতই হলধর (মাতাল) রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য স্বতঃ-প্রেরিত বলরাম ভাবের উত্তেজনায় বাহ্য লক্ষণ, পরন্তু ইহার মধ্যে বিশ্বম্ভরের এরূপ গূঢ় অভিসন্ধি থাকিতে পারে যে, পূর্ব্ব হইতে বলরাম ভাব ভক্তগণের মনে উদ্দীপিত করিয়া রাখিলে আগমমান মহাপুরুষকে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অনায়াসে বলরাম রূপে গৃহীত করান যাইতে পারিবে। দৈবাৎ, এমন সময়ে সন্ন্যাসবেশধারী এক ব্যক্তি বৃন্দাবন হইতে গৌরাঙ্গের নবদ্বীপে অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ শ্রুত হইয়া তথায় আসিয়া নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে যে, গৌরচন্দ্র এই সংবাদ এবং ঐ সন্ন্যাসীর পরিচয় কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে বলরাম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে এস্থলে ইহাও অবিশ্বাস্য নহে যে, বিশ্বম্ভর-সদৃশ হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর পক্ষে দূরস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর সাক্ষাৎ দর্শন-বা শ্রবণ-জ্ঞান ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও উহা তাহার মনে উদিত হইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় ইহারা পর্য্যায়ক্রমে Clairvoyance এবং Clairaudiance শব্দে অভিহিত হয়। গৌরাঙ্গের মানসিক রোগ জনিত এরূপ অসাধারণ ইন্দ্রিয়-শক্তির পরিচালন কিছুমাত্র অসম্ভব বা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারও নহে; এই কারণে তিনি এক্ষেত্রে নিত্যানন্দের এবং ইতঃপরে পুণ্ডরীকেরও নদীয়ায় আগমন-সংবাদ ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। যেরূপেই হউক বিশ্বম্ভরের স্বপ্ন দৃষ্ট তথাকথিত মহাপুরুষ বিশেষের আগমন বার্ত্তা নিত্যানন্দের আগমনে সত্য হইয়াছিল। এক্ষণে স্বপ্ন দৃষ্ট ব্যক্তির সহিত গৌরাঙ্গের কিরূপে আত্মপরিচয় হইয়া ভ্রাতৃসম্বন্ধ থাকা প্রকাশ পায়, তাহা জানিতে বাকি রহিয়াছে। ইহা সহসা মনে হইতে পারে ইনি বুঝি অমুদ্দিষ্ট অগ্রজ বিশ্বরূপই বা হইবেন, কিন্তু তাহা নহে, ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই হাড়ো ওঝার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ। ইনি সহসা লোক মুখে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অবতারত্ব প্রকাশের কথা শ্রুত হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বৃন্দাবন হইতে দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া নন্দন আচার্য্যের ভবনে অল্পকাল বাস করিতেছিলেন। নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর এতদুভয়ের মানসিক অবস্থা, ভাব প্রবণতা এবং পৈতৃক মাতৃক স্নেহ ভাজকতাদি অনেকটা সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল। তদ্ভিন্ন নিত্যানন্দের

বৃন্দাবনের আচরণ দ্বারা বিশ্বম্ভরের ন্যায় নিত্যানন্দেরও হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত থাকা সূচিত হয়। তবে বর্ত্তমানে উভয়ের মধ্যে সঙ্কল্পগত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। একের (নিত্যানন্দর) উদ্দেশ্য-দাস্য ভাবেই কৃষ্ণাবতারের দর্শন লাভ। অন্যের (বিশ্বম্ভরের) নিত্যানন্দের নিকট স্বীয় কৃষ্ণাবতারত্ব জ্ঞাপন এবং তাঁহাকে বলরামের অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করন। উভয়ের এই বিভিন্ন উদ্দেশ্য উভয়ের প্রথম সন্দর্শনে কিরূপ ও কতদূর সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাই জ্ঞাতব্য হইতেছে।

প্রথমে বিশ্বম্ভর ভক্তগণসহ নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গিয়া নিত্যানন্দকে দেখিলেন একজন তেজঃপুঞ্জ সুপুরুষ, অলক্ষিত আবেশস্থ, যেন ধ্যানসুখে পরিপূর্ণ অথচ সতত হাস্যপর অবস্থায় বসিয়া আছেন। নিত্যানন্দের এই হিষ্টিরিয়ার সাপ্নিক অথবা মৃদু আক্রমণের অবস্থা বিশ্বম্ভরের যে অপরিজ্ঞাত বিষয় ছিল, এমন বোধ হয় না। কিন্তু বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন বিশ্বম্ভর ইহাকে নিত্যানন্দের 'মহা ভক্তিযোগ' বুঝিয়া গণসহ তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিলেন। আর সঙ্গী ভক্তিগণ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেহ কিছু বলিলেন না। এদিকে নিত্যানন্দ সম্মুখস্থ অসাধারণ রূপলাবণ্য সম্পন্ন, সুগঠিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিশ্বম্ভরকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকেই তাঁহার বাঞ্ছিত পুরুষ বলিয়া অবধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে যে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অত্যধিক আনন্দের ফলে তিনি একবিধ হিষ্টিরিয়ায় আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেন।* তাহাতে তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া এবং অবাক্ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের এই জড় ভাবকে স্তম্ভিত শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া উহার কারণ ও লক্ষণ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
এক-দৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর রূপ চা'য়॥

---

* উদ্বোধনের ১/॰ পৃষ্ঠায় + চিহ্নিত ইংরাজী নোটে হিষ্টিরিয়া রোগীর ভিতরে ভিতরে সংজ্ঞা (Consciousness) অথচ উহার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকায় প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এই মত নিত্যানন্দ হৈলা স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু, সভেই বিস্মিত॥

চৈ, ভা, ম, খ, ৪র্থ অধ্যায়।

এই স্তম্ভিতের লক্ষণ বর্ণনায় 'দরশনে পান' স্থলে দরশনে চা'ন, এরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে প্রকৃত বিষয়ের দুর্ব্বোধ্যতা কতকটা লাঘব হইতে পারে। অর্থাৎ নিত্যানন্দের এই অবস্থায় জিহ্বা হিলিতেছিল কিন্তু বাঙ্ নিষ্পত্তির সামর্থ ছিল না, চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছিল কিন্তু কোন দৃশ্যপদার্থ অনুভূত হইতেছিল না, বাহু যেন আলিঙ্গনের জন্য উদ্যত হইয়াই নিরস্ত ছিল, আঘ্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গোচরীভূত না হইয়া নাসিকায় আবদ্ধ রহিয়াছিল এবং দৈহিক অন্য কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতেছিল না। পাঠক! ঈদৃশ স্তম্ভিত বা চিত্রার্পিতের অবস্থা সহজ ব্যক্তির যখন হটাৎ অতিশয় হর্ষ, বিস্ময়, ভয়, শোক হইতে উপস্থিত হইতে পারে তখন ভাবপ্রবণ হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই অবস্থা সংঘটিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ অবস্থা হিষ্টিরিয়া রোগীতে সময়ে সময়ে অস্থায়ীভাবে উপস্থিত হওয়ার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের নিরতিশয় হর্ষপ্রযুক্ত এস্থলে তাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা প্রতীত হয়। সাধারণ লোকের পক্ষে এই স্তম্ভিত অবস্থা বোধগম্য হওয়া দুরূহ। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ও হিষ্টিরিয়ার ভুক্তভোগী ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন; সে জন্য বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের প্রাগুক্ত স্তম্ভিত অবস্থার ব্যাপারটা যে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি যে কেবল নিত্যানন্দের তাৎকালিক মানসিক অবস্থা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই নহে; বস্তুতঃ ইহা নিত্যানন্দের নিকট আত্ম (স্বীয়) অবতারত্ব প্রকাশের পক্ষে অনুকূল বিবেচনা করিয়া তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত উপায়ও অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।*

* 'বুঝিলেন সর্ব্ব-প্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দে জানাইতে সৃজিলা উপায়॥'

চৈ, ভা, ম, খ, ৪র্থ।

দেখা যায়, তিনি এই সময়ে শ্রীবাসকে ভাগবতের এক শ্লোক পড়িতে ইঙ্গিত করেন। শ্রীবাস তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ-ধ্যান বিষয়ক এক শ্লোক পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ শুনিবামাত্র মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন। তখন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের হিষ্টিরিয়া আক্রমণের তীব্রতা কতদূর হয়, ইহা জানিবার জন্য কৌতুহলী হইয়া হউক, অথবা স্বীয় অন্য কোন অভিসন্ধি সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হউক, শ্রীনিবাসকে আরও পড় পড় বলিয়া আদেশ করিলেন। শ্লোক পাঠ শুনিতে শুনিতে (by Hetero-Suggestion) নিত্যানন্দের হিষ্টিরিয়ার মৃদু আক্রমণ ইদানীং এক অতি তীব্র আক্রমণে পরিণত হইল। উহার লক্ষণ ঘোরতর আছাড় কাছাড়, গড়াগড়ি, ভীষণ নৃত্য ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ যখন নিত্যানন্দকে ধরিয়া তদীয় এই উন্মাদ-কৃত্য হইতে স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে লইলেন। ক্রোড়ে যাইবামাত্র নিত্যানন্দ স্থির হইলেন। সম্ভবতঃ বিশ্বম্ভরের শীতল অঙ্গ স্পর্শে এবং অজস্র নয়ন ধারা দেহে পতিত হওয়ায় নিত্যানন্দের ঐ উৎকট উত্তেজনা সহসা প্রশমিত হইয়াছিল। পরন্তু, ভিতরে চৈতন্য থাকিলেও তিনি এক্ষণে বিশ্বম্ভরক্রোড়ে নিস্পন্দ ও 'অচেষ্ট' অবস্থায় কতক্ষণ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস উভয়ের ব্যবহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—

'নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহ কিছু না বলে ঝরয়ে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় বিবশ* হইয়া।
দোঁহায় নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥'

পাঠক! এ ব্যাপারটার কি তাহা কি বুঝিয়াছেন? ইহা ত নিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বম্ভরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়া। ইহা অনেকে হয় ত জানেন যে, যদি কাহাকে ঐ শক্তির অধীনে আনিতে হয় তবে তাহার চক্ষুর তারকায়

* এস্থলে দুইজনেই বড় বিবশ হওয়ায় কথা সঙ্গত বোধ হয় না, নিত্যানন্দ প্রকৃতই বিবশ বা অবশ হইয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর বিবশের ভাণ করিয়া থাকিবেন, কেননা জানা যায় পরমুহূর্ত্ত হইতেই তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রতি স্বীয় দৃষ্টি কিয়ৎকালের জন্য একাগ্রভাবে সংলগ্ন রাখিতে হয়। ঐ ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলমনা হয় তবেই তাহাকে স্বীয় যাদুশক্তির অধীনতায় আনা যাইতে পারে। এ স্থলে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে ঐ শক্তির বশে আনিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাঁহার দৃষ্টির প্রতি স্বীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ ও তাহা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ নৈসর্গিকনিয়মে বিশ্বম্ভরের ঐ যাদুদৃষ্টির প্রতিরোধ চেষ্টায় বিশ্বম্ভরের প্রতিও একাগ্র দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। উভয়ের এই অধ্যবসায়ে উভয়ের নয়নে ধারা বহিয়াছিল। শেষে নিত্যানন্দের পরাভব তত সহজ সাধ্য নহে বুঝিয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের ভক্তি বিষয়ে বহু প্রশংসা (মহাভক্তিযোগ), তাহাতে ঈশ্বর শক্তির নিশ্চয় বিদ্যমানতা এবং তাঁহার শুভাগমনে আপনাদের বিশিষ্ট ভাগ্যোদয় হইল, ইত্যাদি স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তৎপরেই যেন অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে নিত্যানন্দের কোন দিক্ হইতে শুভাগমন হইয়াছে তাহাও জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন এ সমস্ত বিশ্বম্ভরবাক্য নিত্যানন্দে তীব্রভাব-প্রেরণার কার্য্য করিয়াছিল; কেন না তিনি উক্ত আত্মপ্রশংসা-ব্যঞ্জক বাক্য শুনিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং বিশ্বম্ভরের কোল হইতে নামিয়া তাঁহার সম্মুখে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বম্ভরের প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বকীয় তাৎকালিক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সময়ে নিত্যানন্দের মনোভাব কদাচ স্বাভাবিক থাকা সম্ভব হইতে পারে না। উহা তাঁহার অসম্বিন্ মানসের অভিব্যক্তিই স্থির করিতে হইবে; কেন না তখন সসম্বিন্ মানস ত নিষ্ক্রিয় ছিল। এজন্য দেখা যায়, নিত্যানন্দের উত্তরে বহুবিধ অবিশ্বাস্য ও কাল্পনিক কথার নির্দ্দেশ আছে; হয়ত এই সময়ে তাঁহার রোগ-ধর্ম্মে মূর্চ্ছোত্তর প্রলাপের অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই উত্তরের মধ্যে নিত্যানন্দের চির-অভ্যস্ত দাস্য-ভাব বিচলিত না হইয়া সংরক্ষিত থাকা ও তৎসঙ্গে বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণাবতারত্ব স্থাপিত হওয়া প্রকারান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দে বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক আরোপিত ঐশীশক্তির কোন অভিমান-ভাব ব্যক্ত হয় নাই। না হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, বিশ্বম্ভরে ঐ ঐশী-ভাবেরপ্রেরণা ব্যর্থ হয় নাই, তাঁহার অসম্বিন্ মানসে উহা কার্য্য করিতেছিল—(Meditation), ভবিষ্যতে আরও কিছু অনুকূল প্রেরণা লাভ করিলে তাহার ফল বাহ্যে প্রকাশ পাইবে।

সম্প্রতি বিশ্বম্ভরের যাদুকরী শক্তি সঞ্চালনে কিরূপ ফলোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাই অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।—

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে বিশ্বম্ভর ভক্তগণ লইয়া নিত্যানন্দের সহিত কৃষ্ণরস আলাপনে কিঞ্চিৎকালক্ষেপণ করিয়া যখন দেখিলেন নিত্যানন্দ আনন্দিত আছেন, সকলের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন, তখন তাঁহাকে যেন কত কালের পরিচিত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী জানিয়া বলিলেন,—'শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি! কল্য পূর্ণিমা তোমাকে ব্যাস পূজা করিতে হইবে, যাহার বাটীতে উহা হইবে তাহা বুঝিয়া বল।' নিত্যানন্দ এই প্রেরণায় চালিত হইয়া তৎক্ষণৎ শ্রীবাসকে বিশ্বম্ভরের নিকট আনয়ন করিলেন।* বিশ্বম্ভর তখন হাসিয়া বলিলেন, এই বামনের বাটীতেই ব্যাসপূজা করা হইবে, আর শ্রীবাসের প্রতি বলিলেন "বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥" তখন শ্রীবাস বলিলেন,— ব্যাস পূজার সকল উপকরণ তাঁহার ঘরে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐ পূজার অনুষ্ঠান পদ্ধতি খানি চাহিয়া আনিতে হইবে, মহাভাগ্য থাকিলে কল্য ব্যাস-পূজা দেখিব। এদিকে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে তাদৃশ ভাবে স্বীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে দেখিয়া "প্রীত" হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ দ্বারা তাঁহার অভিলষিত কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে। ইহার পরেই দেখা যায়—বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

"শুন শ্রীপাদ গোসাঞি!
শুভ কর' সবে পণ্ডিতের ঘরে যাই॥"

নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের বাক্যে আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সকলের সঙ্গে শ্রীবাসের বাটীতে গিয়াছিলেন। পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের নিকট সদ্য পরিচিত হইয়াও কিরূপ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িতেছেন।

শ্রীবাসের বাটীতে সকলে পৌছিবার পরে বিশ্বম্ভর কি করিয়াছিলেন?

---

* ইহার মধ্যে রহস্য এই—যাদুকরী শক্তির অধীনস্থ ব্যক্তি যাদুকরের যেরূপ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ উহার ইচ্ছাও বুঝিতে পারিয়া তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়াও থাকে। এস্থলে বিশ্বম্ভর প্রস্তাবিত ব্যাসপূজা শ্রীবাসের বাটীতে অনুষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন। সেই ইচ্ছা-প্রেরিত হইয়াই অবশভাবে ঐ অপরিচিত বা সদ্য-পরিচিত শ্রীবাসকে ধরিয়া বিশ্বম্ভর সমীপে উপস্থিত করা নিত্যানন্দের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

কেন? তিনি তথায় পৌছিয়াই বাটীর দ্বার বন্ধ করতঃ কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ উভয়কে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে কীর্ত্তনের ধ্বনি যেমন উঠা তেমনি নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের বাহ্য হারাইয়া হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত হওয়া। ইহা অসম্ভব নহে, কীর্ত্তন শুনিয়াই উভয়ের যুগপৎ ভাবোচ্ছাস এবং তাহার ফলে উভয়েরই সম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল, (মূল দেখুন) পরন্তু ইহা মনে হয়, প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের আক্রমণের প্রকার দেখিয়া সদৃশ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, (উদ্বোধন ১।/০) কিন্তু পরে তাহা যে তাঁহার পূর্ব্ব-অভ্যস্ত আক্রমণে পরিণত হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধ হয়। তখন উহার বাহ্য প্রকাশের উপরে তাঁহার কোন আয়ত্তি (control) ছিল না এবং তাহা উভয়ের আক্রমণ-লক্ষণের পরস্পর তারতম্যে প্রকাশ পাইয়াও থাকে। তাহার ২।১টী স্থল প্রদর্শিত হইলে যথেষ্ট হইতে পারে। তদ্ যথা,—

"বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর॥
আর, টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদ-তালে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে॥

অর্থাৎ দুই জনের নৃত্যে যে কত প্রভেদ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—এক জনের নৃত্য মনোহর, অন্য জনের নৃত্য ভয়াবহ। তদ্ভিন্ন উহাদের প্রকার-গত যথেষ্ট পার্থক্যও লক্ষিত হয়। গৌরাঙ্গের মনোহর নৃত্যে তাঁহার মাথা পায়ে ঠেকিতেছিল, আর নিত্যানন্দের নৃত্যে পায়ের তালে ভূমিকম্পের সদৃশ অবস্থা (বোধ হয় ভীষণ শব্দ) হইয়াছিল। সুধীপাঠক! এই উভয় বিধ নৃত্য (অন্যান্য লক্ষণের কথা দূরে থাকুক) কি ভক্তিযোগের অঙ্গীভূত বলিয়া ববেচনা করেন? অন্ততঃ গীতাশাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখে এরূপ নৃত্যের কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। আর বিশ্বম্ভর যে ব্যাস-পূজার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, গীতার কোথায়ও উহার উল্লেখ নাই। বস্তুতঃ এরূপ বিচিত্র উৎকট নৃত্য ভক্তিযোগের লক্ষণ হইতে পারে না বরং উহা ভূতোন্মাদ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ-বিশেষ বলিয়া স্থির করিতে হয়। আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে বায়ু-দুষ্ট উন্মাদে 'মনোহর নৃত্য'

একটী লক্ষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্বোধন—৶০ ও ।০ পৃষ্ঠা দেখুন) আর, পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদেও হিষ্টিরিয়ার লক্ষণে বহুবিধনৃত্যের নির্দ্দেশ আছে, তন্মধ্যে এস্থলে কেবল গৌরাঙ্গের তথাকথিত 'মনোহর' নৃত্যে যে অঙ্গভঙ্গী হইয়াছিল তাদৃশ অঙ্গভঙ্গী গৌরাঙ্গের বায়ুরোগের যে বিশেষ লক্ষণ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মূলে বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের নৃত্যে তিনি কোন্ দিক্ দিয়া পায়ে মাথা নোয়াইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। পরন্তু জানা যায় হিষ্টিরিয়া রোগে রোগী চারিদিক দিয়াই মাথা পায়ে লাগাইতে পারে। যেমন সম্মুখ দিকে এরূপ করিলে তাহার নাম Emprosthot´onas, পার্শ্বে ঐরূপ করিলে তাহার নাম Pleurothot´onos, আর পশ্চাৎদিকে ঐরূপ বক্র হইলে তাহাকে Opisthot´onos বলা হয়।* অতএব ভক্তগণ যাহাই বলুন বিশ্বম্ভরের এই 'মনোহর' নৃত্য তাঁহার রোগের লক্ষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর নিত্যানন্দের নৃত্য, সম্ভবতঃ উৎকট উল্লম্ফন, যাহা ভূমিকম্পের সহিত তুলিত হইতে পারে, এমন কি, যাহাতে মাটী কাঁপিয়াছিল, তাহা ভক্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষেই ভয়াবহ হইয়াছিল!

অতঃপর নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গের গড়াগড়ি দেওয়ার কথা। ইহাও উভয়ের নৃত্যের ন্যায় বীভৎস ব্যাপার। বৃন্দাবন দাস ইহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

'পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপন লীলায়॥
বাহ্য দূর হইল, বসন নাহি রহে।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরণ না যায়ে॥"

অর্থাৎ উভয়ে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য ও আত্মবিস্মৃত হইয়া এমন গড়াগড়ি দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কটীতে বসন ছিল না এবং বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে স্থির করিতে চেষ্টা করিলেও স্থির করিতে পারেন নাই। এই বীভৎস-

---

* সুবিখ্যাত জার্ম্মান্ ডাক্তার বলিয়াছেন—"Opisthot´onos, † Pluerotho-tot´nos and Orthot´ono's are seen often enough in Hysteria.

See—Dr. Filix Von Nemayar's Practical Medicine, Translated, Revised Edition—vol ii p. 380.

† Opisthot´onos—see also—Dr. Jalliffe's article—Hysteria in Sir Osler's system of Medicine. p. 653.

গড়াগড়ি সহ দৈহিক মাংসপেশীর উৎকট আক্ষেপ যদি মহা-ভক্তি যোগের লক্ষণ হয় তবে ভারতীয় প্রাচীন ও পাশ্চাত্য আধুনিক সমুন্নত আয়ুর্ব্বেত্তৃগণ যে উহাকে বায়ু-রোগ বিশেষের লক্ষণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কি না, সুধীপাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। পরিতাপের বিষয় ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাকে উভয় প্রভুর লীলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন!

অপর, কৌতুকের বিষয় এতাদৃশ তীব্র হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের অধীনেও নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর আপনাপন মূল উদ্দেশ্য হইতে কেহই স্খলিত হন নাই। নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার ভাবিয়া দাস্যভাবে তাঁহার পদধূলি লইবার যেমন চেষ্টা করিতেছিলেন, বিশ্বম্ভরও সেইরূপ নিত্যানন্দকে বলরাম রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভাবিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পরন্তু উভয়েরই সতর্কতা বশতঃ কেহই কাহারও পদ-স্পর্শে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই বৃন্দাবন দাস সত্যই বলিয়াছেন,—

'দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়ে।
পরম চতুর দোঁহে—কেহো নাহি পায়ে॥'

অনন্তর আমরা দেখিব বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বলরাম ভাবে ভাবিত করিবার জন্য আরও কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিনি কতদূর বা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সহিত নৃত্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিয়া পরস্পর পায় ধরাধরির চেষ্টা দ্বারা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, নিত্যানন্দের মনে এখনও দাস্য-ভাব অপনীত হইয়া বলরাম-ভাব গৃহীত হয় নাই, তখন অন্য এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নৃত্য কার্য্যের অবসানে বিশ্বম্ভর সহসা তত্রস্থ একটী খট্টার উপরে উঠিয়া বসিয়া যেন মাতাল ভাবে 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া ঘন ঘন ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। পরে নিত্যানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"ঝাঁট দেহ মোরে হল মুষল সত্বর॥"

নিত্যানন্দ এই আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বম্ভরের হস্তে যেন কিছু দিবার মত করিলেন, এদিকে বিশ্বম্ভরও কিছু লইবার মত হাত পাতিয়া ছিলেন। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, কেহ হাত ভিন্ন আর কিছু দেখে নাই, কেহ বা হল মুষল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে নিত্যানন্দের হস্তে হল মুষল

থাকায় কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এক্ষণে গৌরাঙ্গ চাহিবা মাত্র তিনি ঐ সকল তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং গৌরাঙ্গও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতক বৈষ্ণব কি না উহা আবার প্রত্যক্ষও করিয়াছিলেন। পাঠক! ইহা বিশ্বাস যোগ্য বোধ হয় বিশ্বাস করুন। স্থূল কথা, বিশ্বম্ভরের এরূপ এবং বক্ষ্যমান আরও কোন কোন ব্যবহার নিত্যানন্দের হৃদয়ে তাঁহার বলরাম-ভাব-প্রেরণার কৌশল এবং যাদু-কার্য্য মাত্র বুঝিতে হইবে।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর স্বয়ংই বলরাম ভাবে ভাবিত,অন্য কথায়,যেন বলরাম সাজিয়া, বারুণী বারুণী বলিয়া ডাক দিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবগণ 'যুক্তি' করিয়া তাঁহাকে এক ভাঁড় গঙ্গাজল আনিয়া দিলেন, বিশ্বম্ভর সত্য যেন মদ্য ভাবিয়া উহা পান করিয়াছিলেন। ('সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে—হেন ভাব)। এই সময় তিনি 'নাড়া নাড়া' বলিয়া ঘন ঘন শিরশ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে নাড়ার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে যে নাড়া মনে করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত করিলেন, এবং বলিলেন, ঐ নাড়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনাইয়া এক্ষণে হরিদাসের সহিত শান্তিপুরে বাস করিতেছে। অপিতু তিনি উহার আনুষাঙ্গক অন্যান্য প্রলাপোক্তিও করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, বিশ্বম্ভর পূর্ব্বে যে আপনাতে বলরাম ভাব অনুভব করিতেছিলেন এক্ষণে সহসা তাহা পরিবর্ত্তিত হইলে স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্বের ভাব প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার রোগ ধর্ম্মে হইতে পারে (উদ্বোধন ১॥০পৃষ্ঠা দেখুন), অথবা তিনি বৈষ্ণবগণকে উপলক্ষ করিয়া আপনি যে সর্ব্ব অবতারের মূলীভূত,তাহা নিত্যানন্দকে জ্ঞাপন করিবার জন্য এইরূপ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ছল বা কৌশল বিশ্বম্ভরের যে বিকৃত-জ্ঞানকৃত, তাহা মনে করিতে হইবে। কেন না, দেখা যায় বিশ্বম্ভর কিয়ৎক্ষণ পরে সম্ভবতঃ কতকটা প্রকৃতস্থ হইয়া স্বীয় উন্মাদ অবস্থার প্রলাপোক্তির বিষয় স্মরণ করিয়া ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন —"আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম ?" যখন ভক্তগণের প্রত্যুত্তরে শুনিলেন যে, উহা 'উপাধিক নহে' অর্থাৎ তেমন কিছু নহে, তখন তিনি মনে করিলেন ভক্তগণ তাঁহার আচরণে কোন গুরুতর দোষ বুঝিতে পারে নাই। সেজন্য ভক্তদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন,—

"অপরাধ মোর না লইবে সর্ব্বক্ষণ॥"

এদিকে,ভক্তগণ ইহা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন; কেননা তাঁহারা ইহা মনে করিতেই পারেন নাই যে, যিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ তাঁহার কি আবার কোন কৃত কার্য্যের জন্য অপরাধ হইতে পারে? এদিকে তথা-কথিত 'মহাপুরুষ' নিত্যানন্দ গড়াগড়ি দিতেছিলেন, তাঁহার 'আবেশে' 'সম্বরণ' রহিল না অর্থাৎ মনোভাবের উপরে সংযমন শক্তি বিলুপ্ত হইল, তিনি অধুনা প্রেম রসে বা ভাবে বিহ্বল হইলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে নিত্যানন্দ এই সময় তাঁহার এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস ঐ বিহ্বলতায় এইরূপ লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

'ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব কলেবর॥
কোথা বা থকিল দণ্ড, কোথা কমণ্ডলু।
কোথা বা বসন গেল, নাহি আদিমূল॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাবীর।
আপানে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির॥'

ইহাতে জানা যায়, স্বীয় রোগের এই আক্রমণে নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল, তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এরূপ চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, হস্তস্থিত দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, অধিকন্তু একেবারে উলঙ্গ হইয়াও পড়িয়াছিলেন। নিত্যানন্দ-স্বভাবের অস্থিরতা কেবল বিশ্বম্ভরই সুস্থির করিতে পারিতেন। সেজন্য ইদানীং (বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন) চৈতন্যের বাক্য 'মত্তসিংহ'—নিত্যানন্দের পক্ষে অঙ্কুশের তুল্য হইয়াছিল। দেখাও গেল, বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে—

"স্থির হও, কালি পূজিবারে ব্যাস।"

এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে সুস্থির করিয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন। ভক্তগণও নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাটীতেই থাকিলেন। এস্থলে নিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বম্ভর-বাক্য বাস্তবিকই অঙ্কুশ (De-hypnotizing or Comand) তুল্য কার্য্য করিয়াছিল। ভবিষ্যতে এইরূপ আরও বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

বিস্ময়ের বিষয়, নিত্যানন্দ গত রাত্রে হুঙ্কার করতঃ আপন দণ্ড কমণ্ডলু

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ইহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে নাই। বাস্তবিক ইহা বুঝা তত সহজও ছিল না। দিবা ভাগে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের প্রতি যে বলরাম ভাবের-প্রেরণা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে উদ্দীপনার কার্য্য করিতেছিল। সম্ভবতঃ রাত্রিকালে উহার ফলে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়া হস্তপদের আক্ষেপের আঘাতে নিকটস্থ দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অথবা ঐ আক্রমণের প্রলাপাবস্থায় তাঁহার দাস্যভাব মন হইতে সাময়িকভাবে তিরোহিত হইয়া বলরাম ভাব উহাতে স্থান লাভ করিয়াছিল। (Dissociaton of idea) সুতরাং তখন দাস্যভাবের সাধনচিহ্ন—দণ্ডকমণ্ডলু হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য স্থির হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কেননা দেখা যায়, প্রাতে যখন বিশ্বম্ভর রামাই পণ্ডিতের মুখে দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গিবার সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দের নিকট আসিয়াছিলেন তখন তিনি দেখিলেন,—

'বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥'

ইহাতে তাঁহার বুঝিতে আর বাকি রহিল না যে,তাঁহার দিবসের বলরাম ভাব-প্রেরণা নিত্যানন্দে রাত্রে কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ রাত্রে তিনি বলরামভাবে ভাবিত হইয়া দাস্যভাবের চিহ্ন বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং তখনও সেই আবেশ চলিতেছে। সেজন্য বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গার কারণ কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না করিয়া উহা গঙ্গায় দিবার জন্য স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক নিত্যানন্দকে লইয়া শ্রীবাসাদির সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর ঐ ভগ্ন দণ্ডকমণ্ডলু গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন। নিত্যানন্দ তখনও বলরাম-ভাবাবিষ্ট, বলিয়া তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। পরে মাঝ গঙ্গায় সাঁতার দিতে গিয়া নির্ভয়ে কুম্ভীর ধরিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাতে অন্যান্য সকলে 'হায় হায়' করিয়া চিন্তিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ব্যতীত ত আর কাহারও কথা মানিবার পাত্র ছিলেন না, কাজেই বিশ্বম্ভর এই সময়ে গর্জ্জন করায় তিনি কিছু স্থির হইয়াছিলেন, শেষে যখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"ব্যাস পূজা আসি ঝাট করহ সত্বর।"

ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া, বিশ্বম্ভরের সঙ্গে শ্রীবাসের বাটীতে আসিলেন। এদিকে শ্রীবাস পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের আজ্ঞায় ব্যাস পূজায়

আচার্য্য হইয়াছিলেন, পূজার সকল কার্য্য সমাধা করিয়া দিব্য-গন্ধ সহিত 'বনমালা' নিত্যানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন,—

"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর !
বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে নমস্কর ॥

আর, শাস্ত্রে বিধি আছে নিজ হাতে মালা দিবে, ব্যাস তুষ্ট হইলে সকল অভীষ্ট লাভ হয় ." এদিকে নিত্যানন্দ যত শুনেন তত 'হয় হয়' বলেন, পরে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট কি বলিলেন তাহা বুঝা গেল না। মালা হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এই সময়ে শ্রীবাস বিশ্বম্ভরকে বলিলেন,

"না পুজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার।"

অর্থাৎ তোমার নিত্যানন্দ ত ব্যাসপূজা করিতেছেন না, তখন বিশ্বম্ভর দৌড়িয়া আসিয়া নিত্যানন্দের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—

নিত্যানন্দ কথা শুন,
"ঝাট কর ব্যাসের পূজন ॥"

নিত্যানন্দ ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভরকে সম্মুখে পাইয়া তাঁহারই মস্তকের উপরে ঐ মালা রক্ষা করিলেন। তৎপরেই তিনি এক ঘোরতর হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার ঘন-শ্বাস গর্জ্জন ও মূর্চ্ছা ঘটিয়াছিল, এমন কি, তাহাতে তাঁহার নাড়ী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া গিয়াছিল। জীবনী লেখক নিত্যানন্দের এই তীব্র মূর্চ্ছার কারণ বিশ্বম্ভর কর্তৃক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন অবধারণ করিয়াছেন। পরন্তু এস্থলে সহসা এরূপ অদ্ভুত ষড়্ভুজ মূর্ত্তির উপন্যাসের অবতারণা, বোধ হয়, নিত্যানন্দের ব্যাস পূজা ঘটিত হাস্যজনক উন্মাদাচরণকে ঢাকা দিবার জন্যই কবি বৃন্দাবন দাসের কল্পনা প্রসূত কার্য্য। গ্রন্থকারের অনুমান সমর্থনের জন্য নিম্নে কয়েকটী কথা সুধী পাঠকদিগের বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইতেছে। যথা—

(ক) বিকৃত-চিত্ত ও ঐন্দ্রজাল-প্রভাব-মুগ্ধ নিত্যানন্দই এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে আর কেহই উহা দেখেন নাই।

(খ) কোনও পুরাণে ষড়্ভুজ অবতারের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না।

(গ) হল মুষলধারী বলরাম কখন যে ষড়্ভুজ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই। অতএব বিশ্বম্ভর ইদানীং তাঁহার অনুকরণ করিয়া নিত্যানন্দকে দেখাইবেন, তাহারও সম্ভাব্যতা নাই। *

(ঘ) পূর্ব্বদিন গৌরাঙ্গ স্বয়ং বলরাম ভাবে ভাবিত হইয়া নিত্যানন্দের প্রতি যথেষ্ট ভাব-প্রেরণা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার ফল প্রকাশ না হইতে হইতে অদ্য, বিশেষতঃ ব্যাস পূজা সাঙ্গ হইবার সময়ে কি নিমিত্ত তাদৃশ ভীতিপ্রদ আকার ধারণ ও প্রদর্শন পূর্ব্বক ভাবাশিষ্ট নিত্যানন্দকে অধিকতর বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিবেন তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না।

পাঠক! অনুধাবন করিলে প্রতীত হয়, নিত্যানন্দ ব্যাস পূজায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা কিছু কার্য্য সমস্তই মন্ত্র-মুগ্ধের মত করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ব্যাস-পূজা পদার্থ কি, তাহাতে তাঁহারই বা কি করিতে হইবে নিত্যানন্দ ইহার কিছুই বুঝেন নাই। পুরোহিতের (শ্রীবাসের) আজ্ঞানুসারে মন্ত্র পাঠও করেন নাই। পরিশেষে যখন শ্রীবাস তাঁহাকে দিয়া মালা ছড়াটী পর্য্যন্ত যথাস্থানে (ব্যাসপূজায় ঘটস্থাপন প্রয়োজন হইলে ঘটের গলায় অথবা শালগ্রামের উপরে) স্থাপন করাইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তখন তিনি নিত্যানন্দের দ্বারা ব্যাসপূজা নির্ব্বাহ অসম্ভব বুঝিয়া বিশ্বম্ভরকে তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য পূজাস্থলে ডাকিয়াছিলেন। তিনি সত্বরে নিত্যানন্দের সম্মুখে আসিয়া যখন বলিলেন,—

(প্রভু বোলে)" নিত্যানন্দ! শুনহ বচন।
মালা দিয়া ঝাট কর' ব্যাসের পূজন॥"

* হয়ত অনেকে অবগত আছেন, গৌরাঙ্গের ভক্তগণ এই ষড়্ভুজের মূর্ত্তির একটা কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ঐ যে ছয়টী হাত. তাহার দুইটী শ্রীকৃষ্ণের, অন্য দুইটী বলরামের এবং অবশিষ্ট দুইটী স্বয়ং প্রভু গৌরাঙ্গের। সম্প্রতি আবার বঙ্গীয় উন্নতিশীল চিত্রকারগণ গৌরাঙ্গের চিত্রে ঐ ছয় হস্ত শুক্ল, কৃষ্ণ ও গৌর এই ত্রিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহাতে উঁহাদের ভাবুকতাকে অবশ্য প্রশংসা করিতে হয়। পরন্তু উঁহাদের ঈদৃশ কার্য্য দ্বারা অর্থাগমের পথ কিঞ্চিৎ প্রসারিত হইলেও অজ্ঞদিগের মধ্যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত সংস্কার ছিল, তাহা অধিকতর প্রচারিত করিয়া তাহারা যে ঘোরতর অনিষ্টপাত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ ওহে নিত্যানন্দ! কথা শুন, মালা দিয়া শীঘ্র ব্যাসের পূজা কর। ইতি-পূর্ব্বে নিত্যানন্দ মালা হস্তে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চারিদিকে চাহিতে ছিলেন। এক্ষণে এই আজ্ঞা (Command) পাইবা মাত্র ঐ মালা লইয়া পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে না রাখিতে পারিয়া বিশ্বম্ভরের মস্তকে রাখিয়া ছিলেন। এই ব্যাপার হাস্যোদ্দীপক হইলেও তৎপ্রতি কাহারও লক্ষ্য করিবার অবসর হইল না, কেন না ইহা হইতে সহসা নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর এতদুভয়ের মধ্যে এরূপ অভাবনীয় অথচ আশ্চর্য্যজনক একটা ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল যে, সকলের মন তাহাতেই হঠাৎ আকৃষ্ট ও নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, নিত্যানন্দ (যিনি পূর্ব্ব হইতেই কীর্ত্তনাদি শুনিয়া আবিষ্ট ছিলেন) সম্প্রতি স্বীয় বাঞ্ছিত পুরুষ মস্তকে মাল্য ধারণ করতঃ সম্মুখীন রহিয়াছেন ইহা দেখিয়া অমিত আনন্দ-দায়ক প্রবলতর ভাবোত্তেজনার আবেগে প্রগাঢ় মূর্চ্ছা ও নাড়ী হীনতাযুক্ত হিষ্টিরিয়ার এক ঘোরতর আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যাহাতে ভক্তগণ মহা ভীত হইয়া 'কৃষ্ণ রক্ষ, কৃষ্ণ রক্ষ' বলিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে—বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে যথাবৎ স্বীয় আজ্ঞানুবর্ত্তী, অন্য কথায় ঐন্দ্রজালাল প্রেরণার সম্যক্ বশগ হইতে দেখিয়া এবং তাঁহার দ্বারা স্বীয় বর্ত্তমান অভিসন্ধি অচিরে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া আনন্দে হুঙ্কার করতঃ কক্ষে তালি দিয়া ঘন ঘন উৎকট গর্জ্জন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইনিও ভাবপ্রেরণার প্রভাবে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আক্রমণের মৃদুতা প্রযুক্ত বিশ্বম্ভর অগ্রেই প্রকৃতিস্থ হইলেন, কিন্তু, নিত্যানন্দ স্বীয় আক্রমণের তীব্রতা বশতঃ তখনও ভূমিতে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের গায়ে হাত দিয়া উঠাইতে গিয়া বলিলেন,—

"নিত্যানন্দ! উঠ, উঠ, চিত্তস্থির কর, কীর্ত্তন শুন, যাহা তোমায় সমীহিত (বাঞ্ছিত), এবং কীর্ত্তন দ্বারা অবতার করা সিদ্ধ হইল; আর কি চাহ? তোমার প্রেমভক্তি অত্যন্ত—তুমিই প্রেমময়, তুমি ভক্তি না দিলে কাহারও উহা লাভ হয় না। এখন আপনাকে 'সম্বরণ' করিয়া উঠ, আপনার জন জানিয়া ইচ্ছামত ভক্তি বিলাও।" বিশ্বম্ভরের হস্তস্পর্শে এবং প্রবুদ্ধকর ও উৎসাহ জনক বাক্যে নিত্যানন্দের চেতনা সঞ্জাত হইল। তাঁহার ঈদৃশ প্রেরণা নিত্যানন্দের

মনে বলরাম ভাবোদ্দীপনার অনেকটা কার্য্য করিয়াছিল। ইহা পশ্চাৎ ক্রমশঃ পরিস্ফুটিত হইবে। ভক্ত বৃন্দাবন দাস এই ব্যাপার কোনরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়া স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

নিত্যানন্দ স্বরূপের এই বাক্য মন।
"চৈতন্য ঈশ্বর, মুঞি তাঁর এক জন॥"
অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তার সেহো মোর ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহোর স্তুতি করে।
সেই যে মোহর ভৃত্য, পাইবেক মোরে॥"

(চৈঃ ভাঃ ম, খ, ৫ ম)

পাঠক! লেখকের পুনরুক্তি ক্ষমা করিবেন, বুঝিলেন ত? যে সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ দুই দিন পূর্ব্বে আপনাকে পাপিষ্ঠ জীবরূপে জানিয়া গৌরাঙ্গের অবতার প্রকাশের কথা লোক পরম্পরা শ্রুত হইয়া বৃন্দাবন হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় নবদ্বীপে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, সেই নিত্যানন্দের মনোভাব ইদানীং কিরূপে এতাদৃশ আশ্চর্য্য রূপে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছিল যে, তিনি আত্ম-পরিচয়ে এইরূপ অদ্ভুত কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ও ভক্তগণের নিকট বলিলেন,—

'আমি চৈতন্য ঈশ্বরের একাংশ, তিনি আমার, আমি ও সর্ব্বথা তাঁহার, চৈতন্যের (বিশ্বম্ভরের) সহিত যে আমার স্তুতিকরে সে আমার দাস এবং আমাকে পাইবে।'

অতএব নিত্যানন্দের সহসা এরূপ বিস্ময় জনক মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন যে বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোক্ত তীব্রভাব-প্রবর্ণার, অন্য কথায় ঐন্দ্রজালিক শক্তি সঞ্চারের নিশ্চিত ফল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ করিবার কিছু নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, নিত্যানন্দ আপনাকে এখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলরাম (অর্থাৎ তথা কথিত বিশ্বম্ভরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) রূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। পরন্তু সেরূপ ভাবে ভাবিত হইতে যে অনেক বিলম্ব আছে, তাহাও বোধ হয় না।

ইহার পরে, নিত্যানন্দ সুস্থির হইলেন কিছু অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বাম্ভর সকলকে বলিলেন,—

"পূর্ণ হইল ব্যাস পূজা, করহ কীর্ত্তন।" বস্তুতঃ যেরূপ ভাবে ব্যাস পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে উহা পূর্ণ হইবে বলিয়া কেহই মনে করিতে পারেন নাই। অথচ গৌরাঙ্গ সর্ব্বসমক্ষে কিরূপে অনায়াসে বলিয়াছিলেন—ব্যাস-পূজা পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণ সকলে কীর্ত্তন কর'। ইহার একমাত্র সমাধান এই—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাকে সত্য ঘটনা রূপে গ্রহণ করা একটা স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য। অতএব এস্থলে সর্ব্বতোভাবে অসম্পূর্ণ ব্যাস-পূজাকে পূর্ণ হইল বলিয়া বিশ্বম্ভর যে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে অসম্ভাব্য কিছু নাই।

ইহার পরে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা পাইয়া চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ উভয়েই একস্থলে উন্মত্তপ্রায় বাহ্যশূন্য হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তগণের মধ্যে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহা কৌতুকে নাচিতে, কেহ কেহ গাইতে, অপর কেহ কেহ বা গড়াগড়ি দিতে লাগিল, উহার মধ্যে যে যাহার চরণ ধরিতে পাইল সে তাহা ধরিল। ভক্তদিগের এরূপ আচরণ বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের পূর্ব্ব আচরিত ব্যাপারের অনুকরণ হইতে উদ্ভূত মনে করিতে হইবে। দেখা যায় ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আচরণ সহজেই অনুকরণ করিয়া থাকে। এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম কেনই বা হইবে?

এইরূপে ব্যাস পূজার উৎসব অনুষ্ঠান চলিতে দিবা অবসান হইল, তখন সকলে সুস্থির হইলেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভর ব্যাসপূজার নৈবেদ্য আনিতে আজ্ঞা করিলেন, সকল ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করিয়া শেষ শ্রীবাসের অন্তঃপুর নারীদিগের বাহিরে ডাকাইয়া আনাইয়া নিজ হস্তে ঐ প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। পাঠক! ইহাতেও বিশ্বম্ভরের চরিত্রে কিছু বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। কেন না এরূপ স্থলে অন্য কেহ হইলে অন্তঃপুরে প্রসাদ বিতরণের ভার শ্রীবাসের উপরেই বিন্যস্ত হইত, কিন্তু বিশ্বম্ভর সেরূপ ব্যবস্থা না করিয়া পুরনারীদিগকে বাহিরে আনাইয়া নিজ হস্তেই প্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এইরূপ উপলব্ধি হয়,—স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আবাল্য যে একটা আন্তরিক টান বা আকর্ষণ (যাহাকে স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা বলা যাইতে পারে) স্বভাবসিদ্ধ ছিল, তদ্দ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি এস্থলে ঐরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকিবেন। সুবিখ্যাত

প্রবীণ ফ্রেঞ্চ ডাক্তার ফ্রুড্ বলিয়াছেন অনেক স্থলে অকালোন্মিষিত কামপ্রবৃত্তি জনিত স্ত্রীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি নারীর অস্বাভাবিক আসঙ্গ-লিপ্সা এক প্রকার হিষ্টিরিয়া রোগের মূলীভূত কারণ হইয়া থাকে। ইহাতে স্ত্রীর সহিত পুরুষের, পক্ষান্তরে পুরুষের সহিত স্ত্রীর, কেবল সঙ্গলাভের বাসনাই হইয়া থাকে, দৈহিক সংসর্গের উদ্দেশ্য থাকে না, ইহা তিনি নিশ্চয় বুঝিতে বলিয়াছেন। (২য় প, মন্তব্য দেখুন)।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতীত হয়, এই কারণ তাঁহার সমস্ত জীবনে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভর ঈশ্বরাবেশাবস্থায় রামাঞি পণ্ডিতকে অদ্বৈতের নিকট পাঠাইয়া স্বীয় অবতারত্বের প্রকাশ-সংবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজার সমস্ত সজ্জ সহ সত্বরে নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য আহ্বান করেন, আর নিত্যানন্দ সম্বন্ধে রামাঞি যাহা অবগত হইয়াছেন তাহাও অদ্বৈতকে নিভৃতে জানাইবার জন্য উপদেশ দেন। অপিচ, সস্ত্রীক অদ্বৈত কর্ত্তৃক বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণাবতাররূপে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পাদপূজা, স্তব ও নৃত্য করন। পরিশেষে বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে অদ্বৈতের বর গ্রহণ, তৎসহ স্বীয় মনোগত অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিতে বিশ্বম্ভরকে অনুরোধ জ্ঞাপন।]

বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সহিত ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এক দিন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর আবেশে' শ্রীবাসের কনিষ্ঠ রামাঞি পণ্ডিতকে বলিলেন,—রামাঞি! তুমি অদ্বৈতের নিকট গিয়া 'আমার প্রকাশের কথা বলগে সে যাঁহার জন্য বিস্তর আরাধনা, উপবাস ও ক্রন্দন করিয়াছে এবং 'ভক্তিযোগ' বিলাইতে তাঁহার আগমন হইয়াছে। অপিচ, নিত্যানন্দের সম্বন্ধে তুমি যাহা দেখিলে তাহাও তাহাকে নির্জ্জনে বলিবে। তদ্ভিন্ন আমার পূজার সজ্জা লইয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক হইয়া শীঘ্র এখানে আসিতে বলিও।' রামাঞি এই আজ্ঞা পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতের নিকট চলিয়া গিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বিশ্বম্ভরের তাবৎ কথাই তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অদ্বৈত উহা শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া সকল জানিয়াও নানারূপ কথা বলিয়াছিলেন। প্রথমে অদ্বৈত বলিলেন, "কোথাকার গোসাঞি মানুষের মধ্যে আসিলেন? কোন শাস্ত্রে নদীয়ার অবতার হইবার কথা বলে? আমার অধ্যাত্ম ভক্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞান, ইহা সকলে, বিশেষতঃ তোমার ভ্রাতা শ্রীবাস, অবগত আছেন।" তৎপরে রামাঞির তথায় আচম্বিতে আগমনের হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে 'শান্ত-চিত্ত' হইয়া রামাঞিকে বিশ্বম্ভরের কথা পুনরায় বলিতে বলিয়াছিলেন। রামাঞি বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই পুনরায় কান্দিয়া জানাইলেন। ইহা শুনিয়া অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ দুই হাত তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,

কিছুক্ষণ পরে, বাহ্য হইলে অর্থাৎ মূর্চ্ছা অপগত হইলে, অদ্বৈতাচার্য্য হুঙ্কার করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"আনিলুঁ আনিলুঁ" বোলে "প্রভু আপনার ॥
"মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"

এই বলিয়া ভূমিতে পড়িয়া পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইলেন। এদিকে আবার অদ্বৈত পত্নী বিশ্বম্ভরে 'প্রকাশ' শুনিয়া আনন্দে কান্দিতে লাগিলেন, অদ্বৈত পুত্র পরম বালক হইলেও অবিরাম কান্দিতে থাকিলেন। বাটীর আর সকলেও চারিদিকে কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে অদ্বৈতের ঘর 'কৃষ্ণময়' হইয়া উঠিল। অদ্বৈত তাহা জানিতে পারিয়া (বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, যেহেতু তিনি সকলের হৃদয়ে বসিয়া থাকেন) শ্রীবাসের বাটীতে গিয়াছিলেন, ভক্তগণও প্রভুর ইচ্ছায় তখন তথায় মিলিত হইলেন, কিন্তু বিশ্বম্ভরকে 'আবেশিত চিত্ত' বুঝিয়া সকলে সশঙ্কে নীরব হইয়া থাকিলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর হুঙ্কার করিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে উঠিয়া বসিয়া 'বারম্বার নাড়া আইসে, নাড়া আইসে, ও সে আমার ঠাকুরাল দেখিতে চায়', বলিতে লাগিলেন। ("নাড়ায় আইসে, নাড়ায় আইসে" বোলে বারে বারে। "নাড়ায় চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ॥") এই সময়ে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের অভিপ্রায় ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁহার মস্তকে সত্বরে ছত্র ধরিলেন। গদাধর ঐরূপে কর্পূর ও তাম্বুল দিলেন, আর আর সকলে অনুকূল যথাসম্ভব সেবা করিতে লাগিলেন, কেহ বা স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে রামাঞি পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার কিছু না বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর তাহাকে বলিলেন,—

—"মোরে পরীক্ষিতে, নাড়া পাঠাইল তোরে ॥"
"নাড়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিঞাও নাড়া মোরে চালয়ে সদায় ॥
এথাই রহিল নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে, নাড়া পাঠাইল তোরে।
আন, গিয়া শীঘ্র তুমি এথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে।

তখন রামাঞি পুনরায় অদ্বৈতের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইলেন, তাহাতে আচার্য্য আনন্দে ভাসিলেন এবং বিশ্বম্ভরের সকাশে আগমনে প্রবৃত্ত হইলেন, দূর হইতে সস্ত্রীক হইয়া দণ্ডবত করিতে করিতে এবং স্তব পড়িতে পড়িতে বিশ্বম্ভরের সম্মুখীন হইলেন। তখন তিনি বিশ্বম্ভরের এক অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত রূপ দর্শন করিলেন। জীবনী লেখক এই স্থানে গীতোক্ত বিশ্বরূপ-দর্শন স্মরণ করিয়া যেন অনেকটা তাহার অনুকরণে এবং স্থানে স্থানে স্বীয় কবিত্ব সহকারে তাহা পল্লবিত করিয়া বিশ্বম্ভরের রূপ বর্ণন করিয়াছেন। যেমন —বহু দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময়, ব্রহ্মা মহেশাদি-পরিবৃত ও স্তুত, পাদপদ্মে রমা অবস্থিত, অনন্ত কর্ত্তৃক ধৃত-ছত্র, ত্রিভঙ্গ ও হসিত-মুখে বংশী বাদন, অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় ভাব যুক্ত, ইত্যাদি। বিশ্বম্ভরের এতাদৃশ অপরূপ রূপ এবং 'মহা ঠাকুরালি' দেখিয়া অদ্বৈত-পতি-পত্নীদ্বয় ভয়ে বাক্-শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন।—

'মহা ঠাকুরাল দেখিতে পাইলা সম্ভ্রম।
পতি-পত্নী কিছু বলিবারে নাহি ক্ষম॥'

তখন বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। যথা—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
জীবের দেখিয়া দুঃখ না পারি সহিতে।
আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোরগণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা, হৈতে তাহা দেখিবেক সর্ব্বজনে॥"

অদ্বৈতাচার্য্য ইহা শুনিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সস্ত্রীক কান্দিতে লাগিলেন এবং এই বলিয়া বিশ্বম্ভরের স্তব করিলেন,—

"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সকল কৈলুঁ যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম দেহ সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিলুঁ তোর চরণ যুগল॥
ঘোষে' মাত্র চারি বেদ, যারে নাহি দেখে।
হেন তুমি মোর লাগি' হৈলা পরতেখে॥
মোর কিছু শক্তি নাই, তোমার করুণা।
তোমা' বই জীব উদ্ধারিব কোন্‌জনা?"

ইহা বলিতে বলিতে আচার্য্যের প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল (প্রেমে ভাসেন আচার্য্য) তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, "আমার পূজার কার্য্য কর।" অদ্বৈত এই আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার চরণ অশেষ বিশেষে পূজা করিলেন। প্রথমে বিশ্বম্ভরের যুগ্মচরণ সুবাসিত জল দ্বারা ধৌত করিলেন, পরে উহাতে যথেষ্ট গন্ধ (চন্দন) লেপন করিয়া তদুপরি তুলসী মঞ্জরী চন্দনে ডুবাইয়া অর্ঘের সহিত রাখিলেন, পরে গন্ধ, পুষ্প, ধুপ, দীপ 'পঞ্চোপচারে' পূজা করিলেন, চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল, পঞ্চশিখা জ্বালিয়া পুনরায় বন্দনা করত জয়ধ্বনি করিলেন। (এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—আচার্য্য ষোড়শোপচারে চরণ পূজা করিয়া তাহাতে পুনরায় মাল্য, ও বস্ত্র অলঙ্কার প্রদান করিলেন। এইরূপ 'শাস্ত্র দৃষ্টে পটল বিধানে' পূজা সমাপ্ত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িয়া প্রথমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন।—

"নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

তৎপরে তিনি (যেমন বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন) নানা শাস্ত্রানুসারে বিশ্বম্ভরের এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন যথা—

"জয় জয় সর্ব্ব প্রাণ নাথ বিশ্বম্ভর। জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর॥
জয় জয় ভকত-বচন সত্যকারী। জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম। জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ। জয় জয় নিজ ভক্তি-গ্রহণ বিলাস॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন। জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥

তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ। তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন।
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন। তুমি কর' যুগে যুগে বেদের পালন॥
তুমি রক্ষঃ কুলহন্তা জানকী-জীবন। তুমি গুহ বরদাতা অহল্যামোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার। হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥
সর্ব্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ। তুমি সে ভোজন কর' নীলাচল মাঝ॥
তোমারে সে চারিবেদে বুলে অন্বেষিয়া। তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহা ধীর। ভক্তজন ধরি তোমা' করয়ে বাহির॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা' বই নাহি আর॥
এই তোর দুইখানি চরণ কমল। ইহারি সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে' এক মনে। ইহারি সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহারি তত্ত্ব গায়॥
সত্য লোক আক্রমিল এই সে চরণে। বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥
এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার। শঙ্কর ধরিলা শিরে মহা বেগ যার॥"

অদ্বৈত এইরূপে বিশ্বম্ভরের চরণ বন্দনা করিতে করিতে নয়ন জলে ভাসিয়া তাঁহার চরণ তলে দীর্ঘ হইয়া পড়িলেন। তখন বিশ্বম্ভর তাঁহার মস্তকে চরণ তুলিয়া দিলেন। তখন জয় জয় এই মহাধ্বনি হইল। সকলে ঐ অপূর্ব্ব আচরণ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ কেহ গড়াগড়ি দিল, কেহ বা মালসাট্ মারিল, একজন অন্যের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। অদ্বৈত মাথায় বিশ্বম্ভরের চরণ পাইয়া পূর্ণ-মনোরথ হইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতি বিশ্বম্ভর আজ্ঞা করিলেন,—

"আরে নাড়া! আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর্। তখন অদ্বৈত এই আজ্ঞা পাইয়া সেই স্থানে ভক্তিযোগে নানাবিধ ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে মনোহর কীর্ত্তন ধ্বনিও উঠিল। বিশ্বম্ভরসকাশে অদ্বৈতের ঐ নর্ত্তন-ব্যাপার এইরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—

অদ্বৈত 'কখন' বিশাল 'কখন' মধুর ভাবে, কখন দাঁতে তৃণ করিয়া নৃত্য করিলেন, কখন উঠেন, কখন বা ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিলেন, কখন তাঁহার ঘন শ্বাস ও মূর্চ্ছা হইল, কখন কীর্ত্তন শুনিয়া নানাভাবে আনন্দে অস্থির হইয়া নাচিতে লাগিলেন, কখন বিশ্বম্ভরের দিকে ধাইয়া যাইতে ছিলেন; কোন সময়ে নিত্যানন্দের প্রতি ভ্রুকুটি করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন 'এতদিন

তোমার নাগাল পাওয়া যায় নাই, ভাল হইল এক্ষণে আসিলে, আজ তোমাকে বাঁধিয়া রাখিব; আর কোথায় যাইবে? কখন নিত্যানন্দকে প্রভু 'মাতালিয়া' বলিয়াছিলেন। অপর, বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের প্রাগুক্ত বিচিত্র নৃত্য দেখিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

কতক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে স্থির হইলেন। তখন বিশ্বম্ভর আপন গলার মালা তাঁহাকে দিয়া হাসিয়া "বর মাগ বর মাগ" বলিলেন। অদ্বৈত ইহার কোন উত্তর না করায় বিশ্বম্ভর "মাগ মাগ" পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। ("মাগ মাগ" পুনঃ পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর), তখন অদ্বৈত বলিলেন, আর কি বর চাহিব, যাহা চাহিয়াছিলাম সে সকল ত পাইয়াছি, তোমাকে সাক্ষাৎ করিয়া আপনি নাচিলাম, মনের যাহা অভীষ্ট ছিল তাহা সকল পাইলাম, আর কি বাকি আছে যে চাহিব প্রভু! তোমার অবতার ত সাক্ষাতে দেখিলাম, এক্ষণে কি চাহিলাম বা না চাহিলাম তাহা তুমি সকলই দিব্য-দরশনে দেখিতে পাইতেছ। তখন বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইয়া বলিলেন,—

"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা ভব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥"
(তখন) অদ্বৈত বোলেন "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রীশূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥'
বিদ্যা-ধন-কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
চণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গায়্যা॥"

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের সমস্ত কথা শুনিয়া হুঙ্কার করিলেন এবং উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে সস্ত্রীক অদ্বৈত আনন্দিত হইয়া বিশ্বম্ভরের আজ্ঞায় নবদ্বীপে রহিলেন। (চৈ, ভা, ম, খ, ৬ষ্ঠ অ)

ন, প,

মন্তব্য

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বম্ভর ও অদ্বৈতাচার্য্যের মানসিক পীড়া (হিষ্টিরিয়া) অধুনা যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অপিচ, ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কৃত কার্য্যাবলি দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দিগের মধ্যে গৌরাঙ্গের অবতারত্ব ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম যেরূপ আশ্চর্য্য ভাবে প্রবর্ত্তিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহাও জানা যাইবে। পরন্তু সেরূপ আলোচনার জন্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞান সহ মনোবিজ্ঞানের সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। বিষয়ের গুরুত্ব বোধে এস্থলে সেই ভাবেই যথাসাধ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে হিষ্টিরিয়া রোগে সময়ে সময়ে মানসিক ভাবসঙ্ঘ হইতে এক বা একাধিক ভাব বিশ্লিষ্ট (Dissociation of ideas) হইয়া রোগিণী বা রোগীকে কোন এক বা ততোধিক ভাবের উপযোগী কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। এস্থলে তাহারই দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বম্ভর ও অদ্বৈত স্বস্ব বিশ্লিষ্ট অথচ পরস্পর বিভিন্ন ভাবোত্তেজনার আবেগে পরিচালিত হইয়া তৎ তৎ ভাবোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বিশ্বম্ভরের কথা উল্লেখ করি। পাঠক অবগত আছেন, ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভর গয়া হইতে বাটী প্রত্যাগত হইয়া যখন অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করিবার জন্য গদাধরের সহিত তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন, তখন তুলসী সেবন-রত আচার্য্যকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়াই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি পুলকাদি সমন্বিত মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমিতে কতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছিলেন। অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের তাদৃশ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া সহসা ভগবদ্-ভাবোত্তেজনার বিষয়ীভূত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া অবধারণে তৎক্ষণাৎ উপচার ও মন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার পাদপূজা ও দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে স্তব করিয়াছিলেন। পরন্তু অদ্বৈতের এতাদৃশ আচরণে বিশ্বম্ভরের তৎকালে কোনরূপ মনোভাব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। তাহার

কারণ—প্রথমতঃ অদ্বৈতের এবম্বিধ ব্যবহার বিশ্বম্ভরের মনে তখন অভাবনীয় বিষয় ছিল, দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতের এই ভাবপ্রেরণা (Hetero-Suggestion) তাঁহার মূর্চ্ছিত অবস্থায় প্রযুক্ত হওয়ায় (বিশ্বম্ভরের ভিতরে ভিতরে সংজ্ঞা থাকিলেও) তাহার প্রভাব তৎকালে গৃহীত হইয়া বাহ্যে কোনরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই; বস্তুগত্যা উহা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে তখন প্রোথিত হইয়াছিল মাত্র। ঐ সঙ্গে তৎপ্রতি গদাধরের শেষোক্তির ভাব-প্রেরণাও তথায় নিহিতরূপে রহিয়া গেল। তৃতীয়তঃ বিশ্বম্ভর তখন কৃষ্ণের ভক্তিভাব পোষণ করিতেছিলেন, কি উপায়ে কৃষ্ণভক্তি অর্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হয় তাহারই চেষ্টায় নিরত ছিলেন, অন্য কথায় তখন দাস্য-ভাবই তাঁহার মনকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং সেই অদ্বৈতাচার্য্যের ভগবদ্‌ভাবোদ্দীপনা তাদৃশ তীব্রতরা হইলেও আশু ফলোপধায়িনী হইতে পারে নাই। দেখাও যায়, বিশ্বম্ভর মূর্চ্ছাভঙ্গে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পূর্ব্ব ব্যবহারানুসারেই অদ্বৈতকে প্রণাম পূর্ব্বক যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেন তিনি অদ্বৈতের অব্যবহিত পূর্ব্বের আচরণ সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন, ইহাই প্রকাশ করিলেন। অধিকন্তু অদ্বৈতের ইচ্ছানুরূপ নদীয়ায় বৈষ্ণবদিগের সহিত কৃষ্ণ-ভজনায় প্রবৃত্ত থাকিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য ও বিশ্বম্ভরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত আশ্চর্য্য ঘটনার অল্প দিন পরেই আচার্য্য স্বীয় কার্য্যে অবিবেচনা ও হটকারিতা অনুভব এবং তাঁহার উপরে গদাধরের শেষোক্তি স্মরণ করিয়া অপ্রতিভ ও সন্দিহান হইয়া শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের অনুপস্থিতিতে নদীয়ার বৈষ্ণবগণের সহিত ভক্তি অনুশীলন ও প্রচারে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাঁহার অসম্বিন্-মানসে গূঢ়ভাবে নিহিত অদ্বৈতের ঐ ভগবদ্ বিষয়ক ভাব-প্রেরণা স্বকীয় ভাব-প্রেরণার সহায়ে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত এবং উদ্দীপিত হইতে লাগিল। এইরূপে সঞ্জাত ভাবোত্তেজনার আবেগে পরিচালিত হইয়া তিনি মধ্যে মধ্যে অন্যান্য অবতারের ভাবে ভাবিত হইতেন এবং তদুপলক্ষে পরোক্ষ ভাবে স্বকীয় কৃষ্ণাবতারত্ব যথাসম্ভব প্রকাশ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সাধারণ ভক্তগণকে ক্রমান্বয়ে ঐন্দ্রজালিক ভাব প্রেরণা দ্বারা এবং সহজেই স্বীয় কৃষ্ণাবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারিয়াও তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তৎপ্রতি

কারণ এই,—নিত্যানন্দ একজন অবধূত সন্ন্যাসী ব্যক্তি, তাঁহার বর্ত্তমান অবতারত্বে বিশ্বাস যে রূপে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ী না হইতে পারে, হইলেও তাঁহার দ্বারা সমাজে অবতারত্বের প্রচার আশানুরূপ না হওয়াই সম্ভব। আর অনুগত বৈষ্ণবগণ দ্বারাও সমাজ-সাধারণ্যে স্বীয় অবতারত্বের প্রসারও সুদূরপরাহত। এমতাবস্থায় স্বীয় অবতারত্বের বহুল প্রচার সাধনের জন্য তাঁহার মনে অন্য প্রকৃষ্টতর উপায় উদ্ভাবনায় নিয়োজিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক হইতেছে। সে উপায় এই,—নদীয়ার বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী গৃহস্থ, প্রেমিক ও প্রবীণ (যিনি ইতি পূর্ব্বে একবার তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকারও করিয়াছিলেন) অদ্বৈতাচার্য্যকে স্বীয় অবতারত্বে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করাইয়া তাঁহার দ্বারা উহা এবং ভগবদ্‌ভক্তি সমাজমধ্যে বহুল প্রচার করা। এইরূপ উপায় চিন্তা ও স্বীয় অবতার ভাবের অনুশীলন স্বকীয় ভাব-প্রেরণা—(Auto-suggestion) করিতে করিতে বিশ্বম্ভর একদিন 'ঈশ্বর-ভাবে' আবিষ্ট হইয়া অদ্বৈতকে সত্বরে নদীয়ায় আনিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যেমন সঙ্কল্প তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল। তিনি শ্রীনিবাস-ভ্রাতা রামাঞি পণ্ডিতকে অদ্বৈত সমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রতি আচার্য্যের পূর্ব্বের মনোভাব যাহাতে পুনরুদ্দীপিত এবং নিজ অবতারত্বে যে কোন সন্দেহ থাকে তাহা দূরীভূত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে এরূপ অনুকূল প্রেরণা বাক্য, এমন কি, তিনি অবতাররূপে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিতে শীঘ্র আসিতে হইবে, ইহাও রামাই দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার প্রেরণাবাক্য ভাব-প্রবণ অদ্বৈতে নিশ্চয় ঈপ্সিত ফল প্রসূ হইবে, ইহা মনে করিয়া বিশ্বম্ভর উত্তম বেশভূষা ও গন্ধ মাল্যাদিতে সুশোভিত হইয়া নিজ বাটী হইতে শ্রীবাসের বাটীতে সত্বরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অবতারত্ব প্রকাশের জন্য যেরূপ অভিনয় সদৃশ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা হাস্যোদ্দীপক হইলেও বিশ্বম্ভরের গূঢ় উদ্দেশ্য সংসিদ্ধির পক্ষে সম্যক্ কার্য্যকারী হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন না জানা যায়, বিশ্বম্ভরকে অবতাররূপে প্রকাশিত দর্শনেচ্ছু (সস্ত্রীক) অদ্বৈত দূর হইতে নমস্কার ও স্তবপাঠ করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের নিকটস্থ হইয়া বিষ্ণু খট্টোপরি অবস্থিত, সুন্দর বেশ ভূষায় সুসজ্জিত এবং নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক মস্তকে ধৃত ছত্র, নানাবিধ দেবদেবী ও

ঋষিগণে পরিবৃত, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত ও সেবিত দেখিয়া তিনি কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার চরণ তলে 'দীঘল' হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ বিস্ময়জনক দৃশ্য দেখিয়া (অবশ্য কল্পনার চক্ষে) বিশ্বম্ভর বিস্ময়ে দণ্ডবৎ হইতে উত্থিত হইয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে তখন অদ্বৈত এক প্রকার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর সময় বুঝিয়া এক্ষণে তাঁহার প্রতি সদয় ভাবে চাইয়া "সঙ্কল্প" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অদ্বৈতের যত্ন ও অধ্যবসায়ে তাঁহাকে ক্ষীর সাগর মধ্য হইতে সর্ব্ব জীব-উদ্ধার কল্পে আনয়ন করা প্রভৃতি বাক্য বিন্যাস করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের মুখে এইরূপ স্বীয় প্রশংসাজনক বাক্য শুনিয়া সস্ত্রীক অদ্বৈত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ক্রন্দন করতঃ অনুকূল স্তব করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর এক্ষণে তাহাকে আপনার পূজা করিতে আদেশ করিলেন। দেখা যায়; অদ্বৈত মন্ত্র মুগ্ধবৎ তৎক্ষণাৎ নানা উপচার দ্বারা বিশ্বম্ভরের যথাবিধি পাদপূজা সম্পাদন এবং দণ্ডবৎ করিয়া সেই 'ব্রহ্মণ্য দেবায়' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও স্তব করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এই সময়ে তাহার মাথায় পা তুলিয়া দেওয়ায় অদ্বৈত আপনাকে সিদ্ধমনোরথ-ভাবিয়া তৎপরে বিশ্বম্ভরের নিদেশানুসারে সকল কার্য্যই (যেমন নমস্কার, স্তুতিকরণ, বরগ্রহণ ইত্যাদি) যাদু-মুগ্ধের ন্যায় সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অতএব বুঝিতে হইবে বিশ্বম্ভর উপরি উক্তরূপে কৌশল ও ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা সহায়ে ভাবগ্রহণ-প্রবণ অদ্বৈতাচার্য্যকে ভক্তগণের সমক্ষে বিমোহিত করতঃ স্বীয় বশে আনিয়া স্বকীয় কাল্পনিক অবতারত্বে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপিচ, অদ্বৈত দূরে থাকিলে পাছে পুনরায় স্বীয় অবতারত্ব বিষয়ে তাঁহার এই সঞ্জাত বিশ্বাস খর্ব্ব বা পুনরায় সন্দেহযুক্ত হইয়া বিস্মৃতির পথের পথিক হয় এবং তাহাতে ভবিষ্যতে ঐ অবতারত্ব ও ভক্তি প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তজ্জন্য অদ্বৈতকে অতঃপর নদীয়ায় সস্ত্রীক বাস করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ পায়।

এস্থানে বিশ্বম্ভরের আর একটী উদ্দেশ্য সাধনার্থ অন্য কৌশল অবলম্বনের কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।—

ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভর যখন অদ্বৈতকে আনিবার জন্য রামাইকে পাঠাইয়াছিলেন

তখন নিত্যানন্দের সহসা চিত্তবৃত্তি-পরিবর্ত্তন-ব্যাপার অদ্বৈতকে নিভৃতে জ্ঞাপন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন এবং রামাইও সেইরূপ করিয়াছিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভরের অভিপ্রায় এইরূপ থাকা সম্ভব ছিল যে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে অবতার রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে নিত্যানন্দও বলরাম রূপে গৃহীত হইয়াছেন, ইহা অদ্বৈত যেন জানিতে পারেন। কেন না, অদ্বৈত এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতে অবগত হইলে বিশ্বম্ভর এবং নিত্যানন্দকে তিনি ঐ ঐ ভাবে গ্রহণ করিতে মনে মনে প্রস্তুত হইয়া নদীয়ায় আসিবেন। বস্তুতঃ বিশ্বম্ভরের প্রেরিত নিত্যানন্দ সংবাদ অদ্বৈতে প্রেরণাতুল্য কার্য্যকারী হইয়াছিল। দেখা যায় তিনি যখন বিশ্বম্ভরকে বিষ্ণু-খট্টোপরি বেশ-ভূষায় সুশোভিত হইয়া উপবিষ্ট এবং নিত্যানন্দ ছত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দেখিলেন, তখন তিনি বিশ্বম্ভরকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দকেও সেইরূপ বলরাম বলিয়া গ্রহণ করিতে ইতঃস্ততঃ করেন নাই। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য দ্বারায় অভিব্যক্ত হয়। আরও দেখা যায়, অদ্বৈত যখন বিশ্বম্ভরের অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহার সমক্ষে নানা ভাবে নৃত্য করিতে-ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি—

('ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।)
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে॥
হাসি বোলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই।
এতদিন তোমার নাগাল নাহি পাই॥
যাইবি কোথায় আজ এড়িমু বান্ধিয়া।
ক্ষণে বোলে "প্রভু" ক্ষণে বোলে "মাতালিয়া"॥

এই সময়ে বিশ্বম্ভর বুঝিলেন তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। তখন তিনি অদ্বৈতের নৃত্য বন্ধ করিয়া তাঁহার নিজের গলার মালা তাঁহাকে দিলেন; যেন অদ্বৈত স্বীয় মনোমত কার্য্য করায় তজ্জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। পরে "বর মাগ" "বর মাগ" বলিয়া অদ্বৈতের অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক বর দান করতঃ নিজের কাল্পনিক অবতারত্ব অদ্বৈতের মনে দৃঢ়ীভূত এবং বৈষ্ণব সমাজে তাহা প্রচারিত করিতে প্রযত্নবান্ হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি মাথা ঢুলাইয়া হিষ্টিরিয়ার প্রলাপে অদ্বৈতকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন-পরচার॥
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥ ইত্যাদি।

সুধী পাঠক! বিশ্বম্ভর ঘোরতর হিষ্টিরিয়ার আবেশে থাকিয়া ও রোগ-ধর্ম্মে বিশিষ্ট চাতুরি এবং ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা অবলম্বনে স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্বে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের ইদানীং অদ্বৈতের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া ভবিষ্যতের জন্য স্বীয় অভিপ্রেত কীর্ত্তন সহ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের পথ উন্মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতাচার্য্যের কথা—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখুন), ইতিপূর্ব্বে অদ্বৈত আপন হিষ্টিরিয়ার আবেগাবস্থায় হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত—মূর্চ্ছাপন্ন, ভূমিতে পতিত, বিশ্বম্ভরকে সহসা বিষ্ণুর অবতার বিবেচনায় তাঁহার সমস্তক পাদ পূজা, দণ্ডবৎ প্রণাম ও পদপ্রান্তে করযোড়ে দণ্ডায়মান,—হইয়া স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন। কালে গদাধরের ভৎসনা বাক্যে এবং তৎপরে নিজেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া যখন ভাবিলেন যে, উক্ত কার্য্য স্বীয় ভ্রম প্রমাদ বশতঃ সম্পাদিত হইয়াছে, তখন তিনি মনে মনে লজ্জিত ও সতর্কিত হইয়া বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছাপগতে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে নদীয়ায় থাকিয়া বৈষ্ণবদিগের সহিত ভক্তি অনুশীলন করিতে বলিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং অবিলম্বে নদীয়া ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে বাটীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বীয় কৃত-কার্য্য বিষয়ে মানসিক ভাব কিরূপ অবস্থায় ছিল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা এইরূপ অনুমান সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।—

(ক) অদ্বৈত বাটীতে গিয়া নির্জ্জনে হয়ত ইহা মনে বিচার করিতেছিলেন, বিশ্বম্ভরে বিষ্ণুর কি সত্য সত্যই অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে? অথবা তিনি না বুঝিয়াই সহসা তাঁহাতে অবতারত্বের আরোপ করিয়াছিলেন?

(খ) বিশ্বম্ভর যখন মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন তখন তাঁহার পাদ পূজা প্রণাম ও স্তব করা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ত তিনি তখন কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিনি কিরূপে তাঁহাকে (অদ্বৈতকে) পূর্ব্ববৎ নমস্কার করত পদধূলি গ্রহণ ও স্তব করিয়াছিলেন?

(গ) তবে কেবল গদাধর আমার ঐ সমস্ত কৃত্য অবগত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য আমাকে তিরস্কার ও করিয়াছিলেন। পরন্তু গদাধর আমাকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাকেন তাহাতে ইহা কি সম্ভব যে, তিনি আমার ভ্রম প্রমাদ অন্য সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন বা এখনও করিতেছেন ?

অদ্বৈত সম্ভবতঃ ইত্যাকার বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া স্বীয় কৃতকার্য্যের জন্য অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন সন্দেহ নাই, এবং তাহা দূর করিবার উদ্দেশে বিশ্বম্ভর ও গদাধর প্রভৃতি হইতে দূরে (শান্তিপুরে) থাকিয়া পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষ্ণু-ভক্তি, বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের অনুশীলনে কাল যাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে রামাই পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে তথায় সহসা উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রামাই পণ্ডিতের মুখে বিশ্বম্ভরের উক্তি সমস্ত ও তদীয় প্রকাশের কথা ভাল মতে প্রণিধান করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—

"কোথায় গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে।
কোন্ শাস্ত্র বোলে নদীয়ার অবতারে॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর॥

রামাঞি পণ্ডিত অদ্বৈতের চরিত্র ভাল মতে জানিতেন, সেজন্য তিনি এক্ষণে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন অদ্বৈত,—

'পুন বোলে "কহ কহ রামাঞি পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত॥

ইহার পরে আচার্য্যকে 'শান্তচিত্ত' হইতে দেখিয়া রামাই বিশ্বম্ভরের কথা পুনরায় বলিয়া তাহারই জন্য ও ভক্তিযোগ প্রচারার্থ বিশ্বম্ভরের প্রকাশ, ইহা জানাইলেন। অপিচ পূজার সজ্জা লইয়া সস্ত্রীক হইয়া তাঁহাকে যাইতে বলিলেন, এবং নিত্যানন্দের নদীয়ায় আগমন, তাঁহার ব্যবহারের কথাও যাহা তিনি জানিতেন তৎ সমস্ত তাঁহাকে জানাইলেন। এই সমস্ত রামাইর মুখে শুনিয়া অকস্মাৎ অদ্বৈতের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। হয়ত এক্ষণে তাঁহার বিশ্বম্ভরকে অবতার করণ-বিষয়িণী পূর্ব্ব স্মৃতি চকিতে জাগরিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি আনন্দে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেন।

পাঠক! এস্থলে বৃন্দাবনদাস অদ্বৈতের অবস্থা যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাই অবিকল প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

'রামাঞির মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনি তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
দেখিয়া সকলগণ হইলা বিস্মিত॥'

এস্থানে পরকীয় ভাব প্রেরণার উত্তেজনার পরবর্ত্তী অব্যর্থ লক্ষণ—ঊর্দ্ধবাহু* ক্রন্দন, তৎপরে মূর্চ্ছা, আর মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে রোগধর্ম্মে যে প্রলাপের অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে অদ্বৈতের তাহাই উপস্থিত হইল। তিনি এক্ষণে স্বীয় মনোভাব, অন্যকথায় অসম্বিন্ মানসের ভাবোচ্ছাস এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

'ক্ষণেক পাইয়া বাহ্য, করয়ে হুঙ্কার।
"আনিনু আনিনু" বোলে প্রভু আপনার॥
"মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এই বলি কান্দে প্রভু ভূমিতে পড়িয়া॥

অদ্বৈতের ইহা যদি প্রলাপোক্তি না হয়, তবে প্রলাপ আর কাহাকে বলা যাইবে? ফলতঃ পাঠক! তাহার ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রলাপের কথা শুনিতে প্রস্তুত থাকুন।

ইহার পরে অদ্বৈতাচার্য্য প্রকৃতস্থ হইয়া বিশ্বম্ভর কিরূপ প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন; পরন্তু, তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ ঘুচে নাই। তজ্জন্য তিনি রামাইকে বলিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর যদি তাহাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখান এবং তাঁহার মস্তকে পা তুলিয়া দেন, তবে জানিব তিনি তাঁহার অভীষ্ট পুরুষ বটেন। ইহার পরে অদ্বৈত পূজার সজ্জ লইয়া সস্ত্রীক প্রথমে নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গিয়া লুকাইয়া থাকিবেন ইহা স্থির করিলেন। অথচ এই সকল কথা বিশ্বম্ভরকে জানাইতে রামাইকে নিবারণ

* ইহা হিষ্টিরিয়া-সংমিশ্র গ্রহাময় (Catalepsy) রোগের লক্ষণ। প্রমাণ স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

করিয়া দিলেন ; বরং তিনি বিশ্বম্ভরকে ইহা জ্ঞাপন করিতে বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার কথায় অদ্বৈত নদীয়ায় আসিলেন না। এস্থানে বৃন্দাবন দাস স্বীয় কবিত্ব ও লিপিচাতুর্য্যের সহায়ে বিশ্বম্ভরকে অন্তর্য্যামী বুঝাইবার আশায় এরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি রামাইর মুখে কিছুমাত্র না শুনাইয়াই অদ্বৈতের তাবৎ সংকল্প ও কার্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন ; এবং তদনুসারে স্বীয় মনোভাবও ভক্তমণ্ডলীদের সমক্ষে কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখিলে রামাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের অধিকতর ভক্ত ও আজ্ঞাকারী হওয়াই সম্ভব মনে হয়, অতএব তিনি অদ্বৈতের চরিত্র ও আচরণ তাঁহার নির্দ্দেশ মতে গোপন না করিয়া যথাযথই বিশ্বম্ভরকে জানাইয়াছিলেন, ইহাই স্থির করিতে হইবে। সেই হেতু গৌরাঙ্গ অন্তর্য্যামীত্বের ভাণ করিয়া পূর্ব্ব হইতে অদ্বৈতের ইচ্ছার অনুরূপ ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশ, যেমন পূর্ব্ব হইতে অদ্বৈতের মনের কথা সকলের নিকট ব্যক্ত করা এবং তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তদীয় মস্তকে পদ প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহারই অভিনয় করিয়াছিলেন। বুঝিতে গেলে এই ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের ভগবত্তার কোন পরিচয় নাই, বরং তাঁহার রোগধর্ম্মে স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা অতি দক্ষতার সহিত অবলম্বিত হইয়াছিল, ইহাই উপলব্ধ হয়। দেখা যায়, নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গোপনে অবস্থিত সস্ত্রীক অদ্বৈত যখন বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক অভয় দান পূর্ব্বক পূজার্থ আহূত হইয়াছিলেন তখন তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কেন না তিনি ভাবিয়াছিলেন বিশ্বম্ভর অন্তর্য্যামী না হইলে তাঁহার গোপনে নন্দনালয়ে পূজার সজ্জ লইয়া অবস্থান কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, আর তাঁহার মনের সন্দেহ ভাব হৃদয়ঙ্গম না করিলেই বা তিনি রামাইকে দিয়া অভয় দানের সংবাদ কিরূপে পাঠাইয়াছেন ? অতঃপর অদ্বৈত সস্ত্রীক হইয়া পূজার সজ্জ (উপাচারাদি) লইয়া বিশ্বম্ভরের প্রকাশ দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া ভয়-বিস্ময়-সন্দিগ্ধ মনে দূর হইতে প্রণাম ও স্তব পাঠ করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের সমীপবর্ত্তী হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তদনন্তর গন্ধমাল্য ও বস্ত্রাদিতে সুশোভিত খট্টোপরি উপবিষ্ট বিশ্বম্ভরকে দেখিবা মাত্র তিনি হিষ্টিরিয়ার আক্রমণাধীন হইয়া দণ্ডবৎ করিতে করিতে নিজের পদপ্রান্তে তাকাইয়া ("উলটিয়া চা'হে নিজ চরণের তলে"।)অবাস্তব দৃশ্য দর্শন—যেমন,বহু দেবতাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিতে এবং

বিশ্বম্ভরের চরণের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য ধেয় দেবতাকে পতিত থাকিতে দেখিবেন, ইহা সুসম্ভব হইয়াছিল। এই সকল দেখিয়া দণ্ডপ্রণাম ছাড়িয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান অবস্থায় অবাক্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহাও তাঁহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিশেষ (Aphonia)। এই সময়ে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি পরম সদয় ভাবে চাহিয়া (with Persuasive look) বলিয়াছিলেন,—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥
শুতিয়া আছিনু ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে।
আমাকে আনিলে সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিকে মোরগণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥"

অদ্বৈত এই সকল শুনিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া সস্ত্রীক কান্দিয়াছিলেন এবং অদ্য সুপ্রভাত, অদ্য যত অভিলাষ পূর্ণ হইল, তোমার চরণ যুগল চক্ষে দেখিলাম— ইত্যাদি বলিতে বলিতে প্রেমে সজলনয়ন হইয়াছিলেন। তখন বিশ্বম্ভর তাহার পূজা করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া অদ্বৈত অশেষ বিশেষে তাঁহার পাদ পূজা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি সেই 'ব্রহ্মণ্য দেবায়' ইত্যাদি শ্লোক পড়িয়া বিশ্বম্ভরকে দণ্ডপ্রণাম করিয়া নারায়ণ উদ্দেশ্যে তাঁহার এক বিস্তীর্ণ স্তব পাঠ করিয়াছিলেন। এই স্তবে তাঁহার মনের ভাবোচ্ছাস পরিব্যক্ত হইয়াছে। হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির, অবিশ্বাস্য অতিশয়োক্তি, কাল্পনিক বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ এবং অসম্বদ্ধ অযৌক্তিক কথন স্বভাবসিদ্ধ। অদ্বৈতের স্তবে তাহা সম্যক্ অভিব্যক্ত হইয়াছে। কেননা এই অবস্থায় অসম্বিন্ মানসের ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখন তাহা যুক্তিযুক্ত কি অন্যের বিশ্বাসযোগ্য কিম্বা শাস্ত্র সঙ্গত, এরূপ বিচার (যাহা সম্বিন্ মানসের কার্য্য) করিবার সামর্থ থাকে না। নতুবা অদ্বৈতের মুখে বিশ্বম্ভরকে যাবতীয় অবতারের মূল বা অবতারী বলা, চারি বেদের অন্বিষ্যমান্ সুতরাং অবিজ্ঞেয় পুরুষকে সকলে স্বচক্ষে দর্শন করা, তাঁহার ঐ দুখানি চরণের রস গৌরীশঙ্করকে

বিহ্বলকারক ও লক্ষ্মীর একাগ্রমনে সেবনীয় এবং গঙ্গার উৎপত্তির হেতু ইত্যাকার উক্তি পরম্পরা ব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইত না। (কিন্তু দেখা যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কথিত অদ্বৈতবাক্য অবিচারিত চিত্তে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে!)

যাহা হউক, বিশ্বম্ভরের চরণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে অদ্বৈতের নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল, তখন তিনি তাঁহার চরণতলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এই সময়ে বিশ্বম্ভর তাঁহার মস্তকে পা তুলিয়া দিলেন। ইহাতে অদ্বৈত পূর্ণমনোরথ হইলেন, অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের অবতারত্বে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিলেন "আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর।" অনন্তর অদ্বৈত তাঁহার সাক্ষাতে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, এইরূপ অদ্ভুত নৃত্য তাঁহার এই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণেই উপস্থিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস এই স্থানে বলিয়াছেন,

"ক্ষণে বা বিশাল নাচে, ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে শ্বাস বহে, ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রায়॥
* * * (অবশ্য মূর্চ্ছাভঙ্গে)
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে॥

পরে হাসিয়া বলিলেন, ভাল হইল এতদিন তোমার নাগাল পাওয়া যায় নাই, আজ আর কোথা যাবে? তোমাকে বান্দিয়া রাখিব। আবার তাঁহাকে কখন 'প্রভু' কখনা বা 'মাতালিয়াও' বলিয়াছিলেন। ইহার পরে অদ্বৈতকে স্থির হইবার জন্ম বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা হইল। অদ্বৈত তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইলেন। তখন বিশ্বম্ভর হাসিয়া নিজ গলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া উৎসাহিত করিয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য, অদ্বৈত এক্ষণে বিশ্বম্ভরের সম্যক্‌রূপে বশতাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছেন; সুতরাং বিশ্বম্ভর যেমন আজ্ঞা (command) করিলেন; নৃত্য বন্ধ হউক, তিনি নৃত্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিরত হইয়াছিলেন। আবার যেই বর লইতে বারম্বার বলিলেন অদ্বৈত

বর লইতে প্রথমে ইচ্ছুক না থাকিলেও পরে লইয়াছিলেন, শেষে নবদ্বীপে থাকিতে বলিয়াছিলেন, তাহা অম্লান বদনে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পাঠক! ইহা ভাবাবিষ্ট অদ্বৈতের প্রতি বিশ্বাম্ভরের ঐন্দ্রজালিক ভাব প্রেরণার (Hypnotic suggestion) যে অব্যর্থ ফল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। ভাবিয়া দেখুন, যে অদ্বৈতাচার্য্য সেদিন নবদ্বীপের বাসায় বিশ্বম্ভরের প্রণাম গ্রহণানন্তর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ নবদ্বীপে থাকিবার উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্যই আজ কিনা সস্ত্রীক হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সমক্ষে বিশ্বম্ভরের পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। অপিচ, তাঁহাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার জ্ঞানে তাঁহার স্তব স্তুতি করতঃ শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ; তদ্ভিন্ন তাঁহার নিকট হইতে বর গ্রহণ এবং সর্ব্ববিষয়ে আজ্ঞানুবর্ত্তীতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পাঠক! অদ্বৈতের সহসা এতাদৃশ মানসিক ভাব পরিবর্ত্তনে ঘোরতর স্বভাব পরিবর্ত্তন যে হিষ্টিরিয়া রোগ-জনিত মানসিক দৌর্ব্বল্য হইতেই ঘটিয়াছিল, তাহা স্বীকার না করিলে উপায়ান্তর কি আছে? অহো হিষ্টিরিয়া (ভূতোন্মাদ)! তোমার গতি অতীব দুর্ব্বোধ্য। তাই বুঝি আমাদের মধ্যে 'বায়োর্নাম্ বিচিত্রা গতিঃ' এই প্রবচন প্রচলিত আছে।

পরিশেষে বিশ্বম্ভর কোথা কি অবস্থার মধ্য হইতে নদীয়ায় আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে যে সংশয় উপস্থিত হইতেছে, তাহার সমাধানের ভার সুধী পাঠকদিগের উপরে ন্যস্ত করিয়া স্বল্পবুদ্ধি লেখক বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের মন্তব্য সমাপন করিতেছেন।

অদ্বৈতাচার্য্য মূর্চ্ছানন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপ্তগণের সমক্ষে বলিলেন,— আমি আপনার প্রভু (বিষ্ণু) কে আনিয়াছি। তিনি আমার জন্য বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছেন। "আনিলুঁ আনিলুঁ" বোলে "প্রভু আপনার।" "মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া॥" আর যখন অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের স্তব করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—

"তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।"

ইহাতে প্রতীত হয় অদ্বৈত আপন অভীষ্টদেবকে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। অপিচ, তাঁহার মতে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, নারায়ণ একার্থবোধক। এদিকে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে বলিতেছেন,—

"তোমার সঙ্কল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে।
নিদ্রা-ভঙ্গমোর তোর প্রেমের হুঙ্কারে ॥"

ইহাতে জানা যায়,বিশ্বম্ভর ক্ষীর সমুদ্রের ভিতরে নিদ্রিত ছিলেন,গৌরাঙ্গের প্রেমের হুঙ্কারে তাঁহার নিদ্রভঙ্গ হইল, তিনি তথা হইতে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এক্ষণে সুধীপাঠক বিবেচনা করুন, ক্ষীরসমুদ্র ও বৈকুণ্ঠধাম কদাচ একস্থান নহে, ইহা পুরাণ সাক্ষ্য দিতেছেন এবং যে পুরুষ সমুদ্রমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন আর যিনি বৈকুণ্ঠে রমা ও দেবগণের সহিত বিলাসে নিরত ছিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে তত্বাংশে একতা স্বীকার করিলেও অবস্থা, দেশ ও কাল অবশ্য বিভিন্ন, তাহা বুঝিতে হইতেছে। যিনি ক্ষীরোদ সমুদ্র মধ্য হইতে যে সময়ে আসিয়াছিলেন, তিনিই সেই সময়ে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা সঙ্গত হয় না। অতএব এস্থলে একজনার উক্তি সত্য ধরা হইলে অন্যের উক্তি মিথ্যা স্বীকার করাতেই হইবে। লেখকের বিবেচনায় উভয়ের উক্তিই কল্পনামূলক (imaginary), গৌরাঙ্গ পূর্ব্বের তথাকথিত দিব্যবাণী অনুসারে নিজে বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুরূপে বৈকুণ্ঠ হইতে যে অবতীর্ণ, এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছিলেন ; এস্থলে তাহা ভুলিয়া অথবা অদ্বৈতের হুঙ্কারের গৌরববাহুল্য করিতে গিয়া বৈকুণ্ঠের স্থলে ক্ষীরোদ সমুদ্রের (উপর নহে) ভিতর হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা অতর্কিত ভাবে ভুলক্রমে দুইবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে দেখা যায় সুচতুর অদ্বৈতাচার্য্য সম্ভবতঃ এই ভুল সংশোধনের অভিপ্রায়ে স্বীয় স্তবের মধ্যে "তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।" এবং 'তুমিই সকল অবতারের মূল', ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যখন ইতিপূর্ব্বে জানা গিয়াছে যে, উভয়েই একপ্রকার রোগে (ভূতোন্মাদ —Hystero-mania) ভুক্তভোগী ছিলেন, তখন তাহার লক্ষণে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা, ছল, ভ্রম, অতিশয়োক্তির সহিত সময়ে সময়ে ক্রন্দন, হাস্য, নৃত্য, দৈহিক পেশীর আক্ষেপ ও প্রলাপাদির বিদ্যমানা ত সুসম্ভব। এরূপ অবস্থায় ভাবোন্মত্ত গৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতের পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি হইতে প্রথমোক্তের কোথা হইতে তথাকথিত অবতীর্ণ হওয়া সিদ্ধান্ত বিশ্বাসও করা যাইতে পারে, তাহা সুধী পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভর ও পুণ্ডরীক সংবাদ। উভয়েরই অত্যধিক ভাবপ্রবণতা এবং উভয়েতেই উৎকট হিষ্টিরিয়া রোগের প্রকার ভেদের বিদ্যমানতা। ভগবদ্ ভাবে আবিষ্ট হইয়া বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক সহসা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত এক অপরিচিত পুণ্ডরীক নামা বিষয়ী বৈষ্ণবের নাম উচ্চারণ, পরে অনুচরগণের আগ্রহে সর্ব্বজ্ঞের ভাণে তাঁহার ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন, তাঁহাকে শীঘ্র নদীয়ায় আনিবার জন্য সকলকে আকর্ষণ করিতে বলা। পুণ্ডরীক নদীয়ায় আসিলে মুকুন্দের মুখে ভাগবতের শ্লোক শুনিবা মাত্র তাঁহার তীব্র এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়া। একদিন রাত্রে পুণ্ডরীক ছদ্মবেশে বিশ্বম্ভরকে দেখিতে যান, দেখিবা মাত্র ভাব-প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবার পূর্ব্বেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হন। এই অবস্থা দেখিয়া বিশ্বম্ভরেরও এক হিষ্টিরিয়া আক্রমণ উপস্থিত হইবার পরে তিনি পুণ্ডরীককে বাপ বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ক্রোড়ে উঠাইয়া লন। তৎপরে ক্রোড় হইতে যেমন বক্ষে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন ইত্যবসরে তাঁহার হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ গ্রহাময়ের লক্ষণ সহসা উপস্থিত হওয়ায় পুণ্ডরীককে তৎকর্ত্তৃক প্রহরেক নিশ্চল ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখা। পশ্চাৎ বিশ্বম্ভরের বাহ্য হইলে তিনি কৃষ্ণ কৃপায় পুণ্ডরীকের দর্শন লাভে আপনার কৃতার্থতা প্রকাশ, তাঁহাকে প্রেমময় জানিয়া প্রেমনিধি উপাধি দান, এবং ভক্তি প্রচারের যোগ্যপাত্র বলিয়া প্রশংসা করেন।]

অনন্তর বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সহিত সর্ব্বদা 'রঙ্গ'—আমোদ করেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণব মণ্ডল লইয়া নৃত্যগীত ও কৃষ্ণ কোলাহলে প্রবৃত্ত থাকেন। একদিন বিশ্বম্ভর নৃত্য সমাপন করিয়া বসিলেন, পরে সহসা ডাক ছাড়িয়া পুণ্ডরীক নাম ধরিয়া, 'বাপরে বন্ধুরে' বলিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।—

"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা' দেখিব আরে রে বাপরে॥"

উপস্থিত ভক্ত সকল ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পুণ্ডরীক অর্থে কৃষ্ণ ভাবিয়াছিলেন, পরক্ষণে পুণ্ডরীকের সহিত বিদ্যানিধি শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে বিশ্বম্ভরের কোন প্রিয় ভক্ত বিবেচনা করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভরের বাহ্য অর্থাৎ সংজ্ঞালাভ হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'কোন্ ভক্ত লাগি প্রভু! করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সভা প্রতি করহ কথন॥
আমা সভাকার ভাগ্য হউ তবে জানি॥
তাঁর জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু! শুনি॥

তখন বিশ্বম্ভর ঐ জিজ্ঞাসু ভক্তদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া প্রশংসা করতঃ পুণ্ডরীকের ইতিহাস এবং মহত্ব তাঁহাদিগের নিকট যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সংক্ষেপ এই,—

'চট্টগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে পুণ্ডরীকের জন্ম, ইনি পরম পণ্ডিত, উত্তম আচারবান্ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইহার পরিচ্ছদ বিষয়ীর ন্যায় সেজন্য কেহ তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারে না। তাঁহার চরিত্র অদ্ভুত। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণ ভক্তি-সিন্ধু মাঝে ভাসেন। অশ্রু, কম্প, পুলক শরীরে বিদ্যমান, পাছে গঙ্গায় পা দিতে হয় এই ভয়ে তিনি গঙ্গা স্নান করেন না, লোকে দিবা ভাগে উহাতে দন্ত ধাবন ও অবগাহনাদিতে যে অনাচার করে তাহা দেখিলে তিনি মনে ব্যথা পান। আর তিনি বিচিত্র বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেবার্চ্চনার পূর্ব্বে গঙ্গাজল পান করিয়া থাকেন। তাঁহার চট্টগ্রামে এক বাটী আছে, তিনি সম্প্রতি এখানে আসিবেন, তাঁহাকে দেখিলে তোমরা হঠাৎ চিনিতে পারিবে না, বিষয়ী বলিয়াই বোধ করিবে। তাঁহাকে না দেখিয়া আমি স্বাস্থ্য পাইতেছি না, তোমরা সকলে তাঁহাকে এখানে আকর্ষণ করিয়া আন।'

বিশ্বম্ভর ইহা বলিয়া 'আবিষ্ট' হইলেন এবং "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া মহা উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস এইস্থানে বলিয়াছেন,—"তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিহোঁ সে জানেন।" ঈশ্বরের (বিশ্বম্ভরের) আকর্ষণ পুণ্ডরীকের প্রতি হওয়ায় তিনি নবদ্বীপে আসিবার জন্য মনন করিয়াছিলেন। পুণ্ডরীক অনেক ব্রাহ্মণ, শিষ্য, সেবক, ভক্ত এবং সম্ভার সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া গূঢ় ভাবে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে সকলে পরম ভোগীর ন্যায় দেখিত। বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে কেবল মুকুন্দ তাহাকে জানিত, তাহার কারণ মুকুন্দেরও জন্মস্থান ঐ চট্টগ্রামে ছিল। বিদ্যানিধির নবদ্বীপ আগমনে মুকুন্দের আনন্দের সীমা ছিল না, কিন্তু তিনি বৈষ্ণবদিগকে উঁহার কথা কিছু ভাঙ্গিয়া বলিতেন না। পুণ্ডরীকের যত কিছু প্রেম ভক্তির মহত্ত্ব তাহা মুকুন্দ এবং বাসুদেব দত্ত

জানিতেন, তদ্ভিন্ন গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের বড় প্রিয়পাত্র ও অনুচর বলিয়া মুকুন্দ তাঁহাকে অন্যান্য কথা যেরূপ বলিতেন, পুণ্ডরীকের কথাও তাঁহাকে সেইরূপ একদিন বলিয়াছিলেন। মুকুন্দ বলিলেন,—'শুন গদাধর পণ্ডিত! তুমি যে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, আজ তোমাকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইব, আমাকে তাঁহার সেবক বলিয়া বিবেচনা করিবে। গদাধর ইহা শুনিয়া বড় হৃষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ নাম লইয়া মুকুন্দের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। গদাধর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার করিলে বিদ্যানিধি তাঁহাকে আসনে বসাইয়া মুকুন্দকে তাঁহার নাম ধামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ বলিলেন,—ইঁহার নাম গদাধর, মাধব মিশ্রের পুত্র, শৈশব হইতে ইনি সংসারে বিরক্ত, ভক্তিপথে রত, ভক্তের সঙ্গ করেন এবং সকল বৈষ্ণব তাঁহাকে ভাল বাসেন; তোমার নাম শুনিয়া ইনি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। পুণ্ডরীক ইহা শুনিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া অত্যন্ত গৌরব সহকারে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পুণ্ডরীক যেন কোন রাজপুত্র আসিয়াছেন, তাঁহার দিব্য পিত্তলের খাট, দিব্য চন্দ্রাতপ, দিব্য শয্যা তাহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্র, চারি পার্শ্বে বালিস, নিকটে ছোট বড় গাড়ু পাঁচ সাতটা, দিব্য পিত্তলের বাটা, তাহাতে পাকা পান, দুই পাশে দুইটা পিকদানি (আলবাটি)। পান খাওয়া অধর, ময়ূর পুচ্ছের পাখা লইয়া দুইজনে তাঁহার দেহে সর্ব্বদা বাতাস করিতেছে, চন্দনের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, কপালে তিলক তাঁহার সহিত সুগন্ধ ফাগুবিন্দু, কেশ-ভারের সংস্কারের কথা আর কি বলিব? ভক্তির প্রভাবে তাঁহার দেহ কান্তি অতি সুন্দর, যে তাঁহাকে না চিনে সে রাজপুত্র মনে করে। বিদ্যানিধির এই বিষয়ি-রূপ দেখিয়া গদাধরের মনে বিস্ময় ও সন্দেহ জন্মিল। শুনিয়া ইঁহার প্রতি যে ভক্তি ছিল, দেখিয়া সে ভক্তি দূর হইল। গদাধরের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া সুকণ্ঠ মুকুন্দ ভাগবতের ভক্তি মহিমাপূর্ণ দুইটী শ্লোক (৩।২।২৩ ও ১০।৬।৩৫) পড়িলেন। পুণ্ডরীক তাহা শুনিবামাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহাতে অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, হুঙ্কার ও মূর্চ্ছা এককালে উপস্থিত হইল। পরে, তিনি 'বোল বোল' বলিয়া মহা গর্জ্জন করতঃ স্থির হইতে না পারিয়া ভূমিতে পড়িলেন। লাথি ও আছাড়ের ঘায়ে দ্রব্য সম্ভার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।—

'কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
কোথা গেল ঝারি, যাথে করে জলপান॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্য বস্ত্র চিরে দুই হাতে॥
কোথা গেল সে বা দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায়ে করে ক্রন্দন অপার॥'

ইহার পরে পুণ্ডরীক—

"কৃষ্ণরে ঠাকুররে কৃষ্ণরে! মোর প্রাণ।
মোরে সে করিল কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥"

ইহা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে—

"মুঞি সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে।"

বলিয়া খেদ প্রকাশ করত মহা গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, যাহাতে সকলে মনে করিল বুঝি তাঁহার 'হাড় চূর্ণ' হইয়া গেল। এরূপ কম্প ইইতে লাগিল যে, দশজনে ধরিয়াও তাঁহাকে স্থির রাখিতে পারিল না। বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা প্রভৃতি ত পদাঘাতে সমস্ত গেল, কেবল সেবকেরা যাহা কিছু রাখিতে পারিয়াছিল তাহাই রহিল। পুণ্ডরীক পূর্ব্বোক্ত মতে কতকক্ষণ প্রেমপ্রকাশ করিয়া শেষে কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিলেন, তখন তাঁহার শরীরে কিছুমাত্র ধাতু (নাড়ী) ছিল না। বিদ্যানিধির এই সকল অবস্থা দেখিয়া গদাধর বিস্মিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, কেননা ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তৎপরে মুকুন্দকে পরম সন্তোষে কোলে লইয়া তাঁহার দেহ প্রেমাশ্রু দ্বারা সিক্ত করিলেন। আর বলিলেন 'মুকুন্দ! তুমি ভক্ত বিদ্যানিধিকে দেখাইয়া বন্ধুর কার্য্য করিলে, কেননা এরূপ বৈষ্ণব কি আর ত্রিভুবনে আছে যে, যাহাকে দেখিলে ত্রৈলোক্য পবিত্র হয়? ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া যে অপরাধী হইয়াছি ইহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকারে তাহা প্রতিশোধ করিব। মুকুন্দ ইহা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভাল ভাল বলিয়া গদাধরকে প্রশংসা করিলেন। এদিকে পুণ্ডরীক আড়াই প্রহরের পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া সুস্থির হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন গদাধরকে তদীয় অশ্রুজলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া হৃদয়ে রক্ষা করিলেন। গদাধর 'পরম সম্ভ্রমে'

(অত্যন্ত ভীত হইয়া) তদবস্থায় রহিলেন। মুকুন্দ এই সময়ে পুণ্ডরীককে গদাধরের পূর্ব্ব অপরাধের উল্লেখ এবং সম্প্রতি ঠাকুরাল দেখিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইলেন, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট ও স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ বিশ্বম্ভরের সম্মতিক্রমে শুভ দিনে পুণ্ডরীককে মন্ত্রোপদেশ দিয়াছিলেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর গদাধরের মুখে পুণ্ডরীকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। বিদ্যানিধি রাত্রিকালে অলক্ষিত বেশে একেলা গৌরাঙ্গের নিকটে আগমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ না করিতেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুণ্ডরীক চেতনা পাইয়া হুঙ্কার করত আপনাকে এইরূপ ধিক্কার দিয়া কান্দিতে লাগিলেন।—

"কৃষ্ণরে পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীকে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ! উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা॥"

পুণ্ডরীকের ক্রন্দনে সকল বৈষ্ণব কান্দিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে কোলে উঠাইয়া "পুণ্ডরীক বাপ" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং প্রেমজলে তাহার অঙ্গ সিক্ত করিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে এক প্রহরকাল বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিশ্চল ভাবে রাখিলেন, পরে 'বাহ্য' পাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিলেন,—

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছা সিদ্ধি কৈলেন আমার।
আজি পাইলাম সর্ব্বমনোরথ-পার॥"
"ইহার পদবী 'পুণ্ডরীক' প্রেমনিধি।
প্রেমভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥"

বিশ্বম্ভর ইহার পরে উচ্চস্বরে হরি বলিয়া হাত তুলিয়া বলিলেন 'আজ আমার সুপ্রভাত যে, প্রেমনিধিকে সাক্ষাৎ নয়নে দেখিলাম। এই সময়ে পুণ্ডরীকের বাহ্যজ্ঞান লাভ হইল, তিনি বিশ্বম্ভরকে চিনিয়া প্রণাম করিলেন। তদনন্তর অদ্বৈতাদি সকলকে নমস্কার ও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। এইরূপে সকলে আনন্দিত হইয়াছিলেন।

(চৈ, ভা, মধ্য খ, সপ্তম অ,)

মন্তব্য

এই পরিচ্ছেদীয় বিবৃত বিষয় হইতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামা এক বিষয়ী ভাব-প্রবণ বৈষ্ণব এবং তদ্‌বৎ ভাবপ্রবণ বিশ্বম্ভর, অথচ এতদুভয়ের মধ্যে হিষ্টিরিয়া রোগের আকৃতিগত বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে আবার বৈশিষ্ট্য এই, বিশ্বম্ভরের ভাব প্রেরণা কিম্বা আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক-শক্তি পরিচালন দ্বারা সম্যক্ অপরিচিত পুণ্ডরীককে স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাতে স্বকীয় কল্পিত অবতারত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হওয়া।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৭ পৃঃ ইংরাজী নোট দেখুন) হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তি সতত এক প্রকার ভাবাবিষ্ট থাকে, তন্মধ্যে তাহাকে কখন অন্য মনস্ক, কখন বা একভাবনিষ্ঠ, কখন আবার স্বকীয় ভাব প্রেরণার বশবর্ত্তী দেখা যায়। অপিচ তাহাকে পেশীর আক্ষেপাদি বিবর্জ্জিত হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিশেষের বিষয়ীভূত থাকিয়া কখন প্রলাপোক্তি করিতেও দেখা যায় (৫৪ পৃঃ দেখুন)। এস্থলে বিশ্বম্ভর চরিতে উক্তবিধ বিবিধ লক্ষণের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জানা যায়, বিশ্বম্ভর ইতাগ্রে অদ্বৈতাদি ভক্তগণের নিকট স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব প্রকাশ করিয়া ইদানীং কৃষ্ণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু কি উপায়ে ঐ স্বীয় অবতারত্ব ও অভিপ্রেত ভক্তিধর্ম্ম সাধারণে প্রসারিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তা তাঁহার অসস্থির্ মানসে পোষিত ও বৰ্দ্ধিত হইতেছিল। ইহা নিতান্ত সুসম্ভব যে, বিশ্বম্ভর পুণ্ডরীকের স্বদেশবাসী মুকুন্দ এবং অন্য কোন অনুচরের মুখে ইতি পূর্ব্বে পুণ্ডরীকের জীবন চরিত শুনিয়া তাহা বিদিত ছিলেন। সম্প্রতি পুণ্ডরীক বিশ্বম্ভরে অবতারত্ব প্রকাশের সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার উদ্দেশে নবদ্বীপে আসিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহাও কিছু পূর্ব্ব হইতে বিশ্বম্ভর জানিতে পারিয়া এই বিষয়ে স্বীয় ভাবপ্রেরণার বিশেষ ভাবে পরিচালনা করিয়া থাকিবেন। তৎসঙ্গে হয়ত পুণ্ডরীককে কি উপায়ে আত্মবশে আনিয়া তাঁহাদ্বারা স্বীয় অবতারত্ব ও ভক্তি প্রচারের কার্য্য করাইতে পারেন তাহারও

অভিসন্ধি তাঁহার মনে উদিত হইয়া থাকিবে। দেখা যায়, বিশ্বম্ভর একদিন নর্ত্তনান্তে সহসা এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার বাহ্য অর্থাৎ চৈতন্য হইলে তিনি অনুচরগণের প্রশ্নোত্তরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সময়ে রোগধর্ম্মে তাঁহার প্রলাপের অবস্থা। সেজন্য দেখা যায়, ঐ পরিচয় নানাবিধ অতিশয়োক্তি ও ভক্ত প্রশংসায় পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সহিত পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ পরিচয় কখন ছিল না। পরন্তু মুন্দাদির নিকট পুণ্ডরীক সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার বুঝিতে বাকি ছিল না যে পুণ্ডরীক একজন ভাবগ্রাহী হিষ্টিরিগ্রস্ত ব্যক্তি। তাঁহার রোগ লক্ষণকে প্রকৃত ভক্তির লক্ষণ বলিয়া বিশ্বম্ভর বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা দুরূহ। পরন্তু অন্য সকল ভক্তদের মনে ঐরূপ ধারণা বিলক্ষণ ছিল, তাহার উপরে বিশ্বম্ভর আবার পুণ্ডরীকের প্রতি ভক্তগণের অধিকতর ভক্তি উৎপাদনের জন্য পুণ্ডরীক চরিত বর্ণনায় বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ-ভক্তি-সিন্ধু মধ্যে ভাসে নিরন্তর।"

আর, "তাঁর নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র হয়।" ইত্যাদি।

পাঠক! একজন বিষয়ী বৈষ্ণব সম্বন্ধে বিশ্বম্ভরের এরূপ অতিশয়োক্তি প্রলাপ বলিয়া গণ্য হইলেও ওরূপ বলার মধ্যে যে তাঁহার গূঢ় অভিসন্ধির ভাব নিহিত ছিল ইহা উপলব্ধ হয়। কেননা বিশ্বম্ভর "তাঁহাকে না দেখিয়া স্বাস্থ্য পাই না, সকলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে (পুণ্ডরীককে) এখানে আনিয়া দাও" ইহা ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরন্তু দেখা যায়, ঐরূপ বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভর পুনরায় ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ বিশেষ ও উহার প্রলাপের অবস্থায়ও বিশ্বম্ভরের লোকপ্রবঞ্চনার ভাব তদীয় কার্য্যে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। উহা অবশ্য তাঁহার বিচিত্র রোগ-ধর্ম্মে যে ঘটিয়াছিল, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তাহা হইলেও বিশ্বম্ভর পুণ্ডরীকের চরিত্র বর্ণনায় যেন স্বীয় ঐশী শক্তি প্রভাবে তাঁহাকে না দেখিয়াই এবং অন্য কাহার নিকট কিছু না শুনিয়াই তিনি তাঁহার সমস্ত চরিত্র ও আচরণ-কথা পরিজ্ঞাত ছিলেন। অপিচ

যেন তাঁহার ঐশী ইচ্ছায় পুণ্ডরীক আকৃষ্ট হইয়া শীঘ্র নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাকে ও অনুচর বৈষ্ণবদিগকে দেখা দিবেন, ইহা অজ্ঞ বৈষ্ণব দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকে হিষ্টিরিয়া রোগের লোক বঞ্চনা (এবং আত্ম প্রতারণাও) বলে।

ইহা ব্যতীত বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান চরিত্রে এমন অন্য কয়েকটী অসাধারণ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর দেখা যায় না। উদ্বোধনের ১৮/০ পৃষ্ঠায় ডাঃ অসলারের উক্তি দেখুন। তদ্ভিন্ন আমরা ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের মন্তব্যে ডাক্তার শ্যাভিলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া হিষ্টিরিয়া রোগের যে পাঁচ প্রকার সাময়িক সাঙ্কর্য্যাবস্থার সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে গ্রহাময় (catalepsy) ও হর্ষোন্মাদ (ecstacy) তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। এস্থলে সেই দুই বায়ুরোগের (পৃথক্ ও দ্বন্দজ) অবস্থার লক্ষণ পাঠকদিগকে বিশেষভাবে বিদিত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কেননা তদ্দ্বারা ঐ সকল অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বিশ্বম্ভরে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ গ্রহাময়ের কথা বলিব।

পাশ্চত্য আয়ুর্ব্বেদের মতে গ্রহাময় পীড়া কখন কখন স্বতন্ত্র ভাবে এবং প্রায়শঃ হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগের সংসর্গে উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান লক্ষণ— সহসা চৈতন্য বিলোপ ও বাহ্যজ্ঞান শূন্যতা, তৎসহ দৈহিক এক বা ততোধিক স্থানের মাংস পেশীর দৃঢ় আকুঞ্চন অবস্থায় স্বল্প বা দীর্ঘকাল অবস্থান। ইহার উদ্দীপক কারণ মানসিক ভাবোত্তেজনা।*

---

*Catalepsy.—

(*a*) By this tern is meant an attack of loss of sensation and of consciousness, attended with remarkable stiffening of the muscles. The patient for the most part is attacked suddenly, after mental or emotional disturbance. &c.
Dr. JOHN SYER BRISTOWE M.D. (Lond.) L L.D. (Edin) F.R.S.
(See his Treatise on the Theory and Practice of Medicine.)
6th Edition.

(*b*) Catalepsy belongs to the neuroses of stability,......During a cataleptic fit, the limbs of a patient remain in the attitude in which the patient voluntarily placed them prior to its commencement,...Catalepsy is quite common ammong the insame,......It also Sometimes precedes the convulsive attacks of hysterea.......The paroxysm itself sets in suddenly, the patient remains motionless as a statue in the attitude in which he may happen to be at the moment of the attack......Mental emotion is said to be its

হিষ্টিরিয়া সংসৃষ্ট গ্রহাময়ের লক্ষণ—

কখন কখন দৈহিক মাংসপেশীর কাঠিন্য অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কোচন। যেমন বাহু উর্দ্ধোত্তোলিত অবস্থায় স্তম্ভিত ভাবে রক্ষা করা। ইহা কেবল সান্ত্বনাপ্রদ-ভাব প্রেরণা দ্বারা উপশমিত হয়।*

উহার কারণ—

মানসিক উত্তেজনা সচরাচর ইহার আক্রমণের হেতু। বিশেষতঃ যেমন নৈতিক-আঘাত, ভয়, কিম্বা ধর্ম্ম-বিষয়ক উপদেশ বা প্রবৃত্তি দিবার কালে মানসিক উত্তেজনা।† কখন কখন হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের মধ্যেও গ্রহাময়— আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।‡ [illegible] গৌরাঙ্গের পুণ্ডরীককে মূর্চ্ছান্বিত হইতে দেখিয়া হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত অবস্থার মধ্যে গ্রহাময় উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে এক প্রহরকাল নিশ্চল ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

---

principle exciting cause......During the fit consciousness and sensibility to external impressions are either entirely suspended, or else, though the senses may be retained, and though external impressions are preserved, the patient is unable, either by word or act, to give any sign of consciousness. ......If the seizure be a very transient one and be accompanied by loss of consciousness, the patient often is quite unaware that anything unusual has happened to him, and, after the fit is over goes on with his business quite undisturbed, taking it up where he left it off.

See—A Text Book of Practical Medicine by Dr. Felix von Niemeyer.
Translated by Drs. Hemphreys and Hackley.
Vol. 11. Pages 424-26, 1881.

* Sometimes Catalepsy is regid, accompained by a true contracture which only suggestions can undo. For example, an arm is raised vertically, it remains thus contracted.

†. Etiology and Pathology.—Emotions frequently determine an attack, especially such as occur during a moral shock, a fright, or in relegions exhortation. Dr. BERUHEIM

‡. Hysterical Catalepsy.—ডাক্তার Dercurn হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বর্ণন ব্যপদেশে বলিয়াছেন,—Sometimes Ecstacy or Cataleptic phenomina are observed during a paroxysm,—

See.—Sajous's Analytical Cyclopædia of Practical Medicine.
Vol—VII p 2o+ Vol V—p 625.

এ ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভরের যখন গ্রহাময়ের অজ্ঞানতা দূর হইল তখন দেখা গেল তাঁহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের তৃতীয় বা প্রলাপের অবস্থা সমুপস্থিত। অতএব প্রতীত হইতেছে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের দ্বিতীয়াবস্থায় ঐ গ্রহাময়ের আক্রমণ সহসা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সে অবস্থা তিরোহিত হইয়া বাহ্য লাভ হইলে তাহার হিষ্টিরিয়ার প্রলাপাবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। তখন তিনি যেন ইতিপূর্ব্বে কিছুই ঘটে নাই এইরূপ ভাবে রোদন করত পুনরায় পুণ্ডরীক সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

'আজ কৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা সিদ্ধ করিলেন, আজ আমায় সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইল, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেম নিধি উপাধি হউক, যে হেতু বিধাতা ইহাকে প্রেম ভক্তি বিলাইতে সৃজন কবিয়াছেন। ইহার পরে বিশ্বম্ভর উচ্চস্বরে হরিবোল বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া বলিয়াছিলেন, অদ্য শুভক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ ও সুপ্রভাত হইয়াছিল যে, প্রেমনিধিকে সাক্ষাৎ নয়ন গোচর করিলাম।'

এক্ষণে সুবুদ্ধি পাঠকগণ! আপনারা যদি উদ্ধৃত আয়ুর্ব্বেদীয় বিশ্বস্ত প্রমাণ না মানিয়াও কেবল সাধারণ ভাবে বিচার করিয়া দেখেন, তাহাহইলেও বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান আচরণ তাহার বিকৃত মনের চাতুরিমিশ্র ভাবোচ্ছাসের যে পরিচয়, তাহা আপনারা সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইবেন। কেননা,—

(১) গৌরাঙ্গ যদি ঈশ্বরই হইতেন, তবে তিনি ত সকলের অন্তর্য্যামী, ও সকলের হৃদয়ে বসতি করেন তবে তিনি পুণ্ডরীককে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল হইবেন কেন? এবং তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বে এবং দেখিয়া বাপ বলিয়া ক্রন্দনই বা কেন করিবেন? এবং তাঁহার দর্শনে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ বা কেন করিবেন? অতএব তিনি কদাচ ঈশ্বর শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না। তবে তাঁহার যে এ সমস্ত আচরণ তাহা তাঁহার স্বকীয় কাল্পনিক অবতারত্বে পুণ্ডরীককে বিশ্বাসী করা, তাঁহাদ্বারা দাস্য ভক্তি প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সকলের নিকট ভক্ত-শ্রেষ্ঠ জানাইয়া তৎপ্রতি অতিমাত্র মর্য্যাদা প্রদর্শন করা, ইহা বিশ্বম্ভরের মানসিক রোগধর্ম্মের ছল-প্রসূত, ইহাই উপলব্ধ হয়।

(২) পক্ষান্তরে বিশ্বম্ভর যদি সুস্থমনা লোকই হইতেন এবং ভক্ত জনের সঙ্গ লাভ ও সন্দর্শন মাত্র তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে প্রথম সন্দর্শনে পুণ্ডরীকের প্রতি ঐন্দ্রজালিক দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে কাদাচ বিমোহিত

করিতেন না। অথবা যদি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ পুণ্ডরীক তাঁহাকে দেখিবামাত্র মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন তবে তিনি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার পরে আলিঙ্গন করিতে গিয়া এক প্রহরকাল নিশ্চল ভাবে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে আদৌ সঙ্গত বা স্বাভাবিক হইত না। জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস ইহার তাৎপর্য্য কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন,—

'বক্ষ হইতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে ॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চল।'

এদিকে গৌরাঙ্গ যে রোগ ধর্ম্মে অজ্ঞানাবস্থায় পুণ্ডরীককে সুদৃঢ় রূপে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি, ভিতরে ভিতরে কদাচিৎ ইচ্ছা হইলেও তিনি স্বীয় রোগ ধর্ম্মে পুণ্ডরীককে বক্ষ হইতে ছাড়িয়া দিতে যে পারেন নাই, ইহা বৃন্দাবন দাস কিরূপে বুঝিবেন? তিনি বিশ্বম্ভরে এক 'ঈশ্বরত্ব' আরোপ করিয়া তাঁহার সমস্ত বিকার ঢাকা দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে গৌরাঙ্গের তথা-কথিত ঐশী শক্তির কিছু মাত্র পরিচয় নাই।

(৩) বিশ্বম্ভর মুকুন্দাদির মুখে পুণ্ডরীকের অতিশয় ভাব-প্রবণতা ও উৎকট হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া অবধি মনে মনে ভাবিতেছিলেন—কি প্রকারে পুণ্ডরীককে আত্মবশে আনয়ন করিবেন। যখন দেখিলেন পুণ্ডরীক তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন পুণ্ডরীক তাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রেরণায় উপযুক্ত পাত্র (proper subject) এবং তাঁহা দ্বারা স্বীয় ঈপ্সিত অবতারাদির প্রচারকার্য্য সংসিদ্ধ হইতে পারিবে। দেখা যায় গৌরাঙ্গের এই গূঢ় মনোভাব তাঁহার প্রলাপাবস্থায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। তবে সেই সঙ্গে তাঁহার চাতুরীরও পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরিশেষে প্রাসঙ্গিক বিধায় পুণ্ডরীকের চরিত্রেরও কিঞ্চিৎ আলোচনা এই মন্তব্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত বিবেচনা হইতেছে। পুণ্ডরীক গৌরাঙ্গের নিকট যেমন প্রথম পরিচিত, পাঠকগণের নিকটও তিনি সেইরূপ প্রথম পরিচিত। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে এক্ষণে দুই চারিটা বিশিষ্ট কথা জানা থাকিলে ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্যকলাপ বুঝিতে আয়াস করিতে হইবে না। জানা যায়

পুণ্ডরীক বিষয়ী লোক হইলেও তিনি প্রবল ভাবপ্রবণ বৈষ্ণব ছিলেন। সম্ভবতঃ বিষয় কার্য্যে সতত লিপ্ত এবং বিলাস ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিয়া অন্তরস্থ তীব্র ভক্তিভাব মনে মনে গোপনে পোষণ করিতেন প্রতীত হয়, তাহার ফলে তিনি দারুণ হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত ছিলেন। সম্প্রতি লোক পরম্পরায় নদীয়ায় বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণের আবির্ভাব বার্ত্তা শ্রুত হইয়া তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় তথায় আসিয়াছিলেন। পুণ্ডরীকের ও মুকুন্দ বেজের জন্মস্থান একই বিধায় প্রথমোক্তের চরিত্র তিনি ভাল মতে জানিতেন। পুণ্ডরীকের নদীয়ায় আসার পরে একদিন মুকুন্দ ভক্ত গদাধরের [illegible] পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিলে পুণ্ডরীক তাহা শ্রবণ মাত্রে হিষ্টিরিয়ার এক দারুণ আক্রমণের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। * ইহার পরে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রকৃতস্থ হইয়া পূর্ব্বশ্রুত বিশ্বম্ভরের প্রকাশ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে একাকী ছদ্মবেশে রাত্রে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ভাবপ্রেরণার প্রভাবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিবার পূর্ব্বেই (ঠিক অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া বিশ্বম্ভরের ন্যায়) হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে অর্থাৎ চৈতন্য হইলে প্রলাপাবস্থায় তিনি আপনাকে বহু ধিক্‌কার

* এইরূপ আক্রমণ অবধূত নিত্যানন্দেরও সময়ে সময়ে হইত। তিনি বিষয়-বিরাগী হইলেও তাহার হাত পা ছোড়া মালসাট্ মারা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি এইরূপই হইত, বিশেষের মধ্যে পুণ্ডরীক নিকটস্থ স্বকীয় মূল্যবান্ তৈজস পত্র, শয্যা, সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি চূর্ণ ও ছিন্ন করিতেন, আর নিত্যানন্দ আপনার সম্বল দণ্ড কমণ্ডলু চূরমার করিয়া দূরে ফেলিতেন ও বহির্বাস চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, এ প্রকৃতির হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ-প্রভাব কি উদাসীন কি বিষয়ী, অথবা কি প্রভু, কি দাস সকলেই তুল্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্ষোভের বিষয়, এই তথ্য অন্ধ বিশ্বাসী অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ পুণ্ডরীকের—তথা নিত্যানন্দ, বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত প্রভৃতির হিষ্টিরিয়া বিশেষের লক্ষণকে সাত্ত্বিক ভক্তি বা প্রেমের চিহ্ন, আবার কোথায় বা ঐশ্বরিক বিভবের বিকাশ ভাবিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। এ স্থলে দেখা যায়, প্রবীণ গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীকের উল্লিখিত হিষ্টিরিয়ার উৎকট আক্রমণ লক্ষণ দেখিয়া অত্যদ্ভুত কৃষ্ণ প্রেমের বিকাশ ভাবিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন্ত্র-শিষ্যত্ব স্বীকারে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

করতঃ কান্দিতে কান্দিতে এইরূপ কাতরোক্তি করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।—

"হে কৃষ্ণ! হে আমার প্রাণের কৃষ্ণ বাপ! তুমি আমা অপরাধীকে আর কত দুঃখ দিতেছ? বাপ তুমি সর্ব্ব জগতের উদ্ধার করিলে, কেবল একলা আমাকে বঞ্চনা করিতেছ। (মূল দেখুন) বিশ্বম্ভর ইহা শুনিয়া আনন্দে আর স্থির থাকিতে পারেন নাই, তিনি আসন হইতে উঠিয়া সসম্ভ্রমে পুণ্ডরীককে ক্রোড়ে লইয়া প্রেমাশ্রুতে তাঁহার অঙ্গ সিক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে ক্রোড় হইতে বক্ষে (সম্ভবতঃ আলিঙ্গন অভিপ্রায়ে) এরূপ সুদৃঢ় ভাবে সুদীর্ঘকাল চাপিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার নড়িবার চড়িবার শক্তিও ছিল না। এ সময়ে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার মৃদু আক্রমণ চলিতে চলিতে গ্রহাময়ের আক্রমণ উপস্থিত হওয়ায় ঐরূপ ঘটিয়াছিল। এ দিকে পুণ্ডরীকের সম্ভবতঃ পুনরায় হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ঘটায় তাঁহাকেও মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাঁহার এই কালে সংজ্ঞা থাকিলেও তিনি হয়ত ভাবিতে ছিলেন, অবতার ব্যক্তির আলিঙ্গন বুঝি এইরূপ দৃঢ় এবং দীর্ঘকালব্যাপীই হইয়া থাকে এবং উহা অসহনীয় হইলেও কায়ক্লেশে সহ্য করা উচিত। সেজন্য তিনি বিশ্বম্ভরের বক্ষে নিশ্চল ও নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইহার পরে যথাকালে পুণ্ডরীক বিশ্বম্ভরের বাহুবন্ধন হইতে বিমুক্ত ও তৎকর্ত্তৃক প্রেমনিধি উপাধিতে ভূষিত হইয়া বৈষ্ণব সমাজে মহা-প্রেমিকরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান ভাবপ্রবর্ণতায় আতিশয্যে স্বীয় বায়ুরোগের নানাবিধ উপসর্গ এবং তন্নিবন্ধন বহুতর অদ্ভুত লক্ষণের প্রকাশ। অপিচ, তাঁহার একাধারে দ্বিভাব অর্থাৎ কাল্পনিক অবতারত্ব এবং দাস্য-ভক্তিভাবের পৃথক পৃথক্ বিকাশের পরিচয়। অবতারত্ব প্রকাশ কালে ভক্তগণের নিকট আত্মতত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা, তদনন্তর অতিভোজন ব্যপদেশে স্বীয় ঐশীশক্তি প্রদর্শনের ভাণ। অবশেষে মৃতকল্প লক্ষণযুক্ত এক হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণের বিষয়ীভূত হওয়া।]

অতঃপর বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সহিত বৈষ্ণবমণ্ডলী লইয়া নবদ্বীপে সর্ব্বদা নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে থাকেন, তাঁহরে নিরন্তর বাল্যভাব। নিজ হাতে ভাত খান না, শ্রীবাসপত্নী মালিনী তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেন। একদিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে পরীক্ষা করিবার মানসে তাঁহার বাটীতে গিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,—

‘তুমি ত বড়ই উদার, এই অবধূতের জাতিকুল কিছু জানা নাই, ইহাকে কিরূপে ঘরে রাখিয়াছ? যদি আপন জাতিকুল রাখিতে চাহ তবে এই অবধূতকে ঘুচাও।’

শ্রীবাস ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

‘আমাকে পরীক্ষা করা তোমার উচিত নহে, নিত্যানন্দ তোমার অঙ্গ বলিয়া জানি, সে যদি মদও খায় এবং যবনীগমন করে, অথবা সে আমার ধন, প্রাণ ও জাতি নাশ করে তাহা হইলেও তাহার প্রতি আমার অন্য ভাব হইবে না, একথা তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি।’

বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের মুখে এইরূপ শুনিয়া হুঙ্কার করিয়া তাঁহার বুকের উপরে উঠিলেন—

‘এতেক শুনিলা যবে শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে ॥’

এবং বলিলেন,—

প্রভু বোলে “কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতেক বিশ্বাস ॥

মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলে সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হয়্যা বর দিয়ে আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল কুক্কুর আদি তোমার বাড়ীর।
সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমা স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥"

বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে এইরূপ বর দিয়া ঘরে গেলেন। নিত্যানন্দ সমগ্র নদীয়ায় ভ্রমণ করেন, যখন গঙ্গার মাঝে সাঁতার দেন, মহাস্রোতে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ। বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, কখন গঙ্গাদাস ও মুরারির ঘরে যান, আবার কখন বা দৌড়িয়া বিশ্বম্ভরের বাটীতে যান। শচী মাতা তাঁহাকে দেখিয়া বড় আদর করেন, তবে নিত্যানন্দ বাল্যভাবে আইর চরণ ধরিতে গেলে তিনি পলায়ন করেন।

একদিন শচীমাতা স্বপ্ন দেখিলেন 'বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ পাচ বৎসরের শিশু হইয়া দৌড়াদৌড়ি ও মারামারি করিতে করিতে ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণ বলরাম বিগ্রহকে বাহির করতঃ তাঁহাদের সহিত নানাবিধ তর্কাতর্কি করিতেছে। পরে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা রামকৃষ্ণকে বলিল 'এ বাড়ী আমাদের দুজনের, হেথা হইতে বাহির হইয়া যাও, সেকালে দধি দুগ্ধ নবনী লুটিয়া খাইয়াছ, তখন গোয়ালার অধিকার ছিল, এক্ষণে ব্রাহ্মণের অধিকার হইয়াছে, যদি সহজে বাহির না হও তবে মার খাইবে। এইরূপ বলিয়া চারিজনে পরস্পর পরস্পরের হাত মুখ হইতে নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতে লাগিল। শেষে নিত্যানন্দ আমাকে মা বলিয়া ডাকিয়া বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, অন্ন দাও বলিল। ইহার পরে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শচী দেবী এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত বিশ্বম্ভরকে নিভৃতে জানাইলেন। পুত্র ইহা শুনিয়া মাতাকে 'সুস্বপ্ন দেখিয়াছ' বলিলেন এবং ইহা কাহার নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। আরও বলিলেন, "দেখ মাতা! তোমার এই স্বপ্নে তোমার ঘরের বিগ্রহ বড় প্রত্যক্ষ বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে কেন না আমি দেখিতাম নিবেদিত নৈবেদ্যের অর্দ্ধেক থাকিত না। যে জন্য

আমি লক্ষ্মীর প্রতি সন্দেহ করিতাম, লজ্জায় কাহাকে কিছু বলিতাম না। অদ্য সে সন্দেহ দূর হইল। এক্ষণে নিত্যানন্দকে শীঘ্র ভোজন করাও।' পুত্রের প্রস্তাবে মাতা আনন্দিত হইয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের নিকটে গিয়া তাহাকে এইরূপ নিমন্ত্রণ করিলেন,—

"আমার বাটীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা ন করিবা—করাইল শিক্ষা॥"

নিত্যানন্দ ইহা শুনিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া কর্ণে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন—

"চঞ্চলতা করে যত পাগল সকল॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥"

ইহা বলিয়া নিত্যানন্দ ও বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে ও কৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে বিশ্বম্ভরের বাটীতে আসিয়া দুইজনে একস্থানে বসিলেন, তথায় গদাধর প্রভৃতি আপ্তগণও ছিলেন। পরে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে ভোজন করিতে গেলেন। (এ স্থলে নিত্যানন্দ কিন্তু নিজ হস্তেই ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন) শচী পরিবেশন করিতেছিলেন, তিন ভাগ আহার হইয়াছে এবং উভয়ে হাসিতেছেন, এমন সময়ে আই (শচী) তখন পুনরায় আসিয়া উভয়কে দেখেন কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণের পঞ্চম বর্ষীয় দুইটী মনোহর শিশু, দুই জনই চতুর্ভুজ ও উলঙ্গ, উহাদের অঙ্গে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষল ও শ্রীবৎস চিহ্ন এবং পুত্রের বক্ষে আপনার পুত্রবধূকেও দেখিলেন। একবার দেখিয়াই আর দেখিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বসন ভিজিল। তখন ঘর অন্নময় হইল, (বোধ হয় তাঁহার হাত পা ছোড়ায়) ঐ অপূর্ব্ব দর্শনে শচীর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। বিশ্বম্ভর ইহা দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে আচমন করিয়া মাতার গাত্রে হাত দিয়া ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন,—

"উঠ উঠ মাতা! তুমি স্থির কর চিত।
কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত॥"

তখন শচী সংজ্ঞা লাভ করিয়া আস্তেব্যস্তে মাথার চুল বান্ধিলেন এবং কথা কিছু না বলিয়া কান্দিতে ও 'মহা দীর্ঘশ্বাস', ছাড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার

সর্ব্বাঙ্গে কম্প হইতেছিল, বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই। এদিকে ঈশান গৃহ পরিষ্কার করতঃ ভোজ্যাবশেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর, বিশ্বম্ভর নবদ্বীপ-ভক্ত-সমাজে প্রত্যহ কীর্ত্তন এবং সর্ব্বদা সকল ভক্তের বাটীতে গমন করিতে লাগিলেন। জীবনী লেখক এইস্থানে বলিতেছেন,—

'বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সভারে করে প্রেম-আলিঙ্গন॥
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ ষড়্‌ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্য রত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥'

নিত্যানন্দের সর্ব্বদা বাল্যভাব, আর বিশ্বম্ভর সর্ব্বভাবে যেমন—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ ভাবে—আবেশিত, ভক্তগণ স্বস্ব ভাগ্যানুরূপ তাহা দেখেন। কোন দিন বিশ্বম্ভর গোপীভাবে রোদন করেন,—দিন রাত্রি স্মরণ থাকে না। কোন দিন তাঁহার উদ্ধব-অক্রূর ভাব হয়, কোন দিন আবার তিনি বলরাম ভাবে মদিরা চাহেন। কোন দিন ব্রহ্মার ভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মস্তব পড়িয়া ভূমিতে পতিত হন। অপর কোন দিন প্রহ্লাদ ভাবেতে স্তব করেন।* এইরূপে বিশ্বম্ভর ভক্তি সাগরে বিহার করেন, ইহা দেখিয়া শচীমাতা আনন্দে ভাসেন।†

---

* শেষে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝন না যায়।
যখন যে হয়ে—সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥

† এই স্থলে শচীর আনন্দ সাগরে ভাসার কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয়, কেননা তাহা হইলে পরক্ষণেই গ্রন্থকার তাঁহার উদ্বিগ্ন মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। যথা—

'বাহিরায় পুত্র পাছে' এই মনঃকথা॥
আইবোলে "বাপ! গিয়া কর, গঙ্গা স্নান।"
প্রভু বোলে "বোল মাতা! জয় কৃষ্ণ রাম॥"
যত কিছু করে শচী পুত্রেরে উত্তর।
'কৃষ্ণ' বই কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর॥

একদিন এক শিবের গায়েন ঘুরিতে ঘুরিতে বিশ্বম্ভরের বাটীতে ভিক্ষায় আসিয়া ডমরু বাজাইয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে ও শিবের গীত গাইতে লাগিল। বিশ্বম্ভর শিবের গুণ শুনিয়া 'দিব্য জটাধর শিবমূর্ত্তি' হইয়া এক লাফে গায়েনের স্কন্ধের উপরে উঠিয়া হুঙ্কার করতঃ বলিলেন—আমি সেই শঙ্কর ("মুঞি সে শঙ্কর")। পরে 'বাহ্য' পাইয়া গৌরচন্দ্র উহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তে ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। ভিক্ষুক কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেলে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ আনন্দে মঙ্গল (মাহাত্ম্যদ্যোতক) হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর জয়যুক্ত হওয়ায় তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল। তখন তিনি ঐ বৈষ্ণবদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—

"ভাই সব ! আমার মন্ত্রণা শুন, আমাদের রাত্রি কেন বৃথা যায়, অতএব আজ হইতে রাত্রিতে আমরা মঙ্গল কীর্ত্তন করিয়া পরে সকলে মিলিয়া ভক্তি-স্বরূপিণী গঙ্গায় স্নান করিব। ইহাতে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া জগৎ উদ্ধার হউক।" ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ উন্মাদিত হইল এবং বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তন আরম্ভ হইল! শ্রীবাসের বাড়ীতে প্রত্যহ রাত্রে, কোন কোন দিন গঙ্গাধরের বাটীতেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তথায় নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয় প্রভৃতি বহু ভক্ত বিশ্বম্ভরের কীর্ত্তনে সর্ব্বদা যোগদান করিতেন; পারিষদ ভিন্ন আর কেহ থাকিত না। বিশ্বম্ভরের হুঙ্কার ও রাত্রের হরিধ্বনির অতি উচ্চ রবে পাষণ্ডিগণ (যে সকল প্রতিবেশী ঐ নৈশ সঙ্কীর্ত্তনে বিরক্ত হইত তাহাদের সাধারণ নাম পাষণ্ডী) অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল ('শুনিয়া পাষণ্ডিসব মরয়ে বল্গিয়া')। তাহারা বলিতে লাগিল,—'এ গুলা রাত্রিতে মদ আনিয়া খায়, ইহারা মধুমতী সিদ্ধি জানে, বেশী রাত্রে মন্ত্র পড়িয়া 'পঞ্চকন্যা' আনে, নিয়ত বোল বোল হুঙ্কারে চারিপ্রহর রাত্রি নিদ্রা যাইতে পাই না।' এদিকে বিশ্বম্ভর সকলকে লইয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে থাকেন। কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার 'বাহ্য' থাকে না, মাটিতে পড়েন এবং এতাদৃশ জোরে আছাড় খান যে, পৃথিবী বুঝি বা খণ্ড হইয়া যায়, সকলে ইহাতে ভীত হন। কোমল শরীরে তাঁহাকে এরূপ আছাড় খাইতে দেখিয়া শচীদেবী দুই চক্ষু বুজিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতেন এবং যদিও বৈষ্ণব আবেশে বিশ্বম্ভরের আছাড়ে কোন কষ্ট হইত না, ইহা জানিতেন তথাপি তিনি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেন

বিশ্বম্ভরের আছাড় খাইবার সময়ে যেন তাঁহার নিজের চৈতন্য না থাকে। কার্য্যে তাহাই ঘটিয়াছিল।—

'যতক্ষণ প্রভু করে হরি সঙ্কীর্ত্তন।
আইর না থাকে বাহ্যমাত্র ততক্ষণ॥"

এদিকে বিশ্বম্ভরের 'আনন্দ-নৃত্যের অবসর ছিল না, দিনরাত্রি অনুচরগণ তাঁহাকে বেড়িয়া গান করিত। কোন কোন দিন নিজের বাটীতেই বিশ্বম্ভর নাচিতেন আর ভক্তগণ গান গাইতেন। গৌরচন্দ্র কখন ঈশ্বর-ভাব এবং কখন রোদন করত দাস্য-ভাব প্রকাশ করিতেন।

'কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভু-পরকাশ।
কখন রোদন করে বোলে "মুঞি দাস॥"

এই স্থানে জীবনী লেখক বলিতেছেন,—

প্রভুর (বিশ্বম্ভরের) বিকার মন দিয়া শুন। বিশ্বম্ভর এক একাদশীতে শ্রীবাসের উঠানে হরি কীর্ত্তনের বিধান করিলেন। তাহাতে 'গোপাল গোবিন্দ' কীর্ত্তন ধ্বনি (ধুয়া?) উঠিয়াছিল। বিশ্বম্ভর ভোর হইতে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন আর দলে দলে সুন্দর গায়েন (যেমন শ্রীবাসের একদল, মুকুন্দের একদল, গোবিন্দ ঘোষ বা দত্তের একদল) কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রকে ধরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। অদ্বৈত অলক্ষিতে বিশ্বম্ভরের পদধূলি লইতেছিলেন। আর গদাধর প্রভৃতি তাঁহার কীর্ত্তনে সজল নয়নে আনন্দে বিহ্বল হইতেছিলেন।

বৃন্দাবন দাস এইস্থানে বিশ্বম্ভরের বিবিধ বিকারে (ভাবাবেশে) পারিষদ সঙ্গে বিহ্বল হইয়া যে চল্লিশ পদে কীর্ত্তনসহ নৃত্য করার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল। যথা—

'যখন কান্দয়ে প্রভু—প্রহরেক কান্দে। লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে। না পড়ে বিহ্বল হইয়া সে প্রভুর পাছে॥
যখনে হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস। সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস॥
[ঘনে ঘনে ॥২
দাস্য ভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে। 'জিনিলুঁ জিনিলুঁ' বোলে উঠে
ক্ষণে ক্ষণে আপনে গায়ই উচ্চধ্বনি। ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥

ক্ষণে ক্ষণে হয় অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের ভর। ধরিতে সমর্থ কেহো নহে অনুচর ॥৩
ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল। হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল।
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ। পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গণ ভ্রমণ ॥৪
যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত। কর্ণমূলে সভে, হরি' বোলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প। মহা-শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥৫
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখন বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল। দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥৬
ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহে মহাশ্বাস। সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ॥
ক্ষণে যায় সভার চরণ ধরিবারে। পালায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ডরে ॥৭
ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বৈসে। চরণ তুলিয়া সভাকারে চা'হি হাসে॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ। লুটয়ে চরণ ধূলি—অপূর্ব্ব রতন ॥৮

(এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন)—

* * * "আরে আরে চোরা! ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভূরি মোরা॥"
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়। চারিদিগে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥৯
যখন উদ্দণ্ড নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর। পৃথিবী কম্পিত হয়, সভে পায় ডর॥
কখন বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর। যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর ॥১০
কখনো বা করে কোটিসিংহের হুঙ্কার। কর্ণ-রক্ষা-হেতু—সবে অনুগ্রহ তাঁর॥
পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায়॥ কেহ দেখে, কেহ দেখিবারে নাহি পায়॥১১
ভাবাবেশে পাকল-লোচনে যারে চা'য়। মহাত্রাস পায়্যা সেই হাসিয়া পলায়॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর। নাচয়ে বিহ্বল হই, নাহি পরাপর ॥১২
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পা'য়। আরবার পুন তার উঠয়ে মাথায়॥
ক্ষণে যার গলাধরি করয়ে ক্রন্দন। ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥১৩
ক্ষণে হয় বাল্য ভাবে পরম চঞ্চল। মুখে বাদ্য বা'য় যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচায় ক্ষণে, খল-খল হাসে। জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥ ১৪
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গ সুন্দর। প্রহরেক সেই মত আছে নিরন্তর॥
ক্ষণে ধ্যান করে কর মুরলীর ছন্দ। সাক্ষাত দেখিয়ে যেন বৃন্দাবন চন্দ্র॥ ১৫
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন। দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে। আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে॥১৬

যখন যে ভাব হয়, সেই অদভুত। নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত॥
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্বঅঙ্গ নড়ে। না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে॥১৭
গৌরবর্ণ দেহ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি। ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি॥
অলৌকিক হৈয়া প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে। যে বলিতে যোগ্য নহে তাহা প্রভু ভাষে॥১৮
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বোলে। 'এ বেটা আমার দাস' ধরে তার চুলে।
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে। তার বক্ষে উঠি করে চরণ-অর্পণে॥ ১৯

জীবনী লেখক এই স্থানে বিশ্বম্ভর নারায়ণ রূপে কলিকালে অবতীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠের যাবতীয় উৎকৃষ্ট সুখ বিসর্জ্জন করতঃ দাস্য ভাবে ভক্তদিগের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, ইত্যাদি বহু প্রশংসা করিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—

"নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত জীবন। আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘনে ঘন॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে। হেন সব বিকার প্রকাশে' শচীসুতে॥৩৬
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি। তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হয়। অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময়।৩৭
কখনো দেখিয়ে অঙ্গ—গুণ দুই তিন। কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥
কখনো বা মত্ত যেন ঢুলি ঢুলি যায়। হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায়॥৩৮
সকল-বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে একে। ভাবাবেশে পূর্ব্বনাম ধরি ধরি ডাকে॥
হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ। রমা, অজ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ॥ ৩৯
এই মত সভা, দেখি নানামত বোলে। যে বা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য। আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥৪০

বৃন্দাবন দাস এইস্থানে পাষণ্ডিগণ অর্গলবদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিতে না পাইয়া বিশ্বম্ভর ও ভক্তগণের প্রতি যে সমস্ত দোষারোপ ও বিবিধ অপবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। পরন্তু পাষণ্ডীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বম্ভরের অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা একেবারে উপেক্ষাযোগ্য নহে বিবেচনায় লেখক তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—

'কেহো বলে "ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তবে কেনে নারায়ণ কৈল হেন চিত॥

'কেহো বোলে "হেন বুঝি পূর্ব্বের সংস্কার।"
কেহো বোলে "সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই॥
* * * *
'কেহো বোলে "ভাই! এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি পণ্ডিত লৈয়া পাগল হইল॥

বিশ্বম্ভর এইরূপে ভক্ত-বৈষ্ণবগণকে লইয়া দিবারাত্র নৃত্য ও কীর্ত্তনে লিপ্ত আছেন, এদিকে নদীয়াবাসী অনেক লোক (যাহারা এস্থলে পাষণ্ডী নামে অভিহিত) বদ্ধদ্বার-গৃহ মধ্যে কীর্ত্তন স্থানে যাইতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করিতেছিল কিন্তু তাঁহারা তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া আপনাপন কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। একদিন শেষ রাত্রে (এক প্রহর থাকিতে) বিশ্বম্ভর সমস্ত শালগ্রাম শিলা নিজ ক্রোড়ে লইয়া খট্টার উপরে উঠিলেন। বিশ্বম্ভরের ভরে খট্টা মড় মড় করিতে লাগিল, তখন নিত্যানন্দ আস্তে ব্যস্তে উহা স্পর্শ করিলেন, খট্টা আর ভাঙ্গিল না, উহাতে বসিয়া গৌরাঙ্গ দুলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় কীর্ত্তন বন্ধ হইল, তখন তিনি গর্জ্জন করিয়া স্বকীয়তত্ত্ব এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

"কলিযুগে কৃষ্ণ আমি, আমি নারায়ণ।
আমি সেই ভগবান্ দেবকী নন্দন॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটী মাঝে মোর বাস।
যত গাও সেই আমি, তোরা মোর দাস॥
তোমা 'সভা' লাগিয়া আমার অবতার।
তোরা যেই দেহ' সেই আমার আহার॥
আমারে সে দিয়া আছ সর্ব্ব উপহার।"
(ইহা শুনিয়া) শ্রীবাস বোলেন "প্রভু! সকল তোমার॥"
প্রভু বোলে "মুঞি ইহা খাইলুঁ সকল।"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! বড়ই মঙ্গল॥"

ইহার পরে ভক্ত বা দাসগণ হাতে হাতে খাদ্য সমস্ত তাঁহাকে যোগাইতে লাগিল তিনি 'নিত্যাবেশে' আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু—

'দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন" বোলয়ে সদায়॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-ম্রক্ষিত।
মুদ্গ নারিকেল-জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপীটক, ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
"আর-বার আন" বোলে খাইয়া বহুল॥
ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার।
নিমিষে খাইয়া বোলে "কি আছয়ে আর॥
প্রভু বোলে 'আন' 'আন' এথা কিছু নাঞি॥"
ভক্ত সব ত্রাস পাই স্মরেঙ গোসাঞি॥

তখন তাঁহারা কর জোড়ে সভয়ে বলিলেন 'আমরা তোমার মহিমা কি জানি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে আছে, তাঁহার এই ক্ষুদ্র উপহারে কি করিবে?

ইহা শুনিয়া চৈতন্য বলিলেন "ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
'ঝাট আন' 'ঝাট আন' কি আছয়ে আর॥"
তখন ভক্তগণ বলিল,—"কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি।
'প্রভু বোলে' 'তাই দেহ' (আন) কিছু চিন্তা নাঞি॥

ইহাতে ভক্ত সকলের ভয় দূর হইয়া আনন্দ হইল, যাঁহাদের উপরে তাম্বূল দিবার ভার ছিল। তাঁহারা তাম্বূল যোগাইলেন, বিশ্বম্ভর উহা হাত পাতিয়া লইয়া সকলের প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। তৎপরে 'অন্তর-গম্ভীর' হইয়া ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে লাগিলে তাহাতে সকল ভক্তের মনে ভয় হইল। তিনি দুই চক্ষু ঘুরাইয়া বারংবার "নাড়া নাড়া" বলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ তখন তাঁহার মস্তকে ছাতা ধরিয়াছিলেন। অদ্বৈত করজোড় করিয়া সম্মুখে গিয়া স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সর্ব্ব ভক্তগণ মহাভয়ে জোড়হস্তে মাথা হেট করিয়া বিশ্বম্ভরের চরণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কাহারও সাধ্য নাই যে, মাথা তুলে, যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায় থাকিল। এমন সময়ে গৌরচন্দ্র,—

"বর মাগ" বোলে অদ্বৈতের মুখ চা'ই।
"তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঁই॥"

তিনি এইরূপ অন্য সকল ভক্তের দিকে চাহিয়া হাসিয়া "মাগ মাগ" বলিলেন। ভক্তগণ তাঁহার এইরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ দেখিয়া সুখসিন্ধু মাঝে ভাসিতে লাগিলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন,—

'অচিন্ত্য চৈতন্য-রঙ্গ বুঝন না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুন মূর্চ্ছা পায়।'

অর্থাৎ চৈতন্যের এইক্ষণে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, পরক্ষণে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা ঘটিতেছিল। আবার মূর্চ্ছাভঙ্গে চৈতন্য হইলে ক্রন্দন করিতেন এবং অনুক্ষণ দাস্য-ভাব প্রকাশ করিতেন। অপিচ, বৈষ্ণব সকলকে দেখিয়া বিশ্বম্ভর তাহাদের নাম ধরিয়া কান্দিতেন এবং 'ভাই' ও 'বান্ধব' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন।

বিশ্বম্ভর এইরূপ আচরণ করতঃ কতক্ষণ খট্টার উপরে থাকিয়া পশ্চাৎ 'আনন্দে মূর্চ্ছিত' হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি—

'ধাতু মাত্র নাহি, পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ কান্দে চারি ভিতে॥
সর্ব্ব ভক্তগণ যুক্তি করিতে লাগিলা।
"আমা সভা" ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥

অনন্তর বিশ্বম্ভরের চৈতন্য লাভ হইল, সকলে আনন্দ প্রকাশ করত হরিধ্বনির কোলাহল করিয়া উঠিল, এবং কে কোথায় পড়িল তাহা জানা গেল না। (চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড, ৮ম, অ।)

মন্তব্য।

এই পরিচ্ছেদে বিবৃত বিষয়গুলি যেরূপ বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে উহার উপরে কোনও প্রকার মন্তব্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া মনে হইতে পারে। পরন্তু উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, গৌরাঙ্গ চরিতের অতীব গূঢ়-রহস্য উহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে রহস্যের মূলীভূত কারণ তদীয় ইদানীন্তন মানসিক ভাব-গ্রহণ-প্রবণতার আতিশয্য। ইতিপূর্ব্বে জানা গিয়াছে (পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের মন্তব্য দেখুন), বিশ্বম্ভরের মানসিক পীড়া-হিষ্টিরিয়ার সহিত সম্প্রতি আরও কয়েকটী সদৃশ রোগের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার ফলে বর্ত্তমানে অনেকানেক নূতন লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ রোগসঙ্করের যতই আক্রমণ লক্ষণ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তৎসমস্তের উদ্দীপক কারণ সেই মানসিক ভাবপ্রবণতা; উহা স্বকীয়ই হউক বা পরকীয়ই হউক। পাঠকদিগের বোধ-সৌকার্য্যার্থ আমরা নিম্নে কয়েকটী স্থূল উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছি।

১। একদিন গৌরাঙ্গের সহসা ইচ্ছা হইল (ইহা স্বকীয় ভাব-প্রেরণার ফল) শ্রীবাস তাঁহাকে কৃষ্ণাবতার এবং নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া কতদূর বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। সে জন্য তিনি শ্রীবাসের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অজ্ঞাত কুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে তুমি কিরূপে স্বীয় কুলশীল নাশের ভয় না করিয়া গৃহে রাখিয়াছ? তৎপরে বলিয়াছিলেন,—যদি আপন জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহ তবে উহাকে সত্বরে দূর কর। ইহার উত্তরে যখন শ্রীবাস বলিয়াছিলেন—নিত্যানন্দকে তোমার অঙ্গ বলিয়াই জানি, সে যদি যবনী ও মদিরা সেবন করে এবং আমার জাতি-প্রাণ নাশও করে তথাপি তাহারপ্রতি আমার অন্যভাব হইবে না; ইহা সত্য সত্য বলিতেছি। গৌরাঙ্গের ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শ্রীবাস তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দকে বলরাম রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন শ্রীবাসের এই দৃঢ় বাক্য তাঁহার পক্ষে তীব্র

পরকীয় ভাব-প্রেরণা রূপে কার্য্য করিয়াছিল। তাহাতে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন; পরন্তু ইহা স্বাভাবিক যে, উহার ফলে তাঁহার তৎক্ষণাৎ এক মৃদু হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করত শ্রীবাসের বুকে উঠিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি প্রলাপের অবস্থায় বলিয়াছিলেন,—"তুমি কি বলিলে? নিত্যানন্দের প্রতি তোমার এতই বিশ্বাস, তুমি তাহাকে আমার (কৃষ্ণের) অঙ্গ ও গোপ্য বলিয়া জানিয়াছ? অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি—তোমার দারিদ্র কখনও হইবে না, আর তোমার বাড়ীর বিড়াল কুক্কুরেরও আমার প্রতি নিশ্চলা ভক্তি হইবে।

বিশ্বম্ভরের এই প্রলাপোক্তিতে প্রথমে তাঁহার তাৎকালিক অসম্বিন্ মানসের পোষিত গূঢ়ভাব (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ ও নিত্যানন্দ বলরাম) উদ্দীপিত হইয়া ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে যখন তিনি আপনাকে ভগবান্ ভাবিয়াছিলেন তখন তাঁহার বর দেওয়া ত উচিত, ইহা ভাবিয়া অযাচিত হইয়াও শ্রীবাসকে এক অদ্ভুত দৈন্যনাশক বর এবং তাঁহার বাটীর বিড়াল কুকুরের ভক্তি হইবার জন্য বর প্রদান করিয়াছিলেন। শেষ বরটী যে অতীব হাস্যকর ও অসঙ্গত তাহা সম্ভবতঃ তিনি নিজেই মনে করিতে পারেন নাই। ইহা অসম্বদ্ধ প্রালপের অন্যতম নিদর্শন বুঝিতে হইবে।

২। আর একদিন শিবের এক গায়ক তাহার বাটীতে ভিক্ষার্থে আসিয়া শিবের গুণগান করতঃ নৃত্য করিতেছিল। তখন তিনি ঐ পরকীয় ভাবপ্রেরণার উত্তেজনায় শিবভাবে ভাবিত হইয়া হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ঐ গায়েনকে শিবের বাহন (বৃষভ) ভাবিয়া তাহার স্কন্ধে (অবশ্য লাফ দিয়া) উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ আক্রমণ অপগত হইয়া চৈতন্য হইলে তিনি উহার স্কন্ধ হইতে (অবশ্য অপ্রতিভ হইয়া) অবতরণ করত নিজ হস্তে তাহাকে ভিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই উন্মাদোচিত ব্যবহার পাছে উপস্থিত ভক্তগণের মনে তাঁহার প্রতি অভক্তি জন্মায় সে জন্য তিনি চতুরতা অবলম্বন পূর্ব্বক অকস্মাৎ এক নৈশ-কীর্ত্তন প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া তাহাদিগের চিত্ত অন্য দিকে বিচালিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার এই ভাবপ্রবণার (suggestion) ফলে তদবধি অনুচরগণসহ এক নৈশ-কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অতএব এস্থলে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর

যেমন গায়েন হইতে ভাবপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, ভক্তগণও সেইরূপ তাঁহা-হইতে ভাবপ্রেরণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা যায়, উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভাবগ্রহণ প্রযুক্ত বিভিন্নরূপ ফল ফলিয়াছিল।

৩। অতঃপর বিশ্বম্ভরের স্বকীয় ভাবপ্রেরণা এস্থলে যে সকল বিচিত্র ফলোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, প্রভুর ভাবাবেশের অন্ত ছিল না। এই বিভিন্ন ভাবাবেশ তাঁহার বিভিন্ন ভাবপ্রেরণা হইতে সঞ্জাত হইলেও উহাদিগের ফল বা কার্য্যনিচয় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা দেখা যায়। ইহাকেই হিষ্টিরিয়া রোগের দ্বিব্যক্তিত্ব (Dual personality or dual consciousness) বলে।

"কখন ঈশ্বর ভাবে প্রভু পরকাশ।
কখন রোদন করে বোলে মুঞি দাস॥"

অর্থাৎ বিশ্বম্ভর ভাবপ্রেরণার উত্তেজনায় কখন ঈশ্বর বা অবতার ভাব, আবার কখন ভক্ত বা দাস-ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই দুই প্রধান ভাবের সহিত অন্যান্য সহযোগী বা অনুসঙ্গী বহু ভাব (complexities of idea) উদ্দীপিত হইয়া সম্মিলিত হওয়ায় তাহাতে বহুবিধ (মানসিক ও দৈহিক) লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল, জানা যায়। বৃন্দাবন দাস ঐ সকলের কার্য্য কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া মোটের উপরে এইরূপ স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।—

'আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘনে ঘন॥
যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচীসুতে॥
অন্যত্র,—অচিন্ত্য আবেশ সেই—বুঝন না যায়।
যখন যে হয়ে—সেই অপূর্ব্ব দেখায়।'

ইহা জীবনী লেখকের সরল মনের স্বীকারোক্তি। শচীসুতের অনন্ত ভাবাবেশ তাঁহার চিন্তা ও বুদ্ধির অধিগত বিষয় হয় নাই, অন্যপক্ষে বিশ্বম্ভরের বিচিত্র আচরণ নিচয় তাঁহার নিকট 'অপূর্ব্ব' এবং ভাগবত বহির্ভূত বিবেচিত হইয়াছিল। হইবারই কথা, কেন না, একে তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও আয়ুর্বিজ্ঞানে দৃষ্টি থাকা

সম্ভব ছিল না, তাহাতে তিনি ভাগবতে (কেবল ভাগবতে কেন, অন্য কোন বৈষ্ণব পুরাণেও) শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ বিচিত্র আচরণ বর্ণিত দেখেন নাই, কিংবা প্রাচীনের নিকটও শ্রবণ করেন নাই। তথাপি আমরা বৃন্দাবন দাসকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। যেহেতু তিনি গৌরাঙ্গের অসংখ্য ভাবাবেশ এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব বিবিধ আচরণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াও তৎতাবৎ তাঁহার পাঠকদিগকে অবগত করিবার জন্য অতীব যত্ন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু ইহা অনল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, কথিত বহুভাব ও তৎতৎ ভাবব্যঞ্জক লক্ষণ সমুদয় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে জানিতে পারি, উহাদিগের মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই বলিলেই হয়, যাহা বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া ও তৎসহযোগী রোগের অভিব্যঞ্জক নহে।

ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভরের যে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা ইদানীং এমত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, পরকীয় বা স্বকীয় যৎসামান্য ভাবপ্রেরণার বিষয় উপস্থিত হইলেই তদ্দ্বারা তাঁহার মনোভাব তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ করিত, কারণ এক্ষণে তাঁহার মনের সংযমন শক্তি রোগ প্রভাবে পরিক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কয়েকটী উদাহরণ স্থলও নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) শ্রীবাসের মুখে স্বীয় অবতারত্বে তদীয় বিশ্বাস-জ্ঞাপক দৃঢ় বাক্যাবলি শ্রবণ মাত্র (পরকীয় প্রেরণা) বিশ্বম্ভর কৃষ্ণাবতার ভাবে উদ্দীপিত হইয়া হুঙ্কার করত হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া সহসা তাঁহার বুকের উপরে বসিয়াছিলেন। তদনন্তর উহার প্রলাপাবস্থায় শ্রীবাসকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বরদান করিয়াছিলেন। * (খ) ভিক্ষাজীবী শিবের গায়েনের মুখে শিবগুণ-গান শুনিয়া বিশ্বম্ভর সম্ভবতঃ শিবভাবে ভাবিত হইয়া গায়েনকে শিবের বাহন ভাবিয়া সহসা তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়াছিলেন। এস্থলেও শিবের গুণগান বাহ্যপ্রেরণারূপে

* পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে হিষ্টিরিয়া রোগে রোগীর বর দানের প্রসঙ্গ দেখা যায় না, পরন্তু আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে দেবজুষ্ট ভূতোন্মাদ রোগে বরদান লক্ষণরূপে স্পষ্ট নির্দ্দেশিত আছে। (উদ্বোধন ৷৶৹ পৃঃ দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, বিশ্বম্ভরের চরিত্রে যখনই অবতার ভাবের ক্রীড়া হইয়াছিল তখনই তিনি অযাচিত হইয়া, কোথায় বা জোর করিয়া, বর প্রদান করিয়াছিলেন। হয় ত তাঁহার এই সময়ে মনে হইত অবতার হইয়া বর প্রদান না করিলে বুঝি বা অবতারত্ব শোভা পাইবে না।

ভাবোত্তেজনা পূর্ব্বক বিশ্বম্ভরে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ আনয়ন করিয়াছিল। তৎপরে তাঁহার চৈতন্য হইলে ভিক্ষুকের স্কন্ধ হইতে অবরোহণ করিয়া নিজহস্তে তাহাকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। (গ)অন্যসময়ে কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে গৌরাঙ্গের স্বতঃ প্রেরণার ফলে কৃষ্ণাবতার ভাবের ঘোরতর উদ্দীপনা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি সহসা শালগ্রাম শিলা ক্রোড়ে লইয়া খট্টার উপরে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। তখন তিনি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া স্বীয় অবতারত্ব পরিচয় দিবার মানসে অলৌকিক শক্তি প্রকাশের ব্যপদেশে ভোরবেলা ভূরি ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া 'আন আন' 'ঝাট আন' 'ঝাট আন, যাহা আছে তাই দাও' বলিয়া হুলুস্থূল পাড়িয়াছিলেন। পরে ভক্তদিগের সান্ত্বনা(Persuasion) বাক্যে—'যেমন—যাঁহার উদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে তাঁহার সামান্য উপহারে কি হইবে?'—তিনি উপশান্ত হইয়া শেষে তাম্বুল পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই যে ভূরি ভোজন ব্যাপার তাহাও তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বিশেষ, নতুবা উহা সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা নিবৃত্তি হইত না। (৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন) ইহার পরে আবার অযাচিত হইয়া অদ্বৈতকে বরদান এবং প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন এবং শেষে বিশ্বম্ভর খট্টার উপর হইতে 'আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়াও ভূমিতে পড়িয়াছিলেন। এই মূর্চ্ছায় তাঁহাকে সকলে মৃতকল্প বলিয়া স্থির করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার হিষ্টিরিয়ার সহিত হর্ষোন্মাদ (Ecstacy) রোগের মিশ্র লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে (ঘ) কখন আবার কীর্ত্তন ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকিতে থাকিতে পরকীয় বা স্বকীয়প্রেরণা অথবা উভয় প্রেরণা হইতে দাস্যভাব উত্তেজিত হইয়া গৌরাঙ্গকে অভিভূত করিয়াছিল। অন্য কথায় তখন তিনি হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া বৈষ্ণবদিগের গলা ধরিয়া ক্রন্দন এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে রোগ-ধর্ম্মে তাঁহাতে ভগবৎ ও দাস্য এই উভয় পরস্পর বিপরীত ভাবের লীলা ক্রমান্বয়ে ঘটিয়াছিল। ইহা না বুঝিতে পারিয়া অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রথমোক্তকে প্রকৃতভাব এবং দ্বিতীয়োক্তকে লোকশিক্ষার্থ তাঁহার বায়ুরোগের ভাণ বলিয়া বিশ্বাস করত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ক্ষোভের বিষয়, এখনও সেই বিশ্বাস অপ্রতিহত ভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

পরিশেষে এই পরিচ্ছেদোক্ত চল্লিশ পদের বিষয় বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের

কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল অবস্থায় বিবিধ নৃত্য-বিকার বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বস্তুতঃ দেখা যায়, তিনি কীর্ত্তনের আনন্দে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রোগ ধর্ম্মে কেবল যে নানাপ্রকার ভঙ্গিমায় নৃত্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, তৎসঙ্গে আরও অনেক প্রকার মানসিক ও দৈহিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহার অধিকাংশই তাঁহার (বিশ্বম্ভরের) হিষ্টিরিয়া ও তৎসহযোগী বায়ুরোগের * প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলিয়াই প্রতীত হইবে। পাঠক! এককালীন ৩ ঘণ্টা কাল ক্রন্দন, তিন ঘণ্টা হাস্য এবং কতক্ষণ ধরিয়া ভূমিতে পড়িয়া মালসাট্ মারা, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির অতিকম্পন, স্তম্ভন, ও শৈথিল্য, গাছে উঠা এবং তাহা হইতে চক্ষু মুদিয়া পড়া এবং লোকের উপরে চড়িয়া বসা, ক্রোধান্ধ হইয়া চক্ষু রাঙ্গাইয়া নিকটস্থ লোককে মারিবার জন্য ধাইয়া যাওয়া, দেহের ক্ষণে ক্ষণে বর্ণ পরিবর্ত্তন, কোমলত্ব, এবং শীতলতা; ধাতুহীনতা (নাড়ীছাড়া), মহাশ্বাস, কখন বা শ্বাসরোধ এবং মৃতকল্পের অবস্থাপন্নতা, ইত্যাদি লক্ষণ কি কোন প্রকার অবতারত্ব অথবা দাস্য ভক্তির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গৌরাঙ্গের এই সকল সাক্ষাৎ বায়ুরোগের লক্ষণ (যাহা আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়) অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্ত বৈষ্ণবদিগের মনে তাঁহার অদ্ভুত ঐশী শক্তি-সম্পন্নতা এবং আদর্শ দাস্য-ভক্তি বা প্রেমের চিহ্ন কিম্বা লীলা বিশেষ বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়াছিল। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমানে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে মার্জ্জিত-বুদ্ধি ভক্ত এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও ঐ বিশ্বাস সম্প্রসারিত দেখা যায়। †

* অপস্মার—মৃগী (Epilepsy), গ্রহাময় (Catalepsy), হর্ষোন্মাদ (Ecstasy), সমাধি বা মৃতকল্পাবস্থা (Trance), উন্মাদ (Delirium Precox or Hysterical Insanity)।

† বিশ্বম্ভরের অবতারত্ব কেবল তাঁহার ও অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদিগের কাল্পনিক সিদ্ধান্ত। কেন না মহাভারতে তথা ভাগবত, বিষ্ণু, গরুড়, নারসিংহ প্রভৃতি পুরাণে কলির শেষে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণু যশার পুত্ররূপে এক অবতার আবির্ভূত হইবেন, ইহাই উক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান সময়ে নদীয়ায় জগন্নাথের পুত্ররূপে কোন অবতার যে আবির্ভূত হইবেন, এরূপ কোন প্রসঙ্গ কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

[হিষ্টিরিয়ার আবেশাবস্থায় গৌরাঙ্গের সপ্ত প্রহরব্যাপী তথাকথিত অবতারত্বের অভিনয় বা "মহাপ্রকাশ", তদুপলক্ষে তৎকর্তৃক অভিষেকানুষ্ঠান এবং বহুবিধ খাদ্যদ্রব্যের ভূরিভোজন, তদনন্তর বিস্তর তাম্বূল ভক্ষণ, উপস্থিত ভক্ত অনুচর গণের গত জীবনের ঘটনা বিশেষের উল্লেখ করিয়া স্বীয় অন্তর্য্যামিত্বের ভাণ করণ, কোন কোন অনুপস্থিত ভক্তকে ডাকাইয়া আনিয়া স্বীয় কাল্পনিক 'প্রকাশ রূপ' প্রদর্শন, অযাচিত হইয়া আগ্রহ পূর্ব্বক সকলকে ইচ্ছানুরূপ এবং উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বর প্রদান, প্রিয় ভক্ত মুকুন্দের প্রতি নিষ্কারণে অতিমাত্র ক্রোধ প্রকাশ, তদনন্তর শ্রীবাসের প্রবোধবচনে মুকুন্দের অপরাধ ক্ষমাকরণ, এবং তৎপ্রতি অমিত ভালবাসা প্রদর্শন]

একদিন গৌরাঙ্গ পরম বিহ্বল নিত্যানন্দের সহিত শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে গেলেন। অন্যান্য ভক্ত অনুচরগণও ক্রমশঃ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'আবেশিতচিত্ত' গৌরচন্দ্র চারিদিকে 'পরম ঐশ্বর্য্য করি' (বোধহয় ভগবদ্ভাব প্রকাশক দৃষ্টি বিশেষে) চাহিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাহাতে তাঁহার 'ইঙ্গিত' বুঝিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর অন্যান্য দিনে দাস্যভাবে নৃত্য করেন এবং কিছুক্ষণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঢাকেন, আর যেন না জানিয়া বিষ্ণু খট্টার উপরে বসেন; অদ্য কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রকার ছল ছাড়িয়া (অমায়য়) ঐ খট্টার উপরে গিয়া বসিলেন এবং সাত প্রহরকাল ব্যাপিয়া 'ব্যক্ত' হইয়া রহিলেন। এদিকে ভক্তগণ আনন্দিত মনে যোড়হাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বৃন্দাবন দাস কথিত অবস্থাকে গৌরাঙ্গের মহা প্রকাশ শব্দে আখ্যাত করিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।—

"কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল বিকাশ।
সভেই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেকো মায়ামাত্র নাহিক কোথা ত॥

তখন বিশ্বম্ভরের 'আজ্ঞা হৈল' "বোল্ মোর অভিষেক গীত"। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে অভিষেক গীত গাইতে লাগিলেন। তদনন্তর গৌরাঙ্গ উহা শুনিয়া মস্তক ঢুলাইতে ঢুলাইতে সকলের প্রতি 'কৃপাদৃষ্টি' করিতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণ ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহার অভিষেক করিতে মনস্থ করিলেন। পরে তাঁহারা গঙ্গাজল আনিয়া অগ্রে ছাঁকিয়া তাহাতে 'কর্পূর, চতুঃসোমাদি' দিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে স্নান করাইবার উদ্যোগ করিলেন। চারিদিকে মহা জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। নিত্যানন্দ সর্ব্বাগ্রে জয় জয় বলিয়া বিশ্বম্ভরের মস্তকে কুতূহলে জল ঢালিলেন, অদ্বৈত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ পুরুষ-সূক্ত পড়িয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি মঙ্গল অভিষেকের গান গাইতে লাগিলেন। আনন্দে অনুচরগণ কেহ নাচে, কেহ কান্দে, আর পতিব্রতাগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের দাসদাসীগণ বিশ্বম্ভরের মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল, একশত আট কলসী নামেমাত্র, বস্তুতঃ সহস্র ঘড়ার অধিকও জল ঢালা হইয়াছিল।

দুঃখী নাম্নী এক নারী জল ঢালিতেছিল, প্রভু তাহাকে দেখিয়া 'আন আন' বলিলেন এবং তাহার ভক্তি দেখিয়া তাহার দুঃখী নামের পরিবর্ত্তে সুখী নাম রাখিলেন। ভক্তগণ নানা বেদমন্ত্র পড়িয়া বিশ্বম্ভরকে স্নান করাইয়া তাঁহার গা মুছাইয়া দিলেন, পরে নূতন বস্ত্র পরাইয়া গাত্রে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া দিলেন। ইহার পরে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুখট্টার উপরে নিজে গিয়া বসিলেন। নিত্যানন্দ তখন তাঁহার মস্তকে ছাতা ধরিলেন, কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলাইতে লাগিলেন, এই কালে ভক্তগণ তাঁহার চরণ ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। সকলে তুলসীমঞ্জরী চন্দন লিপ্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার চরণে দিতে লাগিল। অপর, অদ্বৈতাদি পার্ষদ প্রধানগণ তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, আর সকলের চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল, সকলে তাঁহাকে জগতের নাথ ও পিতা, সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভক, বেদ-ধর্ম্ম-সাধুজন-ত্রাতা, এতদ্ভিন্ন বহু পৌরাণিক কীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াও স্তব করিলেন। বিশ্বম্ভর তৎসমস্ত অমায়ায় শ্রবণ করিলেন এবং স্বীয় চরণ (পুজার্থ) বাড়াইয়া দিলেন। উঁহারা তাহাতে ধাতুপাত্র, চন্দন, তুলসী, বহুবিধ গন্ধদ্রব্য, ধান্য দূর্ব্বা, নানাবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন। আবার কেহ কেহ কস্তূরী, কুঙ্কুম, ফাগ, অপর কেহ বহুবিধ পুষ্প ঐ চরণে অর্পণ করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর 'কিছু দেহ খাই' বলিয়া খাইতে

চাহিলেন ও হাত পাতিলেন। ভক্তগণ উহাতে কলা, মুগ, দধি, ক্ষীর, নবনী ও দুগ্ধ দিলেন। বিশ্বম্ভর তৎসমস্ত অমায়ায় (সহজেই) ভক্ষণ করিলেন। আর নগর হইতে অনেক উত্তম উত্তম খাদ্য—নারিকেল, শর্করা, নানাবিধ সন্দেশ—আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলে তাহাও তিনি হাতে লইয়া খাইলেন। ইহা ছাড়া নানাবিধ মেওয়া, শশা, কাঁকুড়, ইক্ষু, ফলমূল, গঙ্গাজল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও বিশ্বম্ভর ভোজন ও পান করিয়াছিলেন। শেষে ভক্তগণ কর্পূর, তাম্বুল বিস্তর (কয়েক সহস্র বাটাপূর্ণ!) আনিলেন তিনি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তৎসমস্ত ভক্ষণ করিলেন। ইহার পরে ভক্তগণের জন্মকর্ম্ম কহিতে লাগিলেন; যথা—শ্রীবাসকে বলিলেন—'আরে তোর কি মনে পড়ে একদিন দেবানন্দের নিকট ভাগবত শুনিয়া তোর চিত্ত দ্রবীভূত হইলে তুই উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতেছিলি, পরে প্রেমের বিকারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলি, তখন পড়ুয়াগণ তোর যে উহা ভক্তির আবেশ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তোকে বাহির দুয়ারে আনিয়া ফেলিয়াছিল। এদিকে গুরুর ন্যায় শিষ্যগণও কিছু মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না; পরন্তু তুমি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া বিরলে থাকিয়া পুনর্ব্বার ভাগবত শুনিতে চাহিয়াছিলে, আমি তোমার দুঃখ দেখিয়া বৈকুণ্ঠ হইতে তোমার দেহে অবির্ভূত হইয়াও হৃদয়ে বসিয়া স্বীয় প্রেমযোগ দিয়া তোমাকে কান্দাইয়াছিলাম। তখন তুমি ভাগবত শুনিয়া আনন্দে অত্যন্ত রোদন করিয়াছিলে। শ্রীবাস ইহার 'অনুভব' পাইয়া অর্থাৎ স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কান্দিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর প্রোক্তরূপে অদ্বৈতপ্রভৃতি অন্যান্য ভক্তদিগের পূর্ব্বকথা অনুভব (অর্থাৎ স্মরণ) করাইয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ নাচিতে লাগিলেন, কেহ বা গাইতে লাগিলেন, কদাচিৎ কেহ তথায় উপস্থিত না থাকিলে বিশ্বম্ভর তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তৎপরে "কিছু দেহ খাই" বলিয়া হাত পাতেন এবং যে যাহা দেয় তাহা খাইয়া এক ভক্তকে বলিলেন, 'তোর কি মনে আছে আমি এক রাত্রে ব্রাহ্মণ (বা বৈদ্য) রূপে তোর কাছে বসিয়া তোর জ্বর নাশ করিয়াছিলাম? সে উহা শুনিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। গঙ্গাদাসকে দেখিয়া বলিলেন তোর কি মনে পড়ে—তুই 'রাজাজ্ঞায়' যে রাত্রে সপরিবারে

পলাইতেছিলি, খেয়াঘাটে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত নৌকা না পাইয়া কান্দিতেছিলি এবং দুঃখিতান্তঃকরণে বলিতেছিলি 'আমার সম্মুখে আমার পরিবারকে যবনে স্পর্শ করিলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' তখন আমি নৌকা লইয়া খেয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়া তোকে পার করিয়াছিলাম, পরে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই। ইহা শুনিয়া গঙ্গাদাস গড়াগড়ি দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। বিশ্বম্ভর বসিয়া যখন অকপটে এইরূপ বলিতেছিলেন তখন তাঁহার কলেবর চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ। কোন প্রিয়তম তাঁহার অঙ্গে ব্যজন করিতেছিল, অন্য কোন প্রিয়জন তাঁহার কেশ-সংস্কার করিয়া দিতেছিল, কোন ভক্ত তাম্বূল যোগাইতেছিল, কেহ গাইতে ছিল, কেহ সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, এই মতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ ধূপ, দীপ আনিয়া তাঁহার চরণ পূজা করিতে লাগিলেন। শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল, তিনি ভক্তদিগের কার্য্যে কোন কথা না বলিয়া অমায়ায় (স্থির ভাবে) বসিয়াছিলেন। ভক্তগণ নানাবিধ পুষ্প তাঁহার পাদপদ্মে দিয়া "ত্রাহিপ্রভু" বলিয়া দণ্ডবৎ হইতে লাগিল। কেহ 'কাকু", কেহ জয়ধ্বনি করিল, তখন চতুর্দ্দিকে কেবল আনন্দ-ক্রন্দন শোনা গিয়াছিল। এই সময়ে (নিশা প্রবেশে) বিশ্বম্ভরের "মহৈশ্বর্য্য-প্রকাশ" পাইয়াছিল, ভক্তগণ যোড় হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিলেন। আর তিনি,—

'ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়-হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥

অর্থাৎ গৌরাঙ্গ আবেশাবস্থায় ভক্তের অঙ্গে ঠেস্ দিয়া, পা মেলিয়া আনন্দে বসিয়া ছিলেন, তৎপরে ভক্তগণকে বরদিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন। পরে

আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ বিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পায়্যা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন' গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া॥"

(এই স্থলে শ্রীধরের ব্যবসা, চরিত্র, ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং বিশ্বম্ভরের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব বাগ্‌বিতণ্ডার কথা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।)

বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাইয়া শ্রীধরের বাড়ীতে দৌড়িয়া গেল এবং তাহাকে ধরিয়া বলিল,—

"চল চল মহাশয়! প্রভু দেখসিয়া।"

শ্রীধর প্রভুর নাম শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, পরে ভক্তগণ তাহাকে তুলিয়া বিশ্বম্ভরের সম্মুখে আনিল। তিনি শ্রীধরকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আইস আইস, আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছ, বহুজন্ম আমার প্রেমে জীবন ত্যাগ করিয়াছ, এ জন্মেও আমার বিস্তর সেবা করিলে, তোমার খোলায় আমি নিরন্তর অন্ন খাইয়াছি, তোমার হাতের দ্রব্য অনেক ভক্ষণ করিয়াছি, আমার সঙ্গে বাল্যকালে তোমার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা কি তুমি এখন ভুলিয়া গেলে? এইরূপে পূর্ব্বের বহু কৌতুকাবহ কথা শ্রীধরকে স্মরণ করাইয়া পরে বলিলেন,—দেখ আমার রূপ, "অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেও তোর।" তখন শ্রীধর মাথা তুলিয়া যাহা দেখিয়াছিল তাহা বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"তমাল-শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতে বংশীমোহন, দক্ষিণে বলরাম। মহাজ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেই হস্তের উপরে। চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আগে স্তুতি করে॥
মহা-ফণা-ছত্র দেখে শিরের উপরে। সনক,নারদ,শুক,দেখে জোড় করে॥
প্রকৃতিস্বরূপা সব যোড়-হস্ত করি। স্তুতি করে চতুর্দ্দিকে পরম-সুন্দরী॥"

শ্রীধর এইরূপ দেখিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মাটীতে ঢলিয়া পড়িলেন। তখন বিশ্বম্ভর "উঠ উঠ শ্রীধর" বলিলেন। তাঁহার কথায় শ্রীধরের চৈতন্য হইল, তখন তিনি তাহাকে আপন স্তুতি করিতে বলিলেন।

শ্রীধর বোলয়ে "নাথ! মুঞি মূঢ়মতি। কোন্ স্তুতি জানোঁ মুঞি ছারের শকতি॥"
প্রভু বোলে "তোর বাক্য সেই মোর স্তুতি।"

তখন শ্রীধর কৃষ্ণ-বুদ্ধিতে বিশ্বম্ভরের বহুতর স্তব করিলেন, যেন, (বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন) প্রভুর আজ্ঞায় সরস্বতী শ্রীধরের জিহ্বায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-প্রধানগণ শ্রীধরের তাদৃশ স্তব শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনন্তর

বিশ্বম্ভর বলিলেন,—শ্রীধর! তুমি "বাছিয়া বর মাগ"- তোমাকে আজ অষ্টসিদ্ধি বর দিব। শ্রীধর বলিলেন—"প্রভু তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আর ভাঁড়াইতে পারিবে না।' বিশ্বম্ভর বলিলেন,—আমার দর্শন ব্যর্থ হইবে না, তোমার চিত্তে যাহা লয় তাহা অবশ্য পাইবে, পরে তিনি 'মাগ মাগ' বারংবার বলিতে লাগিলেন।

তখন শ্রীধর বলিলেন, তবে এই বর দেহ,—

"যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেন মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তাঁর চরণ যুগল॥"

ইহা বলিতে বলিতে শ্রীধরের প্রেম বাড়িয়া উঠিল, তিনি দুই হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণবগণ শ্রীধরের ভক্তি দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন,—শুন শ্রীধর. তোমাকে এক মহারাজ্যের রাজা করিয়া দিব। তদুত্তরে শ্রীধর বলিল,—আমি কিছুই চাহিনা, তুমি কেবল এই কর যেন আমি তোমার নাম পাই। বিশ্বম্ভর বলিলেন—'শ্রীধর! তুমি আমার দাস, সেজন্য আমার এই প্রকাশ দেখিলে তাহাতেও তোমার মতিভেদ হইল না; অতএব বেদের গোপ্য যে ভক্তিযোগ তাহা তোমাকে দিলাম।' শ্রীধর বর পাইল, ইহা শুনিয়া বৈষ্ণব-মণ্ডলী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

(চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড, নবম অধ্যায় সমাপ্ত)

তদনন্তর গৌরাঙ্গ 'নাড়া নাড়া নাড়া' বলিয়া মাথা ঢুলাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে বলিলেন,—

প্রভু বোলে, "আচার্য্য! মাঁগ হ নিজকার্য্য।"

অদ্বৈত বলিলেন,—"যে মাগিলুঁ তাহা পাইলুঁ"। তখন জগন্নাথনন্দন হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, কাহারও এমন শক্তি ছিল না যে, কোন কথা বলে, কেবল গদাধর তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন, বিশ্বম্ভর তাহা খাইতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়া আছেন, অদ্বৈতাদি মহাপাত্রগণ সম্মুখে রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিশ্বম্ভর মুরারিকে আজ্ঞা করিলেন,—"মোর রূপ দেখ।" মুরারি তাঁহাকে দূর্ব্বাদল-

শ্যাম মহাধনুর্দ্ধর রঘুনাথ বীরাসনে বসিয়া আছেন, ইহা দেখিলেন। তাঁহার বামে জানকী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, চৌদিকে বানরেন্দ্রগণ স্তুতি করিতেছে। মুরারি স্বীয় উপাস্যদেবকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

'মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা॥'

তখন বিশ্বম্ভর মুরারিকে ডাকিয়া বলিলেন,—

* * * "আরে রে বানরা। পাসরিলি—তোরে পোড়াইল সীতাচোরা॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশ-ক্ষয়। সেই প্রভু আমি—তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি! আমার তুমি প্রাণ। আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনূমান্॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন। যারে জীয়াইলে আনি সে গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার। যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥"

বিশ্বম্ভরের বাক্যে মুরারি চৈতন্যলাভ করিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভক্তসকলও কান্দিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভর মুরারিকে বলিলেন,—'তোমার ইচ্ছামত বর লও। তদুত্তরে মুরারি বলিলেন,—'প্রভু, আর কিছু চাহিনা, কেবল যেন তোমার গুণ গাহি, যেখানে কেন জন্ম হউক না, তথায় যেন তোমার স্মৃতি থাকে, জন্ম জন্ম যেন তোমার দাসগণের সহিত আমার সহবাস হয়। প্রভু! তুমি এই সত্য কর—"তুমি প্রভু মুঞি দাস" ইহা যেথায় নাই তথায় আমাকে ফেলিবে না। আর ইহা সত্য কর,—

'সপার্ষদে তুমি যথা কর' অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥

তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন তোমাকে সত্য সত্যই এই বর দিলাম। ইহাতে মহা মহা জয়ধ্বনি হইলে, বিশ্বম্ভরের সহিত ভক্তগণ মুরারির বহু প্রশংসা করিলেন। ইহার পর,

"মুরারি শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বূল খান গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥"

অনন্তর বিশ্বম্ভর হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরিদাস! আমাকে দেখ। এই আমার দেহ হইতে তুমি বড়। পাপিষ্ঠ যবনেরা যখন তোমাকে বড় দুঃখ দিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে আমার বুক বিদীর্ণ হয়। যবনেরা যখন নগরে নগরে তোমাকে মারিয়া মারিয়া বেড়াইতেছিল তখন আমি—

"দেখিয়া তোমার দুঃখ, চক্রধরি করে।
নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা' কাটিবারে॥"

কিন্তু উহারা তোমাকে প্রাণান্ত করিয়া মারিলেও উহাদিগের কুশল তুমি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলে, আপনার প্রতি উহাদের আঘাত গণ্য কর নাই, সে জন্য আমি বল করিতে পারি নাই, আমার চক্র তোমার সঙ্কল্প হেতু বিফল হইয়া তোলা থাকিল, কাহাকেও কাটিতে পারিলাম না। তখন

"তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মারণ দেখিয়া॥
তোহোর মারণ নিজ-অঙ্গে করি লওো।
এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ॥"

বিশ্বম্ভর আরও বলিলেন,—'যদিও আমার প্রকাশের কিছু গৌণ ছিল কিন্তু তোমার দুঃখ সহিতে না পারিয়া শীঘ্র আসিলাম। অদ্বৈত তোমাকে ভাল মতে চিনিয়া আমাকে সর্ব্ব মতে বন্দী করিয়াছে।' বিশ্বম্ভরের মুখে ঐরূপ 'কারুণ্য বচন' শ্রবণ করিয়া,—

'মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥
বাহ্য দূরে গেল, ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিলা তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥'

তখন বিশ্বম্ভর কহিলেন—'উঠ উঠ হরিদাস! মনোরথ ভরিয়া আমার প্রকাশ দেখ।' ইহাতে হরিদাস বাহ্য জ্ঞান পাইয়া তাঁহার রূপ দেখিবেন কি, কান্দিয়াই আকুল হইলেন, সমস্ত উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, ক্ষণে তাঁহার মহাশ্বাস বহিতে লাগিল, ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতেছিল। এরূপ তাঁহার শরীরে 'মহাবেশ' উপস্থিত হইল যে, চৈতন্য তাঁহাকে স্থির করিলেও তিনি স্থির হইতে পারেন নাই। কিয়ৎকাল পরে (অবশ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া) হরিদাস বলিলেন,—'আমি সর্ব্ব জাতি বহিষ্কৃত পাতকী, আমাকে দেখিলে পাতক হয়, স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, "আমি পড়িলুঁ তোমাতে" তুমি কৃপা কর, তোমার

চরিত্র আমি কি বলিব? ইহা বলিয়া হরিদাস দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ এবং প্রহ্লাদকে বিষ-সর্প-অগ্নি হইতে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া তাঁহার বহু স্তব করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'হরিদাস! তোমাকে আমার অদেয় কিছু নাই, তুমি বর চাহ।' তখন হরিদাস বলিলেন 'একটা বই আর কিছু চাহিব না, সেটী এই, তোমার যত দাস তোমার চরণ ভজন করে আমি যেন তাঁহাদের উচ্ছিষ্টের অবশিষ্ট খাই, জন্ম জন্ম যেন এইরূপ খাই।' পুনরপি স্বীয় দৈন্য জানাইয়া বলিলেন,—

"শচীর নন্দন বাপ, কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে॥"

তখন বিশ্বম্ভর কহিলেন,—'শুন শুন মোর হরিদাস! কেহ তোমার সঙ্গে যদি একদিন বাস করে, তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কথা কহ, সে আমাকে অবশ্য পাইবে, তাহার অন্যথা নাই। তোমাকে যে শ্রদ্ধা করে সে আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমি নিরন্তর তোমার শরীরে আছি, তোমার সদৃশ সেবকে আমার ঠাকুরাল. তুমি সর্ব্বকাল আমাকে তোমার হৃদয়ে বান্ধিয়াছ, (অতএব)

"মোর স্থানে মোর সর্ব্ববৈষ্ণবের স্থানে।
বিনি অপরাধে তোরে ভক্তি দিল দানে॥"

হরিদাসকে বিশ্বম্ভর যখন এই বর দিলেন তখন বৈষ্ণবগণ জয় জয়ধ্বনি করিল। এই স্থানে বৃন্দাবন দাস হরিদাসের বিস্তর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—

'প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান্!
এই মত 'হরিদাস' নীচজাতি নাম॥

হরিদাসের প্রতি ঐরূপ বর প্রদত্ত হইলে—

"হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর॥

অর্থাৎ হরিদাস প্রাগুক্ত বরলাভ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তৎসঙ্গে মুরারি ও শ্রীধরও কান্দিতে লাগিলেন, এদিকে বিশ্বম্ভর হাসিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার 'মনের বৃত্তান্ত' প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলিলেন,—'শুন শুন, আচার্য্য! তোমাকে এক নিশাযোগে ভোজন করাইয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে পড়ে? আমি যখন অবতার হই নাই তখন তুমি আমাকে আনিতে 'অপার' শ্রম করিয়াছিলে।

তুমি গীতাশাস্ত্র পড়াইতে ও ভক্তি ব্যাখ্যা করিতে, যে শ্লোকে ভক্তিযোগ না পাইতে সে শ্লোকের দোষ না দিয়া সর্ব্বভোগ ত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া উপবাস করতঃ শুইয়া থাকিতে, তখন তোমার উপবাস আমি নিজের উপবাস বলিয়া মনে করিতাম, কেননা তুমি যাহা দেও তাহাই আমার ভক্ষ্য।

("তুমি মোরে যেই দেহ, সেই মোর গ্রাস॥")

তিলার্দ্ধেক তোমার দুঃখ সহিতে না পারিয়া স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি। (সে রাত্রে) তোমাকে উঠ উঠ বলিয়া শ্লোকের অর্থ যেরূপ তাহা শুনাইয়া ভোজন করিতে বলি। গীতায় যে "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ" পাঠ আছে তাহা সম্প্রদায় অনুসারে 'মন্দপাঠ', বাস্তবিক "সর্ব্বত্র পাণিপাদন্তৎ" ইহাই সত্যপাঠ, তোমাকে আজ কপটতা ছাড়িয়া বলিলাম। ইহা 'অতি গুপ্ত পাঠ' তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে বলিব? অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের মুখে স্বীয় মনের কথা জানিতে পারিয়া কান্দিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বম্ভরের প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার বাহ্য জ্ঞান থাকিল না। এইস্থলে বৃন্দাবন দাস অদ্বৈতাচার্য্যের অনেক গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত॥
মহাভাগ বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা॥ ইত্যাদি।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে গীতার সত্যপাঠ বলিবার পরে ভক্তির কপাট খুলিয়া দিয়া দুই হস্ত তুলিয়া সকলকে বলিলেন,—

"সভে মোরে দেখ, মাগ' যার যেই বর॥"

তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেরূপ বর চাহিতে লাগিল। অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন "প্রভু মোর এই বর। মূর্খ নীচ দরিদ্রের উপকার কর॥"

বিশ্বম্ভর হাসিয়া হাসিয়া সকলের ইচ্ছামত বহুবিধ বর প্রদান করিলেন।

মুকুন্দ ভিতরের কপাটের বাহিরে ছিলেন, বিশ্বম্ভরের সম্মুখে আসিতে পারিতেছিলেন না। ইহার কারণ কেহ কিছু বুঝিতে পারে নাই, অথচ মুকুন্দ সকলের প্রিয় 'পরম মহান্ত' ছিলেন, প্রভুর সঙ্গে নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে এ ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভর ডাকেন নাই। ইহাতে সকলের দুঃখ হইল। শ্রীবাস বিশ্বম্ভরকে বলিলেন—'শুন জগতের নাথ! মুকুন্দ তোমার নিকট কি অপরাধ করিল? সে তোমার প্রিয়, 'সো সভার প্রাণ', তাহার গানে কে না দ্রবীভূত হয়? সে সর্ব্বদিকে সাবধান, ভক্তি-পরায়ণ, তাহার অপরাধ না দেখিয়া অপমান করিতেছ, যদি অপরাধ থাকে তবে শাস্তি কর, যে তোমার দাস, তাকে দূরে পরিহার কর কেন? তুমি না ডাকিলে সে তোমার সম্মুখে আসিতে পারিতেছে না। ভাল মতে বল যে, সে তোমারে দেখুক। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'ও বেটার জন্য কেহ আমাকে সাধিবে না ও কিছু বলিবে না। পূর্ব্বে যে শুনিয়াছিলে,—

"খড় লয়, জাঠি লয়, পূর্ব্বে না শুনিলা।
অই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়. ক্ষণে জাঠিমারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিব মোরে॥"

তখন মহাবক্তা শ্রীনিবাস পুনরায় বলিলেন,—'তোমার বাক্য বুঝিতে কাহার অধিকার আছে? আমরা ত তাহার কোন দোষ দেখিতেছি না।' বিশ্বম্ভর বলিলেন,—' ও বেটা যখন যেথা যায় তখন সেখানে সেই মত কথা কহিয়া মেশে। অদ্বৈতের সঙ্গে যখন বাশিষ্ঠ পড়ে তখন দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তিযোগে নাচে ও গায়, আবার অন্য সম্প্রদায়ে যখন কথোপকথন করে তখন ভক্তি না মানিয়া 'জাঠি' অর্থাৎ লাঠি মারে।—

—"ভক্তি হৈতে বড় আছে ইহা যে বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মারে মোরে সেইজনে॥
ভক্তি স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন বাধ॥

মুকুন্দ বাহির হইতে সকল শুনিতেছিলেন, দর্শন পাইবেন না ইহাও শুনিলেন, গুরুর উপরোধে ভক্তি মানি নাই মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব সঙ্কল্প করিলেন এ দেহ আর রাখা উচিত নয়, অপরাধী শরীর অদ্যই ত্যাগ করিব, পরন্তু কবে দেখা পাইব ইহা জানা হইল না, সেজন্য মুকুন্দ শ্রীবাসকে বলিলেন,—শুন ঠাকুর! 'কভুনি দেখিব মুঞি?' বোল প্রভু—পাশে।' অর্থাৎ আমি কখনই কি দেখিতে পাইব না এই কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর। এই কথা বলিতে গিয়া মুকুন্দের দুই চক্ষে জল বহিতে লাগিল, ভক্তগণও মুকুন্দের দুঃখে কান্দিতে লাগিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

'প্রভু বোলে আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥'

মুকুন্দ প্রভুর মুখে 'নিশ্চয় দরশন পাইবে' ইহা শুনিয়া পরমানন্দে 'সিঞ্চিত' হইয়া 'পাইব পাইব' বলিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই স্থানে মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর মুকুন্দের কার্য্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মুকুন্দকে সত্বর আন।' সকল বৈষ্ণবেরা 'আইস মুকুন্দ' বলিয়া ডাকিল, মুকুন্দ আনন্দে কিছু জানিতে পারিল না। তখন প্রভু বলে "মুকুন্দ! ঘুচিল অপরাধ। আইস আমাকে দেখ, ধরহ প্রসাদ॥" তদনন্তর সকলে মুকুন্দকে ধরিয়া আনিলেন, মুকুন্দ মহাপুরুষকে (বিশ্বম্ভরকে) দেখিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তখন—

বিশ্বম্ভর বলিলেন "উঠ, উঠ, মুকুন্দ আমার। তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার॥
সঙ্গদোষে তোমার সকল হইল ক্ষয়। তোর স্থানে আমার হইল পরাজয়।"
'কোটি জন্মে পাইবা' হেন বলিলাম আমি। তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি।
অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি সে জানিলা। তুমি আমা সর্ব্বকালে হৃদয়ে বান্ধিলা॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা সঙ্গে। পরিহাস পাত্র সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥
সত্য যদি তুমি যদি অপরাধ কর। সে সকল মিথ্যা, তুমি মোর প্রিয় দড়॥
ভক্তিময় তোমার শরীর মোর দাস। তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥"

মুকুন্দ বিশ্বম্ভরের আশ্বাস বাক্য শুনিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া মন্দ বলিয়া কান্দিতে লাগিলেনও বলিলেন,—

"ভক্তি না মানিলুঁ মুক্তি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তি শূন্য কি পাইব সুখে॥"

ইহার পরে ভক্তিশূন্য হইয়া দর্শন পাইলেও কোন সুখ হয় না। ইহার পৌরাণিক বহু উদাহরণ উল্লেখ করিয়া শেষে ভক্তিযোগের অনেক প্রশংসা ও ভক্তের বহু দৃষ্টান্ত নির্দেশ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর মুকুন্দের আত্মধিক্কার ও ঐপ্রকার নানাবিধ খেদোক্তি শুনিয়া লজ্জিত হইয়া এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন।

"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী। যথা গাও তুমি, তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়। ভক্তি বিনে আমা' দেখিলেও কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহি, বড় প্রিয় তুমি। বেদমুখে বলিয়াছি যতকিছু আমি॥
যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যেযে দিব্য গতি। তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুক্তি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে। সর্ব্ববিধি উপরে আমার অধিকারে॥
* * ভক্তি না করিলে হয় মোর মর্ম্ম দুঃখ। মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন সুখ॥

* * * * *

ভক্তস্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি। ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন শক্তি॥
* *ভক্তি বিলাইমুঁ মুক্তি বলিল তোমারে। আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যতদেখ আছে মোর বৈষ্ণব মণ্ডল। শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত। এই মত হউ তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার। তথন গায়ন তুমি হইবে আমার॥"

মুকুন্দের প্রতি এইরূপ বরদান হইলে সকলে মহাজয় ধ্বনি, হরিবোল ও জয় জগন্নাথ বলিয়াছিল।

ভক্তমণ্ডল প্রোক্তরূপ স্তুতি করিয়া আপনাপন ইচ্ছামত বর প্রাপ্ত হইয়াছিল। অপিচ যাহার যে ইষ্টদেবতা বিশ্বম্ভরে সে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল, অতএব বৃন্দাবন দাস ইহাকে 'মহা মহা পরকাশ' বলিয়াছেন। ইহা মহা উদার শ্রীবাসের বাটীতেই হইয়াছিল এবং পরে দিন দিন গৌরাঙ্গের এইরূপ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা চৈতন্যের একান্ত দাসগণই সস্ত্রীক দেখিয়াছিল, নতুবা নবদ্বীপে কত কত তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী, আর তন্মধ্যে যাহারা গীতা ভাগবত পড়ে, যাহারা উহা পড়ায় ও স্বধর্ম্মে থাকে, অন্য যাহারা পরিগ্রহ লয় না ও আকৌমার ধর্ম্মে শরীর শুকায়, এইসকল বৃথাভিমানীর মধ্যে একজনও এখানেই

বৈকুণ্ঠের সুখ দেখিলনা, অথচ শ্রীবাসের দাস দাসীগণ তাহা দেখিল, কিন্তু শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ জানিতে পারিলনা, কত ভট্টাচার্য্যের মধ্যে একজনও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, ইত্যাদি গুহ্য কথা বিশ্বম্ভর ভক্তদিগকে বলিয়া এবং জন্ম জন্ম তোমরা আমার সঙ্গ পাইবে আর 'তোমাদিগেতে আমি রঙ্গ দেখাব' ইহা ব্যক্ত করিয়া শেষে আপনার মালা ও চর্ব্বিত তাম্বূল সকলকে দিলেন। তাঁহারা উহা অতি আনন্দে গ্রহণও ভক্ষণ করিলেন। অবশিষ্ট খাদ্য-প্রসাদ নারায়ণী (শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা) নাম্নী বালিকাকে দিয়া কান্দিতে বলিলেন, সে কৃষ্ণ বলিয়া কন্দিয়াছিল।

(চৈঃ ভা, মধ্য খণ্ড, ১০ অধ্যায় পর্য্যন্ত)

মন্তব্য।

এই পরিচ্ছেদের বর্ণিত বিষয় সমস্ত আপাত দৃষ্টিতে যেরূপ গুরুতর ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়, অনুধাবন করিয়া দেখিলে উহারা সেইরূপই সারশূন্য, কাল্পনিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিকৃত মানসিক ভাবের বাহ্য বিকাশ বলিয়া প্রতীত হয়। ঐ সকল ব্যাপার মনো-বিজ্ঞান প্রণালী সহায়ে বিশ্লেষণ না করিলে প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে সংক্ষেপে ঐরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদের মন্তব্যে বিশ্বম্ভর ও তাঁহার অনুচর বা অন্তরঙ্গদিগের স্বকীয় ও পরকীয় ভাব-প্রবণতার বশবর্ত্তিতায় যেরূপ মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিয়াছিল তাহা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, ইদানীং সেই মানসিক-বিকার হইতে আরও নানাবিধ কৌতুকাবহ কার্য্য যেরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা যে গৌরাঙ্গের ভাবী অবতারত্ব ও তদীয় ধর্ম্ম মত প্রচার এবং সম্প্রদায়-গঠনের আশ্চর্য্যরূপে সহায় হইয়াছিল, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গকেই সকলের নেতা বা মূল গায়নীরূপে প্রায় সমস্ত কার্য্য করিতে দেখা যায়। আমরা একে একে ইহার অনুশীলন করিয়া দেখিব।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, কোন কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এ স্থলেও গৌরাঙ্গের তথা-কথিত 'মহাপ্রকাশ' ব্যাপারের এইরূপ কারণ নিশ্চয়ই ছিল। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, ইতি পূর্ব্বে বিশ্বম্ভরের অবতারত্ব ভক্ত-মণ্ডলীতে যত দূর প্রচারিত হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট নহে, এমন কি, তিন প্রহর কাল ব্যাপী প্রকাশেও তিনি এ বিষয়ে সন্তোষলাভ করিতে পরেন নাই। সেজন্য যাহাতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এবং বিশিষ্টভাবে তাঁহার অবতারত্ব ভক্তদিগের মনে অঙ্কিত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এইরূপ চিন্তা (স্বকীয় ভাব প্রেরণা) তাঁহার অসম্বিন্ মানসে চলিতে চলিতে উহা সঙ্কল্পে পরিণত হইয়াছিল। তাই তিনি উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একদিন আবেশে অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় পরম আবিষ্ট-

নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের বাটীতে যেরূপ নিত্য যান সেইরূপ গিয়াছিলেন। অদ্য কিন্তু তাঁহাতে স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ কীর্ত্তন করিতে করিতে অতর্কিত ভাবে বিষ্ণুখট্টায় বসিতেন সেরূপ না করিয়া যেন আজ ইচ্ছাপূর্ব্বক (অমায়ায়) ঐ খট্টার উপরে উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ইঙ্গিত মতে নিত্যানন্দ তাঁহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। তিনি অনুচরগণের কীর্ত্তন বন্ধ করিবার আজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি স্বীয় এক অভিষেকানুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভাবগ্রহণপ্রবণ অনুচর ভক্তবর্গ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এইরূপে অভিষেক ব্যপদেশে গৌরাঙ্গের তথাকথিত 'মহাপ্রকাশ' ঘটিয়াছিল। তাহাতে তিনি অবতারভাবে আবিষ্ট থাকিয়া কাল্পনিক অবতারত্বের ভাব যেরূপ স্বীয় স্বাভাবিক (রোগধর্ম্মে সঞ্জাত) অসাধারণ চাতুরী সহকারে আশ্চর্য্যজনক রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মূলে বৃন্দাবন দাস মহাশয় অতি বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য এ স্থানে বিশ্বম্ভরের তথাকথিত লীলার কয়েকটা মাত্র স্থল সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

(১) অভিষেক অনুষ্ঠান।

গৌরাঙ্গ রাম কৃষ্ণের ন্যায় রাজপুত্র ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার অভিষেক রাজ্যাভিষেকের অনুকরণে না হইয়া দেবতার অভিষেকের অনুকরণে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। পরন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে যে, এই অভিষেক ব্যাপারে তাঁহার হিষ্টিরিয়ারোগসম্ভূত বালস্বভাবত্ব ও উন্মাদ প্রলাপের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন, কোন মূর্ত্তি অভিষেকে স্নান জন্য একশত আট কলস জল প্রয়োজন হয়, বিশ্বম্ভরের অভিষেকে সহস্র কলসেরও অধিক জল স্নানার্থ আনয়ন করা হইয়াছিল। মূর্ত্তিস্থানে পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাই স্নানীয় জল আহরণ করেন, কিন্তু এখানে দাস দাসী ও ভক্ত বৈষ্ণবগণ জল আনিয়াছিল। ইহার মধ্যে দুঃখিনী নাম্নী পরিচারিকাকে ভক্তিপূর্ব্বক জল আনিতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর 'আন আন' বলিয়া উৎসাহ দিয়া শেষে তাহার দুঃখিনী নামের পরিবর্ত্তে সুখিনী নাম রাখিয়াছিলেন। স্নানান্তে দেবমূর্ত্তির অঙ্গে যেরূপ স্রক্

চন্দনাদি দেওয়া ও বস্ত্র পরিধান করান এবং দেবতাকে নৈবেদ্যাদির ভোগ উপহার দেওয়া হয় সেরূপ এস্থলেও করা হইয়াছিল। তবে বিশ্লেষের মধ্যে এই, দেবতার অভিষেকে নিবেদিত ভোগ প্রসাদরূপে সকলকে বিতরণ করা হইয়া থাকে, এস্থলে বিশ্বম্ভর আপনাকে জীবন্ত ঠাকুর মনে করিয়া নিজে হাত পাতিয়া চাহিয়া চাহিয়া ঐ নৈবেদ্য এবং শেষে বাজারের খাদ্যও ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এমন কি, উপস্থিত ভক্তদিগকে খাদ্য-প্রসাদ দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পেটুকতার একটা বিশেষ পরিচয় মাত্র। সম্ভবতঃ এই ভূরিভোজন ব্যাপারটা তাঁহার সম্বিন্ ম্যানসের অজ্ঞাতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে। আবার দেখুন, কোন দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা অভিষেক কার্য্যের উৎসবে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন ইতরভদ্র ও পাড়াপড়সীকে আহ্বান করিতে হয়, কিন্তু গৌরাঙ্গ এ অভিষেকোৎসবে সেরূপ কাহাকেও আমন্ত্রণ না করিয়া সহসা শ্রীবাস পণ্ডিতের অর্গলবদ্ধদ্বার বাটীতে কয়েকজন অনুচর বৈষ্ণবমাত্র লইয়া উহা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোক্ত নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উদ্দেশে তাঁহার এই আড়ম্বরপূর্ণ একটা কাল্পনিক অভিষেকের উদ্যোগমাত্র, ইহাই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশাবস্থায় রোগী অনেক কার্য্য অতি চতুরতার সহিত প্রায় স্বাভাবিকের ন্যায় সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে প্রকৃত রোগ লক্ষণ—অসাধারণ চাতুর্য্য, বালস্বভাবত্ব ও অসম্বদ্ধ-প্রলাপ, অবিশ্বাসজনক কাল্পনিক অনুভূতি, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে। এস্থলে বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত এই অভিষেক অনুষ্ঠানেও ঐ সকল রোগলক্ষণ বিস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার কয়েকটী নিদর্শন দেওয়া হইল।

(ক) বিশ্বম্ভর স্বীয় মানসিক রোগ প্রভাবে এই সময়ে আপনাকে কৃষ্ণ বা বিষ্ণু মনে করিতেছিলেন (Delusion), সেজন্য তাঁহার ঐশ্বরিক কিছু না কিছু বিভূতির প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। দেখা যায়, তিনি অনুচরগণের জীবনের বিস্মৃতপ্রায় অতীত ঘটনা বিশেষ উল্লেখ দ্বারা সকলের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া কৌশলক্রমে স্বীয় অন্তর্যামিত্বের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ঐ সমস্ত ঘটনা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অবিদিত ছিল না। যেমন—অদ্বৈতের গীতার পাঠ সংশোধন বিষয়ক স্বপ্নকথা, হরিদাসের

প্রতি যবন রাজপুরুষের আজ্ঞায় নির্ঘাতরূপে আঘাত ও অত্যাচার, ইত্যাদি। কৌতুকের বিষয়, বিশ্বম্ভর এই স্বকীয় মিথ্যা অন্তর্যামিত্ব ভক্তগণের মনে সত্যরূপে বিশ্বাস করাইবার জন্য এক একটা উপন্যাসের রচনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিদাসের প্রসঙ্গে উপন্যাসটী এখানে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিশ্বম্ভর বলিয়াছেন—'হরিদাস যখন যবনগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হইতেছিল তখন তিনি অবতার হন নাই, বৈকুণ্ঠ হইতে দুঃখ জানিতে পারিয়া যবনদিগকে কাটিবার উদ্দেশে চক্রহস্তে নবদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন যবনদিগের প্রতি হরিদাসের প্রতিহিংসার বুদ্ধি নাই তখন উঁহাদিগকে না কাটিয়া স্বীয় চক্র সংবরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাহার পৃষ্ঠে আপন অঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক নিজের পৃষ্ঠে ঐ যবনদিগের আঘাত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাছে ভক্তগণ তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত বর্ণনায় বিশ্বাস না করে সেজন্য তিনি আপনার পৃষ্ঠে সেই প্রহারের চিহ্ন তখনও ("এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কহোঁ") বিদ্যমান আছে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া সকলকে ঐ চিহ্ন দেখাইতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশ্য কেহ যে তাহা দেখিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই।

(খ) বিশ্বম্ভরের এই মহাপ্রকাশ উপলক্ষে যে অভিষেকের অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার অঙ্গ ছিল স্নানবাহুল্য, তদনন্তর নূতন বস্ত্র পরিধান গন্ধমাল্য ধারণ করত খট্টার উপর উপবেশন, বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক বিবিধ নৈবেদ্যের এবং অনিবেদিত দ্রব্যের ভূরিভোজন, ইত্যাদি। দেখা যায়, ইহার মধ্যে বিশ্বম্ভর স্বীয় রোগধর্ম্মে অনেক আচরণে পূর্ব্বাবধি অভ্যস্তই ছিলেন। এস্থলে কেবল তাঁহার উপরি উক্ত ভূরিভোজন ব্যাপারটা আলোচনা করিব। ইহা যে হিষ্টিরিয়া বিশেষের লক্ষণ,—তাহা পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত দেখা না গেলেও আর্য্য-আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্ট নির্দ্দেশিত দেখা যায়। অসুর-জুষ্ট ভূতোন্মাদের লক্ষণে "সন্তুষ্টো ন ভবতি অন্নপানজাতৈঃ" অর্থাৎ বহু আহার্য্য ও পানীয় ভক্ষণেও রোগীর তৃপ্তিলাভ হয় না (প্রমাণ—উদ্বোধনের ।০ পৃষ্ঠা দেখুন) ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। এস্থলে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যান্য উপদ্রবের সহিত এই অতিভোজন অথচ তাহাতে অতৃপ্তির উপদ্রবটী সহসা সাময়িক ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তদিগের নিকট নিবেদিত দ্রব্য খাইতে চাহিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তোমরা আমাকে খাইতে দেও ত আমি খাই। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার গীতার "পত্রপুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" ইত্যাদি শ্লোকটী স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকিবে। পরন্তু দেখা যায়, বিশ্বম্ভরের বায়ুরোগের উপদ্রব স্বরূপ অতিভোজনের একটা আক্রমণ—A feat of Voracity or Ravenousness—এইসময়ে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের মত করিয়াছিল।* কেননা তিনি এই খাইয়া পুনরায় তৎক্ষণাৎ খাদ্যদ্রব্য চাহিয়া অনুচরগণকে 'আন আন' বলিয়া অতীব ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাঠক! এই ব্যাপার তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ প্রভাবেই ঘটিয়াছিল। যেহেতু যখন ভক্তগণ আর খাদ্যদ্রব্য যোগাইয়া উঠিতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বম্ভরকে 'ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে থাকে তাঁহাকে সামান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়া আর কি করিব, এইরূপ প্রবোধ বাক্য (Persuasion) প্রয়োগ করায় তাঁহার ঐ বায়ু রোগের উপদ্রব লক্ষণ উপশান্ত হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর সম্ভবতঃ তখন মনে করিয়াছিলেন ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান বলিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে। ইহাতে তাঁহার তীব্র ভোজনেচ্ছা কতকটা দমিত হওয়ায় যখন তিনি 'আর কি আছে আন আন' বলিলেন তখন ভক্তগণ কেবল তাম্বূল আছে, ইহা জ্ঞাপন করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই দেও বলিয়া হাত বাড়াইয়া বহু তাম্বূল গ্রহণ ও ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাও বিশ্বম্ভরের ঐ অতিভোজনের ব্যাপ্তিই বুঝিতে হইবে। পাঠক! এই তৃপ্তিবিরহিত বহু খাদ্যদ্রব্য (অন্নপানীয়) ভক্ষণ কি বিশ্বম্ভরের স্বাভাবিক আচরণ

* আয়ুর্ব্বেদের অন্যত্র এই অতিভোজন ভস্মক (যাহা ভস্মকীট রোগ বলিয়া খ্যাত) রোগ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার লক্ষণ—ভুক্তদ্রব্য উদরসাৎ হইবামাত্র ভস্ম হইয়া যায় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ খাইতে চায়। † ইহা অনেকের স্মরণ থাকিবে কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে কয়েকজন সাধু—ভূতানন্দ স্বামী, কাটিয়া বাবা, পওহারী প্রভৃতি সময়ে সময়ে আসিয়া আপনাদের এককালে বহু পানভোজন ব্যাপার দেখাইয়া সকল লোককে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন।

† অতিপ্রবৃদ্ধঃ পবনান্বিতোঽগ্নি র্ভুক্তং ক্ষণাদ্ভস্মকরোতি যস্মাৎ।
তস্মাদসৌ ভস্মকসংজ্ঞকোঽভূদুপেক্ষিতোঽয়ম্ পচতে চ ধাতূন্॥
শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত ভাবপ্রকাশ।

বা ভগবত্তার কিংবা দাস্যভক্তির লক্ষণ মনে করিবেন? অথবা তাঁহার বায়ু-রোগের উপদ্রব বিশেষ স্থির করিবেন? বোধ হয় বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(গ) এই অভিষেক অনুষ্ঠানে গৌরাঙ্গের 'প্রকাশরূপ' সকলকে প্রদর্শন ব্যপদেশে বিশেষ বিশেষ ভক্তের প্রতি স্বীয় ঐন্দ্রিজালিক প্রেরণা (hypnotic suggestion) প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে বিমুগ্ধ, মূর্চ্ছিত এবং বশীভূত করা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। দেখা যায়, তিনি স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব উহাদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সেই প্রেরণা বা শক্তির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ভক্তগণকে ঐরূপে প্রতারিত করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ বা না বলা দুরূহ। তবে তিনি স্বীয় বিকৃত মনের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া যে ঐরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিবার হানি নাই। দেখা যায়, বিশ্বম্ভর ভক্তদিগের মধ্যে যাহারা অধিকতর ভাবগ্রহণ-প্রবণ অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধীন হওয়ার উপযুক্ত পাত্র, (যেমন শ্রীধর, মুরারি, হরিদাস, মুকুন্দ) তাহাদিগকে একে একে বাছিয়া লইয়া ঐ ঐন্দ্রজালিক প্রেরণার অধীনে আনিয়া তাহাদিগকে (তৎসঙ্গে অপরাপর অনুচরদিগকেও) চমৎকৃত ও বিমুগ্ধ করত আপনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণের অবতার, তাহা বোধ হয় উহাদিগের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। আমরা সচরাচর যেরূপ যাদুকরী প্রক্রিয়া দেখিয়া থাকি তাহার সহিত গৌরাঙ্গের এই প্রক্রিয়ার বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তিনি অভিষেকের জন্য দিব্য বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া খট্টার উপর উপবেশন করত অন্তর্য্যামীর ভাণে কতকগুলি ভক্তের পূর্ব্বজীবনের ঘটনা-বিশেষ স্মরণ করাইয়া ও তৎসহ স্বীয় কল্পিত ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিয়া, তদনন্তর বরোন্মুখী হইয়া স্বীয় 'প্রকাশরূপ' দেখ দেখ বলিয়া ঐ ভক্তদিগকে সম্মুখীন ও অত্যন্ত আগ্রহান্বিত করিয়া উহা দেখাইয়াছিলেন। অপিচ, উহার সঙ্গে ঐ ভক্তগণের ইষ্ট-দেবতার নাম ও পূর্ব্বজন্মের কৃত্যের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার প্রতি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে এবং একাগ্র মনে আগ্রহান্বিত হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে ঐ ভক্তগণ 'বাহ্য' হারাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানসচক্ষে

আপনাপন ইষ্টদেবতার কল্পিত মূর্ত্তি যে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? প্রসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বামী (নোলক বাবাজী) এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে অনেক ব্যক্তিকে তাহাদের ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি দেখাইয়া মূর্চ্ছিত করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে হইবে, সাধারণ ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার সহিত গৌরাঙ্গের উল্লিখিত আচরণে কোনও প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কথিত হইয়াছে ঐ সব ভক্তেরা গৌরাঙ্গে স্ব স্ব ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি (অবশ্য মানস চক্ষে) দেখিয়া সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক তাদৃশ ভাবগ্রহণ-প্রবণ এবং হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ তীব্র পরকীয় ভাব-প্রেরণায়-বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অন্যকথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন ইহা কোন বিচিত্র কথা? ইহার পরে গৌরাঙ্গ উঁহাদের গায় হাত দিয়া ভক্তগণের মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইয়া আপনার স্তব করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার ফলও আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। ঐ ভক্তগণ আপনাদের অসম্যক্ স্ফুরিত চৈতন্যের অবস্থা লইয়া পূর্ব্বশ্রুত পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে স্ব স্ব শক্ত্যনুরূপ নানাভাবে গৌরাঙ্গের স্তব করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে রহস্য এই, প্রাগুক্ত অবস্থায় সম্বিন্ মানস তখনও সুপ্ত থাকায় ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের নির্দ্দেশানুরূপ কার্য্যসম্পাদনে আপনাদিগকে অবশ ভাবেই নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর স্বীয় রোগ ধর্ম্মে (Delusion) আপনাকেও অবতার মনে করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহারই পোষকে ভক্তগণের মুখে বহুতর স্তব শুনিয়া সন্তুষ্ট (ভাবোত্তেজিত) হইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 'মাগ মাগ' বলিয়া বর দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার হিষ্টিরিয়া বিশেষের অব্যর্থ লক্ষণ বুঝিতে হয় (উদ্বোধন দেখুন)। তিনি সকলকে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ বর দিয়াও ছিলেন। কেবল দেখাযায়, এ ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যকে স্বীয় বশীকরণ-শক্তিপ্রভাবের সম্যক্ অধীনে আনিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহাকে কোনও প্রকার বর গ্রহণও করাইতে সমর্থ হন নাই; বরং ইহা প্রতীত হয় যে, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে 'মূর্খ, নীচ, দরিদ্রের উপকার কর' এই ভাবপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। প্রণিধান করিয়া না দেখিলে এরূপ ভাবগ্রহণ অসম্ভব মনে হইতে পারে; পরন্তু উভয়ের মানসিক অবস্থার (mentality) প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে সেরূপ বিসদৃশ বোধ হইবে না; কেন না অদ্বৈত মনে মনে ইহা নিশ্চয় জানিতেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে দুঃখী, নীচ ও মূর্খদিগের ঈশ্বরে মতি ও

ভক্তি দেওয়াইবার জন্যই বিশ্বম্ভরকে অবতাররূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে ক্রমশঃ ভক্তমণ্ডলীতে তাঁহাকে সত্য সত্যই অবতাররূপে গ্রহণ করাইবারও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বম্ভরের নিকট হইতে বর লইবেন কি? বরং তাঁহার সেই মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইবার জন্য বরের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি উল্টা ভাবপ্রেরণা (Counter suggestion) প্রয়োগ করিয়াছিলেন; এবং তাহা কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে দেখাযায়, বিশ্বম্ভর পূর্ব্বে আপনাকে কেবল কৃষ্ণভক্ত বলিয়াই জানিতেন, ক্রমে স্বীয় মানসিক বিকারাধিক্য-বশতঃ তাঁহার অবাস্তব 'কৃষ্ণদর্শন এবং সময়ে সময়ে আপনাকেই স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা (Delusion) হইতেছিল। ইহার পরে অদ্বৈতাচার্য্যের বিশেষ প্রযত্নে কতকগুলি অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্তের নিকট তিনি সত্য সত্যই অবতাররূপে পরিচিত হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন অবস্থায় অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার পক্ষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরা যে কতদূর সম্ভাব্য তাহা অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে। বিশ্বম্ভরের এই মানসিক দুর্ব্বলতা থাকা প্রযুক্তই অদ্বৈতের ভাবপ্রেরণা তাঁহাতে সহজেই কার্য্যকরী হওয়ায় অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় তিনি বিশ্বম্ভরেব বশীভূত হন নাই; প্রত্যুতঃ এস্থলে বিশ্বম্ভরই তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া তদনুরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঠক, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদ্বৈতাচার্য্য এতদূর ভাবগ্রহণ-প্রবণ ও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত থাকিয়া কল্পনা বলে বিষ্ণুকে অবতার রূপে নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া তাঁহাদ্বারা সমাজের দীন, নীচ, দরিদ্র ও মূর্খদিগের মধ্যে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করাইবার যে গূঢ় অভিসন্ধি তাঁহার মনে পূর্ব্বাবধি জাগরূক ছিল, তাহা বিশ্বম্ভরকে ইত্যগ্রে অবতার করিয়া কতকটা কার্য্যে পরিণতও করিতে পারিয়াছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই বিশ্বম্ভরকে ভাবগ্রহণানুকূল অবস্থায় পাইয়া কৌশলক্রমে স্বীয় ভাব-প্রেরণা প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে উক্তরূপ প্রচার কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী করিবার জন্যই যে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা প্রতীত হয়।

(ঘ) পাঠক অবগত আছেন, গৌরাঙ্গের এই অভিষেকানুষ্ঠানের মধ্যে ভক্তদিগকে বর দিতে দিতে তাঁহার প্রিয়পাত্র মুকুন্দের এক কাল্পনিক অপরাধ মনে আনিয়া তাঁহার প্রতি সহসা অতি ক্রুদ্ধ ও বিরূপ হইয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে এবং স্বকীয় প্রকাশরূপ দেখিতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। পরে

শ্রীবাসের তোষামোদ ও প্রবোধজনক মধুর বাক্যে তিনি পরক্ষণেই মুকুন্দের প্রতি অত্যন্ত সদয় হইয়া ক্রোধ সংবরণ করত চূড়ান্ত ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ আচরণ-বিপর্য্যয় হিষ্টিরিয়া রোগে স্বভাবেই সম্ভব হয়। ইহা ঐ রোগেরই লক্ষণ বিশেষ।* বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের ঐরূপ কথায় অর্থাৎ প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হইয়া স্বকীয় বিসদৃশ ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাহা সমর্থন করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে গিয়া ভক্তদিগের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার রোগ-ধর্ম্মের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। মূল দ্রষ্টব্য।

(ঙ) বিশ্বম্ভরের তথা কথিত অভিষেক উপলক্ষে স্নান-বাহুল্য ব্যাপারের মধ্যে একটী ঘটনা সামান্য হইলেও তাহা এই মন্তব্যের উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। উক্ত হইয়াছে—বিশ্বম্ভরের স্নানার্থ শ্রীবাসের দাস দাসী কর্ত্তৃক বহু কলস জল আনয়ন প্রয়োজন হইয়াছিল। বিশ্বম্ভর উহাদের মধ্যে দুঃখীনাম্নী দাসীকে 'আন আন' বলিয়া জল আনিতে উৎসাহিত এবং তাহার ভক্তিভাব দেখিয়া তাহার দুঃখী নামের পরিবর্ত্তে সুখী নাম রক্ষা করিয়াছিলেন। † ইহা খুব সম্ভব যে, গৌরাঙ্গ (রোগজনিত) স্বীয় কামপ্রবণ স্বভাব প্রযুক্ত ঐ নারীর রূপ বা হাবভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাৎকালিক ঐরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখিনীতে বিশ্বম্ভরের ভক্তিভাব দেখার কথাটা জীবনী লেখকের ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া মনে হয়, কেন না যে সকল দাস দাসীরা জল :আনিতেছিল তাহাদের সকলেরই ত মনোভাব একবিধই ছিল, অথচ দুঃখীরই কেবল ভক্তিভাব ছিল যাহা গৌরাঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিলেন অপর কাহাতেও সে ভাব তিনি যে দেখেন নাই, ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে উহা বিশ্বম্ভরের কামভাবের উত্তেজনাজাত অনুরাগ চিহ্ন-বিশেষ বলিয়া প্রতীত হইবে।

* Sydenham expressed well "All is capricious. They love without measure those whom they will soon hate without reason." Dr. Jelliffe.
See his article—Hysteria in
The system of Medicine. Edited by Drs. Osler and Mc. Crae. p 669.
Vol. V. 1915.

† "শ্রীবাসের দাসদাসীগণ আনে জল। প্রভু স্নান করে, ভক্তসেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম। আপনি ঠাকুর দেখি বোলে "আন আন"॥
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি। 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

[অনন্তর চৈতন্যভাগবতকর্ত্তা এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের চরিত বিশিষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক বিশ্বম্ভরের জীবন কাহিনী নিত্যানন্দের চরিতাবলীর সহিত এরূপ ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত যে, তাহার পরিচয় না দিলে বিশ্বম্ভরের চরিত্র স্ফূর্ত্তিলাভ করা সম্ভব হয় না। আমরাও সেই অনুরোধে নিত্যানন্দের চরিত স্থানে স্থানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি ও হইব। সম্প্রতি এস্থলে গৌরাঙ্গ চরিত্র সংমিশ্রিত নিত্যানন্দ চরিত বৃন্দাবনদাসের উক্তি প্রমাণে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।]

অবধূত নিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতেই থাকেন, শ্রীবাসকে পিতা ও তাঁহার পত্নী মালিনীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। তাঁহার 'অহনিশ' বাল্যভাব, বাহ্যজ্ঞানহীনতা। নিরবধি তিনি মালিনীর স্তন্যপান করেন। মালিনীর স্তনে স্বভাবতঃ দুধ না থাকিলেও নিত্যানন্দের মুখস্পর্শ মাত্রে উহাতে দুগ্ধ উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের নিবারণে এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা হয় না। নিত্যানন্দ নিজ হস্তে অন্ন-ভোজন করেন না, মালিনী খাওয়াইয়া দিলে তবে খান। একদিন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'শুন নিত্যানন্দ, তুমি শ্রীবাসের ঘরে কাহারও সহিত দ্বন্দ্ব বা চঞ্চলতা করিও না। নিত্যানন্দ ইহা শুনিয়া বিষ্ণু স্মরণ করত বলিলেন—"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।" তুমি আপনার মত অন্যকে বাসিও না। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন—"আমি তোমায় ভালরূপ জানি।" তাহার উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন,—"দোষ কহ দেখি শুনি"। এইবার গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন—কি দোষ তোমার? সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার" ইত্যাদি। ইহার পরে হাসিয়া বলিলেন—"বড় ভাল ভাল, চাঞ্চল্য দেখিলে সর্ব্বদা শিক্ষা দিও।" পরে তিনি প্রভুর (বিশ্বম্ভরের) দিকে চাহিয়া আনন্দে খল খল হাসিতে লাগিলেন; বাহ্য নাই, দিগম্বর হইয়া মাথায় কাপড় বান্ধিলেন, ও "জোড়ে জোড়ে লাফ দেই হাসিয়া হাসিয়া। সকল অঙ্গন বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥" তখন গদাধর, শ্রীনিবাস ও হরিদাস হাসিতে লাগিলেন এবং বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন—

*   *   *   একি কর কর্ম্ম? গৃহস্থের বাটীতে এমত নহে ধর্ম্ম॥
এখনি বলিলা তুমি আমি কি পাগল? এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥
(এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিতেছেন,—
যার বাহ্য নাই, তার বচনে কি লাজ। নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ সিন্ধু মাঝ॥)

তখনও নিত্যানন্দ কাপড় পরিলেন না দেখিয়া বিশ্বম্ভর নিজেই তাঁহাকে ধরিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যের কথা 'অঙ্কুশ মাত্র' ভাবিয়া থাকেন, আর কাহারও কথা শুনেন না। এদিকে মালিনী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

একদিন একটী পিত্তলের বাটী কাকে লইয়া যায়, ঐ কাক যখন ফিরিয়া আসিল মালিনী তাহার মুখে বাটী না দেখিয়া মনে মনে চিন্তান্বিত হইলেন। একে কৃষ্ণের ঘৃত খাইবার বাটী অপহৃত হইল, তাহাতে শ্রীবাস পণ্ডিত ইহা শুনিলে 'প্রমাদ' হইবে, ইহা গণনা করিয়া মালিনী নিরুপায়ে কান্দিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নিত্যানন্দ তথায় আসিয়া মালিনীর ক্রন্দনের কারণ জানিয়া তাঁহাকে বাটী দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং চিন্তা করিতে নিবারণ করিলেন। কাক ডাকিয়া অদৃশ্য হইল, পরক্ষণে সেই বাটী 'আনিয়া থুইল'। মালিনী এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দাঁড়াইয়া নিত্যানন্দের প্রাত বলরামের উদ্দেশে স্তব করত বলিলেন—"পূর্ব্বযুগে যিনি অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে কাকের মুখ হইতে বাটী আনা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।"

আর একদিন বিশ্বম্ভর নিজ বাটীতে লক্ষ্মীর সহিত বসিয়া আছেন, লক্ষ্মী পান যোগাইতেছেন, তিনি আনন্দে ভক্ষণ করিতেছেন এমন সময় পরম চঞ্চল নিত্যানন্দ আনন্দে বিহ্বল হইয়া তথায় আসিয়া—

"বাল্যভাবে দিগম্বর হৈল দাড়াইয়া। কাহারো না করে লাজ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ! কেনে দিগম্বর। নিত্যানন্দ 'হয় হয়' করয়ে উত্তর॥
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ! পরহ বসন। নিত্যানন্দ বোলে "আজি আমার গমন॥
প্রভু বোলে 'নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি'? নিত্যানন্দ বোলে আর খাইতে না পারি॥
প্রভু বোলে 'এক এড়ি কহ কেনে আর'। নিত্যানন্দ বোলে আমি গেলুঁ দরবার॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বোলে প্রভু 'মোর দোষ নাই।' নিত্যানন্দ বোলে প্রভু 'হেথা নাহি আই'॥

প্রভু বোলে 'কৃপা করি পরহ বসন।' নিত্যানন্দ বোলে 'আমি করিব ভোজন'॥
চৈতন্যের ভাবে মত্ত নিত্যানন্দ রায়। এক শুনে আর কহে হাসিয়া বেড়ায়॥

নিত্যানন্দের 'বাহ্য' নাই এবং তিনি হাসিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিশ্বম্ভর নিজে উঠিয়া তাঁহাকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। আই (শচী) নিত্যনন্দের চরিত্র দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে মনে মনে বিশ্বরূপ ভাবিলেন। পরে নিত্যানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় বস্ত্র পরিধান করিলেন। তখন আই তাহাকে পাঁচটী সন্দেশ খাইতে দিলেন, নিত্যানন্দ তাহার একটী খাইয়া চারিটী ছড়াইয়া ফেলিলেন। তখন

"হায় হায় বোলে আই কেনে ফেলাইলা ?
নিত্যানন্দ বোলে কেন এক ঠাঞি দিলা॥
আই বোলে আর নাহি, আর কি খাইবা ?
নিত্যানন্দ বোলে চাহ, অবশ্য পাইবা॥

তখন ঘরের ভিতর গিয়া শচী সাক্ষাৎ দেখিলেন সেই চারি সন্দেশই তথায় রহিয়াছে। কোথা হইতে কোন্ পথে কিরূপে সে সন্দেশ পড়িয়াছিল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ সন্দেশের ধুলা ঝাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ খাইতেছেন। তখন নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন বাপ, ইহা তুমি কোথায় পাইলে ? তাহার উত্তরে নিত্যানন্দ বোলে "যাহা ছড়াই ফেলিলুঁ।" এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে নিত্যানন্দের মহিমা কেহ জানে না ভাবিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

আই বোলে "নিত্যানন্দ! কেন মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড়॥

এদিকে নিত্যানন্দ বাল্যভাবে আইর চরণ ধরিতে যান,আই পলায়ন করেন।

(চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড, ১১ অ)

অতঃপর নিত্যানন্দ বাল্যভাবে নবদ্বীপে বিচরণ করেন, 'স্বানুভাবানন্দে' ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার করেন, গঙ্গায় বর্ষাকালে কুম্ভীর ভাসিয়া থাকে, নিত্যানন্দ তাহাতে ভীত না হইয়া গঙ্গায় ভাসেন, সাঁতার দেন, (সকলে উহা দেখিয়া হায় হায় করে) কখন কখন আবার আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হন। কখন কখন মূৰ্চ্ছা হইলে তিনি তিন চারি দিনও সংজ্ঞাহীন থাকেন।

একদিন বিশ্বম্ভর বাটীতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে নিত্যানন্দ তাঁহার নিকটে আসিলেন। তাঁহার,—

'বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দ ধারা বহে দু নয়নে॥
(তিনি) নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ার॥'

বিশ্বম্ভর তাঁহার দিগম্বর মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন, পরে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিজের মাথার কাপড় তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। তথাপি নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যগন্ধ লেপিয়া ও গলায় মালা দিয়া ভূষিত করিলেন, আর নিজের সম্মুখে আসন দিয়া তাঁহার স্তুতি করিলে ভক্তবৃন্দ তাহা শ্রবণ করিলেন। স্তুতি এই—

"নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিতানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ—পর্য্যটন ভোজন ব্যবহার।
নিত্যানন্দ বিনে কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা?
পরম সুসত্য—তুমি যথা কৃষ্ণ তথা॥

ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের এক খানি কৌপীন চাহিয়া লইয়া অনেক ছোট ছোট খণ্ডে চিরিয়া তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলীর সকলকে দিয়া বলিলেন,—'এই বস্ত্র খণ্ড সকলে মাথায় বান্ধিবে, অন্যের কথা কি, ইহা মহাদেবও বাঞ্ছা করেন। আর ইহাতে বিষ্ণুভক্তি হয়। তোমরা জানিও নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি।' অপিচ—

"কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বই নাই।
সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব-জনক-রক্ষক সর্ব্বমিত্র॥
ইহান ব্যাভার কর্ম্ম কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে দেখিলে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়॥"

অতএব ভক্তি করিয়া কৌপীন মাথায় বাঁধ এবং ঘরে গিয়া মহা যত্নে উহার পূজা কর। আরও শুন, তোমরা নিত্যানন্দের পাদোদক গ্রহণ ও পান কর, ঐ পাদোদক পানে কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি হয়। তখন উপস্থিত ভক্তগণ নিত্যানন্দের কৌপীনের চীর মাথায় বান্ধিয়া তাঁহার পাদোদক মহা আনন্দে বার বার গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া বিবিধ প্রকারে ভক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলে বিহ্বল হইয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এদিকে "বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥" এই সময়ে গৌরাঙ্গও হুঙ্কার করত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন নিত্যানন্দ উঠিয়াও তাঁহার সহিত ঘোরতর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ উভয়কে ঘেরিয়া মহা কৌতুকে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক থাকিল না। গৌরাঙ্গ এইরূপ সমস্ত দিন সকলের সহিত নৃত্য করিয়া শেষে সকলকে সঙ্গে লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। তৎপরে তিনি হাতে তিন তালি দিয়া সকলকে অকপটে এইরূপ বলিয়াছিলেন।—

প্রভুবোলে "এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা, সে করে আমারে॥
ইহান চরণ ব্রহ্মা শিবেরো বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সভে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেকো ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যাঁর গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥"

ভক্তগণ ইহা শুনিয়া মহা জয় জয় ধ্বনি করিয়াছিলেন।

(চৈ, ভা, ম, খ, ১২, অ)

মন্তব্য—

পাঠক, অবগত আছেন, হিষ্টিরিয়ারোগ বহুরূপী অর্থাৎ উহা নানা আকার ধারণ করিয়া থাকে। যদিও বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ সেই একই রোগে আক্রান্ত, পরন্তু উভয়ের রোগের আকারগত পার্থক্য থাকায় অনেক স্থলে লক্ষণের বৈষম্য ও বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই পরিচ্ছেদীয় উভয়ের চরিত আলোচনা করিলে আমরা সেই লক্ষণ-পার্থক্য বেশ বুঝিতে পারি। তবে ঐ লক্ষণ সমস্ত (দৈহিক ও মানসিক) বিশেষরূপে বা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মনোভাব-বিশ্লেষণ-প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক হয়। নিম্নে আমরা সেইরূপ চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ নিত্যানন্দ চরিত্র।

ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে, হিষ্টিরিয়া-রোগধর্ম্মে নিত্যানন্দের ব্যবহার বালকের ন্যায় এবং স্বভাব চঞ্চল। তাঁহার আবেশাবস্থায় (জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায়) তিনি প্রায় নিয়ত বাহ্যজ্ঞান-পরিহীন, বিবেকশূন্য এবং প্রলাপ কথনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। উহার মধ্যে যে সময়ে ঐ আবেশ প্রগাঢ়ভাব ধারণ করিত তখন তাঁহার সম্বিন্ মানসের কার্য্য স্থগিত থাকিত, বিবেক বা মনঃ সংযোগের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইত না। প্রত্যুতঃ তখন তাঁহাকে অন্যমনস্ক ভাবেই কার্য্য করিতে দেখা যাইত। এ ক্ষেত্রেও ঐরূপ সকল লক্ষণ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, দেখা যায়। যে গৌরাঙ্গ-বাক্য একসময়ে তাঁহার পক্ষে অঙ্কুশতুল্য ছিল, এক্ষণে সে বাক্য নিষ্ফল হইতে দেখা গিয়াছিল। নিত্যানন্দ শ্রীবাস ও বিশ্বম্ভরের সম্মুখে, তথা অন্য-ভক্ত ও স্ত্রীগণের সাক্ষাতে দুইবার উলঙ্গ হইয়া যথেষ্ট নির্ল্লজ্জভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি গৌরাঙ্গের অনুযোগ, তিরস্কার (যেমন,—"* * একি কর কর্ম্ম ? গৃহস্থের বাটীতে এমত নহে ধর্ম্ম॥") এবং অনুরোধ কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন নাই। বরং তিনি হাসিয়া ও নৃত্য করিয়া বেড়াইয়া তাঁহার সকল বাক্যেই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তদ্ভিন্ন নিত্যানন্দ তাঁহার এই আবেগের

অবস্থায় গৌরাঙ্গের প্রশ্নের যে অসংলগ্ন (খাপ্‌ছাড়া) উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অতীব হাস্যোদ্দীপক এবং তাহাতে তাঁহার হিষ্টিরিয়ারোগের অন্যমনস্কতা বা অমনোযোগিতার (Inatten tion) যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,—প্রশ্ন— নিত্যানন্দ! তুমি উলঙ্গ কেন? উত্তর—'হয় হয়'। ইহা অবশ্য সম্মতিবোধক, সুতরাং অসংলগ্ন উত্তর। এইরূপ ব্যাসপূজায় মন্ত্র পড়িবার সময়ও কিছুতেই মন্ত্র না পড়িয়া 'হয় হয়' করিয়াছিলেন, (১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ইহা তাঁহার অমনোযোগিতা হইতেই উদ্ভূত। নিত্যানন্দ এইরূপ অনেক অসম্বন্ধ উত্তর দিয়াছিলেন। (মূল দেখুন) এমন কি, বিশ্বম্ভর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এক ছাড়িয়া আর কেন বল? তখনও ঐরূপ অসম্বন্ধ উত্তর। নিত্যানন্দের ইত্যাকার অসংলগ্ন বিবিধ প্রত্যুত্তরের বিষয় অনুধাবন করিয়া বুঝিতে গেলে এইরূপ উপলব্ধি হয়। যথা— নিত্যানন্দ একদিন সম্ভবতঃ ভোজনেচ্ছু হইয়া হিষ্টিরিয়ার আবেশে নদীয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে গৌরাঙ্গের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অভিপ্রায় এই, আই তাঁহাকে অবশ্য কিছু খাদ্য দিবেন। পরন্তু ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়া থাকিবে, কেন না, তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য এবং উলঙ্গাবস্থাতেই গৌরাঙ্গের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার চিত্ত ভোজন বিষয়ে সম্যক্ নিবিষ্ট থাকায় (Dissociation of idea) গৌরাঙ্গের কোন প্রশ্নেরই মনোযোগের সহিত সদুত্তর দিতে সমর্থ হন নাই। এদিকে স্বীয় ভোজনের কথাও একেবারে ভুলেন নাই, তাই একবার বলিয়াছিলেন 'আমি ভোজন করিব।' অন্যবার বলিয়াছিলেন 'আর খাইতে পারি না'। দেখা যায়, উলঙ্গ হওয়া, ভোজনলোলুপতা ও প্রলাপাদি * এবং হাস্য (উদ্বোধন ।০ পৃঃ) হিষ্টিরিয়া-বিশেষের লক্ষণ। নিত্যানন্দের উল্লিখিত অমনোযোগের অবস্থায় যে কেবল তিনি অসংলগ্ন কথা

---

* উদ্ধতঃ ১ কৃশপরষোঽচিরপ্রলাপী,

দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাঽতিলোলঃ ২।

* * * *

ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥ মাধবনিদান, উন্মাদপ্রকরণ।

---

১ উদ্ধত উদ্বাহঃ, উদ্বস্ত্র ইতি পাঠান্তরং ন্যায্যং, বিদেহেঽপি দিগম্বরপাঠাৎ। * *

২ লোলঃ সর্ব্বস্মিন্নন্নে পানে চ সলোভঃ।

বিজয় কৃত টীকা।

কহিয়া ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জাও তখন সম্যক্ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে কাপড় পরাইবার জন্য সহজ রূপে কাপড় পর' বলায় এবং ক্রোধ করিয়া 'দেখ আমার কিছু দোষ নাই' বলায় কোন ফল হইল না। ইহা দেখিয়া তিনি 'কৃপাকরি কাপড় পর' বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ শেষ বারে ভাবিয়া থাকিবেন নিত্যানন্দ বুঝি তাঁহার বিনয়যুক্ত অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু নিত্যানন্দের মন গৌরাঙ্গের তাদৃশ বিনয় বাক্যেও আকৃষ্ট হইল না। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—'আমি ভোজন করিব।' অতএব ইহা হিষ্টিরিয়া রোগের অমনোযোগিতা (Inattention) ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এস্থলে নিত্যানন্দ চরিত্রের আরও দুই চারিটা আশ্চর্য্যজনক রহস্যের আলোচনা না করিলে ভক্তমণ্ডলী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, সেজন্য লেখক গ্রন্থ বাহুল্যের ভয় পরিহার করিতে বাধ্য হইলেন।

(ক) একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নীর একটী বিষ্ণুর ঘৃত খাইবার বাটী কাকে লইয়া যায়। তিনি উহার শোকে ও শ্রীবাসের ভাবী তিরস্কারের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া মালিনীকে শোক করিতে নিবারণ করেন এবং উহা আনিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। নিত্যানন্দ কাককে ডাকিয়াও ঐ বাটী আনিয়া দিতে বলেন। পরক্ষণে কাক ঐ বাটী মুখে করিয়া আনিয়া শ্রীবাসের বাটীতে ফেলিয়া দেয়। মালিনী-দেবী ইহা নিত্যানন্দের অলৌকিক শক্তির কার্য্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠক! ইহা অসম্ভব নহে বরং দৈনন্দিন ঘটনাও বলা যাইতে পারে যে, একটী কাক ঐ ঘৃতের বাটী মুখে করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহাতে কোনও খাদ্য না পাইয়া সে উহা ফেলিয়া দিয়াছিল। পরে অন্য একটা কাক ঐ বাটী তথা হইতে মুখে করিয়া শ্রীবাসের বাটীতে আনিয়া ঐরূপ তাহাতে কোন খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া উহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। এই ব্যাপারে মালিনীর মত দুর্ব্বলচিত্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যানন্দের কর্ত্তৃত্ব ভাবনা এবং তাহাতে চমৎকৃত হইয়া মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এই ঘটনায় নিত্যানন্দের ঐশী শক্তির পরিচয় কদাচ মনে করিতে পারিবেন না।

(খ) উক্ত হইয়াছে, মালিনীর স্তন স্বভাবতঃ দুগ্ধহীন হইলেও নিত্যানন্দের

চোষণে উহাতে দুগ্ধ আসিত এবং নিত্যানন্দ সময়ে সময়ে উহা পান করিতেন। বিশ্বম্ভর হয়ত ইহা অলৌকিক ঘটনা (miracle) বোধে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিবারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহা সেরূপ অলৌকিক বা আশ্চর্য্য-জনক ছিল না। বোধহয়, ইহা অনেকে অবগত থাকিতে পারেন যে, বয়স্থা এবং বন্ধ্যা নারীরও স্বভাবতঃ দুগ্ধহীন-স্তন শিশুর চোষণে দুগ্ধস্রাবী হয়। এমন কি, পুরুষের স্তন হইতেও শিশুর চোষণোত্তেজনায় দুগ্ধস্রাব হইতে পারে।* এইস্থলে লেখক ঐরূপ আরও একটী আশ্চর্য্যজনক ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন। এক গৃহস্থের বাটীতে একটা পোষা হরিণ শিশু ছিল, সে উহার বৃদ্ধা ভগ্নীর স্তন্তপান করিত। একদা এই আশ্চর্য্য ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য লেখক তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ গৃহস্থকে ঐ ব্যাপার দেখাইতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহার ভগ্নীকে উহা জানাইলে বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। দেখিলাম ঐ হরিণ শিশু সম্মুখস্থ দুটী পা ঐ স্ত্রীলোকটীর উরুদেশে উঠাইয়া দিয়া তাঁহার স্তন আগ্রহের সহিত চুষিতে প্রবৃত্ত হইল। পরক্ষণে উহার স্কনি বহিয়া দুগ্ধফেন পড়িতেছে দেখা গেল। অতএব পাঠক! মালিনীর শুষ্ক স্তনে নিত্যানন্দের চোষণে দুগ্ধ স্রাব হইত, ইহা কিছুমাত্র অলৌকিক ঘটনা নহে।

(গ) নিত্যানন্দ বর্ষাকালে গঙ্গায় অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাসিয়া থাকিতেন, কিন্তু কুম্ভীরে তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিত না। ইহাতে তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় কি আছে? কুম্ভীরের স্বভাব এই, উহারা লক্ষ্য করিয়া শীকার করে অর্থাৎ ভক্ষ্য জন্তুকে দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া ডুব দিয়া উহার নিকটে ভাসিয়া উঠে। ইত্যবসরে ঐ লক্ষ্য জন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক বা স্রোতে স্থানান্তরিত হইলে কুম্ভীরের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় উহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুনরায় সে শীকার ইচ্ছায় ঐরূপ করিলে পুনরায় ঐরূপ তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে তমোলুকে এক সাধু বাবাজী ছিলেন। তিনি কুম্ভীর-সঙ্কুল রূপনারায়ণ নদে অনেকক্ষণ নিরাপদে ভাসিয়া থাকিতেন এবং সাঁতার দিতেন। নিত্যানন্দের জলে ভাসা ও সন্তরণ দেওয়া একটা অভ্যাস ছিল, উহা তাঁহার ভূতোন্মাদ-রোগের লক্ষণ বিশেষ বলিয়া ধরাও যাইতে পারে। অনেক

* See—Dr. Tanner's signs and Diseases of Pregnancy. page 62. Edited 1860.

সময়ে তিনি স্থলপথে গম্যস্থানে চলিয়া না গিয়া জল পথে সাঁতার দিয়া তথায় যাইতেন। অতএব গঙ্গার কুম্ভীর নিত্যানন্দকে অবধূত-সন্ন্যাসী কিংবা বলরামের অবতার ভাবিয়া ভক্ষণে বিরত হইত, তাহা নহে। অন্য পক্ষে নিত্যানন্দ স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ জন্য যে ঐরূপ কুম্ভীরপূর্ণ নদীতে ভাসিতেন তাহাও নহে। আবেশাবস্থায় তাঁহার মৃত্যুভীতি উপস্থিত হইত না, তবে স্বভাব সিদ্ধ আত্মরক্ষার (Self-defence) প্রেরণায় তিনি আপনাকে জলে ডুবিতে না দিয়া কখন ভাসিতেন, কখন বা সাঁতার দিতেন। অতএব তাঁহার এই কার্য্যে মন্দ-অভ্যাস বা খেয়াল ভিন্ন অলৌকিকত্ব কিছুমাত্র ছিল না।

(ঘ) যখন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে বলরামত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার ভূরি মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত তদীয় একখানি কৌপীন চাহিয়া লইয়া উহাকে বহু-চীর করিয়া ভক্তগণকে বিতরণ পূর্ব্বক মাথায় বান্ধিবার ও পূজা করিবার উপদেশ করেন এবং তাঁহার পাদোদক গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে বলেন তখন নিত্যানন্দ স্বীয় বা গৌরাঙ্গের ভাব প্রেরণায় আবিষ্ট ছিলেন, সে জন্য তাঁহার তখন বাহ্য-জ্ঞান ছিল না, প্রতীত হয়। কেননা পরে যখন গৌরাঙ্গ ভক্তগণের সহিত স্বয়ং তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের গান গাহিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার উক্ত আবেশভাব ভঙ্গ হওয়ায় পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞালাভ হইয়াছিল এবং তিনি স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া সকলের সহিত নৃত্যে ও কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

(ঙ) অন্য একদিন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের বাটীতে আসিয়া উলঙ্গাবস্থায় অতি-রোদন, হুঙ্কার ও হাস্য করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—'মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ায়।' ইহাতে প্রতীত হয়, এই সময়ে তিনি দাস্যভাবে আবিষ্ট হইয়া গৌরাঙ্গকে প্রভু-জ্ঞানে তাৎকালিক স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতে-ছিলেন। নতুবা তিনি আপনাকে বলরামের অবতার বলিয়া যে মনে স্থান দিয়াছিলেন সেরূপ বোধ হয় না। বস্তুগত্যা এই পরিচ্ছেদীয় নিত্যানন্দের তাবৎ কৃত্যই তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের একটা না একটা ভাবাবেশের অবস্থায় নিষ্পন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহার সম্বিন্ মানস উহাদের কোন সংবাদই রাখে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গের কথা।

প্রতীত হয়, নিত্যানন্দ যখন শ্রীবাস ও বিশ্বম্ভরের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া উপরোক্ত পাগলের ন্যায় নির্লজ্জ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন বিশ্বম্ভরের মনের সাময়িক স্বস্থাবস্থা (Lucid interval) ছিল। তিনি তৎকালে স্বস্থের ন্যায় নিত্যানন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দের চরিত্র ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিত্যানন্দকে ভাবাবেশে উলঙ্গ দেখিয়া প্রথমতঃ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সদুত্তর না পাইয়া তাঁহাকে কাপড় পরিতে বলিলেন,কিন্তু নিত্যানন্দ তাঁহার কথামত কার্য্য না করিয়া অন্য কথা কহেন। তাহাতে গৌরাঙ্গ "এক ছাড়িয়া অন্যকথা কহিতেছ কেন" জিজ্ঞাসা করেন। তাহার উত্তরে নিত্যানন্দ যখন একটীও অর্থযুক্ত কথা বলিলেন না তখন তিনি যেন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া নিত্যানন্দকে ভয় প্রদর্শনার্থ বলিলেন,—'দেখ আমার কিছু দোষ নাই।' ইহার অর্থ বোধ হয়,—নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের বস্ত্র পরিধানের কথা না শুনিলে তিনি যেন তাঁহাকে মারিবেন। ইহাতেও যখন রোগধর্ম্মে নিত্যানন্দের অন্যমনস্কতাভাব দূরীভূত হইল না তখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে তাঁহার আর বিলম্ব হইল না। সেজন্য তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপায় পরিত্যাগ করিয়া ইদানীং অগত্যা নিত্যানন্দকে বিনয়নম্র বচনে বলিলেন,—'নিত্যানন্দ! কৃপা করিয়া কাপড় পর।' কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতেও কোন ফল হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া গৌরাঙ্গ নিজ মস্তকের কাপড় লইয়া নিত্যানন্দের কোমরে বেষ্টন করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তখনও নিত্যানন্দের সংজ্ঞা ছিল না। এক্ষণে সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গ ভাবিলেন পাছে নিত্যানন্দের আচরণে ভক্তগণ তাঁহাকে পাগল বলিয়া মনে করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাতে স্বীয় পূর্ব্বপ্রচারিত বলরাম অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ বা ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা করিয়া গৌরাঙ্গ তন্নিবারণ কল্পে এই সময়ে যথাসম্ভব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সহায়ে সদ্য সদ্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সে উপায় আর কিছু নহে নিজ হিষ্টিরিয়া-স্বভাব সুলভ চাতুরী ও বালস্বভাব প্রকাশের একটা অনুষ্ঠান বিশেষ। ইহাতে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মভাবের উপরে একটা পরিচ্ছদও দেওয়া হইয়াছিল। সে অনুষ্ঠানটী এই,—গৌরাঙ্গ সহসা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হাস্য-নিরত নিত্যানন্দের

সর্ব্বাঙ্গে দিব্যগন্ধ বিলেপন এবং তাহা মাল্যের দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে সম্মুখের এক আসনে বসাইলেন। নিত্যানন্দ সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গের এই ভাব প্রেরণায় বশীভূত অথবা স্বীয় স্বভাব সুলভ উদাসীন ভাবে আবিষ্ট হইয়া ইদানীং স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলরাম ভাবে বহুবিধ স্তব স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন,—"তুমি বলরাম মূর্ত্তিমন্ত," "নামে ও রূপে মূর্ত্তিমন্ত", "পর্য্যটন, ভোজন ও ব্যবহারে সতত নিত্যানন্দ," তোমাকে বুঝিতে মানুষের শক্তি কোথায় ?", ইহা পরম সত্য যে, "তুমি যথা কৃষ্ণ তথা", ইত্যাদি। পাঠক! ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গ ভক্তগণের নিকট যে কেবল নিত্যানন্দের কাল্পনিক মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাঁহার উন্মাদকৃত্য ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু ঐ সঙ্গে বিশিষ্ট চাতুরী অবলম্বন করত প্রকারান্তরে আপনাকে কৃষ্ণ এবং স্বীয় নিত্যসঙ্গী ও পরমভক্ত নিত্যানন্দকে বলরামরূপে বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। আবার দেখা যায় তিনি কেবল নিত্যানন্দের পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভাবিয়াছিলেন নিত্যানন্দের উন্মাদ চরিত্রের ধারণা ভক্তগণের মন হইতে তখনও নিরাকৃত হইল না, তাই তিনি অন্য একটা উপায়ও উদ্ভাবনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহা অধিকতর হাস্যোদ্দীপক এবং বালোচিত কার্য্য হইলেও তাঁহার বর্ত্তমান উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকিবে, ইহা মনে করিতে পারা যায়। তাহা এই,—বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের একখানি কৌপীন লইয়া বহু খণ্ড করিয়া তাহার এক এক খণ্ড ভক্তদিগকে মাথায় বান্ধিতে এবং উহা বাটীতে লইয়া উহার পূজা করিতে বলিলেন, অপিচ সকলকে নিত্যানন্দের পাদোদকগ্রহণ ও পান করিতে বলিলেন। দেখা যায় ভক্তগণ গৌরাঙ্গের এ সমস্ত উপদেশ তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আনন্দসহকারে পালন করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিশ্বম্ভর ভক্তদিগকে গাম্ভীর্য্যের সহিত জানাইয়াছিলেন,—'এই বস্ত্রখণ্ড মাথায় বান্ধিলে বিষ্ণুভক্তি হইবে, ইহার পাদোদক পান করিবামাত্র কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়।' কেননা 'তোমরা জানিও নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি, সর্ব্বজীবের জনক, রক্ষক ও সর্ব্বমিত্র এবং বেদের অগম্য। ইত্যাদি।

সুধীপাঠকগণ! গৌরাঙ্গের এই সকল উক্তি ও আচরণ পরম্পরা তদীয় ঘোরতর চিত্তবিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া পরিগ্রহণীয় হইলেও উহার মধ্যে

প্রশংসনীয় চাতুরী সহকারে অজ্ঞ ভক্তগণের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদিগের কর্তৃক আপনাকে কৃষ্ণাবতার এবং নিত্যানন্দকে বলরামের অবতাররূপে প্রচার করার নিগূঢ় উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পরন্তু ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, গৌরাঙ্গের এই সকল কৃত্যাই তদীয় রোগ (হিষ্টিরিয়া) ধর্ম্মে অসম্বিন্ মানসের প্রেরণায় নিষ্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার ভবিষ্যৎ চরিত্রেরও অনেক ঘটনা এইরূপ ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যাইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

[নিত্যানন্দ ও হরিদাস একদিন সহসা বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নদীয়ার দ্বারে দ্বারে প্রত্যহ ভিক্ষা উপলক্ষে "কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল" বলিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হন। কেহ কৃষ্ণনাম না বলিলে বিশ্বম্ভর তাহাকে চক্র দ্বারা সংহার করিবেন বলেন। নিত্যানন্দ ঐ আজ্ঞা পালন করিতে করিতে একদিন মহা দুর্ব্বৃত্ত, ঘোর মাতাল জগাই ও মাধাই কর্ত্তৃক পথে আহত হন। এই সংবাদে বিশ্বম্ভর ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে সদলবলে উপস্থিত এবং মুখে 'চক্র চক্র' শব্দ উচ্চারণ করিয়া উহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে নিত্যানন্দের অনুরোধে ও উদারতায় ক্ষমা করেন এবং উহাদের সর্ব্বপাপ নিজে লইয়া উহাদিগকে 'উদ্ধার' করতঃ শিষ্যত্বে ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে উহাদিগের প্রতি বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্যের উপদেশ দেন।]

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে এইরূপ ক্রীড়া করেন, সাধারণ লোক তাঁহাকে সেই নিমাঞি পণ্ডিত বলিয়াই জানে, ভক্তদের মধ্যে তিনি যখন প্রবিষ্ট হন তখন আনন্দে ভাসেন, বাহিরে আসিলে সে ভাব গোপন করেন।

একদিন সহসা তাঁহার এরূপ মতি হইল, যাহাতে তিনি নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন।—

"শুন শুন নিত্যানন্দ! শুন হরিদাস! সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বোল, কর' কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলিবা বোলাইবা। দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব। তবে আমি চক্র হস্তে সভারে কাটিব॥"

বিশ্বম্ভরের এইরূপ আজ্ঞা শুনিয়া বৈষ্ণবমণ্ডল হাসিতে লাগিল, পরন্তু ইহার অন্যথা করিতে কাহারও সাধ্য ছিল না। নিত্যানন্দ ও হরিদাস এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত তৎক্ষণাৎ বাহির হইলেন। পথে আসিয়া হাসিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঘরে ঘরে বেড়াইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণ রে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই, হই এক মন॥

ইহাদিগের সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া সকলে আস্তে ব্যস্তে আসিয়া তাহাদিগকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু নিত্যানন্দ ও হরিদাস বলিলেন, আমাদের "এই ভিক্ষা। কৃষ্ণ বোল, কৃষ্ণ ভজ, কর' কৃষ্ণ শিক্ষা ॥"

এরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা চলিয়া যাইতে লাগিলেন। লোকে এই 'অপরূপ উপদেশ' শুনিয়া নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ সন্তোষপূর্ব্বক বলিল,—'করিব করিব'। কেহ বলিল—তোমরা দুজন মন্ত্রদোষে পাগল হইয়াছ। আমাদিগকে কি জন্য পাগল করিতে আসিয়াছ?' আর যাহারা চৈতন্যের নৃত্য দেখিতে দ্বার খোলা পায় নাই তাহাদের বাটী গেলে তাহারা 'মার মার' বলিতে লাগিল। আরও বলিল 'ভব্য ভব্য লোক পাগল লইল, নিমঞি পণ্ডিত সকল নষ্ট করিল। অপর কেহ বলিল, 'ইহারা দুইজন চোরের চর (গোয়েন্দা) হইয়া ছল করিয়া লোকের ঘরে ঘরে বেড়াইতেছে, পুনরায় আসিলে ইহাদিগকে ধরিয়া দেওয়ানে লইয়া যাইব।' এই সকল শুনিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস চৈতন্যের আজ্ঞাবলে হাসিতেন, কিছুমাত্র ভীত হইতেন না। প্রতিদিন এইরূপ ঘর ঘর বেড়াইয়া তাঁহারা সন্ধ্যার সময়ে দৈনন্দিন ঘটনার কথা বিশ্বম্ভরকে জানাইতেন।

একদিন তাঁহারা দুইজন ঘোর মাতাল পথের ধারে পড়িয়া আছে দেখিলেন, তাহারা অতিশয় দুষ্কর্ম্মান্বিত, অনাচারী ও লোকের প্রতি অত্যাচারী, নিকটে কেহ গেলে তাহাকে ধরিয়া মারিয়া থাকে। কখন উহারা পরস্পর দুর্ব্বাক্য বলিয়া গালাগালি ও মারামারি করে। ইহারা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশের সন্তান হইলেও ঐ সকল দোষে মাতাপিতা ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। ইহারাই প্রসিদ্ধ জগাই ও মাধাই। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহাদের বহু পাপ কর্ম্ম ও অত্যাচারের কথা জানিতে পারিয়াও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য এই, যদি এই দুই মহাপাপী বিশ্বম্ভরের উপদেশ শুনিয়া সংশোধিত হয়। তদনন্তর তাহাদিগকে শুনাইলেন,—

"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥
তোমা 'সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥"

ডাক শুনিয়া জগাই মাধাই মাথা তুলিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া আরক্ত নয়নে দেখে দুইজন সন্ন্যাসী। তখন 'ধর ধর' বলিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য গেল, নিত্যানন্দ ও হরিদাস আস্তে ব্যস্তে দৌড়িয়া পালাইতে লাগিলেন। জগাই মাধাই 'রহ রহ' বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পাছে পাছে ছুটিল। পরন্তু 'ধরিলুঁ ধরিলুঁ' করিয়া উহাদিগের ধরিতে না পারিয়া তখন বলিতেছিল,—

'তোমরা না জান' এথা জগা মাধা আছে।
খাণি রহ উলটিয়া হের্ দেখ পাছে ॥

ইহা শুনিয়া উভয়ে "রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ" বলিয়া ভয়ে ছুটিতে লাগিলেন।

'হরিদাস বোলে "আমি না পারি চলিতে। জানিঞাও আমি আসি চঞ্চল সহিতে ॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঁই। চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ সে হারাই ॥

তখন 'নিত্যানন্দ বোলে "আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যেন রাজআজ্ঞা করে। তান বোল বলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥

কোথাও যে নাহি শুনি, সেই আজ্ঞা তাঁর।
'চোর ঢঙ্গ' বই লোক নাহি বোলে আর ॥

না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে। করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥
আপন প্রভুর দোষ না জানিহ তুমি। দুইজনে বলিলাঙ, দোষভাগী আমি ॥"

এইরূপ দৌড়িতে দৌড়িতে পরস্পর আনন্দ কোন্দল করত ক্রমে বিশ্বম্ভরের বাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাল দুইজন পথে রহিয়া গেল, সন্ন্যাসীদিগকে দেখিতে না পাইয়া উভয়ে হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল। এদিকে নিত্যানন্দ ও হরিদাস বিশ্বম্ভরের সমীপে সমাগত হইয়া সমস্ত দিনের বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ জগাই মাধাইএর সমস্ত কাহিনী তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বম্ভর তাহা শুনিয়া এইরূপ বলিলেন,—

প্রভু বোলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ॥"
নিত্যানন্দ বলিলেন "খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি ॥"

'তুমি কিসের এত বড়াই কর, আগে এই দুই জনকে গোবিন্দ বলাও নতুবা ধার্ম্মিক লোকেরা ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণনাম বলিয়াই থাকে। এই দুইজন 'বিকর্ম্ম' ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ইহাদিগকে যদি ভক্তি দান করিয়া উদ্ধার করিতে পার, তবেই জানিব ঐ নাম 'পতিতপাবন'। বিশ্বম্ভর তখন হাসিয়া বলিলেন 'যে ক্ষণে তাহারা তোমার দর্শন পাইয়াছে তখনই উদ্ধার পাইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি যখন তাহাদের এত মঙ্গল চিন্তা কর, তখন কৃষ্ণ অচিরাৎ কুশল করিবেন। ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের মুখে এই কথা শুনিয়া 'উদ্ধার হইল' মনে করিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। এদিকে হরিদাস অদ্বৈতের নিকটে নিত্যানন্দের সম্বন্ধে বলিতেছিলেন,—প্রভু 'চঞ্চলের সঙ্গে' আমাকে পাঠান, আমি থাকি কোথায়, আর সে কোন দিকে যায়। সে যখন গঙ্গায় সাঁতার কাটিয়া কুম্ভীর ধরিতে যায় ও ভাসিয়া বেড়ায়, আমি তখন কূলে থাকিয়া হায় হায় করি, আবার কূলে উঠিলে ছেলেদের তাড়াইয়া মারিতে যায়, সেজন্য ছেলেদের মাতা পিতা ঠেঙ্গা হাতে করিয়া আসিলে আমি তাহাদের পায় ধরিয়া ফিরাইয়া দিই। গোয়ালার ঘৃত, দধি লইয়া পলায়, তাহারা আমাকে মারিতে চাহে। যে সকল কার্য্য উপযুক্ত নহে নিত্যানন্দ তাহাই করে, যেমন,—কুমারী দেখিয়া বোলে "মোরে বিবাহিয়ে"। (পাঠান্তর—কুমারিকা দেখি বিভা করিবারে চাহে।) কখন ষাঁড়ের পৃষ্ঠে চড়িয়া আনন্দে আপনাকে মহেশ বলায়। কখন আবার পরের গরুর দুগ্ধ দুহিয়া খায়। আমি তাহাকে শিখাইতে গেলে সে তোমাকে গালি পাড়ে ও বলে—অদ্বৈত আমার কি করিতে পারে? চৈতন্য যাহাকে ঠাকুর করিয়া মানেন তাহাকে সে আবার কি করিবে? এ সকল আমি ঠাকুরের (বিশ্বম্ভরের) স্থানে কিছুই বলি না, অদ্য সৌভাগ্য ছিল যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে। তখন অদ্বৈত হাসিয়া বলিলেন,—'ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মাতাল মাতালের সঙ্গ লয়, তিনজন মাতাল এক সঙ্গ হউক, তুমি নৈষ্ঠিক তাহার মধ্যে কেন যাইবে? নিত্যানন্দের চরিত্র আমি ভালমতে জানি, সে সকলকে মাতাল করিবে। দেখ, দিন দুই তিন পরে ঐ মাতালদ্বয়কে গোষ্ঠীর মাঝে আনিবে এবং সেই দুইজন একাকার করিবে। ইহা বলিতে বলিতে অদ্বৈত 'ক্রোধাবেশে' উলঙ্গ হইয়া বলিলেন,—

"শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণ ভক্তি। কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তাঁর শক্তি॥"

হরিদাস অদ্বৈতের ক্রোধভাবোদ্দীপনা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস এই স্থলে বলিয়াছেন,—মত্তপ দ্বয়ের উদ্ধার ঘটিবে, ইহা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল, কেননা অদ্বৈতের বাক্যের গূঢ় অর্থ কাহার শক্তি বুঝিতে পারে ?

ইহার পরে নিত্যানন্দ এক রাত্রি নগর ভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে জগাই মাধাই তাঁহাকে ধরিল এবং 'কেরে কেরে' বলিয়া ডাক দিল। নিত্যানন্দ বলিলেন,—'প্রভুর (বিশ্বম্ভরের) বাটী যাইতেছি।' উহারা জিজ্ঞাসা করিল,—'তোর নাম কি ?' নিত্যানন্দ বলিলেন,—'আমার নাম অবধূত।' অবধূত নাম শুনিয়া মাধাই ক্রোধ করিয়া তাঁহার মাথায় মুটুকী (কলসীর কানা) তুলিয়া মারিল। তাহাতে তাঁহার মাথা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তিনি গোবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দের মাথায় রক্ত দেখিয়া জগাইএর মনে দয়া হইল, পুনরায় মাধাই মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার দুই হাত ধরিল ও বলিল,—"তুমি ত বড় নির্দ্দয়, বিদেশী লোককে মারিয়া কি তুমি বড় হইবে ? ছাড় অবধূতকে আর মারিও না, সন্ন্যাসী মারিয়া বা তোমার লাভ কি ?" কোন লোক তাড়াতাড়ি গিয়া বিশ্বম্ভরকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া রক্ত পড়িতেছিল কিন্তু তিনি দুই মাতালের মধ্যে থাকিয়া হাসিতেছিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের গায়ে রক্ত দেখিয়া ক্রোধে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া "চক্র! চক্র! চক্র!" বলিয়া ঘন ডাকিতে লাগিলেন। এই স্থানে জীবনী-লেখক এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

'আথে-ব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥

তাহা এই,— "মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"

'জগাই রাখিল' এই বাক্য শুনিয়া বিশ্বম্ভর আনন্দে জগাইকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "কৃষ্ণ তোরে কৃপা করুন, নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া তুমি আমাকে কিনিয়াছ, এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ, আজ হইতে তোর প্রেমভক্তি লাভ হউক।" জগাই এই প্রেমভক্তি লাভের কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"জগাই!" উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥ এইস্থানে বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,

—"চতুর্ভুজ-শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল জগাই। বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাঞি॥

তৎপরে জগাই মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার চরণ ধরিয়া কান্দিতে লাগিল। এদিকে জগাইর প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ দেখিয়া মাধাইয়ের চিত্ত অনেকটা ভাল হইল। সে তখন বিশ্বম্ভরকে আস্তে ব্যস্তে দণ্ডবৎ করিয়া বলিল,—

"দুইজনে এক ঠাই কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ॥"

আর 'তোমার নাম লইতেছি, আমাকে অনুগ্রহ কর, আমাকে উদ্ধার করিতে তুমি অন্যথা করিও না। ইহা শুনিয়া

প্রভু বোলে "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ অঙ্গে রক্ত পাড়িলা সে তুঞি॥"

তখন মাধাই বলিল,—ইহা তুমি বলিতে পার না। হে প্রভু! ধর্ম্ম তুমি কেন ছাড়? অসুরগণ যখন তোমাকে বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে তুমি নিজ পদ কেন দিয়াছিলে? ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'তাহা অপেক্ষা তোর বেশী অপরাধ, কেন না তুই নিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিস্। নিত্যানন্দ যে আমার অঙ্গ হইতেও বড়। তোর স্থানে এই সত্য দৃঢ় করিয়া বলিলাম। তখন মাধাই বলিল,—"ঠাকুর! ইহা যদি সত্যই আমার নিকটে বলিলে তবে আমার পরিত্রাণ ও নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে তাহা বল।" তুমি বৈদ্য চূড়ামণি; সকল রোগ নাশ কর, তুমি চিকিৎসা করিলে আমি সুস্থ হইতে পারি। কাপট্য করিও না, তুমি জগতের নাথ, ইহা আর কার কাছে লুকাইবে? তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

* * * * "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড়॥

মাধাই আজ্ঞা পাইয়া নিতানন্দের চরণ ধরিল। বিশ্বম্ভর তখন বলিলেন,

* * * * "শুন নিত্যানন্দ রায়।
পড়িলে চরণে—কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার, পড়িল তোমা'ত॥"

তখন নিত্যানন্দ বলিলেন,—'প্রভু! আমি কি বলিব। ভৃত্যের দ্বারা কৃপা যে কর, সে তোমার শক্তি। আমার কোন জন্মে যদি সুকৃতি থাকে, তাহা মাধাইকে দিলাম, ইহা নিশ্চিত। এক্ষণে মায়া ছাড়, কৃপা কর, এ মাধাই তোমার।' তৎপরে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"যদি তুমি মাধাইকে ক্ষমা করিলে তবে উহাকে কোল দেও।" তখন প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ উহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে মাধাইএর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন, তখন মাধাই 'সর্ব্বশক্তিসমন্বিত' হইল। এইরূপে দুইজন মোচন পাইয়া দুইজনের চরণ ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"তোরা আর না করিস্ পাপ।" তখন জগাই মাধাই উত্তর করিল,—* * * 'আর নারে বাপ্।' ইহার পরে—

প্রভু বোলে,—"শুন শুন তুমি দুইজন। সত্য এই তোরে আমি বলিল বচন॥
কোটি কোটি জন্ম যত আছে পাপ তোর। আর যদি না করিস্ সব দায় মোর॥
তো' সভার মুখে মুঞি করিব আহার। তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"

জগাই মাধাই বিশ্বম্ভরের বাক্য শুনিয়া সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে মোহ অপগত হইলে উভয়কে আনন্দিত বুঝিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'দুই জনকে আমার বাটীতে তুলিয়া আন, উহাদের সহিত আমি কীর্ত্তন করিব। আর উহাদিগকে আজ ব্রহ্মার দুর্লভ যাহা, তাহা দিয়া জগতের মধ্যে এ দুজনকে উত্তম করিব। ইহাদিগের স্পর্শে যাহারা গঙ্গাস্নান করিয়াছিল, তাহারা ইহাদিগকে গঙ্গার সমান (পবিত্র?) বলিবেক।' ইহার পরে বৈষ্ণবসকল জগাই মাধাইকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরের বাটীর মধ্যে লইয়া গেল, প্রভুর সহিত কেবল তাঁহার আপ্তগণ প্রবেশ করিতে পাইল, কপাট পড়িল, আর কেহ তথায় প্রবেশ করিতে

পারিল না। বিশ্বম্ভর সেখানে গিয়া বসিলেন, দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ ও গদাধর, সম্মুখে অদ্বৈত, আর চারিদিকে পুণ্ডরীক প্রভৃতি ভক্তগণ। সকলে জগাই ও মাধাইকে লইয়া সানন্দে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময়ে জগাই মাধাইএর লোমহর্ষ, মহা অশ্রুপাত, সর্ব্বগাত্রে কম্প হইতে লাগিল এবং উহারা গড়াগড়ি দিতে লাগিল। চৈতন্য ভাগবতকার এই স্থানে বলিয়াছেন,—

'কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য অভিমত।
দুই দস্যু করে—দুই মহা ভাগবত ॥"

অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে? তিনি দুইজন দস্যুকে পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন। ঐরূপ তিনি মহা পাষণ্ডীকে তপস্বী-সন্ন্যাসী করিতে পারেন। তাঁহার এই মত লীলায় (অমৃত খণ্ডে) যে বিশ্বাস করে সে কৃষ্ণ পায়, আর যে ইহাতে সন্দেহ করে সে অধঃপাতে যায়।

ইহার পরে জগাই মাধাই বিশ্বম্ভরের স্তব করিল, বিশ্বম্ভরের আজ্ঞায় উহাদের জিহ্বায় শুদ্ধা সরস্বতী অধিষ্ঠিত হইলেন। (বলা বাহুল্য বৃন্দাবন দাস এই স্তবের মধ্যে নারায়ণের যাবতীয় পুরাণোক্ত লীলার উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে বিশ্বম্ভরেরই কল্পিত অবতারত্ব ও গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন)।

অনন্তর তিনি ভক্তদিগকে বলিলেন, 'জগাই মাধাই আর মদ্যপ নহে, আজ হইতে উহারা আমার শিষ্য, তোমরা সকলে উহাদের প্রতি কৃপা কর, জন্ম জন্ম উহারা যেন আমাকে না ভুলে, যে যে রূপে যাহার যাহার নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাহারা ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা কর'। বিশ্বম্ভরের এই বাক্য শুনিয়া জগাই ও মাধাই সকলের চরণে পড়িল এবং সকল বৈষ্ণবগণ উহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর উহাদিগকে বলিলেন,—'উঠ, উঠ, তোমরা আমার দাস হইলে, আর কোনও চিন্তা নাই।' আরও বলিলেন,—"তোমরা যাহা বলিয়া আমার স্তব করিয়াছ তাহা 'পরম সুসত্য', তোমাদের সকল পাপ আমি লইলাম।" ইত্যাদি

ইহাঁর পরে বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও আর আর সকলে একত্র নৃত্য এবং করতালি দিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর 'নৃত্যাবেশে' উপবিষ্ট হইলে বৈষ্ণবমণ্ডলী তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন তিনি হাসিয়া

সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—'এই দুইকে আর পাপী বলিয়া মনে করিও না, কেননা উহাদিগের পাপ আমি লইয়াছি। সকলের দেহে আমি বলি, চলি ও খাই, আমি চলিয়া গেলে দেহপাত হয়। (সর্ব্বদেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চালোঁ খাও। তবে দেহপাত যবে মুঞি চলি যাও॥) অতএব এই দুইজন যাহা করিয়াছে তাহা আমিই করিয়াছি এবং আমিই তাহা ঘুচাইলাম। হে বৈষ্ণব সকল! ইহা জানিয়া তোমরা যেন এই দুইকে 'অভেদ দৃষ্টি' করিও। শুন আমার আজ্ঞা—এই দুইকে যে শ্রদ্ধা করিয়া অন্ন দিবে তাহার—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত মধু বৈসে। যে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুইরে বট মাত্রো দিব যেই জন। তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এই দুই-জনেরে যে করিব পরিহাস। এ দুইর অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥"

বৈষ্ণবগণ ইহা শুনিয়া মহাপ্রেমে কান্দিতে লাগিল এবং জগাই মাধাইকে প্রণাম করিল। অনন্তর বিশ্বম্ভর সকলকে লইয়া গঙ্গাস্নানে গেলেন। তথায় গঙ্গার জলে সকলে পড়িয়া বালকের মত জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর প্রভু ভৃত্য বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবদিগের গায়ে জল দিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে জিতিতে পারে না, হাসিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপে কতকক্ষণ বিশ্বম্ভরের সহিত সকলে জল যুদ্ধ করিয়া শেষে যুদ্ধে ভঙ্গ দেয়। কখন অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দে, কখন হরিদাস, শ্রীবাস, মুকুন্দে এবং অন্যান্য অনেকে পরস্পরে জলক্রীড়া হইয়াছিল। কেহ হারিল, কেহ জিতিল, নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চক্ষে এরূপ নির্ঘাতভাবে জল ছিটা মারিয়াছিলেন যে, তিনি দুই চক্ষু মেলিতে পারেন নাই। তখন তিনি নিত্যানন্দের প্রতি এইরূপ গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন।—

"নিত্যানন্দ মদ্যপ করিল চক্ষু কাণ। কোথা হইতে মদ্যপের হৈল উপস্থান॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি। কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে। নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥"

ইহার পরে নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে বলিলেন,—'নিজে হারিয়া গেলেন মুখে লাজ নাই কন্দল করিয়া কি হইবে?' তখন গৌরচন্দ্র বলিলেন,—

"একবারে নাহি জানি। তিনবার হইলে সে হারি-জিতি মানি॥"

ইহাতে উঁহারা পুনরায় জল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, একজন অন্যজনকে একবার

হারান,এইরূপ কয়েকবার হইবার পর নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চক্ষে নির্ঘাতরূপে জল দিয়া মারিলেন। এইবার অদ্বৈত অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া নিত্যানন্দের আরও বহুবিধ নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস এই নিন্দাকে 'ব্যাজস্তুতি' বলিয়াছেন। ফলতঃ নিত্যানন্দ যখন হাসিতে লাগিলেন তখন অদ্বৈত—"সংহারিব সকল আমার দোষ নাঞি।" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। আচার্য্যের তাদৃশ ক্রোধ দেখিয়া ভক্তগণ হাসিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে কোলাকোলি হইল। এইরূপে বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান করিয়া কূলে উঠিয়া সর্ব্বগণের সহিত উচ্চ করিয়া হরি হরি ধ্বনি করিলেন। পরে জগাই মাধাইকে সকলের করে অর্পণ করিয়া আপনার গলার মালা উহাদিগকে দিলেন এবং অপর সকলকেও মালা চন্দন প্রসাদ দিলেন। তদনন্তর সকলে ভোজনার্থ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর নিজ গৃহে গিয়া পা ধুইয়া তুলসীকে প্রণাম করণানন্তর ভোজনার্থ বসিলেন। মাতা নৈবেদ্যান্ন আনিয়া দিলে বিশ্বম্ভর 'সর্ব্বভাগবতেরে' নিবেদন করিয়া ঐ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, তৎপরে মুখশুদ্ধি করিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

এই স্থানে জীবনীলেখক এইরূপ একটা অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

—তখন বিদায় করে গুপ্ত দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহো আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কারো স্থানে॥
ইত্যাদি।

(চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড ১৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত)

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদে মহাদুর্ব্বৃত্ত, মাতাল, পিত্রাদি ও সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জগাই মাধাই নামক দুই ব্রাহ্মণ সন্তানের উদ্ধার সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের এবং প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দ, হরিদাস ও অদ্বৈতাচার্য্যের চরিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে। জীবনী-লেখক এই জগাই মাধাইএর সহসা চরিত্র পরিবর্ত্তন ব্যাপার লইয়া বিশ্বম্ভরের নিজের এবং তদীয় প্রধান প্রধান অন্তরঙ্গের কার্য্যাবলীতে, অলৌকিকত্ব প্রতি-পাদনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। পরন্তু কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তত্তাবৎ কার্য্যে কোনরূপ অলৌকিকত্ব ছিল না, বরং উহাদের মূলে হিষ্টিরিয়ার প্রভাব ও যাদুকরী শক্তির বিকাশ স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। তদ্ভিন্ন জীবনী লেখকের কবিকল্পনা ও অতিরঞ্জনেরও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা এই পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনাবলী পাঠকদিগের বিবেচনার জন্য পুনরুল্লেখ ও তাহার আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ। একদিন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি 'আচম্বিতে' আজ্ঞা করিলেন,—'তোমরা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে 'কৃষ্ণ বোলো,' 'কৃষ্ণ ভজ,' 'কৃষ্ণ শিক্ষা কর' এইরূপ বলিয়া ভিক্ষা করগে। অন্য কিছু বলিও না, দিবাবসানে আমাকে আসিয়া বলিবে, যে কৃষ্ণনাম না বলিবে, তখন আমি চক্রহস্তে সভারে কাটিব।' ইহাতে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ জনিত কৃষ্ণাবেশের হঠকারিতা সহ প্রলাপ সূচিত হয়। (Impulsiveness and delirium) এ দিকে বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা 'অন্যথা' করে এমন শক্তি কাহারও ছিল না, কাজেই নিত্যানন্দ ও হরিদাস ঐ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তখন নগরে চলিলেন বটে, কিন্তু পথে আসিয়া উভয়ে হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বিশ্বম্ভরের 'চক্রহস্তে সকলকে কাটিব'—এই কথা একেবারে অর্থশূন্য ভাবিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাঁহার অসাক্ষাতে হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। নতুবা দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম প্রচারের আজ্ঞাটা ততদূর তাঁহাদের হাস্যোদ্দীপক হওয়া সম্ভাবিত নহে। কেন না দেখা যায়, অপর সাধারণ ভক্তগণও গৌরাঙ্গের ঐরূপ কথা (প্রলাপোক্তি) শুনিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই হাসিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ। নিত্যানন্দ মাতালদ্বয় কর্ত্তৃক আহত ও রুধিরাক্ত-কলেবর হইয়াছেন শুনিয়া গৌরাঙ্গ ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় দলবল লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে তথায় গিয়া 'চক্র, চক্র' করিয়া ডাক দেওয়ায় বৈকুণ্ঠ হইতে চক্র ত্বরায় আসিয়া তাঁহার হস্তে 'উপসন্ন' হইয়াছিল, পরন্তু তাহা অপর কেহ দেখে নাই, কেবল নাকি জগাই মাধাই (যাহারা অবশ্য মদের নেশায় বা মূর্চ্ছোত্তর আবেশের অবস্থায়) দেখিতে পাইয়াছিল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে বিশ্বম্ভর ইতিপূর্ব্বে হরিদাসের বেলায় যেরূপ একটা ভাণ করিয়া কাল্পনিক বিষ্ণুচক্রের ব্যবহারে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এস্থলেও তিনি উক্ত চক্রের ব্যবহারে সেইরূপ একটা ভাণ অবলম্বন করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এরূপ আচরণ তাঁহার রোগধর্ম্মে অবাস্তব বিষয়ের কল্পনা প্রসূত কিংবা চাতুরীপূর্ব্বক অবাস্তব চক্রের অস্তিত্ব জগাইএর মনে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া তাহাকে বিষম ভয়-চকিত করা তাঁহার অভিপ্রেত, ইহা মনে করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ। যদিও বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের গাত্রে রক্তপাত শুনিয়া ও দেখিয়া ক্রোধান্ধ ও জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন নিত্যানন্দ আস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে জানাইলেন 'মাধাইএর মার হইতে জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, রক্তটা দৈবাৎ পড়িয়াছে, তাহাতে আমার কোন কষ্ট হয় নাই, অতএব আমাকে এই দুই শরীর ভিক্ষা দেন, এবং আপনি স্থির হউন'। তখন 'জগাই রক্ষা করিয়াছে' ইহা শুনিয়াই বিশ্বম্ভর আনন্দে তাহাকে কোল দিলেন এবং বলিলেন,—"কৃষ্ণ তোরে কৃপা করুন, তুই নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়া আমাকে কিনিয়াছিস্, এক্ষণে তোর যাহা ইচ্ছা হয় তাহা আমি দিব, আজ হইতে তোর প্রেমভক্তি লাভ হউক।" পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন—বিশ্বম্ভর ইত্যগ্রে ক্রোধান্ধ হইয়া যাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পরক্ষণেই তিনি তৎপ্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন দেওয়া ও তাহার মঙ্গল কামনা করা (কৃষ্ণ তোমার ভাল করুন), যথেপ্সিত বর দিতে চাওয়া, এবং বর না চাহিতে তৎক্ষণাৎ বরপ্রদান করা—এই সকল কার্য্য তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের ক্ষণপরিবর্ত্তন-স্বভাবের পরিচায়ক এবং প্রলাপ লক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এস্থলে তদনুকূলে দেখাও যায় নিত্যানন্দের প্রবোধজনক বিনয়-নম্র অনুরোধ বাক্যাবলী (Persuasions) গৌরাঙ্গের তাদৃশ উগ্র ও

অস্থির ভাবোত্তেজনাকে ঝটিতি প্রশমিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে করুণভাবের উদ্রেক করিতে পারগ হইয়াছিল। ইহা দ্বারাও গৌরাঙ্গের তাৎকালিক হিষ্টিরিয়া রোগাক্রমণতা সূচিত হয়।

চতুর্থতঃ। ইহার পরে জগাই যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল তখন বিশ্বম্ভর 'উঠ, উঠ' বলিয়া তাহাকে নিজের রূপ দেখিতে বলিয়াছিলেন। জগাই মূর্চ্ছাভঙ্গে নাকি তাঁহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়াছিল। পূর্ব্বপরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে এরূপ ব্যাপারের কার্য্যকারণ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

অপর, মাধাইএর সম্বন্ধে দেখা যায়, জগাইএর পরিবর্ত্তিত ভাব দেখিয়া মাধাইএর চিত্তও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাতে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। তখন সে বিশ্বম্ভরের পায়ে ধরিয়া জগাইএর সম অপরাধী ইহা জানাইয়া তাহার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ হইল সেইরূপ অনুগ্রহ লাভার্থ যুক্তি পূর্ণ অনুনয় আবেদন করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন,—'তোর অপরাধ অধিক, তুই নিত্যানন্দের গায়ে রক্তপাত করিয়াছিস্। তোর ত্রাণ আমি দেখিতেছি না। তৎপরে আবার মাধাইএর স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে নিত্যানন্দের পায় ধরিয়া মাপ চাইতে বলিলেন। পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পাঠক তাহা অবগত আছেন। ইহাতে গৌরাঙ্গের কি অলৌকিকত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা বোঝা যায় না; বরং এস্থলে নিত্যানন্দেরই মনের প্রাশস্ত্য ও মহত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বলিতে গেলে তাঁহার আততায়ীদ্বয়ের প্রতি প্রতিহিংসার ইচ্ছা ত্যাগ করত তাহাদের জীবন ভিক্ষার অনুরোধ, তৎসঙ্গে যুক্তিযুক্ত মধুর প্রবোধ বাক্যবিন্যাস দ্বারা গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া-জাত উৎকট ক্রোধ প্রশমিত হইয়া তাহার স্থলে দয়ার উদ্রেক না হইলে জগাই মাধাইএর উদ্ধার কার্য্য ত সংসাধিত হইত না বরং ব্যাপারটা অন্য আকারে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল; হয়ত বিশ্বম্ভব কর্ত্তৃক একটা মহাবিভ্রাট ঘটাও বিচিত্র ছিল না। যাহা হউক জগাই মাথাইএর তথা কথিত উদ্ধার ব্যাপার প্রসঙ্গে বেশী না হইলেও দুইটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইতে পারে। তাহার উল্লেখও সমাধানের চেষ্টা নিম্নে করা যাইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন এই—বিশ্বম্ভর যখন আপনাকে জগজ্জনের সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা

বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মনে করিতেন, তখন তিনি স্বয়ং কিজন্য মাধাইএর অপরাধের শাস্তিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বৈষ্ণবভক্তগণ বলিতে পারেন ভগবান্ ভক্তের সম্মান আপনার অপেক্ষাও বেশী মনে করেন এবং সেইজন্য স্বীয় অবতারলীলায় তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিয়া লোকশিক্ষা দেন। সেই হেতু প্রভু গৌরাঙ্গ এস্থলে নিত্যানন্দের মর্য্যাদা বাড়াইবার ছলে মাধাইকে তাঁহার নিকট পায় ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, নতুবা মাধাইকে অন্যরূপ শাস্তি দিতে তিনি পারিতেন না এমন নহে। লেখকের সিদ্ধান্ত কিন্তু অন্য প্রকার। বিশ্বম্ভর যে সময়ে নদীয়ায় তথাকথিত অবতাররূপে উদিত হইয়াছিলেন তৎকালে ঐ প্রদেশের হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সংসর্গে আসায় মুসলমানধর্ম্মের সারতত্ত্ব তাহাদের অবিদিত ছিল না। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বিশ্বম্ভরের মনে ঐ ধর্ম্মতত্ত্ব অলক্ষিতে কার্য্য করাও সুসম্ভাবিত। মুসলমান ধর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে 'পরকালে শেষ বিচারের দিনে (কিয়ামৎকা রোজ) ঈশ্বরসমীপে অপরাধী মনুষ্যকে স্ব স্ব অপরাধের জন্য অত্যাচারিত মনুষ্যের নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়, নতুবা তাহার উপযুক্ত শাস্তি অনিবার্য্য। এস্থলে বিশ্বম্ভর ঠিক যেন ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া জগাইকে তৎকর্ত্তৃক অত্যাচারিত নিত্যানন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। অন্যস্থলেও বিশ্বম্ভরের এইরূপ আচরণের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা অসঙ্গত নহে যে, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বিশ্বম্ভর স্বীয় রোগধর্ম্মে আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়া এস্থলে জগাই অপরাধীর প্রতি তাঁহার পরকালের প্রাপ্য দণ্ড ইহকালেই মুসলমান-ধর্ম্মানুসারেই ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। সুধী-পাঠকগণ! উপরি প্রস্তাবিত প্রশ্নের দ্বিবিধ সমাধানের মধ্যে যাহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেইরূপ সমাধান গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—বদ্ধমাতাল, নিয়ত পাপাচার ও সমাজের পরিত্যক্ত জগাই ও মাধাই গৌরাঙ্গের ক্ষণিক সঙ্গলাভে যখন সহসা বিশুদ্ধচরিত এবং ধর্ম্মজীবন লাভ করত তাঁহার ক্রীতদাস তুল্য আজ্ঞাকারী হইয়াছিল তখন ইহা গৌরাঙ্গের অলৌকিক শক্তিমত্তার কি যথেষ্ট পরিচায়ক নহে?

সুবুদ্ধি পাঠক! অন্ধবিশ্বাসী গৌরাঙ্গভক্তগণের মনে ইহাতে কোন সন্দেহই না হইতে পারে। পরন্তু বিবেকী ব্যক্তি উঁহাদের সহিত যে একমত হইতে পারিবেন, ইহা বোধ হয় না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের

মূলে কোনরূপ অলৌকিক শক্তির বিদ্যমানতা লক্ষিত না হইয়া বরং গৌরাঙ্গের লোকমোহিনী যাদুকরী শক্তির ক্রীড়াই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এস্থলে সেই শক্তি যে প্রকারে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের আঘাত ও রক্তপাতের কথায় ক্রোধান্ধ হইয়া 'সাঙ্গোপাঙ্গ' লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যখন 'চক্র, চক্র' বলিয়া চীৎকার করিতে ছিলেন, তখন সম্ভবতঃ জগাই ও মাধাইএর মদের নেশা অনেকটা ছুটিয়া গিয়াছিল। সে সময়ে তাহারা অকস্মাৎ দীর্ঘকায়, মহাবল গৌরাঙ্গকে স্বদলবলসহ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া এবং 'চক্র চক্র' রব করিতে শুনিয়া বিস্মিত ও ভয়-বিহ্বল হইয়া যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার, চৈতন্যলাভ করিয়াই যখন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের ভাবপ্রেরণার ফলে সন্তুষ্ট হইয়া জগাইকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও বরপ্রদান করিলেন তখন জগাই শাস্তির পরিবর্ত্তে অভাবনীয় ক্ষমা ও দয়া লাভ করিয়া বিস্ময়ও আনন্দাতিশয্যে পুনরায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ইহাও স্বাভাবিক মনে করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলে ইহাদিগের এই মূর্চ্ছা হিষ্টিরিয়ার অন্যান্য সাধারণ লক্ষণ সমন্বিত না হইলেও উহাকে হিষ্টিরিয়ার আক্রমণবিশেষ বলিয়াই স্থির করিতে হয়। * লেখকের মনে হয়, জগাই ও মাধাই পূর্ব্বাবধি একবিধ হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্তই ছিল। আমাদের আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাকে রাক্ষসগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগ বলে। ইহার লক্ষণ উক্ত উভয়ের চরিত্রে সম্যক্ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। (উদ্বোধন।০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এদিকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ মতেও নিয়ত মদ্যসেবী সুতরাং দুর্ব্বলমনা জগাই ও মাধাইএর মত লোকের পক্ষে হিষ্টিরিয়ার মৃদু আক্রমণ অতীব সুসম্ভব হইতেছে। † আবার দেখা যায় জগাইয়ের মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য বিশ্বম্ভর 'উঠ, উঠ'

* উদ্বোধনের ১।/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† "It is undoubted that poisons, both acute and chronic, are powerful agents: the commonest are lead and alcohol, sulphurate of carbon, tobacco and morphia; these produce ordinary hysteria without peculiar characteristics."
See—Hysteria—Encyclopaedia and Dictionary of Medicine and Surgery (Green's)—Vol. IV. p. 309.

আমাদের আয়ুর্ব্বেদও অন্যান্য বিষের ন্যায় মদ্যও অযুক্তযুক্ত হইলে যে রোগের কারণ হয় তাহা মদাত্যয়রোগের কারণ নির্দ্দেশে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

যে বিষস্য গুণাঃ প্রোক্তাস্তেঽপি মদ্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং রোগায় যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥ নিদান

বলিয়া (সম্ভবতঃ উহার গাত্রে হাত দিয়া ঠেলিয়া) চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং মূর্চ্ছোত্তর আবেশের অবস্থায় উহাকে আপনার রূপ দেখিতে বলিয়াছিলেন। এই রূপ দেখাইবার ব্যপদেশে গৌরাঙ্গ তাহার চক্ষের প্রতি অবশ্য স্বয়ং স্থির দৃষ্টিপাতও করিয়াছিলেন। এই অনুকূল সময়ে (কেননা এক্ষণে জগাই এর ইচ্ছাশক্তি বাহ্য-প্রেরণা নিবারণে অশক্ত ছিল) বিশ্বম্ভর স্বীয় যাদুকরী প্রেরণা (Hypnotic suggestion) প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নহে, 'কৃষ্ণ তোমার মঙ্গল করুন' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করায় শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং পরে উহার বুকের উপরে স্বীয় পা রক্ষা করিয়া স্পর্শেন্দ্রিয়পথেও ঐ প্রেরণা সম্যক্ সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার রূপ দর্শনমাত্রে জগাই পুনরায় চৈতন্য হারাইয়াছিল। এই সময়ে 'কৃষ্ণ মঙ্গল করুন' ইত্যাকার কৃপাসূচক বাক্য শুনিয়া জগাইএর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইতেছিল তখন তাহার বুকের উপরে এক পা দিয়া দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর পূর্ণ মাত্রায় স্বীয় যাদুকরীশক্তি সঞ্চারিত করিলে জগাই অধিকতর সংজ্ঞালাভান্তে কিছু বুঝিতে না পারিয়া শুধু কান্দিয়াছিল। এই ক্রন্দন হয়ত উহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণও হইতে পারে। যাহাই হউক, ইহার পরে সে বিশ্বম্ভরের একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখা যায়, এই অবস্থায় জগাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবশ হইয়া বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা ও অভিপ্রায়ানুরূপ তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে জীবনী লেখক বলিয়াছেন জগাই গৌরাঙ্গের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া ব্যাপার অবগত ছিলেন কিনা জানিনা, অবগত থাকিলেও এস্থলে গৌরাঙ্গের চতুর্ভুজ মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়া অজ্ঞ ভক্ত-পাঠকজনের মনে তাঁহার অবতারত্ব প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। এস্থলে বিশ্বম্ভরের যাদুকরী শক্তি পরিচালন প্রক্রিয়াকে অবশ্য বিজ্ঞান হিসাবে বিশেষ প্রশংসার্হ স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যখন বুঝিয়াছিলেন জগাই প্রথমে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ প্রাপ্ত হইয়াছে তখনই তাহাকে মুগ্ধ (hypnotized) করার উপযুক্ত পাত্র স্থির করিয়াছিলেন। তৎপরে উঠ উঠ বলিয়া শব্দ (suggestive command) করেন, তাহাতে উহার যখন স্বল্প সংজ্ঞা হইয়াছিল তখন ঐন্দ্রজালিক প্রেরণার অনুকূল সময় মনে করিয়া তাহাকে নিজমূর্ত্তি দেখিতে বলেন, এই সময়ে ইহার চক্ষুরিন্দ্রিয়-

পথে ঐ প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে মোহযুক্ত বা চৈতন্যশূন্য করেন। বাস্তবিক জগাইএর উদ্ধার ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের যাদুকরী শক্তি এবং উহার সঞ্চারণ কুশলতার বিশিষ্ট পরিচয় ভিন্ন কোনরূপ অলৌকিকতা প্রকাশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে মাধাইএর তথাকথিত উদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজে হইয়াছিল প্রতীত হয়। প্রথমতঃ বিশ্বম্ভর উহার উপরে অত্যন্ত বিরূপই ছিলেন, পরে নিত্যানন্দের অনুরোধ এবং মাধাইএর স্তবস্তুতি ও যুক্তিযুক্ত প্রার্থনায় তাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহার মধ্যেও তাঁহার হিষ্টিরিয়া স্বভাব-সুলভ চাতুরী পূর্ব্বক স্বীয় অবাস্তব অবতারত্ব প্রচার এবং তৎসহ বৈষ্ণব মণ্ডলীতে ভক্ত-মর্য্যাদা বিবর্দ্ধনের অভিপ্রায়ে মাধাইএর দ্বারা নিত্যানন্দের পা ধরাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ঐন্দ্রজালমুগ্ধ জগাই ও মাধাইকে অর্গল-বদ্ধ নিজ গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া স্বীয় শিষ্যত্বে গ্রহণ, তদবধি তাহারা নিষ্পাপ বলিয়া প্রচার (যেহেতু তিনি তাঁহাদের সকল পাপ গ্রহণ করিয়াছেন), তাহা-দিগকে ভোজন করাইলে তাঁহাকেই ভোজন করান হইবে—ইত্যাকার বহু প্রলোভক বাক্য-বিন্যাস করিয়া একদিকে জগাই মাধাইকে স্বদলভুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে মহাপাপাচারদ্বয়কে যেন অদ্ভুত ভগবৎকৃপা প্রদর্শন করিলেন ইহা জানাইয়া অজ্ঞ বৈষ্ণবদিগকেও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এরূপ হিষ্টিরিয়াস্বভাবসুলভ আচরণ যদি গৌরাঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গ এবং অবতার লীলা বলিয়া সুধীজনকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইবার যোগ্য বিবেচিত হয়, তাহা হইলে লেখক নাচার হইবেন। এই পরিচ্ছেদীয় বিবরণে বিশ্বম্ভরের জগাই মাধাইকে লইয়া ভক্তমণ্ডলীসহ গঙ্গাস্নানে গিয়া দুষ্ট বালকের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলানন্দে জলক্রীড়ার উল্লেখ আছে। এরূপ জলক্রীড়া তাঁহার আবাল্য অভ্যাস, এমন কি, তাঁহার শেষ জীবনেও ইহা তাঁহাকে ছাড়ে নাই। দেখা যায় হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত নরনারীগণও জলের বহু ব্যবহার করিতে ভালবাসে। এস্থলে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিশ্বম্ভরের প্রধান ও প্রবীণ অনুচরগণকেও জলক্রীড়ায় বিশেষ অনুরক্ত জানা যাইতেছে। পরিশেষে এই পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দ, হরিদাস ও অদ্বৈতাচার্য্যের যে চরিত্রাংশ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এস্থলে নিতান্ত প্রয়োজন মনে হয়।

জানা যায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নদীয়া নগরের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণনাম করিয়া প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে যাইতেন। পরন্তু পথিমধ্যে নিত্যানন্দ নানারূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন এবং কোন কোন অপকার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেন। (মূল দেখুন।) তন্মধ্যে কুমারী দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাওয়া উল্লেখ যোগ্য। একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ভ্রমণ করিতে করিতে জগাই ও মাধাইএর নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা উঁহাদিগকে ধরিয়া মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল তাহাতে প্রাণপণে দৌড়িয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। হরিদাস নিত্যানন্দের ব্যবহারে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া (গৌরাঙ্গকে না জানাইয়া) উহা অদ্বৈতাচার্য্যকে জানাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই অদ্বৈতাচার্য্য ইহার প্রতীকারের কোনরূপ উপদেশ দিতে পারিবেন। ফলতঃ আচার্য্য হরিদাসের মুখে নিত্যানন্দের অপকৃত্য সকল শুনিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া হরিদাসকে বলিলেন 'আমি নিত্যানন্দকে ভাল মত জানি, সে মাতাল, অন্য মাতালকে চৈতন্য সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট করাইয়া সকলের জাতি মারিবে। শ্রীবাসের ত জাতিই নাই। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, তাহার সহিত কেন যাইবে ?' ইহা বলিয়া ক্রোধে বিবশ হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন। অদ্বৈতের এই বিকৃত ভাবগতিক দেখিয়া হরিদাস হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাৎপর্য্য এই—নিত্যানন্দের দুর্ব্ব্যবহার নিচয়ের কথা শুনিয়া অদ্বৈতের সহসা ক্রোধের উৎকট উত্তেজনা, এবং তাহার আবেগে এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দের সকল অপকার্য্যের মধ্যে কুমারী দেখিয়া বিবাহ করিতে চাওয়া অতীব অশিষ্টজনোচিত এবং গর্হিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসী হইয়া কাম বাসনায় এরূপ অসংযততার পরিচয় যে অত্যন্ত বিসদৃশ কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিবে বিশ্বম্ভরও বাল্যকালে গঙ্গার ঘাটে বালিকাদিগের প্রতি ঠিক এইরূপ প্রস্তাব এবং অন্যান্য কামেচ্ছাব্যঞ্জক আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন। তৎকালে ঐ সকল অসদাচরণ তাঁহার বালচাপল্য হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া অনেকে উপেক্ষা করিতেন। পরন্তু তাহা যে ঠিক বালচাপল্য নহে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে নিত্যানন্দ বালক ছিলেন না বরং প্রৌঢ় ছিলেন মনে করিতে পারা যায়, তবে তাঁহার চরিত্রে এত 'চাঞ্চল্য'সহ কামভাবের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ কিরূপে হইয়াছিল ? আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চায় জানা যায়, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির

সকল বয়সেই বালকের ন্যায় নানাবিধ অসঙ্গত আচরণ বিদ্যমান থাকে। উহাদের অকাল উন্মেষিত অথবা যথাকালস্ফুরিত কামবাসনা (Libido) পরিতৃপ্ত হইতে না পাইয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। এদিকে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের অসম্পুষ্টিবশতঃ বাল্যে অথবা সমাজশাসন ভয়ে যৌবনে ঐ বাসনা বল পূর্ব্বক অসম্বিন্ মানসে গোপনে দমিত রাখিতে গেলে কখন কখন হিষ্টিরিয়ার আবেশের অবস্থায়, সম্বিন্ মানসের অজ্ঞাতে, ঐ কামভাবের বাহ্য-প্রকাশ কোন না কোন আকার সহজেই হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের এবং এস্থলে নিত্যানন্দের 'কুমারী' দেখিয়া কামব্যঞ্জক বিবাহ প্রস্তাব ও তদ্বৎ অন্যান্য অশিষ্ট আচরণ সুসম্ভবই হইতেছে। অতএব ঐরূপ কার্য্যনিবহ উঁহাদিগের হিষ্টিরিয়া রোগধর্ম্মে অসম্বিন্ মানসে নিরুদ্ধ কামভাবের সংসা অসংযত বাহ্যপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। নিত্যানন্দ চরিত্র সম্বন্ধে আর একটী কথাও উল্লেখ যোগ্য। অদ্বৈত ইতিপূর্ব্বে হরিদাসের সহিত কথোপকথন কালে নিত্যানন্দের অসাক্ষাতে এবং পরে নিত্যানন্দের সহিত গঙ্গা স্নানকালে পরস্পর জল যুদ্ধে হারিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ এবং ভক্তগোষ্ঠীর সাক্ষাতে নিত্যানন্দকে পুনরায় মদ্যপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন গৌরাঙ্গও পূর্ব্বে এক সময়ে শ্রীবাসের বাটীতে গিয়া নিন্দার ছলে নিত্যানন্দকে মদ্যপায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন জানা যাইতেছে; তখন প্রশ্ন হইতে পারে—তবে নিত্যানন্দ কি সত্য সত্যই মদ্যপায়ী ছিলেন? বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় যত দূর অবগত হওয়া যায় তাহাতে নিত্যানন্দ যে মদ্যপায়ী ছিলেন ইহার সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমেয় যে, তিনি যখন অবধূত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন তখন অন্ততঃ তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের একসময়ে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর ব্যবহার যে সন্দেশ বা মদ্যসেবন তাহা—অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। যদি ইহা সত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে মদ্যপান যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম কারণ তাহা আয়ুর্ব্বেদ সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। বাস্তবিক উহা মদ্যসেবন হইতেই হউক, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ হইতেই হউক, নদীয়ায় আগমনের পূর্ব্ব হইতে নিত্যানন্দের যে হিষ্টিরিয়া রোগভোগ হইয়া আসিতেছিল তাহা উপলব্ধি হয়, এবং সেই রোগধর্ম্মেই নিত্যানন্দ বাল-স্বভাব, চঞ্চল-প্রকৃতিক এবং অন্যমনস্ক থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে নিরত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

অদ্বৈতাচার্য্য চরিত্র সম্বন্ধেও আর একটী কথা - গঙ্গাস্নান কালীন আচার্য্য নিত্যানন্দের সঙ্গে জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দকর্ত্তৃক সজোর জলের ছিটায় অদ্বৈতের চক্ষু পীড়িত হওয়ায় অদ্বৈত ক্রোধান্বিত হইয়া নিত্যানন্দকে বহু নিন্দা করেন। তাহাতে নিত্যানন্দ বলেন জলযুদ্ধে হারি না মানিয়া ওরূপ বলিলে কি হইবে? তখন গৌরাঙ্গের উৎসাহে উভয়ে পুনরায় জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শেষে নিত্যানন্দের জলের ছিটার তীব্র আঘাতে প্রপীড়িত সুতরাং ক্রোধান্বিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দকে প্রভূত গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সগণ নিত্যানন্দ অদ্বৈতের তাদৃশ ক্রোধ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। তদনন্তর অদ্বৈতাচার্য্য 'সংহারিব সকল, আমার দোষ নাঞি' ইহা বলিয়া গঙ্গায় ঝাপ দিয়াছিলেন। কৌতুকের বিষয়, ইহার কতক্ষণ পরে অদ্বৈত তীরে উঠিয়া আসিলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আনন্দে পরস্পর কোলাকোলি করিয়াছিলেন। যেন ইত্যগ্রে উভয়ের মধ্যে কোন বিসংবাদই ঘটে নাই। পাঠক! উভয়ের মধ্যে এরূপ সহসা ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ কি তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছেন? ইহার কারণ আর কিছু নহে ইতিপূর্ব্বে নিত্যানন্দের নিকট জলযুদ্ধে চক্ষে আঘাত পাইয়া এবং সকলের সমক্ষে হারিয়া গিয়া অদ্বৈত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন, তাহার ফলে তাঁহার একবিধ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহার প্রলাপাবস্থায় সম্ভবতঃ আপনাকে রুদ্রদেব মনে করিয়া 'সকলকে সংহার করিব, ইহাতে আমার কোনও দোষ নাই' বলিয়া অথচ কাহারও গাত্রে অঙ্গুলির আঘাতও না করিয়া আপনি গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে তীরে উঠিয়া নিত্যানন্দের সহিত মহানন্দে পরস্পর কোলাকোলি করিয়াছিলেন। তাৎপর্য্য এই, জলের শীততা স্পর্শে অদ্বৈতের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ছাড়িয়া যাওয়ায় তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, এবং উঁহার প্রলাপাবস্থার পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকল বিস্মৃতপ্রায় হইয়া নিত্যানন্দের সহিত কোলাকোলি করিয়া পূর্ব্ব সৌহার্দ্দের পুনঃ পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে জলযুদ্ধে হারাইয়া বিশিষ্ট আনন্দাবেশে নিমগ্ন থাকায় অদ্বৈতের গালিবর্ষণে তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আদৌ আকৃষ্টই হইতে পারে নাই (ইহাকে Dissociation of idea বলে)। তখন অদ্বৈতের গালি বর্ষণের ভাবপ্রেরণা তাঁহার মনোরাজ্যে মোটেই গৃহীত হয় নাই, সেজন্য উহা কোন কার্য্যকরীও হয় নাই। পক্ষান্তরে

অদ্বৈতের গালি এবং 'সকল সংহার করিবার' কথা তাঁহার স্মরণ হইবারও কোন কারণ হয় নাই। এমতাবস্থায় অদ্বৈতকৃত আনন্দ-কোলাকোলিতে যোগদান তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র অসঙ্গতও হয় নাই। তাঁহার সাময়িক হর্ষোত্তেজনা কিছুকাল বাদে, বিশেষতঃ অদ্বৈতের অনুপস্থিতে সহজে তিরোহিত হওয়ায় তিনি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। অন্যদিকে অদ্বৈতের সামান্য কারণে বিজাতীয় ক্রোধ সঞ্জাত হওয়া, অপিচ, অসংলগ্নরূপে 'সকলকে সংহার করিব ইহাতে আমার কোন দোষ নাই,' এবং এক হৃদয় নিত্যানন্দের প্রতি তাদৃশ নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করা—এই সকল উন্মাদ আচরণ ও প্রলাপ তখন যে কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহার প্রকৃততত্ত্ব ভক্তগণ কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া কেবল হাসিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসও তথৈব চ, সেজন্য তাঁহার কৈফিয়ত এই,—

"নিশ্চয় গৌরাঙ্গচন্দ্র যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে ॥"

বাস্তবিক পক্ষে কেবল বৈষ্ণবের বাক্য কেন, গৌরাঙ্গচন্দ্রের বাক্যও (এবং তাঁহাদের আচরণও) একমাত্র আয়ুর্ব্বেদই অনেকটা বুঝিতে সমর্থ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভরের তথাকথিত সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং অবতারত্ব প্রকাশের ভাণ, অদ্বৈতকে রুদ্রাবতার ও ভক্তির অধ্যক্ষ বলিয়া ভক্ত মণ্ডলীতে পরিচিত করিবার কৌশল অবলম্বন, স্বীয় দাস্যভাব প্রদর্শন-ছলে ভক্তগণের, বিশেষ করিয়া অদ্বৈতের, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ, পশ্চাৎ তৎপ্রতি স্বীয় প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। অবতারাবেশে শুক্লাম্বরের ভিক্ষার ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া ভক্ষণ। ইত্যাদি—]

বিশ্বম্ভর দিবাভাগে ভক্তগণের সঙ্গে নদীয়া নগরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান, আর রাত্রিতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে কীর্ত্তন করেন, তথায় বাহিরের লোক কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী ঘরের ভিতরে এক কোণে একটী ডোল মুড়ি দিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভর নাচিতে নাচিতে আনন্দ অনুভব করিতে না পারিয়া ঘন ঘন এই কথা বলিতেছিলেন,—

"উল্লাস আমার আজ নহে কি কারণ।" এই স্থানে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, যদিও বিশ্বম্ভর অন্তর্য্যামী তথাপি কৌতুকের ভাণ করিয়া 'পুনঃ পুনঃ

নাচি বোলে'—সুখ নাহি পাই।
কেবা জানি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি॥"

ইহাতে শ্রীবাস বাটীর সকল লোককে মনে মনে গণিয়া সকল ঘর খুঁজিলেন এবং কেহ কোথা নাই ভাবিয়া উল্লাসে নর্ত্তনে আসিয়া যোগ দিলেন। কিন্তু শচীনন্দন বলিতে লাগিলেন, 'সুখ নাহি পাই, আজ বুঝি আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ নাই।' ভক্তগণ ভাবিলেন—আমরা ভিন্ন আর ত কেহ নাই, তবে কি আমরাই কোন অপরাধ করিলাম? ইহা ভাবিয়া তাঁহারা মহাচিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পুনরায় বাটীর মধ্যে গিয়া ঘর খুঁজিয়া দেখিতে পাইলেন নিজ শাশুড়ী গৃহের কোণে লুকাইয়া আছেন, তখন—

কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি তার কিসের পর্চ্চিত॥

বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত-শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির॥

এদিকে অন্যে একথা না জানুক, বিশ্বম্ভর ইহা জানিতে পারিয়া উল্লসিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তখন বাহিরে আসিয়া হাসিয়া পুনরায় নৃত্যে যোগ দিলেন, এবং মহানন্দে নৃত্য কোলাহল হইতে লাগিল।

ঐরূপ অন্য একদিন বিশ্বম্ভর নাচিতে নাচিতে উল্লাস না পাইয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন,— (প্রভুবোলে) 'আজি কেন সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার্ ঠাঁই॥'

এদিকে অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের দাস্য ভিন্ন আর কিছু জানেন না। বিশ্বম্ভর যখন বিষ্ণুখট্টার উপরে গিয়া বসেন, তখন সকলের মস্তকে পা তুলিয়া দেন, অদ্বৈতকে বলেন— "আরে নাঢ়া! তুই মোর দাস।"

যখন তিনি ঐরূপ 'ঐশ্বর্য্য' প্রকাশ করেন অদ্বৈতাচার্য্য তখন পরম আনন্দিত হন। জীবনীলেখক বলেন গৌরাঙ্গের অচিন্ত্য তত্ত্ব বুঝা যায় না, কেননা তিনি পরক্ষণেই বৈষ্ণবদিগের পায় ধরেন ও ক্রন্দন করেন। আবার ক্রন্দনের সহিত বলেন,— "কৃষ্ণ রে! বাপ রে! তুমি আমার জীবন।"

এ ক্রন্দন এরূপ যে, তাহাতে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বিশ্বম্ভর ঐশ্বর্য্যভাব ছাড়িলেই দাস্য-ভাবে সকলের সহিত 'কেলি' করেন এবং তখন তিনি 'অসর্ব্বজ্ঞের' মত জিজ্ঞাসা করেন,—"কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ"। অর্থাৎ আমি কি কিছু অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম? সেরূপ দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিও। কৃষ্ণ আমার প্রাণধন, কৃষ্ণ আমার ধর্ম্ম, তোমরা আমার জন্ম জন্ম ভাই বন্ধু। আর দেখ,—

"কৃষ্ণদাস্য বই মোর নাহি আর গতি।
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্যমতি॥"

বৈষ্ণব সকল ইহা শুনিয়া ভয়ে জড়সড়, কাহার কিছু বলিতে সাহস হয় নাই। বিশ্বম্ভর বৈষ্ণব দেখিলে, সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাহার পদধূলি লয়েন, ইহাতে বৈষ্ণবগণ মনে দুঃখ পান, সেজন্য তিনি সকলকে আলিঙ্গন করেন, অদ্বৈতকে নিরন্তর গুরু-বুদ্ধিই করেন, এই হেতু অদ্বৈত তাঁহার সেবা করিতে না পাইয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। এ দিকে বিশ্বম্ভর তাহার দুই পায় ধরেন। পরন্তু

গৌরাঙ্গের ভাবাবেশ কালে যখন মূর্চ্ছা হয় তখন অদ্বৈত তাঁহার চরণ তলে দণ্ডবৎ হইয়া পড়েন ও পদধূলি লয়েন, কখন বা চক্ষুর জলে ঐ চরণ সিক্ত করেন এবং তাহা মুছিয়া লইয়া নিজের মস্তকে দেন, কখন আবার ষড়ঙ্গ বিধানে তাঁহার চরণ পূজাও করেন।

একদিন বিশ্বম্ভর নাচিতেছেন, অদ্বৈত তাঁহার পিছে পিছে আনন্দে বুলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা বিশ্বম্ভরের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল, তখন অদ্বৈত লুকাইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া স্বীয় অঙ্গে মাখিলেন। পরে মূর্চ্ছাভঙ্গে বিশ্বম্ভর পুনর্ব্বার নাচিতে লাগিলেন, কিন্তু চিত্তে সুখ পাইলেন না। তিনি বলিলেন,

(প্রভু কহে) "চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ।
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাল॥
কোন চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥
কেহো বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সভে সত্য কহ, চিন্তা নাহি আমি বলি॥"

ইহা শুনিয়া সকলে মৌন হইয়া রহিলেন, তখন অদ্বৈত জোড় হস্ত করিয়া এইরূপ বুঝাইয়া বলিলেন—

'শুন বাপ! চোর সাক্ষাতে না পাইলে অসাক্ষাতে চুরি করে। অতএব আমি চুরি করিয়াছি, আমার দোষ ক্ষমা কর। তুমি অসন্তুষ্ট হইলে আর কখনও ওরূপ করিব না। পরন্তু বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের বাক্যে "ক্রোধান্ধ" হইয়া তাঁহাকে ক্রোধভরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।—

সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার। তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষে সবে আছি আমি। আমা' সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যার। কারে তুমি নাহি কর' শূলেতে সংহার॥

* * * * *

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তি যোগ। সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ॥
তথাপিহ তুমি চুরি কর, ক্ষুদ্রস্থানে। ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে॥
মহা-ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর। তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর॥"

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে এইরূপ ছলপূর্ব্বক সত্য কথা বলিয়া পশ্চাৎ বলিলেন,—

"তুমি সে করিলা চুরি আমি কি না পারি।
হের্-দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি ॥"

ইহার পরে অদ্বৈতকে ধরিয়া 'হাসিয়া হাসিয়া' তাঁহার চরণ ধুলি লইলেন। বিশ্বম্ভর অদ্বৈত অপেক্ষা মহাবালী, সেজন্য জোর করিয়া অদ্বৈতের চরণ নিজ মস্তকে ঘসিতে লাগিলেন, পরে ঐ চরণ বক্ষে করিয়া অদ্বৈতকে বলিলেন,—এই দেখ চোরকে নিজ কোলে বান্ধিলাম, চোর শতবার চুরি করিলে গৃহস্থ একবারে সকল উদ্ধার করিয়া থাকে।' তখন অদ্বৈত বলিলেন,—'তুমি সত্য বলিতেছ কিন্তু তুমি যে গৃহস্থ তাহা আমি কিছুই জানি না। নারদাদি দ্বারকায় আসিলে তুমি তাহাদের পদধূলি লইয়া থাক, সেইরূপ এখানেও সকলের পদধূলি লইতেছ। এরূপ করিয়া যদি আপন সেবককে খাও তবে কে কি করিতে পারে? এদেহ তোমার তুমি রাখ বা সংহার কর, যাহা ইচ্ছা তাহা কর।' অদ্বৈতের এইরূপ উক্তি শুনিয়া—

বিশ্বম্ভর বোলে তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥
তোমার চরণ ধুলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরস-জলে ॥
বিনে তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
'তোমার সে আমি, হেন জান' সর্ব্বথায় ॥
তুমি আমা' যথা বেচ তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাঙ তোমার সে ঠাঁই ॥"

বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের প্রতি বিশ্বম্ভরের এইরূপ 'কৃপা বৈভব' দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—

'এরূপ কৃপা শঙ্কর কদাচিৎ পাইয়া থাকেন, এ হেন ভক্ত সঙ্গে থাকিয়া আমরাও ভাগ্যবন্ত হইলাম।' এই সময়ে বিশ্বম্ভর হরিবোল দিয়া উঠিলেন, অনুচরগণ চারি দিকে বেড়িয়া গান করিতে লাগিল, অদ্বৈতাচার্য্য মহা আনন্দ বিহ্বল হইয়া সকল ভুলিয়া মহামত্তে নাচিতে লাগিলেন। আর,

"তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ॥"

এদিকে নিত্যানন্দ অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াও চৈতন্যের নৃত্যের সহায়ক ছিলেন। তিনি দুই হস্ত চতুর্দ্দিকে সাবধানে মেলিয়া চৈতন্যের পতন রক্ষা করিতেছিলেন। পরন্তু গৌরাঙ্গ যেরূপ অশেষ আবেশে নৃত্য করিতেছিলেন তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত বলিলে হয়। তাঁহার বিবিধ ভাবাবেশের সংক্ষেপে পরিচয় এইরূপ,—

"ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়, ক্ষণে ক্ষণে কম্প। ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥
ক্ষণে হাস,ক্ষণে শ্বাস,ক্ষণে বা বিবাস (উলঙ্গ)। এই মত প্রভুর ভাবের পরকাশ॥
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে। মহা-অট্ট-অট্ট করি মাঝে প্রভু হাসে'।
ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সভারে। ইহাতে বৈষ্ণব সব আনন্দ সাগরে॥—

বিশ্বম্ভর কথিত অশেষ ভাবাবেশে থাকিয়া যে যে বৈষ্ণবদিগের প্রতি তৎ তৎ ভাগ্যানুরূপ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার একটী উদাহরণ এস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক উহার সারাংশ নিম্নে বিবৃত করিতেছেন।

শুক্লাম্বর নামক একব্যক্তি নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরের জন্ম স্থানের নিকট বাস করিতেন। তিনি অতি সুশান্ত, স্বধর্ম্মপরায়ণ ও মহান্ত লোক। তাঁহাকে লোকে চিনিতে পারে নাই। তিনি ঝুলি কান্ধে করিয়া নবদ্বীপের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করেন, অহর্নিশ কৃষ্ণ বলিয়া ক্রন্দন করেন, অতি দরিদ্র, সমস্তদিন ভিক্ষা করিয়া যাহা পান তাহাতে কৃষ্ণের নৈবেদ্য করিয়া শেষে প্রসাদ পাইয়া থাকেন, কৃষ্ণানন্দপ্রসাদে স্বীয় দারিদ্র অনুভব করেন না। পূর্ব্ব অবতারে দামোদর বিপ্রের ন্যায় শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বলিয়া বিশ্বম্ভরের কৃপার পাত্র, সে জন্য সে বাটীর ভিতরে বিশ্বম্ভরের নৃত্যে উপস্থিত থাকিতে পায়। যে সময়ে শুক্লাম্বর ঝুলি কান্ধে করিয়া বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে মহারঙ্গে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর তাহা দেখিয়া হাসিতে থাকেন। অদ্য তিনি কৃষ্ণাবেশে বসিয়াছিলেন, শুক্লাম্বরকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় দেখিয়া সদয় হইয়া "আইস আইস" বলিয়া ডাকিলেন। শুক্লাম্বর নিকটে আসিলে বিশ্বম্ভর উহার ঝুলি হইতে মুঠা মুঠা চাউল লইয়া চিবাইতে লাগিলেন। তখন শুক্লাম্বর 'কি সর্ব্বনাশ করিলে? এ তণ্ডুলে যে বিস্তর খুদ কণা আছে।'

বিশ্বম্ভর বলিলেন "তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ"। অভক্তের অমৃতে উলটি নাহি চাঙ॥" এস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন — 'স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।' তিনি ঐ চাউল চিবাইতে লাগিলেন, তাঁহাকে কে নিবারণ করিবে? বিশ্বম্ভরের এইরূপ কারুণ্য দেখিয়া ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া কান্দিতে লাগিলেন, কে কোন্ দিকে কান্দিয়া পড়িলেন। ফল কথা সকলেই বিশ্বম্ভরের তাদৃশ কৃপা দৃষ্টে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণ কীর্ত্তন ও নানাপ্রকারে ভক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি! তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহার করি, তোমার ভোজনে আমার ভোজন, তুমি ভিক্ষায় গমন করিলে আমার পর্য্যটন হয়। প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার অবতার হওয়া, তুমি জন্ম জন্ম আমার প্রেম-সেবক, তোমাকে আমি প্রেম ভক্তি দিলাম, নিশ্চয় জানিও প্রেমভক্তি আমার প্রাণ।"

ভক্ত বৈষ্ণবগণ শুক্লাম্বরের প্রতি এইরূপ বর হইল শুনিয়া 'জয় জয় হরি হরি' বলিয়া উঠিল। চৈতন্যভাগবতকার এস্থলে বলিয়াছিলেন,—শুক্লাম্বর কমলানাথের ভৃত্য হইয়াও দ্বারে দ্বারে তণ্ডুল ভিক্ষা করে ইহার মর্ম্ম মহাভাগ্যবান্ বুঝিতে সমর্থ। আর দেবতার প্রীতির জন্য মুদ্রার সহিত নৈবিদ্যের বিধি আছে এবং বেদেও ঐরূপ বিধি ভগবান নিজেই করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তের নিকট তাঁহার সকল বিধি নিষেধ চূর্ণ হইয়া থাকে। কেননা ভক্তিই সকল বিধি নিষেধের প্রাণ—সব ভক্তিরই দাস, এস্থলে তাহাই গৌরাঙ্গ প্রমাণ করিলেন।' তাৎপর্য্য এই—বিপ্র শুক্লাম্বর তণ্ডুল যথারীতি নিবেদন না করিয়া দিলেও বিশ্বম্ভর তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

(চৈ, ভা, মধ্যম খ, ১৬ শ অ,)

মন্তব্য—

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গের মানসিক পীড়া (ভূতোন্মাদ) সঞ্জাত কতকগুলি লক্ষণের পরিচয় দিয়াছি, বর্ত্তমান পরিচ্ছেদীয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার এই রোগের আরও কয়েকটী বিশিষ্ট লক্ষণের প্রকাশ জানা যায়। তৎসঙ্গে তাঁহার ও অদ্বৈতের কাল্পনিক কৃষ্ণাবতারত্ব এবং ভক্তি প্রচার কল্পে তাঁহাদের বিবিধ সকৌশল বিস্তার চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বম্ভরের বিকৃত মানসে ইহা উদয় হওয়া সুসম্ভব যে, কাহাকে যদি ঈশ্বরের অবতারত্ব প্রকাশ করিতে হয় তবে তাহাকে সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া অত্যাবশ্যক। সে জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এস্থলে উহার বিস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে।

গৌরাঙ্গ একদিন শ্রীবাসের দ্বার রুদ্ধ বাটীর মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন, তথায় শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী উপস্থিত ছিলেন না। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,—আজ নৃত্যে কোন উল্লাস পাইতেছি না, কেহ কোথায় কি লুকাইয়া আছে? শ্রীবাস এই কথা শুনিয়া অন্তঃপুরে গিয়া সামান্য ভাবে খুজিয়া কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে বাহিরে আসিয়া পুনবায় শুনিলেন গৌরাঙ্গ নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না। তখন তিনি পুনরায় বাটীর মধ্যে গিয়া ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন তাঁহার শ্বাশুড়ী ঘরের কোণে এক ডোলের পশ্চাতে (বা মধ্যে) লুকাইয়া বসিয়া আছেন। তখন তাঁহাকে চুলের মুঠি ধরিয়া বাহিরে আনিলেন, ইহাতে গৌরাঙ্গের নৃত্যে পুনরায় সুখ উপস্থিত হইয়াছিল। পাঠক! ইহা সুসঙ্গত হইতেছে যে, শ্রীবাসের পরিজন যে কয়েক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত তাহা বিশ্বম্ভর সম্যক্ অবগত ছিলেন। কেহ কোথায় গেলে তাহাও তাঁহার অবিদিত থাকিত না। নৃত্য স্থলে সকলের উপস্থিত থাকার নিয়মও ছিল। অতএব সেদিন বাহির বাটীতে নৃত্য স্থলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী ভিন্ন আর সকলকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি যে বাটীর ভিতরেই কোথায় থাকিতে পারেন, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া সুচতুর বিশ্বম্ভরের পক্ষে সহজই হইয়াছিল, কিন্তু উহা নিঃসন্দেহ

নহে বলিয়া তিনি এই মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—'আজ নৃত্যে সুখ পাইতেছি না কেন? কেহ কি কোথাও লুকাইয়া আছে না কি? বিশ্বম্ভর এরূপ বলিয়া নিজের তথা কথিত সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিচয়ের একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহই নাই। কেননা ভক্তগণ তাঁহার এ চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল।

আবার দেখুন, অন্য একদিন গৌরাঙ্গ নাচিতে নাচিতে সহসা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত অর্থাৎ আত্মভাব-প্রেরণাপ্রভাবে এক হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিশয়ীভূত হইয়াছিলেন। এই পরিচ্ছেদে তাঁহার অনেকবার সাধারণ ও গুরুতর আক্রমণের কথা উল্লিখিত আছে, এই মূর্চ্ছার অবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পদধূলি লইতেন, কোন কথা হইত না। এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন, কিন্তু এইবার মূর্চ্ছা অপগত হইলে বিশ্বম্ভর পুনরায় নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—'আজ নৃত্যে কেন সুখ পাইতেছি না? কাহারও নিকট কি আমার কোন অপরাধ হইয়াছে? কেহ কি আমার পদধূলি লইয়াছ? পাঠক অবগত আছেন, হিষ্টিরিয়া রোগীর মূর্চ্ছাবস্থায় ভিতরে ভিতরে (subconscious mindএ) এমন সংজ্ঞা থাকে যে, তাহাতে সে নিকটস্থ ব্যক্তির বাক্যশ্রবণ করিতে এবং তাহার আচরণ অবগত হইতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্বীয় মূর্চ্ছার অবস্থায় অদ্বৈতকৃত তাঁহার পদধূলি লওয়ার বিষয় বিশ্বম্ভর জানিতে পারিয়াও উহা কাহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল ইহার একটা যেন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বের পরিচয় দিবার উদ্দেশে ইতি পূর্ব্বে শ্রীবাসের বাটীর যেরূপ নৃত্যে সুখ না পাওয়া; কাহার নিকট অপরাধ হওয়া এবং কেহ বা পদধূলি লইয়াছে সেইরূপ বলিয়া স্বীয় কাল্পনিক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন শ্রীবাসের শ্বাশুড়ীর বেলায়ও বিশম্ভরের অনুমান সম্ভাব্য মাত্র ছিল। এস্থলে অদ্বৈতের পদধূলি লওয়া তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূতই হইয়াছিল, সেজন্য তিনি পদধূলি লওয়ার কথা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলেন। কেবল পদধূলি গৃহীতার নামটী প্রকাশ করিতে না পারিয়া সকলকে লক্ষ্য করিয়া কৌশলক্রমে বলিয়া ছিলেন আমি, অভয় দিতেছি তোমরা সত্য করিয়া বল কে পদধূলি লইয়াছে। এদিকে দেখা যায় অদ্বৈত যখন করজোড়ে পদধূলি চুরি করা অপরাধ স্বীকার করতঃ তাঁহার নিকট শরণাপন্নের ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া

ছিলেন, তখন তিনি পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের অভয় দানের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বর ভাবে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রতীত হয়, বিশ্বম্ভরের ঐ ক্রোধ তাঁহার কাল্পনিক বিষ্ণু ভাবোত্তেজনার পরিচায়ক, এবং ঐ ক্রোধভরে তিনি যে অদ্বৈতের প্রতি তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে একদিকে কল্পনাময় স্বীয় কৃষ্ণাবতারত্ব এবং অন্যদিকে অদ্বৈতের রুদ্রাবতারত্ব প্রচারের একটী ছল অভিব্যক্ত হয়, পক্ষান্তরে বিশ্বম্ভরের ঐ তিরস্কারবাক্য নিচয় বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে গেলে জানা যায় যে, স্বকীয় ও অদ্বৈতের ভাব প্রচারের ফলে তাঁহার উপর্য্যুপরি কয়েকটি ভবোদ্দীপনা ও তাহাদের বাহ্য প্রকাশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। নিম্নে তাহার সংক্ষেপে আলোচনা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। প্রলয় ও অবতার ভাবের যুগপৎ উত্তেজনা এবং উক্ত মিশ্রভাবের বিকৃত বাহ্য পরিণতি।

অনেকেই প্রলয়তত্ত্ব মোটামুটি অবগত আছেন। প্রলয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ব্যাপার নিবৃত্ত হইলে পরব্রহ্ম (বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণু) সৃষ্টির পূর্ব্বের ন্যায় কেবল বা একাত্ম ভাবে অবস্থিত থাকেন। ১ পরমাত্মা পরম পুরুষের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কারিণী শক্তিত্রয় পুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং বিষ্ণুপুরাণ মতে হরি ব্রহ্মা ও শিব এই তিন পুরুষরূপে অভিহিত হইয়াছেন। প্রলয়ার্থে অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অবসান হইলে এই শক্তিত্রয়, অন্য কথায় ঐ তিন পুরুষ পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন, যাবৎ সৃষ্ট্যাদির পুনঃ প্রবৃত্তি না হয়। ২ পক্ষান্তরে গীতা শাস্ত্রে উক্ত আছে—পরমাত্মা বিষ্ণু সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ স্বকীয়া প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া স্বীয় মায়া (বৈষ্ণবী) দ্বারা অবতার দেহ ধারণ করেন। ৩ ইহাকে তাঁহার লীলা বলে।

১। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ. নান্যৎ কিঞ্চ মিষৎ।

ঐতরেয় শ্রুতি।

২। বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।

স্থিতিসংযমকর্ত্তাসৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ॥ ৩৫ বিষ্ণুপুরাণ, ১ অঃ, প্রথম অধ্যায়।

গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্‌পুংসি ব্যবস্থিতে।

কালস্বরূপরূপং বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ত্ততে॥ ২৭ ঐ দ্বিতীয় অধ্যায়।

৩। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৪ অ

বিশ্বম্ভর এই সকল পৌরাণিক তত্ত্ব যে অবগত ছিলেন তাহা অবশ্য মনে করিতে পারা যায়। এস্থলে তিনি সম্ভবতঃ কৃষ্ণভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইবার পরেই সংজ্ঞালাভ করিয়া অদ্বৈতকৃত পদধূলি-গ্রহণ ব্যাপার স্মরণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া অদ্বৈতকে তিরস্কার করিতে গিয়া আপনাতে বিষ্ণুর অবতারত্ব এবং অদ্বৈতে মহেশ্বরের অবতারত্ব এই দুই ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার তিরস্কার বাক্যেই সূচিত হয়। অপিচ বিশ্বম্ভর এই দ্বিভাবোত্তেজনায় আপনাকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে শিব ভাবিয়া শেষোক্ত কর্ত্তৃক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ ব্যাপার উপলক্ষ করত প্রলয়প্রসঙ্গ মনে আনিয়া তাহাই বিকৃত আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেননা দেখা যায়, তিনি যেন আপনাকে প্রকৃত বিষ্ণু ভাবিয়া প্রলয়ে তাঁহার একাই অবশিষ্ট থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে বিষ্ণু অবিনাশী এবং প্রলয়ে সর্ব্বসংহর্ত্তা, সম্প্রতি কিন্তু সেই বিষ্ণুতে অর্থাৎ আপনাতে প্রলয়োন্মুখ নশ্বর ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় সংহারভয় প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তিনি (বিষ্ণু) পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ মহীয়ান্ হইলেও ইদানীং আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া অদ্বৈত ও ভক্তমণ্ডলীকে জানাইতেছেন। অপরন্তু তাঁহাকে খাইয়া (সংহার করিয়া) অদ্বৈতের সুখ ভোগ করিবার প্রসঙ্গ ও করিয়াছেন, ইত্যাদি। বাস্তবিক গৌরাঙ্গের এই সমস্ত উক্তিপরম্পরা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের মূর্চ্ছোত্তর অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন এই প্রলাপের সহিত স্বীয় ও অদ্বৈতের কাল্পনিক অবতারত্ব ভক্তমণ্ডলীতে প্রচার করার উদ্দেশে যে, চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও তাঁহার রোগ-স্বভাব-সুলভ চাতুরী ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। এস্থানে প্রসঙ্গাধীন বিধায় ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ভাব-প্রবণ সুচতুর অদ্বৈতও এস্থলে বিশ্বম্ভরের ও নিজের কথিত কাল্পনিক অবতারত্ব—এবং বিশ্বম্ভরের কথিত বিসদৃশ আচরণ ও উক্তি সঙ্গত করিবার জন্য পুরাণ-কথিত কৃষ্ণচরিত্রের অনুকূলাংশ বাক্‌পটুতার সহিত এই সময়ে ব্যক্ত করিয়া ভক্তদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ। ভক্তিভাবের উত্তেজনা ও তাহার বাহ্য প্রকাশ।

অদ্বৈতাচার্য্যকে মহেশ্বর রূপে প্রকাশ করিতে করিতে ভাবপ্রবণ-বিশ্বম্ভরের মনে বিষ্ণুভক্তি-ভাবের উত্তেজনা উপস্থিত হওয়া সুসম্ভব হইয়াছিল। সেজন্য দেখা

যায় তাঁহার প্রভু-ভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া দাস্য-ভক্তির ভাব মনে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আবেগে তিনি অদ্বৈতকে শিব ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, —'কৃষ্ণ তোমাকে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভক্তিযোগ উপভোগ করিতে দিয়াছেন, তথাপি ক্ষুদ্রকে (অর্থাৎ ভক্ত আমাকে) সংহার করিতে তোমার দয়া হয় না? তুমিই আমার 'প্রেমসুখচোর', অতএব তুমি মহাচোর—মহা ডাকাইত। বিশ্বম্ভর নিজের পদধূলি লওয়ার সামান্য ব্যাপার লইয়া ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও দৈন্য জানাইয়া কাল্পনিক হাস্যকর যুক্তি অবলম্বনে অদ্বৈতকে মহাচোর সাব্যস্ত করিতে গিয়া সহসা তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, তখন অদ্বৈতের কৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবার, অন্য-কথায় চোরকে যথোচিত শাস্তি দিবার, জন্য তাঁহার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ। প্রাগুক্তরূপে বিশ্বম্ভরের দৈন্য বা দাস্য ভক্তি-ভাব সহসা অপগত হইয়া প্রতিশোধ লইবার অথবা প্রতিহিংসার ভাব মনে স্থান লাভ করায় তিনি উহার উত্তেজনায় সর্ব্বসমক্ষে অদ্বৈতকে ধরিয়া জোর পূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করত মস্তকে ধারণ ও অঙ্গে লেপন করিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ ভাব উপশান্তপ্রায় হইলে অদ্বৈতাচার্য্য যখন বিশ্বম্ভরকে প্রবোধচ্ছলে বলিলেন—তুমি মারিলে কাহার বাপ রক্ষা করিতে পারে, আমার এ দেহ প্রাণ বুদ্ধি মন সকলই তোমার, রাখিতে ইচ্ছা কর রাখ মারিতে ইচ্ছা কর মার', নারদাদি ভক্তবৃন্দ যখন দ্বারকায় তোমার (কৃষ্ণের) চরণ দর্শনার্থ যাইতেন, তখন তুমি তাঁহাদের চরণ ধূলি লইতে। তাই বলি—

"আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও ॥
* * * তবে যে এমত কর'—নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয় তুমি কুতূহলী ॥

অদ্বৈতের এই শরণাগতির সহিত ক্ষোভ-ব্যঞ্জক বাক্যাবলী প্রয়োগের (Hetero-suggestion of Persuasion) ফলে বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বোত্তেজিত ভাবনিবহ উপশমিত হওয়ায় তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, পরন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার ভাব মনে উদ্দীপিত হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ। এই সময়ে সম্ভবতঃ বিশ্বম্ভরের মনে অদ্বৈতই যে তাঁহার অবতারত্বের মূলীভূত কারণ এবং ভক্তিপ্রচারের প্রকৃষ্ট সহায়, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকিবে, সেজন্য তিনি অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন—"তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী, অতএব তোমার চরণ সেবা করি। তোমার পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে লোক কৃষ্ণপ্রেমরসে ভাসমান হয়, তুমি ভক্তি না দিলে উহা কেহ পায় না।" ইহার পরেই বিশ্বম্ভর কৃতজ্ঞতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—

"তোমার সে আমি' হেন জান সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা' যথা বেচ' তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাঙ তোমার সে ঠাঁই॥"

এই যে অদ্বৈতের প্রতি বিশ্বম্ভরের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য তাহার অর্থ কেবল তাঁহার কোন কোন অনুচরই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা অন্য ভক্ত বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের প্রতি ভগবদ্রূপী বিশ্বম্ভরের অসাধরণ কৃপা ও ভক্তাধীনতার পরাকাষ্ঠা ভাবিয়াই লইয়াছিল সেজন্য তাহারা বলিয়াছিল,—

"সত্য সে সেবিলা প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিত এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥"

পাঠক! (বৃন্দাবন দাসের মতে) এই বৈষ্ণবগণ মোক্ষ ও শঙ্কর তত্ত্ব কিরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবেন। হায়! এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা লইয়াই অদ্বৈতের প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অদ্বৈতের সঙ্গ-লাভ করিয়া আপনাদিগকে মহাভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন!

পঞ্চমতঃ। গৌরাঙ্গ যে শুক্লাম্বর ভিক্ষুকের ঝুলি হইতে মুঠা মুঠা চাউল লইয়া চর্ব্বণ ও ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ ধর্ম্মে হঠকারিতায় সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐরূপে তিনি অনুচর সহ শ্রীধরের বাটীতে গিয়া তাঁহার বাহির বাটীর কলসীর অপেয় জলও হঠাৎ পান করিয়াছিলেন। (মধ্য-খণ্ড ২৩ অ. দ্রষ্টব্য) এস্থলে বৃন্দাবনদাস বিশ্বম্ভর কর্তৃক শুক্লাম্বরের তণ্ডুল খাওয়ায় যেরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা অকিঞ্চিৎকর। তিনি বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছেন ভগবান যখন বেদবিধির স্রষ্টা তখন ভক্তের দ্রব্য যথাবিধি নিবেদিত না হইলেও তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ...

কেননা—"সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে।"

"অতএব সকল বিধির 'ভক্তি' প্রাণ।"

"যত বিধি প্রতিষেধ সব ভক্তি-দাস।"

সেজন্য এস্থলে 'ভগবানরূপী বিশ্বম্ভর ভক্তের দ্রব্য নিবেদনের অপেক্ষা না করিয়া যে 'স্বতন্ত্র' ভাবে যত্নপূর্ব্বক শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, উহা তাহারই প্রমাণ'। পাঠক! ইহাই না হয় স্বীকার করিলাম ভক্তিই সকল বিধি নিষেধের প্রাণ, তাই বলিয়া কি ভক্তের দ্বারে (গৃহে) ভক্তকর্ত্তৃক অনর্পিত ও ভক্ষণের অযোগ্য যে কোন দ্রব্য ভগবান স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ভক্ষণ করেন? ইহা আদৌ সঙ্গত নহে। কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ॥

গীতা ৯ অ,

অর্থাৎ 'শুদ্ধবুদ্ধিব্যক্তি পত্র পুষ্প ফল জল যাহা ভক্তি সহকারে আমাকে প্রদান করে তৎসমস্ত আমি গ্রহণ করি'।

ইহা দ্বারা অবশ্য এরূপ বুঝায় না যে, ভক্তের বাটীর অভক্ষ্য ও অপেয় কোন দ্রব্য ভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইলেও ভগবান ভক্ষণ করিয়া থাকেন। (মূলে যে 'অশ্নামি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ—গৃহ্লামি—গ্রহণ,—ভক্ষণ নহে।) এস্থলে দেখা যায় বিশ্বম্ভর শুক্লাম্বরের তণ্ডুল এবং অন্যত্র শ্রীধরের বাহির কলসীর জল স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই সহসা উদরসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বকের কথা দূরে থাকুক, কেহই উহা দেয় নাই, অথচ তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কথা এই, বিশ্বম্ভর স্বীয় বায়ুরোগের খেয়ালে আপনাতে কৃষ্ণাবতারত্ব আরোপ এবং ভক্তের প্রতিকৃষ্ণ-কৃপার অনুকরণ করিতে গিয়া আবেশাবস্থায় শুক্লাম্বরের ভিক্ষালব্ধ চাউল ঝুলি হইতে সহসা লইয়া, (বক্ষ্যমাণ শ্রীধরের বাহির কলসীস্থিত অপেয় জল পানের ন্যায়) ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

এদিকে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের এইরূপ অনিবেদিত তণ্ডুল ভক্ষণ ও তৎসহ

শুক্লাম্বরকে আবার বরদান প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্যরূপ ব্যাপারকে ভাগবতী-লীলা মনে ভাবিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

সুধী পাঠকগণ! বিশ্বম্ভরের উপরি উক্ত বহু মনোভাবের (complexity of ideas) উত্তেজনা এবং পর্য্যায়ক্রমে তৎ তৎ ভাব ব্যঞ্জক বিভিন্ন বাহ্য কার্য্যের প্রকাশ, তৎসহ স্বীয় একাধিক গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির বিশেষ চেষ্টা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগ ধর্ম্মেই ঘটিয়াছিল, তাহা সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। তাহা না করিলে বিশ্বম্ভর-কৃত তাদৃশ ঘটনাবলির অন্য কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভর যে পূর্ব্বাবধি হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত এবং বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ (স্বকীয় ও পরকীয়) ছিলেন, তাহা পাঠকগণের বিদিত বিষয়, তদুপরি বর্ত্তমান পরিচ্ছেদীয় বর্ণনায় জানা যায় ইদানীং তাঁহার বহু ভাবোত্তেজনা প্রযুক্ত বহুবার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণও উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আবার তাঁহার এরূপ বহু লক্ষণ সমন্বিত আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল যে, (যাহা বৃন্দাবন দাসের বিশদ বর্ণনায় সুখবোধ্য হইতেছে), তাহা একাধারে বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা জানিতে পারিলে বর্ত্তমানকালীয় পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তৃগণও চমৎকৃত হইতে পারেন। সে যাহা হউক, বিশ্বম্ভরের বর্ত্তমান চরিত্রে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণরূপে দ্বিব্যক্তিত্ব (Dual personality) প্রভৃতি ভাব সঙ্ঘাতের (complex) উপর্য্যুপরি ক্রমান্বয়ে উদ্দীপনা এবং তাহাদের অনুরূপ পরিণাম যে তাঁহার বাহ্য কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা অতঃপর কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভরের রাত্রিকালে দ্বার বন্ধ করিয়া বাটীর ভিতর কীর্ত্তন, বাহিরে দিবাভাগে নগরে দম্ভের সহিত ভ্রমণ, পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে মিথ্যা করিয়া রাজাজ্ঞার ভয় দেখাইলে বিশ্বম্ভর তাহাতে ভয় প্রকাশ না করিয়া বরং রাজদর্শনে গিয়া তিনি যে বাল্যকালে সর্ব্বশাস্ত্রে (অথচ ব্যাকরণ মাত্র) পারদর্শী হইয়াছেন তাহা পরিচয় দিবেন বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন। কিন্তু বাটীতে গিয়া পাষণ্ডি-সম্ভাষণ জনিত দুঃখ নাশের জন্য সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলেন। ঐ কীর্ত্তনে তিনি স্বয়ং নাচিতে নাচিতে সুখ না পাওয়ার কারণ পাষণ্ডি-সম্ভাষণ অথবা অনুচরগণের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা-প্রদর্শন তাঁহার প্রেমের অভাবের হেতু হইয়াছে, মনে করেন, এবং সেজন্য তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে ভ্রূকুটি সহকারে নৃত্য করিতে দেখিয়া তিনিই তাঁহার সমস্ত প্রেম শোষণ করিয়া লইয়াছেন অতএব প্রেমশূন্য দেহ রক্ষার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মহননের নিমিত্ত দৌড়িয়া গিয়া গঙ্গায় ঝাপ দেন। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া নন্দনের বাটীতে দুদিন লুকাইয়া থাকিয়া পরে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শোকাতুর অদ্বৈতের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং অদ্বৈত মুর্চ্ছাগত হইলে তাঁহার সংজ্ঞালাভ করান]

বিশ্বম্ভর পূর্ব্বোক্তরূপে বদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে গূঢ় ভাবে সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, আর যখন নগরে ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহাকে সকলে সাক্ষাৎ কন্দর্প-সদৃশ এবং তাঁহার ব্যবহারে তাঁহাকে দম্ভময় দেখিত। পাষণ্ডিগণ তাঁহার বিদ্যাবল ভাবিয়া ভয় করিত, পরন্তু তিনি কেবল মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই ভট্টাচার্য্যদিগকে তৃণ-জ্ঞানও করিতেন না।—

"ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥"

একদা পাষণ্ডিগণ বিশ্বম্ভরকে বলিল, 'ওহে নিমাঞি পণ্ডিত! তুমি লুকাইয়া রাত্রে কীর্ত্তন কর, লোকে তাহা দেখিতে না পাইয়া তোমাকে সর্ব্বদা অভিসম্পাত করে। আরও তাহারা বলিল তোমার উপরে শীঘ্র রাজাজ্ঞা আসিবে। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন, "তাহাই হউক, আমি রাজদর্শন করিতে ইচ্ছাও করি। অল্প বয়সে সকল শাস্ত্র পড়িলাম, শিশুজ্ঞানে আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা

করে না, আমাকে খোঁজে এমন লোকও দেখা যায় না, কেহ খোঁজে ইহা আমি ইচ্ছা করি।" ইহাতে পাষণ্ডিগণ বলিল 'রাজা যে যবন, পাণ্ডিত্য চর্চ্চা করিবে না, কীর্ত্তন শুনিতে চাহিবে।' বিশ্বম্ভর পাষণ্ডীদিগের কথা তৃণ জ্ঞান করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, পরন্তু সকলকে এইরূপ বলিলেন।—"হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।" অতএব সকলে কীর্ত্তন কর যে, সকল দুঃখ নাশ হউক'।

ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর নৃত্য করিতে লাগিলেন, অনুচরগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া গাইতে লাগিল। তিনি—

"রহিয়া রহিয়া বোলে" আরে ভাই সব। আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি সম্ভাষ। এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ॥
তোমা' সভা' স্থানে বা হইল অবজান (অবজ্ঞা)। অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥"

এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য 'ভ্রূকুটি' করিয়া নাচিতেছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

"কেমতে হইব প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস।
তেলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি-সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হৈলা ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেহ' গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাঞি॥"

এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—অদ্বৈত গোসাঞি চৈতন্য-প্রেমে মত্ত, কি বলেন, কি করেন তাঁহার কোন স্মরণ থাকে না। তিনি সর্ব্বমতে কৃষ্ণ ভক্তির মহিমা বাড়াইয়া থাকেন, ভক্তজনে তাঁহাকে যথা বেচে তথায় বিক্রীত হন, যে ব্যক্তি ভক্তিপ্রভাবে কৃষ্ণকে বেচিতে পারেন তাহার পক্ষে যাহা কিছু বলা সম্ভব হয়। গৌরচন্দ্র নানা রূপে ভক্তকে বাড়ান, তাঁহার অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কে বুঝিতে পারে? এস্থলে বিশ্বম্ভর প্রেম-সুখ না পাইয়া বিষণ্ণ

হইতেছেন, অন্যদিকে অদ্বৈত আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। এক্ষণে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের কোন কথায় আর প্রত্যুত্তর না দিয়া সহসা দ্বার খুলিয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। বিশ্বম্ভর প্রেমশূন্য দেহ রাখার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া গঙ্গায় গিয়া পতিত হইলেন। ('প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ'। চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥) সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ আস্তে ব্যস্তে বিশ্বম্ভরের মাথার কেশ ধরিলেন, হরিদাস তাঁহার পা চাপিয়া ধরিল এবং দুজনে তাঁহাকে তীরে উঠাইল। তখন বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা কেন আমাকে ধরিলে? প্রেম বিহীন জীবন কি জন্য রাখিব? ইহাতে দুই জনের মহাভয়—আজ বা কি ঘটে। পরে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশ-ভারে?" তখন 'নিত্যানন্দ বোলে' "কেন যাও মরিবারে" ॥ ইহার পরে—

প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম-বিহ্বল। নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু ক্ষমহ সকল॥
যার শাস্তি করিবারে পার' সর্ব্বমতে। তার লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে॥
অভিমানে সেবকে বা বলিল বচন। প্রভু তাহে লয় কিবা ভৃত্যের জীবন?"

ইহা বলিয়া গৌরাঙ্গ-সর্ব্বস্ব 'নিত্যানন্দ' প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন 'শুন তোমরা আমার একথা কাহার স্থানে প্রকাশ করিও না, আমাকে দেখ নাই এই কথা আমার আজ্ঞাতে বলিও। আমি আজ কোথাও সংগোপনে থাকিব। যদি কাহাকে ইহা বল তবে আমার কিছু দোষ নাই'; অভিপ্রায়—আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব। বিশ্বম্ভর এইরূপ বলিয়া তথা হইতে নন্দন আচার্য্যের বাটীতে গেলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস ইহা গোপন করিয়া রাখিলেন। এদিকে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের কোন উদ্দেশ না পাইয়া তাঁহার বিরহে দুঃখিত হইয়া 'কৃষ্ণাবেশে' ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, সকলের উপরে যেন বজ্রাঘাত হইল। অদ্বৈতাচার্য্য আপনাকে 'অপরুদ্ধ' অর্থাৎ 'অপরাধী' মনে করিয়া বিশ্বম্ভরের বিরহে ঘরে গিয়া উপবাসী থাকিলেন। অন্যান্য সকলেও গৌরাঙ্গ চরণ স্মরণ করিয়া শোকাকুল চিত্তে আপন আপন ঘরে গেলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ নন্দনআচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া উহার বিষ্ণুখট্টার উপরে উঠিয়া বসিলেন। নন্দন ইহা পরম মঙ্গল

মনে ভাবিয়া দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তৎপরে সত্বর নূতন বস্ত্র আনিয়া বিশ্বম্ভরকে দিলেন, তখন তিনি স্বীয় আর্দ্রবস্ত্র ছাড়িলেন। ইহার পরে নন্দন—

"প্রসাদ, চন্দন, মালা, দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ। চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ॥
কর্পূর, তাম্বূল আনি দিলেন সম্মুখে। ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে॥

এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, বিশ্বম্ভর নন্দনের সেবায় দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, সুকৃতি নন্দন তাঁহাকে পান যোগাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বলিলেন,—'শুন নন্দন! আজ তুমি আমাকে সংগোপন করিবা।' ইহাতে নন্দন বলিলেন 'প্রভু! এ বড় দুষ্কর কার্য্য, তুমি মনুষ্যের হৃদয়ে থাকিয়া লুকাইতে পার নাই, ভক্তগণ তথা হইতে তোমাকে প্রকাশ করিয়াছে, ক্ষীরসিন্ধু মাঝেও লুকাইয়া থাকিতে পার নাই, তখন তুমি জনসমাজে কিরূপে লুকাইবে?' বিশ্বম্ভর নন্দনের কথায় হাসিলেন এবং তাহার সহিত 'সম্ভাষণে' (কথোপকথনে) রাত্রি যাপন করিলেন। দিবা প্রকাশ দেখিয়া তিনি অদ্বৈতের দুঃখের কথা ভাবিয়া শেষে তৎপ্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছা করিলেন, তখন নন্দনের দিকে চাহিয়া আজ্ঞা করিলেন,—"শ্রীবাস পণ্ডিতকে আন গিয়া।" নন্দন সত্বর গিয়া শ্রীবাসকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি প্রভুকে দেখিয়া প্রেমে কান্দিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিলেন "মনে কোন চিন্তা করিও না, আচার্য্য অদ্বৈত কেমন আছেন?" তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন—"তাঁহার কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর? তিনি কল্য উপবাসে কাটাইয়াছেন, তাঁহার দেহে জীবন মাত্র আছে।" শ্রীবাস আরও বলিলেন—'কাল প্রভু! তোমার অভাবে আমাদের জীবন বৃথা বলিয়া ভাবিয়াছিলাম।' বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের বাক্য শুনিয়া আচার্য্যের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখেন তিনি তখন মূর্চ্ছাগত আছেন। তখন বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিলেন,—"উঠ আচার্য্য, হের আমি বিশ্বম্ভর।" অদ্বৈত তখন সংজ্ঞালাভ করিয়া লজ্জায় মৌন হইয়া রহিলেন। বিশ্বম্ভর পুনরায় বলিলেন,—"উঠ আচার্য্য, চিন্তা নাই, উঠিয়া আপনার কার্য্য কর"। (চিন্তা নাহি উঠি কর আপনার কার্য্য।) তখন অদ্বৈত বলিতে লাগিলেন,—প্রভু! যত কিছু আমাকে বল সে সমস্ত বাহ্যিক, আমাকে নিরন্তর কুমতিতে লওয়াও, অহঙ্কার দিয়া আমার দুর্গতি করাও, সকলকে উত্তম দাস্য-ভাব

দিয়া আমাকে যত কিছু রাগ দিয়াছ। তুমি আপনি লওয়াও ও আপনি দণ্ড দাও, "মুখে এক বোলো তুমি, কর আর মনে।" তুমি আমার প্রাণ, দেহ, ধন, মন সবই, তখন যে আমাকে দুঃখ দাও সে তোমার ঠাকুরালি। অতএব আমাকে দাস্যভাব দিয়া 'দাসী নন্দন' করিয়া চরণে রাখ।" বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের বাক্য শুনিয়া বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তাঁহাকে অকপটে বলিলেন,—'আচার্য্য একটী ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত শুন—'যেমন রাজা মহাপাত্রকে রাজ্য ভার দিয়াও তাহার অপরাধ পাইলে দণ্ড করেন, সেইরূপ মহারাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় কিঙ্কর ব্রহ্মা শিবকে সৃষ্টি আদি করিতে শক্তি দিয়াছেন অথচ তাঁহাদের অপরাধের শাস্তি দিলে কেহ দ্বিরুক্তি করেনা।' ইত্যাদি

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে এইরূপ উদাহরণ দিয়া বলিলেন,—"এখন উঠ, আরাধনা কর, কোন চিন্তা নাই, ভোজন কর।" অদ্বৈত তাঁহার কথা শুনিয়া উল্লসিত হইলেন। দাসের দণ্ডের কথা শুনিয়া সকলে মহাহাস্য করিল, অদ্বৈত তখন প্রভুর আশ্বাস বাক্যে করতালি দিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন এবং গৌরাঙ্গবিরহ-জনিত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। বৈষ্ণবগণও পরম আনন্দিত হইলেন, হরিদাস ও নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন।

এ স্থলে বৃন্দাবন দাস 'দাস' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের স্থানে কৃষ্ণের দাস বুঝিতে বলিয়া কৃষ্ণ-দাস্যের বহু প্রশংসা করিয়া * উহা হইতে 'চৈতন্য দাসত্ব' অভিন্ন ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন। †

* অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম। অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্॥
আগে হয় মুক্ত তবে সর্ব্ববন্ধ-নাশ। তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস॥'

† সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার। চৈতন্য-দাসত্ব বই বল নাহি আর॥
(চৈ, ভা, ম, খ, ১৭ অ)

মন্তব্য—

গৌরাঙ্গের জীবনী লেখক এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন গৌরাঙ্গ দ্বারবদ্ধ বাটীর ভিতর গূঢ় ভাবে ভক্ত অনুচর সহ কীর্ত্তন করিতেন, কিন্তু বাহিরে 'দম্ভময়' অর্থাৎ প্রচুর দম্ভের ভাবে ব্যবহার করিতেন। কেবল মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই পণ্ডিতদিগকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না।

এদিকে পাষণ্ডিগণ তাঁহার দ্বাররুদ্ধ নৈশকীর্ত্তন দেখিতে না পাইয়া যখন তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া মিথ্যা করিয়া বলিল 'নিমাঞি পণ্ডিত! তোমার প্রতি ত্বরিত রাজাজ্ঞা আসিবে। ইহা সুহৃদ্‌ভাবে তোমাকে জানাইলাম'। ইহাতে তিনি বলিলেন হউক, হউক, আমারও রাজ-দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে। তৎপরেই বলিলেন,—

"পড়িলুঁ সকল শাস্ত্র অলপ বয়সে।
শিশুজ্ঞান করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥

পাঠক! বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের কেবল মাত্র ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়নের কথা নিজে বলিয়া পরক্ষণে তাঁহার মুখে সর্ব্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর শৈশবে ব্যাকরণ ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তিনি দম্ভ করিয়া অজ্ঞ পাষণ্ডীদিগের নিকট ঐরূপ সর্ব্বশাস্ত্র পড়ার উল্লেখ করিয়াছিলেন মাত্র, বস্তুতঃ উহা তাঁহার আত্ম-শ্লাঘা সূচক প্রলাপোক্তি বুঝিতে হইবে। তিনি ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াই পণ্ডিতগণকে যে তৃণ জ্ঞানও করিতেন না, ইহাই ঠিক কথা। তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন, যাহাদের সন্ধিজ্ঞান নাই তাহারাই আবার নদীয়ার পণ্ডিত অধ্যাপক! বাস্তবিক বিশ্বম্ভর উচ্চ অঙ্গের কোন শাস্ত্র না পড়িয়া কেবল ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিয়াই বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পাষণ্ডীদিগের নিকট তাঁহার কাল্পনিক বিদ্যাভিমান (বিদ্যার বড়াই) প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

বাস্তবিক ইহা তাঁহার বিকৃত মনের ভাবোচ্ছ্বাসের ফল বিশেষ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পাঠকগণ অবগত আছেন বিশ্বম্ভর জন্মাবধি স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য (Neurasthenia) এবং বাল্যাবধি হিষ্টিরিয়া রোগের বিষয়ীভূত ছিলেন। সেজন্য তিনি স্বীয় রোগধর্ম্মে অনেক অসম্ভব বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে সম্ভাব্য অসাম্ভব্যের বোধ থাকিত না। এস্থলে শৈশবে তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যায়ন শেষ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহার অন্যতম। বস্তুতঃ বিশ্বম্ভরের বিদ্যাভিমান কাল্পনিক না হইলে তিনি অবশ্যই বিনয়ী হইতেন, কদাচ তাঁহার এতদূর বিদ্যাগর্ব্ব হইত না (কেননা, বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্), অপিচ যবন-রাজ-সকাশে তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাতেই অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বম্ভরের উপরিউক্ত অস্বাভাবিক বিদ্যাগর্ব্ব এবং তন্নিবন্ধন নদীয়ার পণ্ডিতগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক অভিমত প্রকাশ তাঁহার উৎকট বায়ু রোগ স্বভাবেই ঘটিয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এই এক স্বভাব দোষে তিনি নদীয়ার পণ্ডিত ও বিশিষ্ট জন সমাজের প্রিয়পাত্র হইতে না পারিয়াই তাঁহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারেন নাই। *

ইহার পরে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর বাটীতে গিয়া পাষণ্ডীদিগের সহিত পথে 'সম্ভাষণ' ঘটায় যে দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন তৎপ্রশমনকল্পে ভক্তদিগকে বাহুল্য-ভাবে কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এই সংকীর্ত্তনে তিনি নৃত্য করিতে করিতে সুখ না পাইয়া মনে করিয়াছিলেন হয়ত পাষণ্ডীদিগের সহিত সম্ভাষণ

* পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ ডাঃ ক্লার্ক বহু অপস্মার (তীব্র হিষ্টিরিয়াই অপস্মার-মিশ্র) রোগীদের গঠিত-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উহাদিগের চরিত্রে আত্মগরিমা, সঙ্কল্পের বিরলতা এবং সামাজিক ব্যবহারে সাধারণ ভাবে আপনাদিগকে অতিকষ্টে নিয়োগ করিবার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে। মূল—

Pearce Clerk has carefully studied what he terms the "Character make up" in a series of epileptic patients and considers that their temperament is characterized by egotism, poverty of ideas and a general difficulty in adapting themselves to their social environments.

See—On fits Epileptic and others, by Anthony Filtering. M.D.F.R.C.P. The Practitioner, July number, p32 1921.

কিংবা ভক্তদিগের নিকট তাঁহার কোন অপরাধ উহার কারণ হইবে। পরন্তু বাস্তব-পক্ষে পাষণ্ডীদিগের সম্ভাষণ অর্থাৎ রাজ-সরকার হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার কথা তাঁহার আন্তরিক ভীতিসঞ্চার করিয়াছিল এবং সেই হেতু তিনি ইতিপূর্ব্বে বাহুল্যভাবে কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছিলেন এবং ইদানীং নাচিতে নাচিতে সুখ অনুভব করিতে পারেন নাই। আর ভক্তদিগের নিকট তাঁহার কোন প্রকার অপরাধে অনুমান করা আর কিছু নহে মনের প্রকৃত কথা ভক্তদিগের নিকট গোপন করার একটা ছল মাত্র।

এই সময়ে বিশ্বম্ভরের কথিত পাষণ্ডি-সম্ভাষণ জনিত রাজাজ্ঞাভীতি হইতে যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা এই—পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তনে অদ্বৈতাচার্য্য প্রেমে বিহ্বল হইয়া ভ্রূকুটি করত একাগ্রমনে নৃত্য করিতেছিলেন। তখন তিনি বিশ্বম্ভরের কথিত বিষাদ ও তৎকারণের প্রতি মনোযোগ দিতে বা কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ করিয়াছিলেন তাহা নহে, প্রত্যুত তৎকালে তিনি প্রেমভাবের উত্তেজনায় হিষ্টিরিয়ার আবেগে একান্তমনে (Dissociation of idea) নৃত্য করিতেছিলেন। (ভ্রূকুটি —অর্থাৎ ভ্রূর মাংসপেশী সংকুঞ্চন কোন বিষয়ে একাগ্র মনোনিবেশের বাহ্য-লক্ষণ)। এই ভ্রূকুটির সহিত "বিমার্গ" অর্থাৎ টেরা-দৃষ্টি হিষ্টিরিয়া বিশেষে প্রায়ই বিদ্যমান থাকে। এই বিমার্গ দৃষ্টি দেবজুষ্ট ভূতোন্মাদের অন্যতম লক্ষণ। * অদ্বৈতের এই ভ্রূকুটি করত নৃত্য পরে আরও দেখা যাইবে। সম্ভবতঃ অদ্বৈতের এই আক্রমণে ভ্রূকুটির সহিত বক্রদৃষ্টিও বর্ত্তমান ছিল, সেজন্য তিনি গৌরাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও পারেন নাই। সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার গুহ্য-বিষাদ-ভাব বুঝিবেন কিরূপে? অধিকন্তু তাহার মন ত তখন অন্যত্র বিচরণ-যোগ্যই ছিল না যে, তিনি সে ভাব গ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

এদিকে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের তাদৃশ আচরণ দেখিয়া মনে করিলেন অদ্বৈত স্বকীয় কৃষ্ণপ্রেমের গর্ব্বে পরিপূর্ণ হেতু তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। সেজন্য তিনি ঈর্ষা ও অভিমানে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়া তৎপ্রতীকারার্থ স্বকীয় দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া,

* উদ্বোধন ।• পৃষ্ঠা দেখুন।

ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে সহসা তথা হইতে দ্রুতবেগে বহির্গত হইয়া গঙ্গায় গিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন। এই সঙ্কল্প প্রকৃত কিনা তাহা বুঝা দুরূহ। এস্থলে বিশ্বম্ভর হয়ত ইহাও মনে করিয়া থাকিবেন যে, তিনি যখন দৌড়িয়া গঙ্গার দিকে চলিতেছেন তখন ভক্তগণের মধ্য হইতে কেহ না কেহ হয়ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আসিবে এবং জলে ঝাঁপ দিলেও তাহারা তাঁহাকে ডুবিয়া মরিতে দিবে না। বস্তুতঃ ঘটনা শেষে তাহাই ঘটিয়াছিল। (পাঠক মূল দেখুন) যখন ইহাও অসম্ভব নহে যে, হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত ব্যক্তি স্বীয় রোগের যে কোন অবস্থায় আত্মহননে প্রবৃত্ত হইতে পারে * তখন বিশ্বম্ভর যে এস্থলে ঈর্ষা ও অভিমানের আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যসত্যই আত্মহননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক দেখা যাইবে বিশ্বম্ভরের জীবন চরিতে একাধিকবার তাঁহার আত্মহননের চেষ্টা হইয়াছিল। এস্থলে নিত্যানন্দ ও হরিদাস সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া গিয়া জলমগ্ন অবস্থা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার অপমৃত্যু অবধারিত ছিল। যাহা হউক বিশ্বম্ভরকে গঙ্গার কূলে উঠাইবার পরে তিনি নিত্যানন্দকে 'কেন আমাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে?' বলিয়া অনুযোগ (সত্য হউক বা কাল্পনিক হউক) করিয়াছিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার পূর্ব্ব ভাব (আত্মহননের সত্য বা কাল্পনিক চেষ্টা) মন হইতে তিরোহিত হইল বটে কিন্তু অদ্বৈতকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বের যে ইচ্ছা তাহা এক্ষণে পুনরুদ্দীপিত হইল এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বালকের ন্যায় কৌতুকজনক একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেটা লুকোচুরির ব্যাপার। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দও হরিদাসকে বলিলেন, শুন, তোমরা আমার বাচিয়া থাকিবার কথা কাহাকে বলিবা না, আমি আজ সংগোপনে

* উদ্বোধন ১৸৹ পৃষ্ঠা দেখুন। অপিচ,—

সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ অস্‌লার স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

At the onset of these attacks and during convalescence the patient must be incessantly watched, as a suicidal tendency is by no means uncommon.

The Principle and Practice of Medicine,—Hysteria, 8th edition p 1105.

এক স্থানে থাকিব। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমার আজ্ঞায় বলিও "আমরা তাঁহাকে দেখি নাই। যদি কাহাকে বলিয়া দাও তবে আমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিব।" পাঠক! সত্যগোপন ও মিথ্যাকথন সমান কথা এবং নিজে মিথ্যা বলা ও অন্য দ্বারা মিথ্যা বলানও তুল্য কথা। হিষ্টিরিয়া স্বভাবে এরূপ মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা নিয়ত বর্ত্তমান থাকে। সেজন্য বিশ্বম্ভরচরিত্রে ইহা আবাল্য পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি কেবল নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আত্ম-গোপন সম্বন্ধে সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন তাহা নহে, নন্দন-আলয়ে গিয়াও তাঁহার তথায় অবস্থানের কথা গোপন করিতে বলিয়াছিলেন। ইহার পরে নন্দনের চিত্তবিনোদক প্রবোধ বাক্য শুনিয়া ইহা প্রতীতি হইল যে, তাঁহার গোপন থাকা অসম্ভব, তখন তিনি কোনরূপে তাঁহার গৃহে এক রাত্রি গোপনে বাস করিয়া পর দিন প্রাতে স্বয়ংই আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ঐ সঙ্গে অদ্বৈতের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব ভাবও একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীবাসকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বিরহে অদ্বৈতের শোক ও উপবাসের সংবাদ লইয়া স্বয়ংই তাঁহার বাটীতে গিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অদ্বৈতের প্রতি শাস্তিব্যপদেশে নিজের পূর্ব্ব আচরণ—আত্ম-হনন চেষ্টা—যে সঙ্গত হইয়াছিল তাহা সমর্থনার্থ একটা কাল্পনিক উপন্যাস উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। মূল দেখুন। সুধী পাঠক! এক্ষণে প্রণিধান করিয়া দেখুন এই পরিচ্ছেদোক্ত গৌরাঙ্গ চরিতে কাল্পনিক অযথা বিদ্যার গর্ব্ব প্রকাশ, নিরপরাধ অদ্বৈতের প্রতি নিষ্কারণে গুরুতর দোষ-দর্শন-জনিত ঈর্ষা ও অভিমানে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহননে প্রবৃত্ত হওয়া,—তাহাতে ব্যর্থচেষ্ট হইয়া অদ্বৈতকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্পে বালকের ন্যায় আত্মগোপনের চেষ্টা এবং তজ্জন্য মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা অবলম্বন, শেষে সহসা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের প্রতি সদয় হইয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ ও প্রবোধ দান এবং তৎপ্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দিবার ছলে প্রকারান্তরে আপনার কাল্পনিক ভগবদ্‌ভাব নির্দ্দেশের অভিনয়, ইত্যাদি ব্যাপার বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া জানা যায়। এতৎসমস্ত তাঁহার মানসিক দৌর্ব্বল্য (হিষ্টিরিয়া) রোগধর্ম্মে অসংযত বিভিন্ন মনোভাবের উদ্দীপনা জনিত নানা প্রকার বিকৃত মানসিক ও বাহ্য কার্য্যের সাক্ষাৎ পরিচয় ভিন্ন

আর কিছু হইতেই পারে না। * পরন্তু ক্ষোভের বিষয়, গৌরাঙ্গের অনুচরবর্গ তৎকালে এই সকলকে তাঁহার অবতার-লীলা রূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। এখনও কি বঙ্গীয় গৌরাঙ্গসম্প্রদায়ে গৌরাঙ্গসম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে না?

ডাক্তার অস্‌লার বলিয়াছেন,—

* Romantic accusations, sensational confabulations, self mutilations and refined theatrical attempts at Suicide——hysterical dream state, suicidal accidents are not meant here———these have their motive power in this disease to be observed of all observations.

See article——Hysteria in—A system of Medicine. Edited by Sir Willam Oslar, Baronet. M.D., F.R.S. Vol v, Chap. XVII. page 670.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

[বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন এই সংকল্পে এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান। অভিনেতৃগণের মধ্যে কে কি কাচ করিবে বিশ্বম্ভর কর্তৃক তাহার ব্যবস্থা। এ সময়ে তিনি প্রকৃতির কাচে নৃত্য করিবেন প্রকাশ করিয়া কাচগৃহে গিয়া রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া গদাধরের প্রতি রুক্মিণীর কাচ পূর্ব্বব্যবস্থিত সত্বেও রুক্মিণীর অংশ সেই স্থানেই তিনি অভিনয় করেন। আবার সভায় প্রবেশ কালে তিনি মহা-প্রকৃতির বেশে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বহুতর প্রকৃতির ভাবে নৃত্য এবং মধ্যে মধ্যে আবার রুক্মিণীর উৎকণ্ঠার অনুকরণে প্রলাপোক্তিও করেন। পরিশেষে জগজ্জননীর বেশে গোপীনাথ ক্রোড়ে খট্টায় উপবিষ্ট হইয়া অনুচর বৈষ্ণবগণকে স্তব পাঠ করিতে আদেশ করেন, শেষে তাঁহাদিগকে স্বীয় স্তন্য পান করান। অভিনয় সভায় হরিদাস, অদ্বৈত, গদাধর ও নিত্যানন্দের এবং গৃহমধ্যে শচীদেবীর হিষ্টিরিয়ার মৃদু ও তীব্র আক্রমণ ও দর্শক বৈষ্ণবদিগের সংক্রামক রোদন।]

একদিন বিশ্বম্ভর ভক্তবর্গকে বলিলেন "আজ অঙ্কের বিধানে নৃত্য করিতে হইবে। তোমরা গিয়া কাচ সজ্জ কর।"

'শঙ্খ কাঁচুলী পাট সাটী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সভাকার ॥

দেখ, রুক্মিণীর কাচ গদাধর সাজিবেন, ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বুড়ী ও সুপ্রভাত সখী সাজিবেন, নিত্যানন্দ আমার বড়াইর, হরিদাস কোতোয়ালের, শ্রীবাস নারদের, আর শ্রীরাম স্নাতকের সাজ সাজিবেন।' শ্রীমান্ বলিল—

আমি দিয়ড়িয়া (মসালজী) সাজিব।

অদ্বৈত বলিলেন "পাত্রের কাচ কে করিবে?' তদুত্তরে বিশ্বম্ভর বলিলেন "সিংহাসনে বিগ্রহ গোপীনাথ পাত্র হইবেন।" তদনন্তর বুদ্ধিমন্তকে বলিলেন "শীঘ্র গিয়া সজ্জ কর, আমি নাচিব।" বুদ্ধিমন্ত খান তখন সদাশিব সহ আনন্দে গৃহে সজ্জা করিতে গেলেন। তাঁহারা অবিলম্বে কথিরায় (উঠানে?) চাঁদোয়া খাটাইয়া সুন্দররূপে কাচ সজ্জার আয়োজন করিলেন। ইহার পরে বিশ্বম্ভর আয়োজন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সব বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন, "আজ প্রকৃতিস্বরূপে আমার নৃত্য হইবে, যে জিতেন্দ্রিয় সেই বাটীর ভিতর নৃত্য

দেখিতে পাইবে।" বৈষ্ণব সকল প্রভু লক্ষ্মীরূপে নাচিবেন শুনিয়া প্রথমে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে যখন দর্শকদিগের জিতেন্দ্রিয় থাকার আবশ্যকতা শুনিল তখন তাহারা বড়ই বিষণ্ণ হইয়াছিল। এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

'সর্ব্বাদ্য-ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
আমি যে অজিতেন্দ্রিয়, না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে "মোর ওই কথা॥"'

তখন 'সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি' বিশ্বম্ভর উহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া?" পরক্ষণে পুনরায় বলিলেন—"কারো চিন্তা নাঞি, তোমরা আজ মহা-যোগেশ্বর হইবা আমাকে দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে না।" তখন অদ্বৈত ও শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের আজ্ঞা শুনিয়া অন্যান্য সকলের সহিত আনন্দিত হইলেন। ইহার পরে বিশ্বম্ভর সকল-গণের সহিত চন্দ্রশেখর আচার্যের ঘরে চলিলেন। শচীদেবী বধূর সহিত পুত্রের লক্ষ্মীরূপে অপূর্ব্ব নৃত্য দেখিতে তথায় গেলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর ঐস্থানে গেলেন। তিনি তথায় পৌছিয়া সকলকে স্ব স্ব কাচ করিতে বলিলেন। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য করজোড় পূর্ব্বক বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মোরে আজ্ঞা প্রভু! কোন্ কাচ করিবার?" তখন
প্রভু বোলে "যত কাচ—সকল তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার॥"

এদিকে অদ্বৈতের বাহ্য ছিল না, তিনি কাচ কি করিবেন? তিনি এখন ভ্রূকুটি—করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি অভিনয়ের "মহা বিদূষক" হইলেন, বৈষ্ণব সকল আনন্দে মহা কৃষ্ণ-কোলাহল করিয়া উঠিল। তখন মুকুন্দ, "রামকৃষ্ণ নরহরি গোবিন্দ" এই ধুয়া ধরিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে হরিদাস প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার মুখে একজোড়া গোঁপ, পরিধানে ধটী, মাথায় বড় পাকড়ী, হাতে লাঠি—তিনি, 'লক্ষ্মী বেশে জগতের প্রাণ নাচিবেন, অতএব ভাই সকল! তোমরা সাবধান হও,' এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক। তিনি

"কৃষ্ণভজ, কৃষ্ণসেব, বোল কৃষ্ণনাম।"—ইহা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। হরিদাসকে ভাবস্থ দেখিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কোথা হতে এখানে আসিয়াছ? তদুত্তরে হরিদাস বলিলেন, 'আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল, কৃষ্ণ নাম স্মরণ করাইয়া আমি সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকি। প্রভু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হেথায় তোমাদিগকে ভক্তি বিলাইবার জন্ম আসিয়াছেন, অদ্য লক্ষ্মীরূপে তিনি নৃত্য করিবেন। অতএব তোমরা প্রেমভক্তি লুণ্ঠন কর।' হরিদাস এই বলিয়া দুই হাত দিয়া গোঁপ মুচড়াইয়া মুরারির আগে আগে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পণ্ডিত শ্রীবাস নারদের বেশে উল্লসিত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইঁহার "মহাদীর্ঘ পাকাদাড়ী, ফোঁটা সর্ব্বগায়। বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারিদিকে ধায়॥" এদিকে রামাই পণ্ডিত হাতে কমণ্ডলু ও কক্ষে আসন লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। তিনি যেন সাক্ষাৎ নারদ। শ্রীবাসের বেশ দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। তখন অদ্বৈত গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কে "তুমি আইলা হেথা কোন্ বা কারণে?" তাহার উত্তরে শ্রীবাস বলিলেন—

'নারদ আমার নাম' কৃষ্ণের গায়ন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাও—কৃষ্ণ দেখিবার তরে। শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে॥
শূন্য দেখিলাও বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার। গৃহিণী গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥
না পারি রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া। আইলাম আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া॥
প্রভু আজ নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী বেশ। অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥'

সভাস্থ সকলে শ্রীবাসের রূপ, ও চরিত্র 'অভিন্ন' নারদের মত দেখিয়া হাসিয়া জয় ধ্বনি করিল। সে দিকে আই গৃহ মধ্য হইতে অন্য পতিব্রতাদিগকে লইয়া কৃষ্ণ-সুধারসে মগ্ন অবস্থায় অভিনয় দেখিতেছিলেন। শ্রীবাস-পত্নী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এই নাকি শ্রীবাস পণ্ডিত?' তিনি বলিলেন,—'হাঁ উনিই পণ্ডিত বটেন'। শচী শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার— 'কোথাও নাহিক ধাতু সভে চমকিত॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করান স্মরণ॥'

পরক্ষণে শচী সংজ্ঞালাভ করিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিলেন, পতিব্রতাগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। এইরূপে ঘরে ও বাহিরে সকলে বাহ্-লোপ অবস্থায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর অন্য গৃহমধ্যে সহসা রুক্মিণী-ভাবে মগ্ন ও আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বীয় বেশ করিতেছিলেন, এবং সহসা আপনাকে বিদর্ভ-রাজতনয়া বলিয়া মনে ভাবিলেন। তিনি ঐ ভাবে মগ্ন হইয়া ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের প্রতি রুক্মিণী যেরূপ অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার দৃঢ় আকিঞ্চন এবং করুণ-প্রার্থনা জানাইয়া চক্ষুর জল দিয়া যে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, বিশ্বম্ভরও স্বীয় চক্ষের জলে ভূমিতে সেইরূপ লিখিয়া সপ্ত-শ্লোকে বিবৃত সেই পত্রীয় বিষয় সক্রন্দন পাঠ করিতেছিলেন। স্থূল কথা বিশ্বম্ভর এক্ষণে রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ প্রেম ও পত্নীত্ব লাভের আগ্রহ হইয়াছিল তাহাই প্রকাশ করিতেছিলেন। ভক্তবৈষ্ণবগণ ইহাতে প্রেমে কান্দিতে ও হাসিতে লাগিলেন। এদিকে রঙ্গমঞ্চে উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইলে হরিদাস 'জাগ জাগ জাগ' বলিয়া হাঁক্ দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম প্রহরে শ্রীবাস অভিনয় করিলে দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর সুপ্রভাতকে তাঁহার সখী করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ হাতে নড়ি, কাঁন্ধে ডালী লইয়া ও নেতা পরিয়া তাঁহার বড়াই বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন হরিদাস ডাকিয়া বলি-লেন,—'কে সব তোমরা? ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—'যাই মথুরা আমরা'। শ্রীবাস বলিলেন,—'তুই কাহার বনিতা'? ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,—'কেন জিজ্ঞাস বড়াই'? শ্রীবাস বলিলেন,—'জানিতে কি উচিত নহে'? (জানিবারে না জুয়ায়);

গঙ্গাদাস জিজ্ঞাসিলেন,—'আজ কোথায় রহিবা?'
'ব্রহ্মানন্দ বোলে' স্থান খানি তুমি দিবা।'
গঙ্গাধর বলিলেন,—'তুমি জিজ্ঞাসিলে ধর'।
জিজ্ঞাসায় কাজ নাই তুমি শীঘ্র রড় (চলিয়া যাও)॥'
অদ্বৈত বলিলেন,—'এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃসম পরনারী কেন দেহ লাজ॥

তিনি আরও বলিলেন আমার ঠাকুর বড় নৃত্য গীত প্রিয়, এখানে নাচ প্রচুর ধন পাইবে।' অদ্বৈতের বাক্য শুনিয়া গদাধর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত-গীত গায় অনুচর॥"

গদাধরের নৃত্য দেখিয়া সকলেই কাঁদিয়াছিল। তাঁহারো চক্ষে জল ধারা বহিতেছিল, যেন গদাধর মূর্ত্তিমতী গঙ্গা। জীবনী লেখক এই স্থানে বলিয়াছেন— গদাধর 'কৃষ্ণের প্রকৃতি'—'সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥ আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার। "গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥" অর্থাৎ বিশ্বম্ভর অনেকবার বলিয়াছিলেন—গদাধর তাঁহার বৈকুণ্ঠের পরিবার। যাহা হউক এইরূপে চারিদিকে নৃত্য গীত হরিধ্বনি এবং বৈষ্ণবদিগের আনন্দ-ক্রন্দন হইতে লাগিল, কাহারো বাহ্য রহিল না। পরে গদাধর (মাধবনন্দন) গোপিকার বেশে নাচিতেছিলেন, এমন সময়ে বিশ্বম্ভর আদ্যাশক্তির বেশ ধরিয়া সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।—

'আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
হঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে॥'

বৈষ্ণবগণ মণ্ডলী পাকাইয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভরকে কেহ চিনিতে পারে নাই, তবে তিনি বড়াই বুড়ী-নিত্যানন্দের পিছনে আছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রভু বলিয়া চেনা গিয়াছিল, নতুবা বেশে কিছুই বুঝিতে পারা যায় নাই। কেহ তাঁহাকে সিন্ধু হইতে উত্থিত সাক্ষাৎ কমলা, কেহ জানকী অথবা মহালক্ষ্মী বা পার্ব্বতী অথবা বৃন্দাবনের মূর্ত্তিমতী "সম্পত্তি," (রুক্মিণী ?) আবার কেহ কেহ ভাগিরথী, রূপবতী দয়া, অথবা যোগেশ্বরী মহামায়া মনে করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভরকে আজন্ম যাহারা দেখিয়াছিল তাহারাও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। এমন কি, শচী মাতাই বিশ্বম্ভরকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন 'মূর্ত্তিভেদে লক্ষ্মীই বা নাচিতে আসিয়াছেন। ইত্যাদি। এদিকে বিশ্বম্ভর জগজ্জননী ভাবেই নাচিতে লাগিলেন। অনুচরবর্গ সময়োচিত গীত গাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই নিশ্চয় করিতে পারিল না যে, প্রভু কোন্ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিতেছেন। এস্থলে বৃন্দাবন দাস তাহা এইরূপে বুঝিতে বলিয়াছেন,—

"কখনো বোলয়ে বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা। তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥'
(আবার) নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন। মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥

ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।' মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝেন প্রকাশে ॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে। সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে ॥
ক্ষণে বোলে "চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।" গোকুল সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি! সভে দেখে যেন মহাকোটিযোগেশ্বরী ॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে। সকল প্রকাশে' প্রভু রুক্মিণীর কাচে।
ব্যাপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সভারে। পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে ॥
লৌকিক বৈদিক যতকিছু বিষ্ণু-শক্তি। সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥"

ইত্যাদি—

অনন্তর চৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন—'গৌরসিংহ আদ্যাশক্তির বেশে নাচিতেছেন আর তাঁহার চরণভৃঙ্গ সকল সুখে দেখিতেছে। এই সময়ে—

'কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য গোসাঞি ॥'

তখন তিনি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নাচিতে ছিলেন, তাঁহার সে কটাক্ষের কে বর্ণনা করিতে পারে? শ্রীমান্ পণ্ডিত সম্মুখে আলো ধরিয়াছেন, হরিদাস চারিদিকে সাবধান করিতেছেন। এমন সময়ে নিত্যানন্দ সহসা ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার বড়াই বুড়ীর সাজ কোথায় গেল? যেই নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন, অমনি বৈষ্ণবগণ চারিদিকে কান্দিতে আরম্ভ করিল,—কান্নার হুড়াহুড়ী পড়িয়া গেল, কেহ কাহার গলা ধরিয়া উচ্চরবে (ফুকুরে) কান্দিতে লাগিল। আবার কেহ কাহার পা ধরিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তখন বিশ্বম্ভর গোপীনাথকে, অর্থাৎ গোপীনাথ নামের শীলামূর্ত্তিকে, কোলে করিয়া 'মহালক্ষ্মী-ভাবে' খট্টার উপরে উঠিলেন, সম্মুখে সকলে যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে স্বীয় স্তব পড়িতে বলিলেন। সেমতে সকলে তাঁহার জগজ্জননী আবেশ বুঝিয়া সেই ভাবেই স্তব করিতে লাগিল,—কেহ পড়ে লক্ষ্মীর স্তব, কেহ চণ্ডীর, যখন যাহার যেরূপ বুদ্ধিতে আসিল তখন সে সেইরূপ স্তব পড়িল। স্থূলকথা, তাঁহাকে শ্রদ্ধা, লজ্জা, দয়া, ভক্তি প্রভৃতির মূর্ত্তিমতী—জগজ্জননী রূপে সকলে পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব, মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং দণ্ডপাত করতঃ তাঁহার নিকটে কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিল। "বিশ্বম্ভর" 'বরমুখ' হইয়া তৎসমস্ত শুনিয়াছিলেন, সকলে তখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ক্রন্দন

করিয়াছিল, গৃহমধ্যে পতিব্রতাগণ ক্রন্দন করিতেছিলেন, কাহারও বাহ্য ছিল না। এই সময়ে রাত্রি অবসান হইলে নৃত্য বন্ধ হইল। তাহাতে সকলে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া মহাশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া শচী-নন্দন তাঁহাদিগের প্রতি 'অনুগ্রহ' করিলেন, অর্থাৎ মাতা যেমন পুত্রের প্রতি স্নেহ অনুরাগ করেন, এ সেইরূপ।

'মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সভারে দিলেন পুত্রভাব ॥'

তখন বিশ্বম্ভর সকল বৈষ্ণবকে ধরিয়া মাতৃভাবে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন।

'মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া। স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥
কমলা, পার্ব্বতী, দয়া, মহানারায়ণী। আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা। আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা ॥

জীবনী-লেখক এইস্থানে বলিয়াছেন,—'যে সকল বৈষ্ণব কোটী কোটী জন্মের মহাভাগ্যবান্ তাঁহারা আনন্দে বিশ্বম্ভরের স্তন্যপান করিয়া প্রেমরসে মগ্ন হইয়াছিলেন।' অপিচ,

'এসব লীলার কভু অবধি না হয়।
"আবির্ভাব" "তিরোভাব" মাত্র বেদে কয় ॥'

তিনি আরও বলিয়াছেন—এই অভিনয়ের পরে চন্দ্রশেখরের বাটী সাত দিন ধরিয়া তেজোময় রহিয়াছিল, যেন চন্দ্র, সূর্য্য ও বিদ্যুৎ তথায় একত্রে বিদ্যমান মনে হইয়াছিল। যাহারা সুকৃতি তাহারাই উহা আনন্দে দেখিয়াছিল, অন্যান্য যত লোক তথায় আসিয়াছিল তাহারা চক্ষু মেলিতে সমর্থ হয় নাই, কেবল বৈষ্ণব সকল মনে মনে বুঝিয়া হাসিয়াছিলেন, প্রকৃত কথা কাহাকে কিছু প্রকাশ করেন নাই।

(চৈঃ ভা, ম, খ, ১৮ অধ্যায়)

মন্তব্য—

বিশ্বম্ভর স্বীয় অনুচরবর্গ লইয়া চন্দ্রশেখরের বাটীতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী যে এক আশ্চর্য্য নৃত্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই পরিচ্ছেদে তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিনয়ের মূল উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তা এবং প্রধান অভিনেতা স্বয়ং বিশ্বম্ভরই ছিলেন। যিনি ইতিপূর্ব্বে সাধারণতঃ নারীগণের সান্নিধ্য পরিহার করত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ও কৃষ্ণদাস্য-ভক্তির প্রচার কার্য্যে স্বতঃপরতঃ নিরত ছিলেন। তিনি সহসা কি জন্য লক্ষ্মী বা প্রকৃতি অর্থাৎ স্ত্রী বিষয়ক এই দৃশ্য-কাব্যের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়া প্রধান অভিনেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা ভক্তমণ্ডলীকে কি নূতন নীতি-ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠকবৃন্দের কৌতূহল হইতে পারে। সকলে জানেন কারণ না থাকিলে কোন কার্য্য হয় না। অতএব এস্থলে বিশ্বম্ভর-কৃত তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। সে সম্ভাবিত কারণ কি হইতে পারে তাহা অগ্রে যথা-প্রত্যয় উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ অভিনয় সম্বন্ধে সাধ্যমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পাঠকগণের তাহা অবশ্য স্মরণ থাকিবে যে, বিশ্বম্ভরের দৈহিক যন্ত্র বিশেষের (anterior Petuitary gland) অস্বাভাবিক বিবৃদ্ধিও তৎ ক্রিয়া বাহুল্যবশতঃ তাঁহার কামেন্দ্রিয় বাল্যেই উন্মিষিত হইয়াছিল। (২য় প,মন্তব্য দেখুন) ঐ অকালোন্মিষিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি—কামবাসনা—বহুদিন যাবৎ অতৃপ্তাবস্থায় তাঁহার অসম্বিন্ মানসে নিরুদ্ধ থাকিয়া পোষিত হইয়া আসিতেছিল, যাহা তাঁহার দারুণ হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যতম প্রকৃষ্ট কারণ রূপে পরিগণিত। ইদানীং ঐ রোগের আবেশ দশায় ঐ প্রচ্ছন্ন কাম-বাসনা সহসা বাহ্য-কার্য্যে প্রকটোন্মুখী হওয়ায় তাঁহাকে স্ত্রীবিষয়ক এক অভিনয়ের উদ্ভাবনে এবং তাহাতে মনোহারিণী উত্তমা স্ত্রী বিশেষের বেশধারণ পূর্ব্বক প্রধানা অভিনেত্রীর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। হয়ত তদ্দ্বারা তাঁহার গূঢ়-নিবদ্ধ আপাত উত্তেজিত কাম-লালসার (বিপর্য্যয় ভাবে) কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকিবে। দেখা যায়, এই অভিনয়ের

সূচনায় বিশ্বম্ভর সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃতির বেশে অর্থাৎ স্ত্রীর সজ্জা করিয়া নৃত্য করিবেন। তখন মনে করিয়াছিলেন, তিনি এরূপ উৎকৃষ্ট স্ত্রী-বেশ ধারণ করিবেন যাহাতে পুরুষ সকল বিমোহিত হইবে। সেজন্য তিনি অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেন 'আমার অভিনয় দেখিবার জন্য যাহারা বাটীর ভিতর আসিবে তাহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় হওয়া চাই। কেন? লক্ষ্মী, দুর্গা, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তি, এমন কি, উলঙ্গিনী কালীর মূর্ত্তি দেখিলেও কি কাহার মনে কামভাবের উদ্রেক হইয়া থাকে? অতএব বুঝিতে হইবে বিশ্বম্ভরের স্বীয় ভাবী উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীর প্রতি পুরুষের যেরূপ কামোদ্দীপন হওয়া সম্ভব সেইরূপ ভাবই মনে উদয় হইয়াছিল। এরূপ না হইলে তিনি অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতির অজিতেন্দ্রিয়ত্বের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে 'মহাযোগেশ্বর' হইবার বর দিতে প্রস্তুত হইতেন না। আবার দেখুন বিশ্বম্ভর যখন কাচঘরে গিয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির কাচ কাচিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন তিনি সহসা রুক্মিণীর ভাবে ভাবিত হইয়া রুক্মিণী যেরূপ কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া স্বীয় কামবাসনা উপযাচিত-ভাবে প্রকাশ করিতে চক্ষের জল দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভরও ইদানীং ঠিক ঐ কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। এমন কি, ঐ পত্রীয় বিষয়, যাহা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহার পরেও আবার দেখুন যখন তিনি প্রকৃতির বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া নৃত্য করেন তখন তিনি অতর্কিত ভাবে রুক্মিণীর ন্যায় কৃষ্ণপ্রাপ্তির উৎকণ্ঠাও একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের বহুবিধ নৃত্যের মধ্যে এই উৎকণ্ঠাসহ নৃত্য যে কাহার তাহা বুঝাইতে তাঁহার পাঠকদিগকে বলিয়াছেন,—

'যখন বোলয়ে বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা।
তখন বুঝিবে যেন বিদর্ভের বালা॥'

অতএব ইহাতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যাইতেই পারে যে, বিশ্বম্ভর স্বীয় প্রচ্ছন্ন অতৃপ্ত কামবাসনার উত্তেজনায় (সম্ভবতঃ স্বতঃ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া) এই নৃত্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করত তাহাতে স্বয়ং উৎকৃষ্ট স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক নানাবিধ হাবভাব প্রকাশ উপলক্ষ্য করিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন কামবাসনার কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন করিয়া লইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের চরিত্র সম্বন্ধে লেখকের এরূপ

সিদ্ধান্ত গৌরাঙ্গ ভক্তদিগের মনে অসন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে। তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। পরন্তু নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, বিশিষ্ট-ভাব-প্রবণ এবং হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিশ্বম্ভরের পক্ষে স্ত্রীভাবে ভাবিত হওয়া এবং তদ্‌ভাবানুরূপ কার্য্য আবেশাবস্থায় বাহ্যে প্রকাশ করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। বস্তুতঃ আমরা বিশ্বম্ভর চরিতে স্ত্রীভাবের অভিব্যক্তি যে এই একবার মাত্র পাইতেছি তাহা নহে, তাঁহার ভবিষ্যজীবনেও বহুবার এবং বিশিষ্ট আকারে উহার বিদ্যমানতার পরিচয় পাইব। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ আলোচনা করিলে ইহা জানা যায় যে, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত বয়স্থ ব্যক্তি কিম্বা বালক মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত স্ত্রী-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের অনেক আচরণে ঐ স্ত্রীয়ভাব প্রকাশ পাইতে দেখাযায়। *

অতঃপর আমরা প্রকৃত বিষয়ের অর্থাৎ অভিনয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ইহা কতকটা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন হইতে কিঞ্চিদধিক চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়া বাসী কতকগুলি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা দৃশ্য-কাব্যের অনুকরণে একটী অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আবার তাহাতে অনেক বিশেষত্বও ছিল, জানা যায়। ১ উহা প্রধানতঃ নৃত্যাভিনয়। ২ রঙ্গালয়—দ্বার-রুদ্ধ গৃহপ্রাঙ্গনে সাধারণের অদৃশ্য স্থানে। ৩ দর্শকগণ—সকলেই গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব ও তাঁহাদের পত্নী এবং তৎসহ শচীমাতা ও বিশ্বম্ভর পত্নী। ৪ প্রধান অভিনেতা স্ত্রী বেশধারী তথা-কথিত অবতার স্বয়ং গৌরাঙ্গ। ৫ সহকারী অভিনেতৃগণ পরম ভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি। অপর, অভিনয়কারীদিগের মধ্যে, যখন জানা যাইতেছে

When hysteria is found in either a man or a boy, it is to be observed that such person is, either mentally or morally, of feminine constitution, or that he has been over worked mentally, exposed to much emotional disturbance, etc.

See—A system of Medicine, Vol. 11. Page 307

Edited by Rossell Reynold, M. D. F. R: C. P. Lond.

অধিকাংশ লোকই স্বল্প বিস্তর ভাব-প্রবণ এবং প্রধান প্রধান অভিনেতারা মৃদু বা দারুণ হিষ্টিরিয়া (Hysteria major or minor) রোগাক্রান্ত, তখন তাহাদের সম্পাদিত অভিনয়কার্য্য কদাচ সুশৃঙ্খলানিষ্পন্ন ও সর্ব্বত্র আনন্দদায়ক হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু এই অভিনয় অনুষ্ঠানের দ্বারা বৈষ্ণব-দিগকে যদি মূলে ভক্তি-শিক্ষা দেওয়া বিশ্বম্ভরের অভিপ্রেত ছিল, তাহাও কি ইহাতে সংসাধিত হইয়াছিল মনে করিতে পারা যায়? কদাচ নহে। আমরা নিম্নে অভিনেতৃগণের কার্য্যাবলি সংক্ষেপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইব আমাদের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত কতদূর সত্য।

প্রথমতঃ বিশ্বম্ভরের কথা।

বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা হইতে ইহা মনে হইতে পারে যে, বিশ্বম্ভর যেন সদ্য সদ্য এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে তিনি পূর্ব্ব হইতে অভিনীয়-মান বিষয়ের একটা সুচিন্তিত রচনা, উহার কোন্ অঙ্কের কোন্ অংশ কে অভিনয় করিবে তাহা নির্দ্ধারণ ও আবৃত্তি করন (Rehearsal), অভিনেতৃগণের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জার আয়োজন, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই তাঁহার সহকারী আপ্ত ও অনুচরবর্গের সহিত পরামর্শ মতে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। নতুবা কেহ অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই এস্থলে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর ভক্তগণের নিকট অঙ্কের বিধানে অদ্য নৃত্য করিবেন এইকথা বলিবা মাত্র তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাটীতে গিয়া অভিনয়ের উপযুক্ত উদ্যোগ ও আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বিশ্বম্ভর স্বল্পকাল পরে তথায় উপস্থিত হইয়া অভিনয়ের আয়োজন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। এবং সঙ্কল্পিত অভিনয়ে কে কি কাচ করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রকাশ করেন 'আমি প্রকৃতির স্বরূপে নৃত্য করিব'। অথচ পূর্ব্ব হইতে তিনি লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন, ইহাই প্রচারিত হইয়াছিল। দেখা যায় বৃন্দাবন দাস অধ্যায়ের সূচনায় ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, শচীদেবী ইহাই মনে করিয়া সবধূ চন্দ্রশেখরের বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন এবং হরিদাসও

অভিনয়ের প্রারম্ভে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। যদি কেহ বলেন বিশ্বম্ভর লক্ষ্মী অর্থে এখানে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, পরন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যে সেরূপ প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ তিনি অভিনয়ের পূর্ব্বে আপ্তগণের নিকট 'লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন' এই সংকল্প প্রকাশ করিয়া অভিনয়কালে সে মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ স্ত্রীভাবে যে নৃত্য করিবেন ইহা মনস্থ রাখিয়াছিলেন, এদিকে মুখে প্রকৃতির (যাহার ব্যাপক অর্থ স্ত্রী) ভাবে নৃত্য করিবেন, ইহাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় এই—নাচিতে নাচিতে দর্শক বৃন্দের নিকট যে কোন প্রকৃতির ভাব প্রকাশিত হইয়া গৃহীত হয় তাহাই হইবে। দেখা যায়, প্রকৃতি শব্দের পর্য্যায়ে আদ্যাশক্তি, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সীতা, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবতা উল্লিখিত। পরন্তু বিশ্বম্ভর পুরণাদি বর্ণিত তাঁহাদের বিশেষ আকৃতি (চতুর্হস্তাদি) পরিগ্রহ না করিয়া একমাত্র দ্বিভুজ স্ত্রীবেশই ধারণ পূর্ব্বক অভিনয়ক্ষেত্রে নৃত্য করিয়াছিলেন। কৌতুকের বিষয়, বৃন্দাবন দাস তাঁহার সেই নৃত্যের বিবিধ ভাবভঙ্গী, নৃত্য কালীন আচরণ এবং উক্তি হইতে তদীয় ভাবসঙ্ঘাতের অর্থ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবপক্ষে বিশ্বম্ভরের অভিনয়ে বহুতর অঙ্গভঙ্গী, অতিক্রন্দন, অট্টহাস্য ও প্রলাপোক্তির দ্বারা তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগাক্রমণের বিবিধ ভাব জ্ঞাপক বাহ্য লক্ষণই যে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভক্তপ্রবর বৃন্দাবন দাস ঐ সকল লক্ষণ-ব্যাখ্যায় যতই না কেন কল্পনা-নৈপুণ্য প্রকাশ করুন না,অজ্ঞ বৈষ্ণব ব্যতীত আর কোন সুবুদ্ধি পাঠক প্রকৃততত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইবেন, ইহা বোধহয় না। বৃন্দাবন দাস স্বীয় অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় এক স্থানে বিশ্বম্ভরকে 'নারায়ণ' শব্দে অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন, (পাঠকগণ লেখকের এস্থলে পুনরুক্তি মাপ করিবেন)—যখন তিনি (বিশ্বম্ভর) 'বোলেন বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা। তখন তাঁহাকে বিদর্ভের কন্যা বলিয়া জানিবে। যখন তাঁহার নয়নে আনন্দধারা বহে তখন তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী গঙ্গা বলিয়া বুঝিবে। যখন তিনি ভাবাবেশে অট্ট অট্ট হাস্য করেন তখন তাঁহাকে 'মহাশক্তি' বলিয়া বুঝিবে। আর যখন ঢুলিয়া ঢুলিয়া নৃত্য করেন তখন তাহাকে কাদম্বরী (মদ্যবিশেষ) পানরতা রেবতী (রতি) বলিয়া জানিও। অপিচ, যৎকালে বলেন, 'চল বড়াই ! যাই বৃন্দাবনে' তখন তাঁহার গোকুলসুন্দরীর (বোধহয় কোন প্রধানা গোপিকার) ভাব বুঝিতে হইবে। অপিচ, বিশ্বম্ভর যখন বীরাসনে বসিয়া

ধ্যান করেন তখন তাঁহাকে যেন সকলে কোটী যোগেশ্বরী রূপে দেখে।" শেষে বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন, 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু শক্তি আছে, বিশ্বম্ভর তৎসমস্তই এক রুক্মিণীর বেশে প্রকাশ করিলেন।' ইহাতে জানা যায় বৃন্দাবন দাসের মতে বিশ্বম্ভর এই অভিনয়ে রুক্মিণীর কাচ পরিয়া যাবতীয় প্রকৃতির ভাবে, এমন কি, গঙ্গা ও রেবতীর ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপিচ, উহা কেবল লোক-শিক্ষার ব্যপদেশে, কেননা কেহ পাছে কোন শক্তি বা প্রকৃতিকে নিন্দা করে।' পরন্তু দেখা যায় ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাস বায়ু-রোগ-লক্ষণ বিজড়িত অভিনয় কাণ্ডকে তাদৃশ অশেষ কল্পনা সহায়ে ব্যাখ্যা করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, সেজন্য তিনি সমগ্র অভিনয়কে ধর্ম্মের পরিচ্ছদে আবৃত করিবার অভিপ্রায়ে চণ্ডীর স্তবের অনুকরণে একটী স্তব রচনা করিয়া গীতের আকারে অভিনয়ের এইস্থানে যোজনা করিয়াছেন। ফলতঃ উহা নিরপেক্ষ সুধী পাঠকগণের নিকট গ্রাহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অন্য দিক দিয়া দেখুন, বিশ্বম্ভরের এই প্রকৃতি বা লক্ষ্মীর অভিনয় যদি বৈষ্ণব সমাজের জন্য শক্তি-সমন্বয় কারক উপদেশ-মূলকই হইত তাহা হইলে বৈষ্ণব সমাজে, বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে বর্ত্তমান তীব্র শক্তি-বিদ্বেষভাব ও তদনুরূপ ব্যবহার কদাচ প্রচলিত থাকিত না। ফল কথা এই অভিনয়ানুষ্ঠানের মূলে গৌরাঙ্গের এরূপ শক্তি সমন্বয়ের কোনরূপ উদ্দেশ্যই ছিল না যে, তিনি তাহার তাড়নায় অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া রোগধর্ম্মে ভাবসজ্যের উদ্দীপনায় নানা ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অভিনয়-কার্য্য অবশভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি যেরূপ রক্ষিত হইয়াছিল পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। এতদ্ব্যতীত আরও দেখা যায়, বিশ্বম্ভর এই অভিনয়ার্থ কে কি কাচ করিবে অগ্রে তাহার ব্যব্যস্থা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি গদাধরকে রুক্মিণী রূপে অভিনয় করাইবেন মনে করিয়া তাঁহাকে রুক্মিণীর কাচ (বেশ) করিতে বলিয়া-ছিলেন। পরে তিনি কাচ ঘরে গিয়া স্বয়ং রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া সেই-খানেই তদনুরূপ অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার, তিনি অনতি পূর্ব্বে সকলের নিকট লক্ষ্মীর কাচে নৃত্য করিবেন প্রকাশ করিয়া অভিনয় ক্ষেত্রে পর্য্যায়ক্রমে প্রকৃতি, 'আদ্যাশক্তি, গঙ্গা, মহাচণ্ডী প্রভৃতি এবং সর্ব্বশেষে জগজ্জননীর

ভাবে আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকতর কৌতুকাবহ বিশৃঙ্খলার বিষয় এই, তিনি ঐ জগজ্জননী-ভাব প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গোপীনাথ বিগ্রহ ক্রোড়ে লইয়া নৃত্যের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু খট্টার উপরে উঠিয়া বসিয়া শেষ অভিনয়-কার্য্য যথেচ্ছায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অদ্বৈতের প্রশ্নের উত্তরে গোপীনাথকে অভিনয়ের 'পাত্র' অর্থাৎ নায়ক (বোধ হয় যেমন যাত্রার অধিকারী) রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে কিন্তু তাহা ভুলিয়া গিয়া অন্য এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটাইয়াছিলেন। সুধী পাঠকগণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন বিশ্বম্ভর এই যে বহুভাবে আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব সংকল্পিত ও নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার অন্যথায় যে বিচিত্র অভিনয়কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা কি কেহ স্বাভাবিক মনের অবস্থায় করিতে পারে? বাস্তবিক ঐ সকল শৃঙ্খলা-বিরহিত এবং অব্যবস্থিত অভিনয়কার্য্য বিশ্বম্ভরের রোগধর্ম্মে ভ্রান্ত-স্বভাব (Amnesia) প্রযুক্ত এবং তাঁহার আবেশের অবস্থায় নিষ্পাদিত হইয়াছিল, ইহাই স্থির করিতে হইবে। কেননা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-প্রমাণে জানা যায়, হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগের আক্রমণ ও আবেশের অবস্থায় যাহা কিছু করে তাহা ভাবোত্তেজনা প্রভাবে তদীয় অসম্বিন্-মানসের নিয়োগ দ্বারা কৃত হইয়া থাকে, সম্যক্ জ্ঞান পূর্ব্বক নহে। তাহার প্রমাণ এই, ঐ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইলে আক্রমণ ও আবেশকালীয় আচরণ ও উক্তি নিচয় নিজকৃত বলিয়া মনে আনিতে পারে না, এবং কখন বা ঐ সকল একেবারেই অস্বীকার করিয়া থাকে।* অতএব এস্থানে বিশ্বম্ভরের উপরি উক্ত বহুভাবব্যঞ্জক নৃত্যলীলায় নির্দ্দেশ-বহির্ভূত আচরণ, স্বতঃপ্রবৃত্ত বর প্রদান এবং অসংলগ্নোক্তির জন্য তাঁহাকে সম্যক্ দায়ী করা উচিত হইবে না। কেননা তিনি

* The hysteric in an excess of delirium lives through fancied experiences about which he knows nothing when he "comes to"—he has an amnesia for all these events. The hysterical amnesia does not confine its manifestation to such conditions, but invades the details of life. The person who is sent an errand forgets what she is sent for before she gets half way to her destination. This is a simple but common example. Janet would explain this by a disorder of attention.

Dr. Jallife A. M. M. D.

See article—Hysteria, in A System of Medicine,

Edited by Sir Oslar. Vol. I V. Page 656.

স্বীয় মানসিক রোগধর্ম্মে ভাবোত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া অবশ ভাবে ঐ সকল বিশৃঙ্খল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই বিচার সঙ্গত বোধ হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতাচার্য্যের কথা।

পাঠকগণ অবগত আছেন বিশ্বম্ভরকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করার মূলীভূত কারণই অদ্বৈত। এই হেতু বিশ্বম্ভর মনে মনে তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন,সেজন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন,—আমি তোমারই 'ইহা সর্ব্বদা জানিও, তুমি আমাকে যথায় বেচ তথায় বিকাই।' (চৈ,ভা,ম,খ, ১৬ অ) অতএব এস্থলে সহজেই অনুমেয় যে, পূর্ব্ব হইতে অদ্বৈতের প্রেরণা ও পরামর্শ ব্যতীত বর্ত্তমান অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয় নাই। দেখা যায়, অভিনয়ের প্রারম্ভে বিশ্বম্ভর যখন কে কি কাচ করিবে তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখন অদ্বৈত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'তিনি কি কাচ করিবেন'। তদুত্তরে বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন—

(প্রভু বোলে) যত কাচ সকলই তোমার।
ইচ্ছা অনুসারে কাচ কাচ আপনার॥

ইহাতে জানা যায়,অন্যান্য অনেক কার্য্যের ন্যায় বিশ্বম্ভরের এই অভিনয় কার্য্যেরও অদ্বৈতই মূল বা প্রধান উত্তরসাধক ছিলেন। যাহা হউক, তিনি যখন বিশ্বম্ভরের মুখে ঐরূপ স্বীয় শ্লাঘাসূচক কথা শুনিলেন তখন কাচ করার প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়া হর্ষের আতিশয্যে তৎক্ষণাৎ এক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বশীভূত হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্য একেবারে 'বাহ্য শূন্য' হইয়া ভ্রূকুটি করত সেই খানেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন বৈষ্ণবেরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিয়াছিল। তদনন্তর অদ্বৈত সংজ্ঞা লাভ করিলে তিনি কোন প্রকার কাচ না করিয়াও সহজেই অভিনয়ের মহা বিদূষক—প্রধান নট—হইয়া পড়িলেন। আচার্য্য অবশ্য তাঁহার হিষ্টিরিয়ায় আক্রমণোত্তর আবেশের অবস্থায়ই স্বয়ং একজন প্রধান অভিনেতা হইয়া অধিকাংশ হিষ্টিরিয়া-রোগগ্রস্ত এবং ভাবপ্রবণ সহকারী অভিনেতা ও দর্শক গণকে লইয়া অধ্যক্ষ রূপে অভিনয়ের সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁহা কর্ত্তৃক অভিনয় কার্য্য যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত ঘটা সম্ভব তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ যেমন মাতাল

মাজি নৌকায় মাতাল দাঁড়ী ও আরোহী লইয়া গন্তব্য স্থানে সুশৃঙ্খলার সহিত এবং নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইয়া থাকে অদ্বৈতের এই অভিনয় কার্য্যও সেইরূপ শৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়াছিল। পাঠক মনে করিবেন না যে লেখক ব্যঙ্গ-চ্ছলে এস্থানে এই উপমার নির্দ্দেশ করিতেছেন। বাস্তবিক পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে অনেক স্থলে হিষ্টিরিয়া-গ্রস্ত এবং মাতালের ব্যবহার-সাদৃশ্য পরিকল্পিত হইয়াছে, লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ অদ্বৈত স্বীয় মানসিক রোগের দৌর্ব্বল্য দোষে নিজের এবং বিশ্বম্ভর প্রভৃতির অভিনয় কার্য্যের উপরে স্বীয় যথোচিত নেতৃত্ব পরিচালন করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল অভিনয় কালে গঙ্গাদাস ও ব্রহ্মানন্দের মধ্যে যে প্রসঙ্গ বহির্ভূত এবং অশিষ্টোচিত রসাভাস চলিতেছিল তাহা তাঁহার হিতোপদেশে বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই। মূল দেখুন। ফলতঃ তাহাতেও অভিনয়ের কিছু রসভঙ্গ হইয়া থাকিবে।

তৃতীয়তঃ নিত্যানন্দের কথা।

পাঠকগণ অবগত আছেন নিত্যানন্দ কিরূপ ভাবপ্রবণ ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোক ছিলেন; এইঅভিনয়ে তিনি প্রকৃতি বেশে অভিনেতা বিশ্বম্ভরের বড়াই অর্থাৎ প্রাচীনা পরিচারিকা সাজিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে হঙ্ক বঙ্ক ভাবে চলিয়া অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, গৌরাঙ্গ তখন তাঁহার হাত ধরিয়া নাচিতেছিলেন এবং অন্যান্য অভিনেতারা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দর্শক বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধনে রত ছিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দ, সম্ভবতঃ স্বীয় ভাব-বিশেষের উত্তেজনায়, হস্তপদাদির আক্ষেপ সম্বলিত এক হিষ্টিরিয়া-আক্রমণের অধীনে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বড়াইর সাজ দূরীভূত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি এরূপ আক্রমণে সচরাচর উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন, এ ক্ষেত্রেও যে সেরূপ না ঘটিয়াছিল তাহা কে বলিবে? সুতরাং ইহা সুসম্ভব যে, নিত্যানন্দের বড়াই বুড়ির সাজ হঠাৎ তিরোহিত হইয়া একটা অভাবনীয় বীভৎস আকারে পরিণত হওয়ায় অন্য অভিনেতা ও দর্শকদিগের মধ্যে বিস্ময়, ভীতি, ক্রন্দন ও হুড়াহুড়ি উৎপাদিত হইলে অভিনয়ের যে বিশিষ্ট রসভঙ্গ ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। কেন না জানা যায়, তৎকালে বৈষ্ণবগণ বিস্মিত ও

ভীত চকিত হইয়া নিত্যানন্দের চতুর্দ্দিকে ডুকরিয়া ডুকরিয়া কান্দিয়া একটা মহা হুলস্থূল ফেলিয়া দিয়াছিল। বলাবাহুল্য এরূপ ঘটনায় সহসা অভিনয়ের শৃঙ্খলা ও রস ভঙ্গ হওয়ায় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে একটা যে নিরানন্দের গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই মনে করিতে পারা যায়। পরন্তু এই সময়ে সুচতুর গৌরাঙ্গ করিলেন কি? তিনি সকলের চিত্ত অন্য দিকে সমাকৃষ্ট করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিয়া গোপীনাথ বিগ্রহকে ক্রোড়ে লইয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে উঠিয়া স্থিরভাবে বসিলেন। এবং বসিয়াই পূর্ব্ব সঙ্কল্প বহির্ভূত একটা নূতন বিষয়ের কৌতুকাবহ অভিনয়ের আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ অবশ্য রঙ্গালয়ের অন্যত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া কতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ শ্রীবাসের কথা।

ভক্তিভাবপ্রবণ পণ্ডিত শ্রীবাস প্রথমাবধি বিশ্বম্ভরের ভক্তিবিকারের প্রশংসক ছিলেন। পূর্ব্বে যখন বিশ্বম্ভরের আচরণ দেখিয়া সকলে তাঁহার উন্মাদরোগ অবধারণ করতঃ গৃহমধ্যে বান্ধিয়া চিকিৎসা করিতে বলিয়াছিল তখন তিনি বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে আসন্ন বন্ধনাদি বিপদ্, এমন কি, আত্মহনন সঙ্কল্প হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই ভক্তপ্রধান শ্রীবাস অদ্য নারদবেশ ধারণ পূর্ব্বক অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অভিনয়ের প্রধান নট অদ্বৈত কর্ত্তৃক তাঁহার এস্থলে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন,—'আমি নারদ, কৃষ্ণের গায়ন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করি, কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, কৃষ্ণ নদীয়ায় গিয়াছেন। দেখিলাম বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের ঘর দ্বার সকল বন্ধ, গৃহিণী ও পরিবারবর্গ কেহই তথায় নাই। বৈকুণ্ঠ এরূপ শূন্য দেখিয়া তথায় থাকিতে না পারিয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে এখানে আইলাম। অদ্য তিনি লক্ষ্মীর বেশ ধরিয়া নাচিবেন সেজন্য এ সভায় আমার প্রবেশ।' জানা যায় অভিনয়ের এই অংশ শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক অতি চমৎকৃত রূপে অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ ও আচরণ দেখিয়া সভাস্থ সকলে তাঁহাকে প্রকৃত নারদ বলিয়া বোধ করিয়াছিল, অথচ কেহ কোন পুরুষে দেবর্ষি নারদকে চাক্ষুষ করে নাই। সে যাহা হউক, সভাস্থ জনগণ তাঁহার অভিনয়ে হাস্য ও ক্রন্দন করিয়াছিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর

কাচ ঘরে রুক্মিণীর ভাবে অভিভূত ছিলেন। এদিকে শচীদেবী গৃহ মধ্য হইতে অভিনয় দেখিতেছিলেন। শ্রীবাসের কল্পিত নারদের মূর্ত্তি দেখিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দেহের কোথাও 'ধাতু' (নাড়ী) ছিল না, নিকটস্থা নারীগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই (অর্থাৎ তখন তাঁহার অঙ্গে আক্ষেপ হইতেছিল), তৎপরে সকলে তাঁহার কর্ণমূলে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলায় তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইয়াছিল। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

এই মত কি ঘরে বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাই স্ফুরে, সভে করেন ক্রন্দন ॥

ইহাতে প্রতীত হয়, এই সময়ে শ্রীবাসের অভিনয় দর্শকসকলের অতীব বিস্ময়কর এবং আনন্দভাবোদ্দীপক হওয়ায় তাঁহাদিগের মধ্যে মৃদু তীব্র হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল ; নতুবা এককালীন সকলের বাহ্যজ্ঞান-শূন্যাবস্থায় ক্রন্দন অসম্ভব হয়। অপিচ তাঁহার বক্তৃতার বিষয়ও এস্থলে সুধীগণের কিঞ্চিৎ বিবেচ্য বিষয় হইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এই অভিনয়ের সমস্ত বিষয় পূর্ব্ব হইতে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতাদি আপ্তগণের সহিত পরামর্শ মতে স্থির করিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রীবাসের মুখে বিশ্বম্ভর-তত্ত্ব যাহা অভিনয় উপলক্ষে ব্যক্ত হইল, তাহাতে বিশ্বম্ভরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব উক্তির সহিত কতদূর সাঙ্গত্য রক্ষিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতের বর্ত্তমান উদ্দেশ্যই বা কিরূপ জানা যায়, তাহা বিবেচনা-যোগ্য হইতেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন, ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভর নিজ মুখেই বলিয়াছেন, তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের হুঙ্কারে এবং শ্রীনিবাসের উচ্চ সংকীর্ত্তনের রবে ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে নিদ্রিতাবস্থা হইতে উঠিয়া নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে অদ্বৈতাচার্য্য একাধিক-বার প্রকাশ করিয়াছেন তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে তাঁহাকে অবতরণ করাইয়াছেন। ইহাতে সকলে বুঝিয়াছিল যে বিষ্ণু ও নারায়ণ একই পুরুষ এবং তিনি একলাই নদীয়ায় আসিয়াছিলেন। এক্ষণে নারদের কথায় জানা যাইতেছে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ হইতে কেবল একা নহে, স্বীয় পত্নী ও অন্যান্য পরিজনকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন। পাঠক ! ইহাই যদি প্রকৃত রহস্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যশায়ী নারায়ণের্ সুপ্তোত্থিত হইয়া, অবশ্য একাকী

নদীয়ায় অবতীর্ণ হওয়া কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যদি বল নারায়ণের তদবস্থায় লক্ষ্মী সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসা অসম্ভব নহে। ভাল, সেখানে তখন ত পরিবারবর্গের কেহ ছিল না,তবে এই বুঝিতে হয়, নারদ যাহা বলিয়াছেন,তাহা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের কথা নহে,বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই প্রসঙ্গ হইবে। পরন্তু দেখা যায় ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভর আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়াও পরিচয় দিয়াছেন,—কলিতে 'আমি কৃষ্ণ, আমি বিষ্ণু, আমি নারায়ণ।' তবে কি তিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও নারায়ণ এ তিনই একাধারে? জানা যায় নানা পুরাণে ও স্তবে ঐ তিন তত্ত্ব স্বরূপতঃ এক রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অভিধানে ঐ তিন শব্দ একপর্য্যায়ক রূপে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং স্বরূপাংশে ঐ তিন অভিন্ন হইলেও অবস্থা ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষরূপে প্রকটিত, ইহাই বিবক্ষিত বোধ হইতেছে। এদিকে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে,বিষ্ণুর একগাছি কৃষ্ণবর্ণ কেশ হইতে দেবকীগর্ভে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। * অন্যত্র আবার কথিত আছে কৃষ্ণের (বাসুদেবের) অধিষ্ঠানমন্দির বৈকুণ্ঠ-লোকের পূর্ব্বে এক স্থানে। † অতএব বিশ্বম্ভর ঠিক কোথা হইতে ও কাহার অবতার হইয়া সম্প্রতি নদীয়ায় লীলাচ্ছলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা বুঝা দুরূহ।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, অদ্বৈতাচার্য্য যখন সর্ব্ব প্রথমে বৈষ্ণবদিগের পাষণ্ডিকৃত দুঃখ অপনয়নের জন্য বিষ্ণুকে অবতার করিয়া নদীয়ায় আনিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন সেই বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুকেই বৈকুণ্ঠ হইতে আনিবার কথা প্রচারিত হইয়াছিল। পরে যখন বিশ্বম্ভর নিজমুখে ব্যক্ত

* এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে॥ ৫৯॥
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভবোভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ॥ ৬০॥
*　　*　　*　　*　　*
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ॥ ৬৩॥
বিষ্ণুপুরাণ; ৫ম খ; ১ অ।

† 'প্রাচ্যাং বৈকুণ্ঠলোকস্য বাসুদেবস্য মন্দিরম্'। শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত—পদ্মপুরাণ ৩০ অধ্যায়।

করিয়াছিলেন তিনি নারায়ণরূপে ক্ষীরোদসাগর মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন, শ্রীবাসের উচ্চ কীর্ত্তনে এবং অদ্বৈতের হুঙ্কারে তথা হইতে নিদ্রোত্থিত হইয়া বিশ্বম্ভর রূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার একাই আগমন ঘোষিত হইয়াছিল। আবার যখন বিশ্বম্ভর আবেশাবস্থায় বৈষ্ণবদিগকে জানাইয়াছিলেন তিনি কলি-কালে বিষ্ণুও বটেন, নারায়ণও বটেন এবং কৃষ্ণও বটেন, তৎকালেও তিনি একাই অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহাও প্রচার করা হইয়াছিল। তদনন্তর যখন নিত্যানন্দকে বলরাম, এবং কোন কোন ভক্ত বৈষ্ণবকে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ এবং দয়িত রূপে গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছিলেন তখন তিনি আপনাকে যে কেবল কৃষ্ণতত্ত্ব বলিয়াই জানাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং পূর্ব্বাবধি আপনাকে কখন নারায়ণ, কখন বিষ্ণু, কখন বা কৃষ্ণরূপে বৈষ্ণবমণ্ডলীতে প্রচার করেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্যও (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে) বিশ্বম্ভরে স্বয়ং বিষ্ণুরই আবির্ভাব বুঝিয়া তাহা বৈষ্ণব সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি হয়ত উভয়ের কল্পনায় আসিল ভবিষ্যতে পাছে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উল্লিখিত বিভিন্ন আকারে ব্যক্ত একই মুল-তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে গৃহীত হয়, সেজন্য এখনই তাহার সংশোধনের উপদেশ করা উচিত। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্যেও অদ্বৈত কর্ত্তৃক এই অভিনয়ের অনুষ্ঠানের উপদেশ এবং তাহাতে বিশ্বম্ভরের লক্ষ্মীরূপে নৃত্য করিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। কেননা তাহাতে একা লক্ষ্মীর বেশে নারায়ণ, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের (রুক্মিণীরূপে) শক্তি ত্রয়ের ভাব যুগপৎ অভিব্যঞ্জিত হইতে পারিবে। পরন্তু দেখা যায় অভিনয় কালে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ও ভাবগ্রহণপ্রবণ অভিনেতা-দিগের দ্বারা এই ভাব-সমন্বয়ের চেষ্টা যে কত দূর সফল হওয়া সম্ভব হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পঞ্চমতঃ গদাধর পণ্ডিতের কথা।

গদাধর রুক্মিণীর কাচে নৃত্য করিবেন ইহা স্বয়ং বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি তদুপযুক্ত স্ত্রীবেশ ধরিয়া সভায় প্রবিষ্টও হইয়া-ছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন বিশ্বম্ভর কাচঘরে গিয়া রুক্মিণীর কাচ পরিয়া তথায় রুক্মিণী ভাবে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তিনি আর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অদ্বৈত বড়াই বেশে প্রবিষ্ট বিদূষক ব্রহ্মানন্দকে

বলিতেছেন, 'আমাদের ঠাকুর (বিশ্বম্ভর) নৃত্যগীতপ্রিয়, অতএব তুমি এখানে নাচ, প্রচুর ধন পাইবে।' এই কথা শুনিয়া গদাধর আনন্দে তথায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তিনি এই নৃত্য রমাবেশে অতিমনোহর রূপে করিয়াছিলেন এবং তিনি ঐরূপ নৃত্য করিতে করিতে এত অধিক ক্রন্দন করিয়াছিলেন যে, দর্শক-মণ্ডলী তাহা দেখিয়া না কান্দিয়া থাকিতে পারেন নাই। পাঠক জানেন ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের কান্না দেখিয়া অন্য সকলেও কাঁদিয়া ফেলে। এখানেও তাহাই ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক গদাধর এস্থলে সহসা কেন যে রমাভাবে অতি মনোহর নৃত্য করিতে করিতে অতিক্রন্দন করিয়াছিলেন তাহা বুঝা কঠিন। বোধ হয়, কোন পুরাণে বা মহাভারতে নারায়ণ বা বিষ্ণু শক্তি লক্ষ্মী কর্তৃক কোন কালে নৃত্য সহ অতি রোদন করার কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয় নাই, যাহার অনুকরণে গদাধর ঐরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরন্ত ভাবিয়া দেখিলে উহার কতক সঙ্গত কারণ পাওয়া যাইতে পারে। দেখা যায় ইতিপূর্ব্বে বিশ্বম্ভর স্বয়ং গদাধরকে সকলের নিকট পুনঃ পুনঃ তাঁহার বৈকুণ্ঠের পরিবার ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অথচ জানা যায় তখন গদাধব অভিনয় সভায় প্রবিষ্ট হইয়া গোপিনীরভাবে নৃত্য করিতেছিলেন। কিন্তু যখন বড়াই ব্রহ্মানন্দের প্রতি অদ্বৈতের 'আমাদের ঠাকুর নৃত্য গীত প্রিয়' এই কথা শুনিলেন তখন হয়ত ইহা ভাবপ্রেরণা-রূপে তাঁহার মনে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী থাকার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল এবং ইহার ফলে তিনি পূর্ব্বের গোপিনী ভাবে নৃত্যের পরিবর্ত্তে লক্ষ্মী ভাবে মনোহর নৃত্য করিয়াছিলেন অথচ গোপিনী ভাবে কৃষ্ণ বিরহের অবস্থা স্মরণ করিয়া অতি রোদনপরায়ণ হওয়া ভাবপ্রবণ গদাধরের পক্ষে সুসম্ভব ও হইয়াছিল। বাস্তব পক্ষে গদাধরের এ মনোহর নৃত্য দর্শকদিগের পরিতুষ্টির জন্য নহে, প্রত্যুত গোপিকার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের মনোহরণের উদ্দেশে, এবং তাঁহার যে অতিক্রন্দন তাহা গোপিকার (রাধার?) কৃষ্ণ-বিরহ-ভাব প্রকাশের লক্ষণ অনু-করণ ভিন্ন আর কিছু নহে। পাঠক! হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ও ভাবপ্রবণ গদাধরের মনে উপরিউক্তরূপে আনুক্রমিক বহুভাবের উদয় ও উত্তেজনা এবং তাহাদের বাহ্য প্রকাশ অভিনয়কালে ঘটিয়াছিল সেজন্য তাঁহার অভিনয় কার্য্যও পূর্ব্ব-নির্দ্ধারণবহির্ভূত ও অব্যবস্থিতভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্ট জানা যায়।

ষষ্ঠতঃ হরিদাসের কথা।

হরিদাস বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই অভিনয়ে কোতোয়ালের কার্য্য করিয়াছিলেন। ভাবপ্রবণ হরিদাস ঠিক চৌকিদারের বেশ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রথমে অভিনয় সভায় প্রবেশ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সভাস্থ সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিতে লাগিলেন 'অদ্য জগৎ প্রাণ প্রভু (বিশ্বম্ভর) লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন।' তৎপরে হরিদাস যষ্ঠি হস্তে সভার চতুর্দ্দিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক, তিনি দম্ভ করিয়া সকলকে 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, কৃষ্ণ নাম বোলো' ইহা হাক্ দিয়া বলিতেছিলেন। সভাস্থ লোকের জিজ্ঞাসা মতে তিনি বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন—প্রভু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রেম ভক্তি বিলাইতে এখানে আসিয়াছেন, অদ্য লক্ষ্মীর বেশে তিনি নৃত্য করিবেন, তোমরা সাবধানে ভক্তি লুট' ইত্যাদি। পাঠক! হরিদাসের সর্ব্বাঙ্গে পুলক, সভার চারিদিকে অনাবশ্যক দৌড়িয়া বেড়ান, স্থান ও সময়ের অনুপযোগী উক্তি (যেমন, গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া হাক্ পাড়িয়া কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, কৃষ্ণ নাম বল, অপর প্রভু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এখানে প্রেম ভক্তি বিলাইতে আসিয়াছেন, তোমরা সাবধানে উহা লুঠ' ইত্যাদি) তাঁহার হিষ্টিরিয়া আক্রমণ বিশেষের পরিচায়ক উক্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অভিনয় ক্ষেত্রে দর্শকদিগকে স্থির রাখিবেন এই মাত্র কোতোয়ালের কার্য্য ছিল, বড় জোর তিনি প্রভু লক্ষ্মী বেশে নৃত্য করিবেন দর্শকদিগকে স্থির হইয়া তাহা দেখিতে বলিবেন; তাহার স্থলে কিনা 'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণ নাম' এই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ধুয়া * আবৃত্তি, কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রেমভক্তি বিলাইতে সম্প্রতি নদীয়ায় আসিয়াছেন যে বলিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান অভিনয়ে কোতোয়ালের পক্ষে অবশ্য অনুপযোগী, অপ্রাসঙ্গিক এবং অনধিকার-চর্চ্চা হইয়াছে। অতএব এই সমস্ত হিষ্টিরিয়ার ভাবাবেশে হরিদাসের অসংলগ্ন কার্য্য ও প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? হরিদাসের

* চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

কতক অভিনয়াংশ অদ্বৈতের শিখান মত এবং কতকাংশ তাঁহার নিজের ভাবাবেশের বাহ্য প্রকাশ মাত্র।

পরিশেষে বক্তব্য এই, লেখক অভিনয়ের বিষয়-গৌরব বুঝিয়া কিছু বাহুল্য ভাবেই এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে আরও অনেক বলিবার ছিল কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ও পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি অনিবার্য্য হইবে এই আশঙ্কায় তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[অদ্বৈত এক সময়ে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড় ইহা শান্তিপুরের বাটীতে প্রচার করিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার প্রতি গৌরাঙ্গ কিরূপ ব্যবহার করেন। গৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সহসা একদিন নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈতকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার মানসে তাঁহার শান্তিপুরের বাটীতে উপস্থিত হন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতাচার্য্যের মুখে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান সর্ব্বথা বড় ইহা শুনিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে চুলে ধরিয়া দাওয়া (রক) হইতে উঠানে ফেলিয়া নির্ঘাতরূপে কিল মারিতে থাকেন। নিত্যানন্দ ইহা দেখিয়া কেবল হাসিতেছিলেন। অদ্বৈত পত্নীর তীব্র প্রতিবাদ ও ভীতিসঞ্চারক বাক্যে গৌরাঙ্গ প্রহার ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইয়া শেষে অদ্বৈতের প্রতি উল্টা অভিমান প্রকাশ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতার কৃত্য আপনাতে আরোপ করিয়া বহু প্রলাপোক্তি করেন। এদিকে অদ্বৈত গৌরাঙ্গকৃত শাস্তিকে স্বীয় (ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য দেওয়ারূপ) অপরাধের তুলনায় স্বল্প মনে করিয়া হাততালি দিয়া মহানন্দে নৃত্য করেন। পরে গৌরাঙ্গ যেন কিছুই ঘটে নাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া সকলকে লইয়া গঙ্গাস্নানে যান, তদনন্তর অদ্বৈতের বাটীতে ভোজন করেন, পরে তাঁহাকে লইয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া ভক্তি প্রচার কার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত হন, ইত্যাদি।]

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে পূর্ব্বোক্তরূপে 'ক্রীড়া' করেন, পরন্তু তাহা সকলের নয়নগোচর নহে। সকল ভক্তের বাটীতে তিনি নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে আবেশে বাহ্যশূন্য হইয়া 'বিহার' ও সর্ব্বদা কেবল সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

"নিরবধি সভার আবেশে নাহি বাহ্য। সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥"

সর্ব্বাপেক্ষা অদ্বৈতাচার্য্য অধিক 'মত্ত' বা ভাবাবিষ্ট, তাঁহার 'অগাধ চরিত্র' কেহ বুঝিতে পারে না, কেবল 'চৈতন্য কৃপায়' কয়েকজন জানে। তিনি বিশ্বম্ভরের মহা ভক্ত, এদিকে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে 'মহাভক্তি' করেন। ইহাতে অদ্বৈত বড় অসুখী এবং চিত্তে স্বাস্থ্য না পাইয়া মনে মনে এইরূপ 'গর্জ্জন' (খেদোক্তি) করেন।—

"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে। প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে॥
বলে নাহি পারোঁ মুঞি, প্রভু মহাবলী। ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলী॥"

আবার ভাবেন—আমার কেবল ভক্তি সম্বল আছে, ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরকে জয় করা যায় না, যদি আমি অশেষ বিশেষে মায়াকে চূর্ণ করিতে পারি তবেই

আমাকে অদ্বৈত সিংহ বলিয়া লোকে ঘোষণা করিতে পারেন। বোধ হয়, চোরা ভৃগুকে জয় করিয়া মনে মনে উৎসাহ পাইয়াছে। আমরাও ভৃগুর মত শত শত শিষ্য আছি, অতএব প্রভুর শরীরে এরূপ ক্রোধ জন্মাইব, যেন তিনি আমাকে স্বহস্তে শাস্তি করেন। ভক্তি বুঝাইতে তাঁহার অবতার, সেই ভক্তি মানিব না, এই মন্ত্রণাই সার করিলাম। ভক্তি না মানিলে তিনি ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আমাকে চুলে ধরিয়া শাস্তি করিবেন। এই মনস্থ করিয়া অদ্বৈত কোন কার্য্যের উপলক্ষ করিয়া হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের বাটীতে গেলেন। তথায় গিয়া স্বীয় মন্ত্রণানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য—

নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া। বাখানে বাশিষ্ট শাস্ত্র "জ্ঞান" প্রকাশিয়া॥
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি। অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব্ব শক্তি॥
হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন। ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়ে বন॥

হরিদাস অদ্বৈত-চরিত্র ভাল রূপে জানিতেন, তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক তাদৃশ জ্ঞানের প্রশংসা শুনিয়া অট্ট অট্ট হাসিয়াছিলেন। ক্রমে অদ্বৈত কর্ত্তৃক জ্ঞান ব্যাখ্যার কথা বিশ্বম্ভরের গোচরীভূত হইল, তিনি একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর ভ্রমণ কালে তাঁহাকে বলিলেন "চল আমরা শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাটীতে যাই।" পরে—

'মহারঙ্গী দুই প্রভু পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥'

মধ্য পথে গঙ্গাতীরে ললিতপুর নামক এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক গৃহস্থ সন্ন্যাসী বাস করেন, উভয়ে তাঁহার স্থানে গেলেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তাহাকে সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হইয়া "ধনবংশসুবিবাহ হউক বিদ্যালাভ।" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন গোসাঞি! তোমার আশীর্ব্বাদ ঠিক হইল না। 'হেন বোলো' "তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ॥ বিষ্ণু ভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়। যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয়॥" সন্ন্যাসী ইহা শুনিয়া বলিলেন 'পূর্ব্বে কর্ণে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। লোকেরে ভাল বলিলে সে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে যায়। আমি কোথায় ধন বর দিলাম বিপ্রপুত্র তাহা গ্রহণ না করিয়া আমাকে দোষ দিল।'

এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীর লৌকিক কথায় যে অনেক তর্ক বিতর্ক ও তাত্ত্বিক সদুত্তর করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে সন্ন্যাসী বলিলেন 'আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া কি ভাল কি মন্দ তাহা জানিতে পারিলাম না, এক্ষণে দুগ্ধের শিশু কি না আমাকে তাহা জানাইতে আসিল?—

'আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কা'য়।
দুগ্ধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥'

তখন নিত্যানন্দ হাসিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, গোসাঞি! "শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি। আমি তোমার মহিমা ভাল মতে অবগত আছি, আমাকে দেখিয়া তুমি সব ক্ষমা কর।" ইহাতে সন্ন্যাসী স্বীয় শ্লাঘার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে স্নান ভোজন করিতে বলিলেন। প্রথমতঃ নিত্যানন্দ কার্য্যগৌরবে আমরা যাইতেছি, কিছু খাদ্য দাও পথে স্নানান্তে তাহা খাইব বলিলেন। পরে সন্ন্যাসীর অনুরোধে উভয়ে তথায় ফলাহার করিলেন। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময়ে বামাচারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে ঠারে ঠোরে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আনন্দ কিছু আনিব? তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব"? নিত্যানন্দ বুঝিলেন সন্ন্যাসী মদ আনিতে চাহিতেছে, তখন তিনি বলিলেন, "তবে লড় সে আমার" অর্থাৎ তাহা হইলে আমার দৌড় জানিবে। এই সময়ে সন্ন্যাসীর পত্নী স্বামীকে নিবারণ করিল। বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে আনন্দ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন উহা মদ্য, তখন বিষ্ণু! বিষ্ণু স্মরণ করত সত্বরে আচমন করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তৎপরে দুই জনেই চঞ্চল স্বভাব গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। বিশ্বম্ভর নিয়ত হুঙ্কার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"মুঞি সেই, মুঞি সেই" আমাকে নাড়া নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া এখানে আনিয়া কিনা ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছে! তার শাস্তি আমি করিব, তোমরা প্রত্যক্ষ করিবে। এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করত বিশ্বম্ভর গঙ্গায় ভাসিয়া চলিলেন, নিত্যানন্দ উহা শুনিয়া চুপ করিয়া মনে মনে হাসিতে ছিলেন। তৎপরে যথাসময়ে উভয়ে অদ্বৈতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত নিত্যানন্দ সহ বিশ্বম্ভরকে 'ক্রোধমুখ' দেখিয়া "জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে" ঢুলিতে লাগিলেন। হরিদাস প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবত হইল,

অদ্বৈত-পুত্র অচ্যুত বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিল। অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে প্রভুকে নমস্কার করিলেন। পরন্তু বিশ্বম্ভরের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয় পাইল। তখন—

'ক্রোধমুখে বোলে প্রভু "আরে আরে নাড়া"
বোল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাড়া?"
অদ্বৈত বোলয়ে "সর্ব্বকাল বড় 'জ্ঞান'।
যার 'জ্ঞান' নাঞি তার ভক্তিতে কি কাম ॥"

বিশ্বম্ভর অদৈতের মুখে ভক্তি হইতে জ্ঞান বড় এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন,—

"জ্ঞানবড়" অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচী-নন্দন ॥

তখন তিনি অদ্বৈতকে পিড়া (ঘরের বাহিরের রক) হইতে উঠানে নামাইয়া ফেলিয়া ('পাড়াইয়া') স্বহস্তে কিলাইতে লাগিলেন। (স্বহস্তে কিলায়ে প্রভু উঠানে পাড়িয়া।) অদ্বৈত পত্নী সকল তত্ত্ব জানিয়াও ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—
"বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ। কাহার শিক্ষায় এত কর' অপমান ॥
এড় বুড়া-বামুনেরে, আর কি করিবা। কোন কিছু হইলে এড়াইতে না পারিবা ॥"

পতিব্রতার কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ হাসিলেন, হরিদাস ভয়ে কৃষ্ণ স্মরণ করিলেন। বিশ্বম্ভর ক্রোধে কিছুই শুনিলেন না, বরং দম্ভবচনে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন।—
"শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগরের মাঝে। আরে নাড়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥
ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া। এবে বাখানিস্ জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥

যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে ॥

তোহার সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা। তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস্ সর্ব্বথা ॥"

ইহার পরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে ছাড়িয়া দিয়া দুয়ারে আসিয়া বসিলেন এবং হুঙ্কার সহকারে আপন তত্ত্ব এইরূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
আরে নাড়া! সকল জানিস্ দেখ তুঞি ॥

অজ ভব শেষ রমা মোর করে সেবা। মোর চক্রে মারিল শৃগাল-বাসুদেবা॥
মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল। মোর বাণে মারিল রাবণ মহাবল॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ। মোর চক্রে নরকের লইল জীবন॥
মুঞি সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাথ। মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি করিলুঁ প্রসাদ। মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিলুঁ প্রহ্লাদ॥"

বিশ্বম্ভর দুয়ারে বসিয়া এইরূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসাগরে মগ্ন হইলেন এবং শাস্তি পাইয়া মহা আনন্দিত হইয়া হাত-তালি দিয়া বিনয় প্রকাশ করত নাচিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—
"যেন অপরাধ কৈলুঁ তেন শাস্তি পাইলুঁ। ভালই করিলা প্রভু! অল্পে এড়াইলুঁ॥
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার। দোষ অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার॥
ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"

এই বলিয়া অদ্বৈত সমস্ত উঠানে আনন্দে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং ভ্রূকুটি করিয়া বিশ্বম্ভরের চরণে ইহা নিবেদন করিলেন,—"কোথায় গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি? কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি (কপটতা)॥ আমি দুর্ব্বাসা নহি যে তার উচ্ছিষ্ট অন্ন সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে? আমি ভৃগু নহি যে তাহার পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীবৎস হইয়া আনন্দিত হইবে? আমার নাম অদ্বৈত—তোমার শুদ্ধ—দাস, জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট আমার ভক্ষ্য। সেই উচ্ছিষ্টের প্রভাবে আমি তোমার মায়াকে গণনা করি না। যাহা হউক শাস্তি ত করিলে এক্ষণে পদচ্ছায়া দেও।" ইহা বলিয়া অদ্বৈত ভক্তি সহকারে বিশ্বম্ভরের পায়ে মাথা দিয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর তাঁহকে সসম্ভ্রমে কোলে উঠাইয়া লইলেন। নিত্যানন্দ অদ্বৈতের ভক্তি দেখিয়া কান্দিলেন, যেন তাঁহার চক্ষু দিয়া নদী বহিয়া গেল, হরিদাস ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের গৃহিণী অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ এবং ভৃত্যগণ, সকলেই কান্দিতে লাগিল। যেন অদ্বৈতের বাটী 'কৃষ্ণ প্রেমময়' হইয়া উঠিল। তখন বিশ্বম্ভর অদ্বৈতকে মারিয়া লজ্জিত হইয়া সন্তোষ পূর্ব্বক তাঁহাকে বর দিলেন।

"(অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥)"

যথা— "তিলার্দ্ধেকো যে তোমারে করিবে আশ্রয়।

সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয় (হয় ?)॥

যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ। তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥"

অদ্বৈত এই বর শুনিয়া কান্দিতে লাগিলেন এবং বিশ্বম্ভরের চরণে ধরিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন,—প্রভু তুমি যাহা বলিলে তাহা কখন মিথ্যা নহে। তবে আমার একটী প্রতিজ্ঞা শুন।—

যদি কেহ তোমাকে না মানিয়া আমাকে ভক্তি করে তবে সে ভক্তি তাহাকে সংহার করিবে। তোমার পাদপদ্মে যাহার মন নাই ও যে তোমাকে না মানে সে কখন আমার 'জন' হইবে না। আর যে তোমাকে সেবা করে সে আমার জীবন স্বরূপ, আর যে লঙ্ঘন করে সে যদি আমার পুত্র বা দাসও হয়—তাহা হইলেও সেই বৈষ্ণবাপরাধীকে আমি দেখিব না। এইস্থানে অদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও ভক্তিহীনতার বিড়ম্বনা সূচক পৌরাণিক বহু আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিয়া পরে বলিতেছেন, 'তুমি সর্ব্বদেব মূল ও "সভার ঈশ্বর" তোমাকে যে ভজনা না করে আমি তাহার পূজ্য নহে, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া বিশ্বম্ভরের বহু স্তব করিলেন। স্তব শুনিয়া বিশ্বম্ভর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন,—

"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া। যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া।

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে। তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥

ইত্যাদি—

সে যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভরের 'বাহ্য জ্ঞান' হইলে অদ্বৈতের প্রতি চাহিয়া এইরূপ হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু ?

ইহার উত্তরে—অদ্বৈত বোলয়ে "উপাধিক নহে কিছু॥"

তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন—

প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়! রক্ষিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥"

এখন নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত ও হরিদাস ইঁহারা পরস্পর চাওয়া চাহি করিয়া মহা হাস্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈত গৃহিনীকে, যাঁহাকে তিনি মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি শীঘ্র গিয়া কৃষ্ণের নৈবিদ্য কর আমি ভোজন

করিব'। তদনন্তর সকলে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিলেন, বিশ্বম্ভর "কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ডপ্রণাম বিস্তর।" অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের পদতলে পড়িলেন, হরিদাস অদ্বৈতের দুই পায়ে পড়িলেন। তখন "অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।" বিশ্বম্ভর উঠিয়া অদ্বৈতকে স্বীয় পদতলে পতিত দেখিয়া আস্তে ব্যস্তে বলিলেন,"উঠ উঠ বিষ্ণু বিষ্ণু! পরে তাঁহার হাত ধরিয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে গেলেন।—

ভোজনে বসিলা তিন প্রভু একঠাঞি। বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দ, আচার্য্য-গোসাঞি॥
স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে। উপাধিক নিত্যানন্দ প্রভু বাল্য রসে॥
দ্বারে (বা দূরে) বসি ভোজন করয়ে হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি—সকল প্রকাশ॥"

অদ্বৈত গৃহিনী 'হরি হরি' স্মরণ করিয়া পরিবেষণ করিতেছেন, ভোজন পূর্ণ হইতে কিছু বাকি আছে, এমন সময়ে নিত্যানন্দ 'পরম-বাল্যাবেশে' সকল ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর হায় হায় করিলেন, হরিদাস হাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অদ্বৈত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন,—

"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ। কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম। জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম॥
কেহ ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা-হাথী॥
* * নিত্যানন্দ মদ্যপে করিব সর্ব্বনাশ। সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥"
'ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবাস। হাতে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস॥"

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের চরিত্র দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ হাসিয়া দুই অঙ্গুলী দেখাইলেন। অদ্বৈতকে ক্রোধাবেশে কেবল হাস্যকারী (শুদ্ধ হাস্যময়) দেখিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলে হাসিল। কিছুক্ষণপরে উভয়ের বাহ্য (সংজ্ঞা লাভ) হইল, উভয়ে আচমন করিলেন। তখন নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত পরস্পরে আনন্দে কোলাকোলী করতঃ 'প্রেমরসে' মগ্ন হইলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন। প্রীত বই অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ॥
তবে সে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা। বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥"

বিশ্বম্ভর অদ্বৈত গৃহে কয়েক দিন হরি-কীর্ত্তনে কাটাইয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।*

———

(চৈ,ভা, মধ্যখণ্ড,১৯ অঃ)

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরিতাংশ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদিগের রোগধর্ম্মে মানসিক বিকারের যতদূর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ইদানীং তাহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠকগণ অবগত আছেন, উল্লিখিত তিন জনই, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ, হিষ্টিরিয়া ও তদানুষঙ্গিক অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগগ্রস্ত লোক ছিলেন। এক হিষ্টিরিয়া রোগই বহুরূপী অর্থাৎ সকল রোগীতে সর্ব্বপ্রকার রোগ-লক্ষণ এবং সকল সময়ে সকল লক্ষণ তুল্যমাত্রায় বিদ্যমান থাকে না। তাহার উপরে আবার কাহারও কাহারও আনুষঙ্গিক রোগের লক্ষণ মধ্যে মধ্যে প্রকটিত হইয়া থাকে। এই হেতু ব্যক্তিবিশেষে কিছু কিছু বিভিন্ন, মিশ্র এবং বিশেষ লক্ষণও পরিলক্ষিত হইতে পারে। যেমন,—একজনের প্রথমে হিষ্টিরিয়ার সামান্য ফিট (আক্রমণ) উপস্থিত হইয়া পরে অপস্মারের (Epilepsy) ফিট উপস্থিত হইল, অথবা অপস্মারের ফিটের পরে হিষ্টিরিয়ার ফিট দেখা দিল। আবার, হিষ্টিরিয়ার জাগ্রত স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অপস্মার এবং কখন কখন উন্মাদ বিশেষের (Dementia præcox) আবেশাবস্থার লক্ষণও প্রকটিত হইতে পারে। * এইরূপ লক্ষণ বিচিত্রতা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং বিশেষ করিয়া, গৌরাঙ্গের চরিত্রে এস্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখা যায়। অদ্বৈত স্বীয় হিষ্টিরিয়ার আবেশাবস্থায় একদিন মনে করিলেন, 'গৌরাঙ্গ প্রভু হইয়া এ দাসের (আমার) পদধূলি জোর করিয়া লইয়া বিড়ম্বিত করেন, অতএব তাঁহার ক্রোধোৎপাদন করিয়া তাঁহার স্বহস্তের শাস্তি লইতে পারিলে আমার দাসত্ব দৃঢ়ীভূত হইতে পারে।' এই খেয়াল মনে আনিয়া

"Nor must it be forgotten that two conditions are not infrequently combined, and particularly may hysterical manefestations follow an epileptic it.

See article "Fits, Epileptic and others" in The Practitioner. July 1921. p. p. 30—31 by Dr Anthony Feiling M. D. F. R, C, P.

হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের বাটীতে গেলেন। তথায় গিয়া গৌরাঙ্গের অভিমতের বিরুদ্ধে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এ সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার নিবারণকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে একদিন নগরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার মানসে শান্তিপুর যাওয়া অবধারণ করিয়া নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় যাত্রা করিলেন। পথে গঙ্গা, উভয়ে উহাতে ঝাপ দিয়া সন্তরণ দ্বারা উহার তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। এই সময়ে গৌরাঙ্গের একটা হিষ্টিরিয়ার ফিট্ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার আবেশে তিনি বারম্বার হুঙ্কার করত 'মুঞি সেই মুঞি সেই' বলিয়া প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন "নাড়া আমাকে ক্ষীর সাগর হইতে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া এখানে (নবদ্বীপে) আনিয়া এখন কিনা বাটীতে বসিয়া ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড়, উহা প্রচার করিতেছে! অতএব তাহাকে সমুচিত শাসন করিতে যাইতেছি, পরে তাহা সকলে জানিতে পারিবে। পাঠক! গৌরাঙ্গ কি আকারে অদ্বৈতকে শাস্তি দিবেন, তাহা বোধ হয়, তিনি তখন পর্য্যন্ত নিজেই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের ঐ প্রলাপ বাক্য শুনিয়া হাসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি অদ্বৈতের প্রতি গৌরাঙ্গের ঐ সমুচিত শাসনের অসঙ্গত কথায়, অথবা তদীয় হিষ্টিরিয়া রোগের স্বভাবসুলভ অর্থহীন হাসি হাসিয়া থাকিবেন। পরে উভয়েই শান্তিপুরের ঘাটে গিয়া উঠিয়া অদ্বৈতের বাটীতে গেলেন। উভয়েই অবশ্য ভাবাবিষ্ট (subconscious),কিন্তু তন্মধ্যে গৌরাঙ্গের মুখে ক্রোধের ভাব প্রকটিত দেখা গিয়াছিল। তাঁহার ক্রোধ-মুখ দেখিয়া সকলে ভীতও হইয়াছিল। পরে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে অদ্বৈতের মুখে তাঁহার প্রশ্নোত্তরে যখন শুনিলেন—ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান সর্ব্বকালে বড়, জ্ঞান-হীন ভক্তি কোন কার্য্যেরই নহে, তখন অদ্বৈতের উত্তরে যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রসম্মত কোনরূপ কথা না বলিয়াই গৌরাঙ্গ সহসা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহার মহাভক্তি-ভাজন পূজনীয় অদ্বৈতাচার্য্যকে ঘরের পিড়া হইতে উঠানে টানিয়া নামাইয়া আনিয়া স্বহস্তে নির্ঘাত ভাবে কিল মারিতে লাগিলেন। পাঠক! এই ক্রোধে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়াজাত সহজ ক্রোধ নহে, যাহাতে তাঁহার চক্ষুর আরক্তিমতা ও মৌখিক তিরস্কারে

(ঘৃণাব্যঞ্জক) পর্য্যবসিত হওয়া সম্ভব ছিল। * পরন্তু হিষ্টিরিয়ার সহচর অপস্মার-উন্মাদের লক্ষণ যে উৎকট ক্রোধ, যাহা হইতে রোগীর নিকটস্থ ব্যক্তির প্রতি বিবিধ অত্যাচার করা সম্ভব হয়, এস্থলে সেই প্রচণ্ড ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া বিশ্বম্ভর জ্ঞানশূন্যাবস্থায় তাদৃশ পিতৃকল্প-ভক্তিভাজন অদ্বৈতাচার্য্যকে বারম্বার মুষ্ট্যাঘাত করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। † জ্ঞানশূন্য হইয়া কেন বলিতেছি তাহার প্রমাণ এই, যৎকালে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে কিল মারিতেছিলেন, অদ্বৈত-পত্নী (যাঁহাকে গৌরাঙ্গ মাতৃসম্বোধন করিতেন) স্বীয় বৃদ্ধপতির উপরে তাদৃশ নিষ্ঠুর ও সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিতে দেখিয়া বিশ্বম্ভরকে নিবৃত্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ জানাইলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাৎপর্য্য এই বিশ্বম্ভর তখন স্বীয় রোগধর্ম্মে দুর্জ্জয় ক্রোধের বশে হিতাহিত জ্ঞানপরিশূন্যাবস্থায় ছিলেন বলিয়া অদ্বৈত-পত্নীর সেই সকরুণ অনুযোগ-বাক্য তাঁহার শ্রুতিকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে নাই, সেজন্য তিনি কিলাইতে ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু ঐ পুনঃ পুনঃ নির্ঘাত কিলন-ব্যাপারে পেশী কার্য্য দ্বারা গৌরাঙ্গের উত্তেজনা-জনিত আবেগ কতক পরিমাণে ব্যয়িত হওয়ায় তাঁহার ঐ উগ্রভাব স্বতঃই উপশমের দিকে গিয়াছিল, তখন সম্ভবতঃ অদ্বৈতপত্নীর শেষ ব্যাকুলতা ও ভয়ব্যঞ্জক বাক্য তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া বিবেক বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াছিল, তখনই তিনি স্বীয় ক্রিয়মান ঘোরতর অপকার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। নতুবা সেদিন গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক অদ্বৈতের জীবনান্ত হওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। ইতিপূর্ব্বেও গৌরাঙ্গ ক্রোধান্ধ হইয়া অনেককে কয়েকবার মারিতে গিয়াছিলেন, তাহারা পলাইয়া তাঁহার প্রহার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাহাতে বুঝিতে হইবে পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ অপস্মারোন্মাদের ক্রোধ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

* "They * * * show a passionate scorn and relieve themselves by violent burst of anger." See :—Article Hysteria by Dr. Jellife.—under Hysteric Emotional instability.—p 669.—Same as below.,

† Next comes Epileptic Dementia, characterised chiefly by attacks of anger. The gracious patient burst into anger attacks those about him.

See—article—Epilepsy—Epeleptic Psychic alteration. By L, Pierce Clark M.D, p, 603, in A system of Medicine Vol. V. Edited by Sir Osler and Dr. Macrae. V 5—1915.

তবে এবারে সেই আক্রমণটা কিছু তীব্র হইয়াছিল, এদিকে অদ্বৈতও স্বীয় বিকৃত ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া (self suggestion) গৌরাঙ্গের তাদৃশ প্রচণ্ড প্রহারও হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশে সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতকে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রহার করিতে করিতে গৌরাঙ্গের কতক চৈতন্য লাভ হইলে ঠিক যেন তাঁহার স্কন্ধ হইতে সহসা ভূত ছাড়িয়া গেল। (মধ্যকাল পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসকেরা এইরূপ ভূতে ধরায় বিশ্বাস করিতেন।) তখন তিনি অদ্বৈতকে ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ দূরে বা দ্বারে আসিয়া বসিলেন। এই সময়ে স্বীয়কৃত অব্যবহিত পূর্ব্বের অপকার্য্য তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তজ্জন্য তিনি লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলেন; পরন্তু তাহা ঢাকিবার জন্য তখন একটী উপায়ও উদ্ভাবনা করিলেন। সে উপায় অবশ্য তাঁহার হিষ্টিরিয়া আবেশের কল্পনা-প্রসূত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অপস্মারের ফিটের পরে হিষ্টিরিয়া লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি অদ্বৈতের জ্ঞান-প্রচার কার্য্যের দোষ এবং তজ্জনিত নিজের কাল্পনিক অভিমান প্রকাশ ব্যপদেশে পুরাণোক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারের কার্য্যনিচয় যেন নিজের কৃত, ইহা (ঐশ্বর্য্য) অতি দম্ভ ও গাম্ভীর্য্যের সহিত উল্লেখ করিতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে অদ্বৈত তাঁহাকে ক্ষীরোদ সাগর হইতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ভক্তিপ্রচারের জন্য নদীয়ায় আনিয়া 'এক্ষণে কিনা ভক্তি লুকাইয়া জ্ঞান প্রচার করিতেছে' ইহাও বলিতে ভুলেন নাই। অদ্বৈতের প্রতি গৌরাঙ্গের তাদৃশ দুর্ব্যবহার এবং পরক্ষণে তাহা ঢাকিবার উদ্দেশে ঐরূপ অসম্বন্ধ কাল্পনিক উপন্যাস কথন যে তাঁহার বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক, তাহা কাহাকেও কি আর বলিতে হইবে?

তদ্ভিন্ন বিশ্বম্ভর সংজ্ঞা লাভ করিয়া অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।—"কিছু কি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছি শিশু?" অদ্বৈত উত্তরে বলিয়াছিলেন—'তেমন কিছু নহে'। পরে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বলিলেন 'শুন, আমায় কিছু চাঞ্চল্য দেখিলে তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করিও'। ইহার পরে বিশ্বম্ভর অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও হরিদাস পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে উপলব্ধি হয় বিশ্বম্ভর প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বীয় কৃত অপকর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফলতঃ তাহাতে তাঁহার কোন আয়ত্তি ছিল না, যাহা করিয়াছিলেন তাহা অবশ হইয়াই করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহা-কর্তৃক

তাদৃশ কোন চাঞ্চল্যের কার্য্য পুনঃ না ঘটে তাহার জন্য অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও হরি দাসকে রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছিলেন। অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বম্ভর মনের অপ্রকৃতাবস্থায় উপরিউক্ত তথাকথিত 'চাঞ্চল্য' যে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ রোগধর্ম্মে তাঁহার মনের বিকৃতাবস্থা হইতে তাঁহাকে যে উন্মাদসদৃশ অবিবেচনার কার্য্যে সময়ে সময়ে প্রবৃত্ত করিত, তাহা গৌরাঙ্গ-ভক্তেরা না বুঝিয়া তত্তাবৎ 'ঠাকুরালী' বলিয়া গ্রহণ ও ঘোষণা করিতেন। এস্থলে দেখা যায় ঐ ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই গৌরাঙ্গ একেবারে উগ্রভাব বর্জ্জিত এবং প্রকৃতিস্থ (ভিন্ন লোক) হইয়া, যেন পূর্ব্বে কিছুই হয় নাই, এইভাবে অদ্বৈত-পত্নীকে সম্বোধন করিয়া নিজের অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে অদ্বৈতাচার্য্যের হিষ্টিরিয়ার আবেশ গৌরাঙ্গের নির্ঘাত কিলের চোটে ঠিক যেমন ভূত ছাড়িয়া যায়, সেইরূপ ছাড়িয়া গেল, তখন তিনি প্রকৃত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তখন তিনি স্বীয় কৃত কার্য্যের উচিত শাস্তি হইয়াছে ভাবিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে স্বকৃত অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিয়া গৌরাঙ্গের স্তবস্তুতি করতঃ শেষে তাঁহার পদদ্বয়ের প্রার্থী হইয়া তাঁহার পদে মস্তক রক্ষা করিয়া ও তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা নিত্যানন্দের আচরণ উল্লেখ-প্রসঙ্গে বলা হইবে।

নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গে নদীয়া হইতে শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। পথে ললিতপুরে এক গৃহস্থ সন্ন্যাসীর সহিত গৌরাঙ্গের বাকৃবিতণ্ডা উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গের প্রতি সন্ন্যাসীর বিরক্তি ও ক্রোধ হয়, তখন নিত্যানন্দ বিনয়যুক্ত প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে গৌরাঙ্গের প্রতি ক্ষমা করিতে বলিয়াছিলেন। আর, তাঁহার গৃহে উভয়ের ফলাহার কালে নিত্যানন্দ কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এস্থানে অদ্বৈতের প্রতি বিশ্বম্ভরের তাদৃশ অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া নিত্যানন্দ একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই, বরং তখন হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে নিত্যানন্দের মন এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ছিল না, গৌরাঙ্গের বীভৎস আচরণ দর্শনে

তাঁহার সম্ভবতঃ হিষ্টিরিয়ার মৃদু আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে তাঁহাকে নির্ব্বাক্ ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়া ছিল। সে জন্য তিনি গৌরাঙ্গকে কোন প্রবোধ বাক্য বলিতে বা তাঁহার নির্ঘাত প্রহার কার্য্য হইতে অদ্বৈতকে রক্ষা করিতে পারগ হন নাই। এ ক্ষেত্রে তাঁহার হৃদয়হীনতা ও ঔদাস্তের কারণ তাঁহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ। আবার, যথন তিনি অদ্বৈতের বাটীতে বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত এবং হরিদাসের সহিত একত্রে ভোজন করিতেছিলেন, তখন তিনি কতক ভোজনের পর অন্নব্যঞ্জন ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া এবং হাসিয়া তাঁহার হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আহার্য্য বস্তু ছড়াইয়া ফেলা নিত্যানন্দের এটী পীড়ার লক্ষণবিশেষ, ইহা পূর্ব্বেও প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ আচরণে অদ্বৈত ক্রোধান্বিত হইয়া নিত্যানন্দকে কতই না গালিবর্ষণ ও নিন্দা করিয়াছিলেন, পরন্তু নিত্যানন্দ তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ কিছুই প্রকাশ করেন নাই, বরং অদ্বৈতের প্রতি হাসিয়া দুই অঙ্গুলি দেখাইয়া ছিলেন ("হাসিয়া নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায়")। এস্থলে প্রসঙ্গাধীন অদ্বৈতের চরিত্র সম্বন্ধে ২।১টী কথা পুনঃ বলিতেছি। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে পূর্ব্বাবধি বেশ জানিতেন—তিনি একজন বন্ধু ও গৌরাঙ্গ-ভক্ত। তাঁহার সামান্য অন্ন ছড়ান অপরাধে অদ্বৈতের এতাদৃশ ক্রোধান্ধ হইয়া গালিবর্ষণ, তিরস্কার ও নিন্দা করা কথন তাঁহার স্বাভাবিক মনের কার্য্য হইতে পারে না। তখন তাঁহার হিষ্টিরিয়ার যে এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহার তাৎকালিক আচরণই সাক্ষ্য দিয়া থাকে। যথা—

"ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগবাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট, (অথবা মহাঅট্ট) হাস॥"

ইহাতে গৌরাঙ্গ প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত হাসিয়া ছিলেন। তৎপরে বাহ্য হইলে সকলে আচমন করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এস্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এই,—

"নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী॥"

সুধী পাঠক! এক্ষেত্রে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পূর্ব্বাপর আচরণ হইতে

ইহাই নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয় যে, ইহারা হিষ্টিরিয়া ও সময়ে সময়ে তদানুষঙ্গিক অপস্মার ও উন্মাদ রোগের বিষয়ীভূত হইয়া উহাদের অব্যর্থ লক্ষণ প্রকাশ দ্বারা স্ব স্ব মানসিক বিকৃত অবস্থাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। পরন্তু পরিতাপের বিষয়, ভক্ত বৈষ্ণবগণ, তথা জীবনীলেখকেরা গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের চরিত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুমাত্র না বুঝিতে পারিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপকে ঠাকুরালী ও বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন!

অধিক আর বলিবার নাই, যে ক্রোধকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নরকের দ্বার স্বরূপ এবং সংমোহ, স্মৃতিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশের হেতুভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাজ্য উপদেশ করিয়াছেন, * ঐ ক্রোধ হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত সুতরাং দুর্ব্বল ও অসংযতমনা ব্যক্তির ও সমাজের পক্ষে যে কতদূর অনিষ্টজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এ দিকে দেখা যায় ঐ ক্রোধই গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত প্রভৃতির চরিত্রে দুর্দ্দম্য ভাবে নিত্যসহচর ছিল। অথচ অতীব বিস্ময়ের বিষয়, ইঁহারাই আবার সেই বহু-অনিষ্টকারী ক্রোধের বশে সাধারণ লোকের ন্যায় বহুতর অপকার্য্য ও অশিষ্টাচরণ করিয়াও বঙ্গীয়সমাজে অবতার রূপে প্রথিত হইয়াগিয়াছেন!

পাঠক! লক্ষ্য করিয়াছেন কি? গৌরাঙ্গ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে তাঁহাকে অদ্বৈত বৈকুণ্ঠ হইতে সপরিবারে নদীয়ায় আনিয়াছেন, এখন বলিতেছেন, কিনা উঁহাকে ক্ষীরোদ সাগর হইতে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া ভক্তি প্রচারার্থ আনা হইয়াছে। বাস্তব-পক্ষে তাঁহার অবতারত্ব কল্পনামূলক বলিয়া এবং রোগধর্ম্মে নিজের স্মরণশক্তিরও হানি ঘটায় (Amnesia) কোথা হইতে যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা সকল সময় পূর্ব্বাপর ঠিক রাখিয়া বলিতে পারিতেন না।

---

* ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬ অ,
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ২ অ,

ঊন বিংশৎপরিচ্ছেদ।

[একদিন বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ শ্রীবাসের বাটীতে উপবিষ্ট ছিলেন, মুরারি গুপ্ত তথায় আসিয়া অগ্রে বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিয়া পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর মুরারির অভিবাদনের ব্যবহার-বিরুদ্ধতা দোষ দেন, কিরূপে তাহা কল্য বুঝিবে বলেন। মুরারি বাটী গিয়া সেই রাত্রে স্বপ্নে দেখেন অগ্রে নিত্যানন্দ বলরামরূপে এবং পশ্চাৎ বিশ্বম্ভর কৃষ্ণরূপে চলিয়াছেন এবং কৃষ্ণ আপনাকে কনিষ্ঠ ও অগ্রগামীকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিলেন। তদনুসারে মুরারি পরদিন স্বীয় অভিবাদন-দোষ সংশোধন করেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর সন্তুষ্ট হইয়া মুরারিকে স্বীয় চর্ব্বিত তাম্বূল প্রসাদ দেন, তাহা লইয়া মুকুন্দের সহিত অনেক কৌতুক করেন। মুরারির প্রেরণাবাক্যে বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরাবেশ হইলে তিনি কাশীর বেদান্তাধ্যাপক সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রচার করায় তাঁহার প্রতি তীব্ররোষ প্রকাশ করেন এবং উহার কুষ্ঠ-রোগ করাইলেও সে তাঁহার সত্য বিগ্রহ স্বীকার করে না, ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন। ঐ দিন মুরারি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বাটী গিয়া এক বলেন ও আর করেন। আহারে বসিয়া ঘৃতসিক্ত অন্নগ্রাস পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানে নিবেদন করেন। বিশ্বম্ভর ঐ দিন বৈকালে মুরারির বাটীতে গিয়া অজীর্ণ হওয়ার ভাণ প্রকাশ করেন, তৎপক্ষে কারণের কথায় মুরারির প্রদত্ত বহু ঘৃতাক্ত অন্নগ্রাস খাওয়ার উল্লেখ এবং তৎপ্রমাণার্থ উহার পত্নীকে সাক্ষ্য করেন। পশ্চাৎ অজীর্ণের ঔষধ স্বরূপ মুরারির পান-পাত্রের জলপান করেন। তাহাতে মুরারি-গোষ্ঠী বিস্মিত ও অনুগৃহীত হয়। অন্য একদিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের বাটীতে ঈশ্বরাবেশে গরুড় গরুড় করিতেছিলেন, এমন সময় মুরারি তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে গরুড় ও তাঁহার দাস বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তৎপরে বিশ্বম্ভর তাঁহার স্কন্ধে এক লম্ফে চড়িয়া বসিলে মুরারি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া শ্রীবাসের উঠানে দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। অন্য একদিন বিশ্বম্ভর মুরারির আত্মহননের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া লুক্কায়িত অস্ত্রখানি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া তাঁহাকে ভবিষ্যতে ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে মাথার দিব্য দিয়াছিলেন।]

বিশ্বম্ভর শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া ভক্তগোষ্ঠীর সহিত অশেষ-বিশেষে কৌতুক করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রীবাসের গৃহে নিত্যানন্দের সঙ্গে বসিয়া নানা রঙ্গ করিতেছিলেন। এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুপ্ত বিশ্বম্ভরকে দণ্ডবত করিয়া পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন, "দেখ মুরারি!

তুমি ব্যবহারের বিপরীত কার্য্য করিলে, কোথায় তুমি অজ্ঞজনকে ব্যবহার শিখাইবে, তাহা না করিয়া তুমি উহা নিজেই লঙ্ঘন করিলে!" মুরারি বলিলেন "প্রভু! তুমি যেমন চিত্ত লওয়াইয়াছ সেইরূপ হইয়াছে।" ইহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন ভাল ভাল! আজ সবে যাও, কল্য সকল জানিবে। গুপ্ত বাটী গিয়া সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখিল, নিত্যানন্দ মত্তবেশে আগে চলিতেছেন, তাঁহার মস্তকে 'মহা নাগ ফণা', হাতে হল মুষল; তাল-বানা, যেন বলরাম। তাঁহার পশ্চাতে শিরে পাখা করিয়া বিশ্বম্ভর যাইতেছেন এবং ঐ স্বপ্নে তিনি বলিলেন, 'মুরারি' আমি যে কনিষ্ঠ, এখন মনে বিচার করিয়া বুঝ। মুরারি নিদ্রা ভঙ্গে ক্রন্দন করিতে করিতে নিত্যানন্দ বলিয়া ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন। পরে আনন্দিত চিত্তে বিশ্বম্ভরের নিকট গেলেন। তথায় গিয়া অগ্রে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন, "এ কেন মুরারি?" মুরারি উত্তর করিলেন "প্রভু! তুমি যেমন 'লওয়াইলে"। কেন না—

"পবন কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে। জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তি বলে ॥"

ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন "মুরারি! তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে তত্ত্বকথা জানাইয়াছি।" এই সময়ে গদাধর তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন মুরারি! তুমি আমার প্রধান দাস, এই বলিয়া স্বীয় চর্ব্বিত তাম্বূল মুরারিকে দিলেন। মুরারি তাহা সসম্ভ্রমে যোড় হস্তে লইয়া আনন্দে ভক্ষণ করিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন "মুরারি! শীঘ্র হাত ধোও।" মুরারি করিলেন কি? সেই হস্ত মাথায় তুলিয়া দিলেন। তখন—

"প্রভু বোলে মুরারি! আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥"

ইহা বলিতে বলিতে বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরাবেশ হইল, তখন দন্ত কড়মড় করিয়া তিনি বিশেষ ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে।
পড়ায়ে বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে। কুষ্ঠ করাইনু অঙ্গে তভু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে। তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে ॥
সত্য কহ মুরারি! আমার তুমি দাস। যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি"

বিশ্বম্ভর নানা ভাবে স্বীয় মাহাত্ম্য ও যশের গৌরব গুপ্তকে উপলক্ষ করিয়া বর্ণন করিলেন। বৃন্দাবন দাস এইস্থানে বলিয়াছেন,—।

"গুপ্ত লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান্।
সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা স্থান॥"

ইহার পরে "নিত্যানন্দের তত্ত্ব সব জানিলা" বলিয়া গুপ্তকে বাটী যাইতে বলিলেন। মুরারি বিহ্বল অন্তরে গৃহে গেলেন, গৃহে গিয়া, 'এক বোলে, আর করে খলখলী হাসে,' পরে আহার করিব বলায় তাঁহার পত্নী অন্ন আনিয়াছিলেন, তখন মুরারি 'খাও খাও' বলিয়া গ্রাস গ্রাস ঘৃত-মাখা অন্ন মাটিতে ফেলিতে লাগিলেন, আর 'খাও, খাও, খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলিতে লাগিলেন। গুপ্তের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া গুপ্ত-পত্নী পুনঃ পুনঃ অন্ন আনিয়া দিলেন এবং গুপ্তকে 'মহা ভাগবত' জানিয়া সাবধান করিলেন। পরন্তু গুপ্তের কিছু আহার হইল কিনা তাহা বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট জানান নাই,, তবে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"মুরারি দিলে প্রভু সে করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
যত অন্ন দেই গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়।"

ইহার পরে বিশ্বম্ভর বৈকালে মুরারির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুরারি তাঁহার 'বিজয়াগমনের' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বম্ভর বলিলেন, বিষ্টম্ভ (অজীর্ণ) রোগের চিকিৎসার জন্য। মুরারি অজীর্ণের কারণ বুঝিবার জন্য কল্য কি ভোজন করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায়,—

প্রভু বোলে "আরে বেটা জানিবি কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥
তুঞি পাসরিলি যবে তোর পত্নী জানে। তুঞি দিলি, মুঞি বা না খাইমু কেমনে॥

*   *   *   *   *

জল পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল। তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল॥

ইহা বলিয়া বিশ্বম্ভর মুরারির জলপাত্র ধরিয়া ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া জলপান করিলেন। মুরারি প্রভুর এই কৃপা দেখিয়া অচেতন হইয়া পড়িল, গুপ্তগোষ্ঠী মহাপ্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস এস্থলে বলিয়াছেন, 'কিরূপ প্রভু, কেমন ভক্তি যোগ, আর কিরূপ দাস, তাহা চৈতন্যের প্রসাদে প্রকাশিত

হইল। মুরারি যেরূপ দাস ভাবে চৈতন্যের প্রসাদ লাভ করিল, তাহা নদীয়ার কোন ভট্টাচার্য্যই লাভ করিতে পারে নাই। কেন না, বিদ্যা, ধন ও প্রতিষ্ঠায় কিছু হয় না, বৈষ্ণবের প্রসাদেই ভক্তি ফল-লাভ হয়।'

আর এক দিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাস গৃহে এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা—

"এক দিন মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে। হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্ত্তি ধরে।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শোভে চারি কর। 'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া। শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া।
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয়-ভাব। গুপ্ত বোলে "মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ॥"
'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর। গুপ্ত বোলে "মুঞি এই তোহোর কিঙ্কর॥"
প্রভু বোলে "বেটা! তুঞি মোহর বাহন। "হয় হয় হয়" গুপ্ত বোলয়ে বচন॥
গুপ্ত বোলে 'পাসরিলা তোমারে লইয়া। স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া॥
পাসরিলা তোমা লৈয়া গেলুঁ বাণপুরে। খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু! আরোহণ কর। আজ্ঞা কর নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর॥"

তখন, বিশ্বম্ভর মুরারির স্কন্ধে চড়িলেন, শ্রীবাসের বাড়ীতে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে মুরারি গুপ্ত শচীনন্দনকে স্কন্ধে করিয়া সমস্ত উঠান পাক দিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিলেন। পতিব্রতাগণ জয়ের 'হুলাহুলি' (উলুধ্বনি) করিল, ভক্তগণ মহাপ্রেমে কান্দিতে লাগিল, কেহ জয় জয়, কেহ বা হরিধ্বনি করিল, কেহ উল্লাসে মালসাট্ মারিল, কেহ 'ভালরে ঠাকুর' বলিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ বাহু তুলিয়া উচ্চস্বরে বিশ্বম্ভর-বাহন মুরারির জয় বলিল। তখন বিশ্বম্ভর মুরারির স্কন্ধে বসিয়া দুলিতে ছিলেন, আর মুরারি আনন্দে বাটীর ভিতরে দৌড়িয়া ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। কতক্ষণ পরে মহাবীর বিশ্বম্ভর বাহ্য পাইয়া গুপ্তের স্কন্ধ হইতে নামিলেন, মুরারির ও গরুড় ভাব নিবৃত্ত হইল। বৈষ্ণব মণ্ডল মুরারিকে ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইস্থানে চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা নিত্যানন্দের আত্মহননের, এমত কি, তজ্জন্য তিনি একখানি খরসান কাড়ি (কাটারি) আনিয়া ঘরে রাখিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর তাহা যেন অন্তর্য্যামিরূপে জানিতে পারিয়া নিত্যানন্দের নিকট হইতে ঐ কাটারি চাওয়ায় নিত্যানন্দ কে তাঁহাকে বলিয়াছে? বলিয়া অস্বীকার করিয়া-

ছিলেন, বিশ্বম্ভর তখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ঐ কাটারি বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন! আর গুপ্তের ভবিষ্যতে ঐরূপ অপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নিত্যানন্দকে কোলে লইয়া তাহার হাত নিজ মাথার উপর দিয়া কোন্ দোষে আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছিলে, তুমি গেলে কাহাকে লইয়া বা আমার খেলা হইবে? ইত্যাদি মিষ্ট তিরস্কার করিয়া শেষে এইরূপ দিব্য দিয়াছিলেন।—

"মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও॥

তখন মুরারি আস্তেব্যস্তে ভূমিতলে প্রভুর চরণপ্রান্তে পড়িয়া প্রেম-জলে তাহা সিক্ত করিলেন। পরে মুরারিকে আশ্বস্ত করিয়া বিশ্বম্ভর বাড়ী গিয়াছিলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস মুরারির প্রতি বিশ্বম্ভরের দেব-দুর্লভ কৃপা প্রকাশের উল্লেখ করিয়া সর্ব্ব দেবতার সহিত কৃষ্ণের সুতরাং গৌরাঙ্গের অভেদত্ব ও তাঁহার মাহাত্ম্য তথা সাধু-নিন্দার দোষ ও শাস্তির বর্ণনা করিয়াছেন।

মন্তব্য।

এই পরিচ্ছেদের প্রথমাংশে মুরারি কৃত অভিবাদনের দোষ ধরিয়া প্রকারান্তরে গৌরাঙ্গ নিজে কৃষ্ণের এবং নিত্যানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ বলরামের যে অবতার, ইহা প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

একদিন মুরারি আসিয়া অগ্রে বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ নিত্যানন্দকে প্রণাম করেন; ইহাতে বিশ্বম্ভর বলেন ইহা তোমার ব্যবহার বিরুদ্ধ কার্য্য হইল। তদুত্তরে মুরারি বলিলেন তুমি যেমন চিত্ত লওয়াইয়াছ সেইরূপ হইয়াছে। ইহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন "ভাল ভাল" আজ ঘরে যাও কল্য জানিতে পারিবে। মুরারি 'সভয়-হরিষ' চিত্তে গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে স্বপ্নে যাহা দেখিলেন তাহাতে বুঝিলেন, নিত্যানন্দ কৃষ্ণের বড় ভ্রাতা হলধর, আর বিশ্বম্ভর,কনিষ্ঠ কৃষ্ণ। পাঠক! পূর্ব্বে বলিয়াছি দিবসের চর্চ্চিত বিষয় যাহা অসম্বিন্ মানসে স্থান পায় তাহা রাত্রে স্বপ্নে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এস্থলে মুরারির তাহাই ঘটিয়াছিল এবং তিনি উহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস

করিয়া লইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গে যখন 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' বলিয়া কান্দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ—এই ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কেননা দেখা যায়, পরদিন প্রাতে মুরারি হৃষ্টচিত্তে বিশ্বম্ভরের সকাশে আসিয়া অগ্রে নিত্যানন্দকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে বিশ্বম্ভর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মুরারি! আজ এরূপ কেন? তদুত্তরে মুরারি বলিলেন "প্রভু! লওয়াইলি যেন।" 'জীবের সকল কর্ম্ম ত তোমার শক্তি বলে হইয়া থাকে।' বিশ্বম্ভর ইহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মুরারিকে উপযুক্ত ভক্ত বিবেচনায় বলিলেন, তুমি আমার প্রিয়, ও প্রধান দাস। ইহা বলিয়া মুরারিকে স্বীয় চর্ব্বিত তাম্বূল দিলেন, মুরারি উহা সসম্ভ্রমে জোড়হস্তে গ্রহণ করত ভক্ষণ করিয়া আনন্দে মত্ত হইলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন 'হাত ধোহ,' মুরারি হাত না ধুইয়া সে হাত নিজমাথায় দিলেন। তখন বিশ্বম্ভর বালকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, আরে বেটা! তোমাতে আমার উচ্ছিষ্ট লাগিল, তোমার জাতি গেল। এই বলিতে বলিতে তাঁহার ঈশ্বরাবেশ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি দন্ত কড় মড় করিয়া এইরূপ অসম্বন্ধ প্রলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যথা—সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ কাশীতে বসিয়া বেটা আমার অঙ্গ 'ভাল মতে' খণ্ড খণ্ড করে, সে বেদান্ত পড়ায়, সে আমার বিগ্রহ মানে না, তাহার অঙ্গে কুষ্ঠ করাইলাম, তথাপি সে জানে না যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার দেহে অবস্থিত, বেটা কোন্ সাহসে ইহা মিথ্যা বলে। মুরারি! আমি সত্য কহিতেছি "যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ"। তদ্ভিন্ন সকলের পূজিত অজ ভব প্রভৃতি দেবতার অঙ্গ নাই, এ কথা সে কোন সাহসে বলে? আর আমি তোমাকে সত্য সত্য ইহা প্রকাশ করিতেছি যে,—

"সত্য মুক্তি, সত্য মোর দাস তার দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বোলে মোরে করে খাণ খাণ॥
যে যশ শ্রবণে আদি-অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বোলে 'মিথ্যা সে বিলাস॥'

যে যশ-শ্রবণ রসে শিব দিগম্বর। যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥
যে যশ শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত। চারিবেদে বাখানে' যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্য-কীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যার। সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥"

ইহার পরে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ নিবৃত্ত হইয়া চৈতন্যোদয় হইলে তিনি পূর্ব্ববৎ দৈন্যভাব লাভ করিলেন—

"ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর। পুন সে হইলা প্রভু অকিঞ্চন বর॥

তখন ভাই বলিয়া মুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং বড় স্নেহ করিয়া তাহাকে বলিলেন তুমি আমার 'শুদ্ধ দাস'। তুমি নিত্যানন্দের প্রকাশ জানিতে পারিলে। অতএব নিত্যানন্দকে এমত কি, আমার দাসও যদি দ্বেষ করে তবে সে আমার প্রিয়পাত্র নহে। অতএব তুমি এখন ঘরে যাও, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানিয়া আমাকে ক্রয় করিলে। * অতঃপর মুরারি গুপ্ত 'বিহ্বল' অন্তরে

* পাঠক কি বুঝিয়াছেন, এস্থলে বিশ্বম্ভর মুরারিকে শিষ্টাচার শিখাইতে শিখাইতে হটাৎ কেন তাঁহার ঈশ্বরাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল? এবং তাহাতে তিনি কেনই বা কাশীর সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দের উপরে তাদৃশ আক্রোশ ও দ্বেষ প্রকাশ করত ব্রহ্ম সাকার এবং অবতাররূপে তাঁহার দেহ ধারণ সম্পূর্ণ সত্য, পক্ষান্তরে নিরাকার-বাদ সমস্তই মিথ্যা, ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন?

মনস্তত্ত্ব-বিচার-প্রণালী (Psycho-analysis) অবলম্বন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, এস্থলে মুরারি কথিত গৌরাঙ্গে ঈশ্বরত্বের আরোপ বাক্যে ('তুমি আমাকে যেরূপ লওইয়াছিলে ও লওয়াইলে' এবং 'জীবের সমস্ত কর্ম্ম তোমারই শক্তি হইতে হয়) তীব্র প্রেরণা রূপে ঈশ্বর-ভাবোদ্দীপনায় সমর্থ হইয়াছিল। এবং ঐ এক ঈশ্বর ভাবোত্তেজনা হইতে পর পর আনুষঙ্গিক ভাবোত্তেজনার নিয়মানুসারে (Association of ideas) ঈশ্বরের নিরাকার-ভাব খণ্ডন করত সাকার ভাব স্থাপন, তৎসঙ্গে ঈশ্বরাবতারের বিগ্রহ গ্রহণ সুতরাং প্রকারান্তরে নিজের অবতারত্ব প্রতিপাদন, এই সমস্ত ভাবাবলি উদ্দীপিত হইয়া তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ভাব-সঙ্ঘ (Group of ideas) বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বাবধি সঞ্জাত হইয়া অসম্বিন্ মানসে নিহিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল। দেখা যায় ইত্যগ্রে অদ্বৈত কর্ত্তৃক জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রচার তাঁহার মনে ভক্তি এবং অবতারত্বের বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি তজ্জন্য তাঁহাকে আবেশাবস্থায় যথোচিত অপমান ও প্রহার করিয়া শান্তি তৃপ্ত লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রেও হিষ্টিরিয়ায় আক্রমণের পরে ঈশ্বর ভাবে আবেশিত হইয়া সেই অসম্বিন্ মানসে পোষিত গূঢ় অথচ সম্প্রতি উত্তেজিত মনোভাব শ্রীনিবাস মুরারি ও নিত্যানন্দের সমক্ষেই বাহ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেরূপ না হইলে বিশ্বম্ভর 'ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীতের মত' মুরারিকে অভিবাদনের ক্রম শিক্ষা দিতে গিয়া সহসা কাশীর বেদান্তাধ্যাপক সন্ন্যাসীর উপরে তাদৃশ রোষ প্রকাশ করত ব্রহ্ম ও

গৃহে গেলেন। তথায় গিয়া হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের অধীন হইয়া পড়িলেন, তিনি এক বলেন আর করেন, খল খল হাসিতে থাকেন, ভোজন করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া গ্রাস গ্রাস ঘৃতসিক্ত অন্ন 'খাও খাও কৃষ্ণ' বলিয়া সমস্তই ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। গৃহিণী পুনরায় অন্ন দিলেও মুরারি ঐরূপ করিলেন, তখন গৃহিণী পতিকে "সাবধান" হইতে বলিলে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি শেষে ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকিবেন। বৈকালে কিন্তু মুরারির অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ সম্ভবতঃ কোনরূপে মুরারির অন্ন-নিবেদন ব্যাপার জানিতে পারিয়া বেলা অবসানে তাহার বাটীতে অতি-ভোজন জনিত অজীর্ণতার ভাণ করিয়া উপনীত হইলেন। এবং বলিলেন তোমার প্রদত্ত অত্যধিক অন্ন ভোজন করিয়া আমার অজীর্ণ হইয়াছে, অতএব তোমারই জল উহার ঔষধ। এই বলিয়া বিশ্বম্ভর গুপ্তের পানপাত্রের জল পান করিয়া ফেলিলেন। মুরারি এই অভাবনীয় আচরণে বিশ্বম্ভরের ঘোরতর চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া তৎপ্রতি তাঁহার অত্যন্ত কৃপাই মনে করিলেন। (অন্য সকলেও ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল) এমন কি, মুরারিও আনন্দে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে মুরারি বিশ্বম্ভরের উপর্য্যুপরি ভাবপ্রেরণার ফলে এক্ষণে হিষ্টিরিয়ার চূড়ান্ত আক্রমণ-লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠক! ইহা অল্প কৌতুকের বিষয় নহে যে, মুরারির নিবেদিত বহু গ্রাস অন্ন অবশ্য যেখানকার সেখানেই পড়িয়াছিল, অথচ বিশ্বম্ভরের তাহা ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ রোগ ঘটিয়াছিল, আবার মুরারির অন্নে অজীর্ণ, মুরারির জলই উহার ঔষধ হইয়াছিল—"তোর অন্নে অজীর্ণ ঔষধ তোর জল"। সে যাহা হউক মুরারি কিন্তু তাঁহার নিবেদিত অন্ন কৃষ্ণরূপী বিশ্বম্ভর যে ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ রোগ গ্রস্ত হইয়াছিলেন, আবার তাঁহারই জল পান করিয়া সুস্থ হইলেন, ইহা বিশ্বাস করিয়া বিস্মিত ও

অবতারের বিগ্রহ (শরীর) থাকা প্রসঙ্গে তত গালি বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। আবার দেখা যায়, পরক্ষণে বিশ্বম্ভরের কথিত ঈশ্বর-ভাবের উদ্দীপনা অপগত হইলে মুরারির মনস্তুষ্টিকর পূর্ব্বের বাক্য স্মরণ করিয়া তাহাকে অতি ভাল-বাসার নিদর্শন স্বরূপ নিজ চর্ব্বিত তাম্বূল তাহাকে দিয়া মহা অনুগৃহীত করিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গের স্বীয় অবতারত্ব ব্যঞ্জক বক্তৃতা, এবং মুরারির প্রতি তাঁহার প্রশংসা ও স্নেহ-সূচক বাক্য প্রয়োগ ও অধিকন্তু তাঁহাকে 'তাম্বূল প্রসাদ' দান, এই সমস্ত মুরারির প্রতি তীব্র ভাবপ্রেরণার কার্য্য করিয়াছিল। তিনি অনতিকালমধ্যে গৌরাঙ্গের আজ্ঞানুবর্ত্তী (hypnotised) ও প্রকৃত সেবক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা মুরারির পরবর্ত্তী কার্য্যেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠক! এইরূপ স্থলে বৈষ্ণবেরা কেমন গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিয়া থাকেন,—বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর!

অপর, এই পরিচ্ছেদে বিবৃত আর এক দিনের মুরারি-গৌরাঙ্গ সংবাদ অতীব কৌতুকপ্রদ। তাহা এই—একদিন শ্রীবাসের বাটীতে বিশ্বম্ভর আবেশাবস্থায় হুঙ্কার করত উচ্চস্বরে 'গরুড় গরুড়' করিয়া ডাকিতেছিলেন, এমন সময়ে মুরারি আবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার * করতঃ তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে গরুড় ভাবাপন্ন মনে করিলেন। তখন বলিলেন "মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ"! বিশ্বম্ভর পুনরায় গরুড় গরুড় করিলে মুরারি বলিলেন "মুঞি এই তোহোর কিঙ্কর"। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন তুই বেটা আমার বাহন, গুপ্ত তাহাতে 'হয় হয়' বলিয়াছিলেন। তখন বিশ্বম্ভর হইলেন বিষ্ণু এবং মুরারি হইলেন তাঁহার বাহন। গরুড় কৃষ্ণকে তাহার পৃষ্ঠে চড়াইয়া স্বর্গ হইতে পূর্ব্ব যুগে পারিজাত আনয়ন এবং বাণ পুরে স্কন্দের ময়ুর খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন তাহা বিশ্বম্ভরকে স্মরণ করাইয়া মুরারি বলিলেন—'প্রভু আমার স্কন্ধে আরোহণ কর এবং কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর লইয়া যাইতে হইবে তাহা বল। বলিবামাত্র বিশ্বম্ভর মুরারির স্কন্ধে লাফ দিয়া চড়িয়া বসিলেন। দেখা যায়, এই অন্যোন্যের তীব্র ভাবপ্রবণতার ফল কার্য্যতঃ তৎক্ষণাৎ অন্যোন্যে ফলিয়াছিল, অর্থাৎ কোথায় যাইতে হইবে তাহা বিশ্বম্ভর বলেন নাই, অথচ মুরারি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও না গিয়া শ্রীবাসের সকল উঠানেই দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর তখন আপনার গা দোলাইতে ছিলেন। † কিছুক্ষণ পরে উভয়ের

* অনেক স্থলে হুঙ্কার-শব্দ হিষ্টিরিয়া আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্ব লক্ষণ গৌরাঙ্গ ও মুরারিতে বিদ্যমান ছিল।

† গাত্র হেলান দোলান ও দৌড়িয়া বেড়ান (দ্রুতগমন) হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিশেষ। এই উভয় লক্ষণ এক্ষণে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দে তাঁহাদের রোগ ধর্ম্মে এই ভাবাবেশের অবস্থায় যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছিল। উদ্বোধন ।০ পৃষ্ঠা এবং নিম্নে দ্রষ্টব্য।—

"Sudden sitting up and rocking backward, or side to side, * * * or suddenly breakes up into wild dance." * * *

"In most of these cases the dramatic, or theatrical character of the impersonation is very remarkable." p. 673—74,

See article--Hysteria by Smith Ely Jallife A. M. M.D., in A System of Medicine, Edited by Drs. Oslar and Macrae.

সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন গৌরাঙ্গ মুরারির স্কন্ধ হইতে নামিলেন। আর মুরারিতেও গরুড়ভাব সুস্থির হইল। অর্থাৎ উভয়েরই উত্তেজিত কাল্পনিক মনোভাব যথা সময়ে প্রশমিত হইয়া গেল, অন্য কথায় উভয়ের ভূত ছাড়িয়া গেল।

বৃন্দাবন দাস এইস্থলে গৌরাঙ্গের এই লীলা সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলিয়াছেন,—

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়॥'

আর, গুপ্তের স্কন্ধে চড়ার কথায় বলিয়াছেন,--

এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো কেহো জানে।
(অথবা কেহো নাহি জানে)
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে॥'

বাস্তবিক ইহা নিগূঢ় কথাই বটে, পাঠক! এরূপ হিষ্টিরিয়া-জাত উন্মাদের নাট্যাভিনয়কে কেহ কোথায়ও আবির্ভাব ও তিরোভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করছেন, তাহা জানা যায় না, তবে আয়ুর্ব্বেদে হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ ও বিরামের এই অবস্থা দ্বয়ের যে উল্লেখ আছে, বৃন্দাবন দাস তাহা অজ্ঞতা বশতঃ না জানিতে পারিয়া আক্রমণকে আবির্ভাব এবং বিরামকে তিরোভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন, এবং উহা বেদ-প্রমাণ উল্লেখে আপনাকে ও তাঁহার পাঠকবর্গকে প্রতারিত করিয়াছেন। এ উভয় দৃশ্য কি অতি চমৎকারই হইয়াছিল না? কালিদাসের কথায় ইহাকে "পরস্পরেণ স্পৃহনীয়শোভম্" বলিলে ঠিক বলা হয়। পরন্তু এ শোভা দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইয়া কিছুকাল পরে আপনিই তিরোহিত হইয়াছিল। উপস্থিত বৈষ্ণব-মণ্ডলী উহার অর্থ কিছু না বুঝিয়াই মুরারির স্কন্ধে গৌরাঙ্গের আরোহণ হইতে অবতরণের পর পর্য্যন্ত জয় ও হরিধ্বনি করিয়া 'হুল'হুলি,' ক্রন্দন, মালসাট্ প্রভৃতি দ্বারা আপনাদের উল্লাস ও প্রেম প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ হিষ্টিরিয়া জাত উন্মাদের ব্যাপার যে বেদ কোথাও আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে হিষ্টিরিয়া (ভূতোন্মাদ) রোগের লক্ষণে ঐ দুই সদৃশ অবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাস স্বীয় অজ্ঞতা প্রযুক্ত ঐ সংবাদ না রাখিয়া আপন মন গড়া আবির্ভাব ও তিরোভাব শব্দ গৌরাঙ্গাদির চরিত্র বর্ণনায়

বেদের দোহাই দিয়া যোজনা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই,—হিষ্টিরিয়া রোগে যে কখন কখন উন্মাদের লক্ষণ আবির্ভূত হয় তাহাতে রোগী আবেগে সহসা অযানে অর্থাৎ যাহা চড়িবার বস্তু নহে তাহাতে, আরোহণ করে। মানুষের উপরে চড়া গৌরাঙ্গের ইহা নূতন নহে, ইতি পূর্ব্বেও শিব-আবেশে শিবায়ন গায়কের এবং সেই সময়ে ভক্তগণেরও স্কন্ধে চড়িয়াছিলেন। (১১শ পরিচ্ছেদ দেখ) নিত্যানন্দও ঐরূপ আবেশে ষাঁড়ের উপর মধ্যে মধ্যে চড়িতেন।* এস্থলে বিশ্বম্ভর বিষ্ণুর আবেশে মুরারি গুপ্তকে তাঁহার বাহন গরুড় ভাবিয়া তাহার স্কন্ধে চড়িয়াছিলেন। অজ্ঞ বৈষ্ণবগণ ভক্তের প্রতি কৃপা প্রদর্শন ছলে গৌরাঙ্গের ইহা লীলা বিশেষ স্থির করিয়াছিলেন এবং মুরারি যে সেই কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন সেজন্য তিনি উঁহাদিগের নিকট ধন্য ধন্য ও বহু ভাগ্যবান্ বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন।

যখন দেখা যাইতেছে, গৌরাঙ্গ ও মুরারি গুপ্ত রোগ ধর্ম্মে (আবেশাবস্থায়) বালকের ন্যায় ঘোড়া ঘোড়া খেলার অনুকরণে গরুড় গরুড় খেলিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের কথিত কৃত্য বিকৃত মস্তিষ্কতার পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা হইতে পারে?

পরিশেষে মুরারির আত্মহননের চেষ্টা এবং তাহা হইতে বিশ্বম্ভর কর্ত্তৃক নিবৃত্ত হওয়া সম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, হিষ্টিরিয়া রোগীর সামান্য অথবা কাল্পনিক কারণে আত্মহননের প্রবৃত্তি অন্যতম লক্ষণ জানা যায়। গৌরাঙ্গই পুনঃ পুনঃ তুচ্ছ ও কাল্পনিক কারণে আত্মহননের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার 'প্রিয়পাত্র' ও সেবক মুরারির ঐরূপ কার্য্যের অনুকরণ কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। এস্থলে মুরারির আত্মহনন প্রবৃত্তির কারণ সম্পূর্ণ কাল্পনিক,—পাছে গৌরাঙ্গের অবতার লীলা সাঙ্গ হইবার পরেও তিনি জীবিত থাকেন অতএব তাঁহার জীবন এক্ষণে ত্যাগ করা শ্রেয়! (মূল দ্রষ্টব্য)।

* চরকের সপ্তম অধ্যায়ে, নিদান স্থানে উন্মাদের লক্ষণে "যানমযানৈঃ" উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ যাহা যানের যোগ্য নহে—চড়িবার বস্তু নহে, তাহাতে আরোহণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভর একদিন নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতির সহিত নগর ভ্রমণে যাইবার পথে আজন্ম-ব্রহ্মচারী পরম সুশান্ত জ্ঞানী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত পড়াইতে শুনেন। দেবানন্দ ভাগবতের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হইলেও তাঁহার অধ্যাপনায় ভক্তিহীনতা উপলব্ধি করিয়া বিশ্বম্ভর ক্রোধান্বিত হইয়া দেবানন্দের উদ্দেশে বলেন—বেটা অধম, ভাগবতের মর্ম্মার্থ কোনজন্মেও জানে না। পরে ভাগবতের বহুতর প্রশংসা করিয়া ইহাও বলেন যে তিনি, তাঁহার দাস ও ভাগবত ইহাতে যাহার ভেদজ্ঞান আছে তাহার সর্ব্বনাশ হয়। তদনন্তর তিনি দেবানন্দের পুঁথি চিরিয়া ফেলিতে গমনোদ্যত হইলে সঙ্গী আপ্তবর্গ তাঁহাকে নিরস্ত করেন। অন্যদিন নগরভ্রমণে যাইতেছিলেন মদের গন্ধ পাইয়া বারুণী স্মরণে বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিকটস্থ শুড়ির ঘরে উঠিবেন, ইহা শ্রীবাসকে বারবার বলেন। ইহাতে শ্রীবাস তাঁহার পায়ে ধরিয়া নিষেধ করায় বিশ্বম্ভর বলেন তাঁহার পক্ষে আবার বিধি-নিষেধ কি! তখন শ্রীবাস নানা স্তুতিবাক্যে প্রবোধ দিয়া পরিশেষে বলেন 'যদি তুমি শুড়ির বাটীতে উঠ তবে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর ক্ষান্ত হন। তৎপরে কিছু দূরে দেবানন্দকে দেখিতে পাইয়া বিশ্বম্ভর মহাক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার মনে হইল পূর্ব্বে একদিন দেবানন্দের বাটীতে ভাগবত অধ্যাপনা শুনিয়া শ্রীবাসের ক্রন্দন ও ঘনশ্বাস ফেলিতে থাকায় পড়ুয়াগণ তাঁহাকে জঞ্জাল ভাবিয়া বাটীর বাহির করিয়া দেয়। তখন তিনি শ্রীবাসকে বাহিরে ফেলার জন্য দেবানন্দ পণ্ডিতকেও অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে বৈষ্ণবাপরাধের জন্য বাগ্দণ্ড-মাত্র করিয়া বাটী চলিয়া যান। ইহার পরে অন্য একদিন নিজ বাটীতে সহসা শালগ্রামশিলা ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইয়া অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্ত ও বৈষ্ণবগণকে বিবিধ বর দানে মুক্তহস্ত হইলে শ্রীবাস শচীমাতাকে ভক্তি-বর দানের প্রস্তাব করেন। তাহাতে অদ্বৈতের নিকট শচীমাতার পূর্ব্ব বৈষ্ণবাপরাধ স্মরণ করিয়া ঐ বর দিতে স্বীকৃত না হইয়া মাতার মস্তকে অগ্রে অদ্বৈতের পদধূলি লইবার ব্যবস্থা করেন। তদনন্তর অদ্বৈত ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া অনিচ্ছা-স্বত্বেও স্বীয় পদধূলি দিতে সম্মত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, শচী দেবীও তাঁহার তদবস্থায় পদধূলি লইয়া বিহ্বল ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন।]

বিশ্বম্ভর পূর্ব্বোক্তরূপে নিত্যানন্দ গদাধর প্রভৃতির সহিত নদীয়ায় বিহার করিতে থাকেন। একদিন তিনি ভক্ত সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে পণ্ডিত দেবানন্দের বাটীর নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে শুনিলেন তিনি ভাগবত পড়াইতেছেন। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দেবানন্দ পরম সুশান্ত, মুমুক্ষু, আজন্ম উদাসীন, তপস্বী ও জ্ঞানবান্ এবং ভাগবতের মহা অধ্যাপক বলিয়া

প্রথিত, কিন্তু ভক্তিহীন। সেই দোষে তিনি ভাগবতের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে জানিতেন না। বিশ্বম্ভর পথ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার ভাগবত ব্যাখ্যায় ভক্তি যোগের মহত্ব না শুনিতে পাইয়া ক্রোধে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

কোপে বলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে। ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার। গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার ॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়। 'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥
চারিবেদ 'দধি', ভাগবত 'নবনীত'। মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত। ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥
মুঞি, মোর দাস,আর গ্রন্থ ভাগবতে। যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে ॥

বিশ্বম্ভর 'ক্রোধাবেশে' এইরূপ ভাগবত তত্ত্ব বলিতেছেন, বৈষ্ণবগণ তাহা শুনিয়া আনন্দে ভাসিতেছেন। তিনি আরও বলিতে লাগিলেন,—

"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে।"প্রভু বোলে,"সে অধম কিছুই না জানে ॥
নিরবধি ভক্তি হীন এ-বেটা বাখানে। আজি পুঁথি চিরোঁ এই দেখ বিদ্যমানে ॥"

এই বলিয়া বিশ্বম্ভর 'ক্রোধাবেশে' দেবানন্দের পুঁথি চিরিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ধরিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন।

আর একদিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাস পণ্ডিত সহ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নগরের প্রান্তে এক শুড়ির দোকান ছিল, সেইস্থান দিয়া যাইতে যাইতে মদের গন্ধ পাইয়া সহসা 'বারুণী' মদ্যের কথা তাঁহার স্মরণ হইল এবং তাহাতে তাঁহার বলরামের ভাব উপস্থিত হইল। তখন তিনি বাহ্য হারাইয়া হুঙ্কার করত বার বার শ্রীবাসকে বলিলেন,—

"উঠোঁ গিয়া"শ্রীবাসেরে বোলে বারবার॥ প্রভু বোলে"শ্রীনিবাস! এই উঠোঁ গিয়া।"

শ্রীনিবাস তাঁহার পায়ে ধরিয়া নিবারণ করিলে, প্রভু বলিলেন "মোরেও কি বিধি-প্রতিষেধ?" তথাপি শ্রীবাস তাঁহাকে অনেক প্রকার অনুনয় বিনয় জানাইয়া শেষে বলিলেন,—

"যদি তুমি উঠ প্রভু! মদ্যপের ঘরে। প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥"

তখন শ্রীবাসের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিলেন 'যখন তোমার উহাতে ইচ্ছা নাই তখন আর তথায় উঠিব না'। তদনন্তর বলরামের ভাব সম্বরণ করিয়া রাজপথে ধীরে ধীরে চলিলেন। মাতালগণ তাঁহাকে মদ্যপানে

মত্ত মনে করিয়া হরি হরি বলিয়া উঠিল, কেহ 'ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত' বলিল, অন্যে বলিল 'তবে ভাব লেগেছে ?' কেহ হাত তালি দিয়া হরি বলিয়া নৃত্য করিল। উহারা আনন্দে বিশ্বম্ভরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বিশ্বম্ভর মাতালগণের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। পরে তিনি 'নিজাবেশে' চলিতে লাগিলেন। কতক দূরে গিয়া দেবানন্দ পণ্ডিতকে দেখিয়াই শ্রীবাসের প্রতি তাঁহার ও তাঁহার পড়ুয়াদের ব্যবহার স্মরণ করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—

"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে। তুমি এবে ভাগবত পঢ়াও সভারে॥

যে শ্রীবাসকে দেখিতে গঙ্গা কামনা করেন, সে শ্রীবাস তোমার নিকট এক দিন ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন। 'কোন্ অপরাধে তাঁরে (শ্রীবাসকে) শিষ্য হাতাইয়া। বাড়ীর বাহিরে তারে এড়িলে টানিয়া॥' "অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময় জানিয়া তিনি ক্রন্দন ও ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া পড়ুয়াগণ তাঁহাকে জঞ্জাল মনে করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছিল? ভাগবত শুনিয়া সে 'কৃষ্ণরসে' কান্দিতেছিল তাহাকে টানিয়া বাহিরে ফেলা কি যোগ্য হইয়াছিল ? তুমি যদিও ভাগবত পড়াও কিন্তু তুমি কোনজন্মে ভাগবতের মর্ম্ম বুঝ নাই।" ইত্যাদি বাগ্দণ্ড দিয়া বিশ্বম্ভর চলিয়া গেলেন। এস্থলে চৈতন্যভাগবতকার বলিয়াছেন বৈষ্ণবের (শ্রীবাসের) নিকট দেবানন্দের যে অপরাধ হইয়াছিল বিশ্বম্ভর সেজন্য দেবানন্দকে জ্ঞানী ও তপস্বী বলিয়া কেবল বাগ্দণ্ড দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পরে একদিন বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবাপরাধ যে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় তাহা সকলকে জানাইবার জন্য তিনি আপন জননী শচীদেবীকেও ঐ অপরাধ জন্য কৃষ্ণ-ভক্তি না দিয়া উপযুক্ত দণ্ডবিধান করত যে প্রকারে লোক-শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা এইরূপ ;—

একদিন গৌরাঙ্গ আবেশে নিজক্রোড়ে এক শিলামূর্ত্তি লইয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে গিয়া বসিলেন এবং স্বীয় 'ঈশ্বরভাব' এইরূপে প্রকাশ করিলেন। যথা—

"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ। মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন॥
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগর ভিতরে। মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহর প্রকাশ। মাগ' মাগ' আরে নাঢ়া মাগ' শ্রীনিবাস!

এই সময়ে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের 'মহা প্রকাশ' দেখিয়া তাঁহার মস্তকে

তৎক্ষণাৎ ছাতা ধরিলেন,বামদিকে গঙ্গাধর তাম্বূল যোগাইতে লাগিলেন, ভক্তগণ চারিদিকে চামর ঢুলাইতে লাগিল, তখন গৌরাঙ্গ 'ভক্তিযোগ' বিলাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহার যে বর লওয়া আবশ্যক সে তাহা চাহিতে লাগিল, বিশ্বম্ভর হাসিয়া তাহাকে তাহাই দিলেন। এই সময়ে শ্রীবাস বলিলেন গোসঞি! 'আইকে এবার ভক্তি দেন। তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন,—"তাঁহাকে 'প্রেমভক্তিবিলাস' দিতে বলিও না" কেননা—

"বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ। অতএব তান হইল প্রেমভক্তি বাধ॥"

তখন মহাবক্তা শ্রীনিবাস পুনরায় বলিলেন 'একথা সকলের মৃত্যু তুল্য, যে হেতু তোমাসদৃশ পুত্র যাঁহার গর্ভে 'অবতার' তাঁহার কি প্রেমযোগে অধিকার নাই? তিনি জগৎ-মাতা—সকলের জীবন, অতএব প্রভু! মায়া ছাড়িয়া তাঁহাকে ভক্তি দেন। যদিও বৈষ্ণবস্থানে তাঁহার অপরাধ থাকে তাহা খণ্ডন করিয়া প্রসাদ কর।' তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন 'তাহার উপদেশ বলিতে পারি কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিতে আমি সমর্থ নহি। এ বিষয়ে তাঁহার উপদেশ বৃন্দাবন দাস এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার। পুন সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নারে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ স্থানে। তুমি দেখ জান' ক্ষয় হইল যেমনে॥
নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ। নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়। হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"

তখন সকলে অদ্বৈতের নিকট ঐ কথা জানাইল, তাহা শুনিয়া অদ্বৈত বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন,—'তোমরা কি আমার প্রাণ লইতে চাহ?' যাঁহার গর্ভে আমার প্রভুর জন্ম তিনি ত আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র, আমিই তাঁহার চরণ-ধূলির পাত্র। আইর প্রভাব তোমরা তিলমাত্র জান না, তিনি 'বিষ্ণু-ভক্তিস্বরূপিনী' ও 'পতিভ্রতা' অতএব একথা মুখে আনিও না। কেহ 'আই' শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার দুঃখ থাকে না!' অপিচ,

"যেন গঙ্গা,তেন আই, কিছু ভেদ নাই। দেবকী যশোদা যেই বস্তু—সেই আই।"

এই কথা বলিতে বলিতে অদ্বৈত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইল, আই এই অবসরে আচার্য্যের চরণধূলি লইবার পরেই বিহ্বল হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বৈষ্ণবমণ্ডল হরিধ্বনি করিল। স্থূলকথা—

"অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুরাগে ॥"

পরক্ষণে বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে উপবিষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া হাসিয়া জননীকে বলিলেন, 'এখন তোমায় বিষ্ণুভক্তি হইল, অদ্বৈতের স্থানে আর তোমার অপরাধ নাই।' বৃন্দাবন দাস এস্থলে বলিয়াছেন, 'বস্তু বিচার করিলে শচীর তাদৃশ অপরাধ না থাকিলেও তিনি যে অদ্বৈতকে ইতিপূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কারণ মনে করিয়া দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—কে তাঁহাকে অদ্বৈত বলে? তিনি যে বড় দ্বৈত।'—

"সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই। কে বলে 'অদ্বৈত' দ্বৈত এ বড় গোসাঞি ॥"

বিশ্বম্ভর তাহাকেই বৈষ্ণবাপরাধ গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য মাতাকে অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় লওয়াইয়া ক্ষমা করাইয়াছিলেন। এইরূপ মাতৃকৃত সামান্য বৈষ্ণব নিন্দা যে মহা গুরুতর অপরাধ, তাহা মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি অদ্বৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব-সমাজে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(মধ্যখণ্ড ২১, ও ২২ অধ্যায়ের কিয়দংশ)

মন্তব্য।

সুধী পাঠকগণ! এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় সকলের মধ্যে তিনটী বিষয় আপনাদের বিশেষ বিবেচ্য হইতেছে।

১। পণ্ডিত দেবানন্দের প্রতি বিশ্বম্ভরের অসাধু ব্যবহার। তৎসহ স্বীয় বিদ্যাগর্ব্বের প্রলাপোক্তি।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের মন্তব্যে প্রকাশিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গের অসম্বিন্ মানসে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানানুশীলন ভক্তির বিরোধী। এক্ষণে তাঁহার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। সেই হেতু তিনি শুধু জ্ঞান নহে, জ্ঞানচর্চ্চাকারীর প্রতিও বিশেষ বিদ্বেষভাব অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন এবং তদীয় রোগের ভাবোত্তেজনার অবস্থায় উহা কার্য্যে প্রকাশিত হইতেছিল। ঐ কারণে কিছুদিন পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি নিরতিশয় দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেদিন আবার মুরারি প্রভৃতির সাক্ষাতে কাশীস্থিত

বেদান্তাধ্যাপক প্রকাশানন্দকে উদ্দেশ্যতঃ অযথা নিন্দা ও গালিবর্ষণও করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তির একান্ত পক্ষপাতী হইয়া জ্ঞান প্রচার ও জ্ঞানীর প্রতি বিদ্বেষভাব বাক্য ও কার্য্যে প্রকাশ করিতেন, তাহা যে কেবল তাঁহার তত্ত্ব-শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিকৃত ধারণা বশতঃই,তাহা নহে,পরন্তু তাঁহার আশৈশব বায়ুরোগজনিত মানসিক শোচনীয় বিকৃতাবস্থা তাহার অন্যতম কারণও বটে। পাঠকগণ বিশেষ অবগত আছেন বিশ্বম্ভর কেবল মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্রে কতকটা ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বাভাবিকী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে ব্যাকরণের ফাঁকী সিদ্ধান্তে বিশেষ পটুতা লাভ করায় তিনি অচিরে নিমাই পণ্ডিত নামে প্রখ্যাত হন। পরে, ইহা অনুমেয়,তিনি ব্যাকরণের অধ্যাপনা কালে ঘরে বসিয়া কোন অধ্যাপকের উপদেশ না লইয়া অলঙ্কার ও কোন কোন ভক্তিশাস্ত্র (পুরাণাদি) অনুশীলন করিয়াছিলেন। অপিচ, অপ্রাচীন পুরাণোক্ত অবতার-বিষয়ক প্রচলিত আখ্যায়িকা সকল সংগ্রহ করিয়া স্বীয় রোগধর্ম্মে আপনাকে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। তদ্ব্যতীত কোন কোন সময়ে আপনাকে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার, অন্য সময়ে ভগবৎ-প্রেমিক মনে করিয়া তাহাও প্রকাশ করিতেন। এ স্থলে ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে ঘোরতর অপসিদ্ধান্ত ছিল তাহাই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হইতেছে। পাঠকগণ! (শাস্ত্রীয় প্রমাণ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে) আপনারা ইহা ত বেশ অবগত যে, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান বড় বলায় গৌরাঙ্গ তাঁহাকে কিরূপ নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। এ স্থলে কাশীর বেদান্তাধ্যাপক জ্ঞান ও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে রাগান্বিত হইয়া তাঁহাকে কিরূপ গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন,আবার,সেদিন নিরীহজ্ঞানী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভক্তিহীন হইয়া ভক্তিময়-ভাগবত পড়ায় বলিয়া তাঁহার পুঁথি চিরিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি কতই না অযথা বাক্‌পারুষ্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত যে বিশ্বম্ভরের রোগধর্ম্মে বিকৃত ও দুর্ব্বল মনের অসংযত কার্য্য, তাহাতে কি আর সংশয় হইতে পারে? পক্ষান্তরে বিশ্বম্ভরের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ ছিল ইহা অনুধাবন করিলে প্রতীত হয়, বিশ্বম্ভর কখনও কোথায় যে বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ তিনি বহুস্থলে স্বীয় উক্তি সমর্থনার্থ চারিবেদের উল্লেখ করিতেন, কিন্তু কুত্রাপি একটীও বেদ বা উপনিষদের প্রমাণ কখন উদ্ধৃত করেন নাই। হয়ত তিনি মনে করিয়া থাকিবেন—ভাগবতগ্রন্থে

যখন ভক্তি বিশিষ্টভাবে প্রশংসিত হইয়াছে এবং সেই ভাগবত যখন বেদের সার-সংগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন তাঁহার ভক্তি বিষয়ক ভাগবত-সম্মত উক্তি-নিচয় অবশ্যই বেদোদিত হইতে পারিবে। এদিকে সুবিজ্ঞ পাঠকগণ হয়ত অবগত আছেন বেদে ভক্তি-সাধন, এমন কি, ভক্তির নাম পর্য্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় বিশ্বম্ভরের (অথবা তদীয় ভক্ত ও জীবনী লেখকদিগেরও) ভক্তি-বিষয়ক যাবতীয় বেদপ্রমাণের-উক্তি তৎসমস্তই অসাধু এবং স্বকপোল কল্পিত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। সেরূপ না হইলে তিনি কি স্বীয় ভক্তিবিষয়িণী উক্তির দার্ঢ্য স্থাপনের জন্য কখন না কখন বেদের একটীও প্রমাণ কি উদ্ধৃত করিতেন না? বাস্তবিক তিনি তাহা কুত্রাপি করেন নাই। অধিক কি, বিশ্বম্ভর যদি ভাগবত ও গীতা শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন তাহা হইলে তিনি ঐ ঐ গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অবশ্যই পারিতেন। তিনি ঐ ঐ শাস্ত্রের উপক্রম ও উপসংহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহাদের অবান্তর বিষয়েই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ঐ উভয় গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য যে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ * এবং অবান্তর বিষয় যে কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি আদি, তাহা চিত্তশুদ্ধির উত্তর জ্ঞান লাভের সাধক বা সহায়ক, এবং ঐ জ্ঞানই যে মুক্তির প্রতি চরম সাধন তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, বিশ্বম্ভর স্বীয় সহজাত প্রকৃতি এবং রোগ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি-বিশেষ দ্বারা অবশ-প্রেরিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণোক্ত ভক্তি—দাস্যভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রতি—(বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ গোপিকাদের) প্রেম-ভাবকে হৃদ্য ও উপাদেয় বিবেচনায় তাহাই মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি মুক্তিপ্রদ জ্ঞানের অতীব বিদ্বেষী এবং ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া দাস্য-ভক্তিকে ভুলক্রমে জীবের পরম-সাধন বোধে গ্রহণ এবং জন সাধারণকেও উহার উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

২। বিশ্বম্ভর ভ্রমণকালে মদ্যের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সহসা বলরামভাবে আবিষ্ট হন এবং বলরামের পানানুকরণ বুদ্ধিতে শৌণ্ডিক গৃহে উঠিতে উদ্যত হওয়ায় শ্রীবাসের বিশেষ চেষ্টায় ঐ উদ্যম হইতে নিরস্তও হইয়াছিলেন।

---

* ভাগবত—১ম স্কন্ধ ১ম ও ৩য় অধ্যায়, ৩য় স্কন্ধ ৩২ অঃ, ১১ স্কন্ধ ২৯ ও ২৬ অঃ, এবং ১২ স্কন্ধ—৫ অঃ।

ভগবদ্গীতা—১।৪।৫।৯।১০।১১।১৩।১৫।১৮ অধ্যায়।

বাস্তবিক বিশ্বম্ভরের রোগ ধর্ম্মে ভাব গ্রহণ প্রবণতা ক্রমশঃ এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি মদ্যের ঘ্রাণ পাইয়াই পুরাণোক্ত বারুণী মদ্য এবং তৎপানে অনুরক্ত বলদেবের কথা তাঁহার মনে উদয় (Hetero-suggestion) হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলরামভাবে আবিষ্ট হইয়া মদ্যপানের জন্য প্রকাশ্যে শুড়ির দোকানে উঠিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সঙ্গী ও পরমহিতৈষি শ্রীনিবাস তাহাতে বাধা দেওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন 'আমার পক্ষে আবার বিধি-নিষেধ?' তৎপরে শ্রীনিবাস কর্তৃক তাঁহার পায়ে ধরায় ও পরিশেষে গঙ্গায় প্রবেশ করিবার ভয় দেখানতে অর্থাৎ যথোচিত প্রবোধবাক্য (Persuasion) প্রয়োগে বিশ্বম্ভর ঐ নিন্দনীয় উদ্যম হইতে ক্ষান্ত হন। পাঠক! বিশ্বম্ভরের এই শিষ্টাচার ও স্বীয় অভ্যাস বিরুদ্ধ মদ্যপানরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যাওয়া তাঁহার হিষ্টিরিয়া-আক্রমণ বিশেষের লক্ষণ অর্থাৎ বিচার শূন্য হঠকারিতার (Impulse) পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই সম্ভব বোধ হয় না। এই সকলকে কি কেহ অবতারত্বের বা দাস্যভক্তির লক্ষণ বলিবেন?

৩। গৌরাঙ্গ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইলেও বৈষ্ণবাপরাধীকে স্বয়ং দণ্ড দিতে অসমর্থ! সেইহেতু অদ্বৈতের নিকট শচীমাতার ঐ অপরাধ মোচনের জন্য তাঁহাকে অদ্বৈতেরই পদধূলি লইবার ব্যবস্থা করেন।

সকলের নিকট ইহা সুবিদিত যে, আমাদের মহাভারত পুরাণাদি শাস্ত্রে দেবতা হইতে বরদানের বহুত্র উল্লেখ আছে। কোন দেবতা হইতে বর লইতে হইলে বরপ্রার্থীকে বহুকাল ধরিয়া কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান এবং ঐ দেবতাকে স্তব স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়। কিন্তু এখানে দেখা যায় গৌরাঙ্গ আপনাকে দেবতা (বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ বা স্বয়ং বিষ্ণু) ভাবিয়া বরদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিতেন, সে জন্য অনেক স্থলে বর দানে এত উদারতা দেখাইতেন যে, কাহার কাহার কেবল কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'মাগো মাগো' বলিয়া, আবার স্থল বিশেষে বিনা প্রার্থনায়ও বর দান করিতেন। বলা বাহুল্য গৌরাঙ্গের যেমন দেবতা হওয়া কাল্পনিক, বর দেওয়াও সেইরূপ কাল্পনিক এবং তাহা আবার অভিনয়ের অনুরূপ। এস্থলে অতিরিক্ত ইহাও দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ শালগ্রামশিলা কোলে লইয়া আবেশে আপনাকে কল্পনাবলে বিষ্ণু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, পরক্ষণে ভাবিলেন, দেবতা হইলে ত তাঁহাকে বর দেওয়া উচিত হয় নতুবা তাঁহার দেবত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারিবে? তখন তিনি উপস্থিত

ভক্তদিগকে যথেচ্ছায় বর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস (যিনি নিজে হিষ্টিরিয়া-প্রকৃতিক ছিলেন) এক্ষণে বিশ্বম্ভরকে ঈশ্বরাবিষ্ট এবং বরদানে ব্রতী দেখিয়া স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ইহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—শচী মা তাকে ভক্তি বর দাও। তাহাতে বিশ্বম্ভর বলিলেন,মাতাকে ভক্তি বর দিবার কথা তাঁহাকে কেহ যেন না বলে। পাঠক জানেন শচীদেবী কিরূপ বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং তাঁহাকে 'বিষ্ণুভক্তি স্বরূপিনী ও পতিব্রতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব প্রতীত হইতেছে শচীদেবীর তাদৃশ বরের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও শ্রীবাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অবিবেচনা-পূর্ব্বকই তাঁহার জন্য গৌরাঙ্গকে ভক্তিবর দিবার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এদিকে বৃন্দাবন দাসও বলিয়াছেন বিচার করিয়া দেখিলে আইর (শচীমাতার) তাদৃশ কোন বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না, বিশ্বম্ভর কেবল তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহা অতি সত্য কথা। শচীদেবী পূর্ব্বাবধি বহু সন্তানবিয়োগজনিত তীব্র শোকাতুরা থাকায় হিষ্টিরিয়ারোগগ্রস্তা সুতরাং বিশিষ্ট ভাব-গ্রহণ-প্রবণাও ছিলেন। সেজন্য তিনি পুত্র বিশ্বম্ভরকে যখন গার্হস্থ্য ব্যাপারে অমনোযোগী দেখিয়াছিলেন তখন ক্ষোভ ও আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন—জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সতত অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গলাভ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছে। বিশ্বম্ভরও বুঝি সেই কারণে জ্যেষ্ঠের অনুগামী হয়। অতএব আচার্য্য অন্যের নিকট 'অদ্বৈত' হইতে পারেন—কিন্তু আমার পক্ষে 'দ্বৈত'। শচীমাতার এই আক্ষেপ ও আশঙ্কার উক্তি অদ্বৈতের কর্ণগোচর হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না, হইলেও এজন্য অদ্বৈতের নিকট শচীমাতার যে কোনরূপ অপরাধ হইয়াছিল তাহা তিনি মনেও করেন নাই। কেননা জানা যায়, যখন অদ্বৈত শুনিলেন তাঁহার নিকট শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের জন্য তাঁহাকে স্বীয় পদধূলি দিতে হইবে, তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। এদিকে কিন্তু বিশ্বম্ভর মাতার ঐ ক্ষোভোক্তি অবগত ছিলেন, সম্প্রতি তিনি উহাকেই বৈষ্ণবাপরাধ স্থির করিয়া লোকশিক্ষার জন্য মাতার প্রতি অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ-রূপ আদর্শ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পাঠক! মাতার এরূপ যৎসামান্য দোষে তাঁহারপ্রতি তাদৃশ গুরুতর দণ্ডবিধান,

অন্যপক্ষে শচী মাতার সেইরূপ দণ্ডগ্রহণে কোন আপত্তি না করিয়া তাহা স্বীকার করা কি অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য্যজনক বোধ হয় না ? পরন্তু মনস্তত্ব-বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ঐরূপ ব্যাপারে উভয় পক্ষেই যে সঙ্গত কার্য্যকারণ বিদ্যমান ছিল তাহা প্রতীত হইবে। তাহা এই :—

পাঠক অবগত আছেন ইতি পূর্ব্বে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের প্রতি দেবানন্দের কাল্পনিক অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে গৌরাঙ্গ যে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রথমতঃ অসাক্ষাতে গালাগালি করিয়া তাঁহার পুঁথি চিরিতে উদ্যত হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হন। তৎপরে শ্রীবাসের সহিত পথে দেখা হইলে তাঁহার প্রতি স্বীয় কল্পনামূলক দুর্ব্যবহারের দায়ীত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে যথেচ্ছায় তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবানন্দ জ্ঞানী ও ধীর-প্রকৃতিক লোক থাকায় তিনি বিশ্বম্ভরের অর্থশূন্য অজ্ঞতা ও দাম্ভিকতা পূর্ণ তিরস্কার বাক্য উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান। ইহাতে বিশ্বম্ভরের ক্রোধোৎপন্ন আবেগ সম্যক্ ব্যয়িত না হইতে পাইয়া উহা তাঁহার অসম্বিন্ মানসে প্রতিরুদ্ধ (Repressed) থাকিল। তাহার পরে আবার শুড়ির ঘরে উঠিবার প্রবল ইচ্ছার বেগ প্রতিহত হওয়ায় তাহাও মনে সঞ্চিত হইয়া পুষ্ট হইতে রহিল। এইরূপে বিশ্বম্ভরের অসম্বিন্ মনে ঐ সঞ্চিত ভাবসঙ্ঘের আবেগ আর অধিককাল দমিত থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। (Further restrain impossible) তখন তিনি একদিন সহসা স্বকীয় অবতার-ভাবপ্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া শালগ্রাম ক্রোড়ে লইয়া ঈশ্বরাবেশে আবিষ্ট অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাহাতে আপনাকে সকল অবতারের আদি ভাবিয়া সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর এই অবস্থায় অদ্বৈতাদি ভক্তদিগকে নানারূপ বর দিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় শ্রীনিবাস সুযোগ মনে করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বম্ভরকে শচীমাতার জন্য ভক্তিবর দিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই অনুরোধ করিবা মাত্র বিশ্বম্ভরের অতৃপ্ত বৈষ্ণবাপ-রাধ-দণ্ডের ভাব পুনরুদ্দীপিত ও প্রবলতর বেগের সহিত ক্রিয়োন্মুখ হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয় মাতার প্রতি ঐ অপরাধের দণ্ডবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তৎক্ষণাৎ শ্রীনিবাসকে বলিলেন, মাতাকে ভক্তিবর দেওয়ার কথা বলিও না, কেননা তিনি অদ্বৈতের নিকট ইতিপূর্ব্বে অপরাধিনী আছেন ;

সেই বৈষ্ণবাপরাধ অদ্বৈতের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ ব্যতীত খণ্ডিত হইবে না। এই অপরাধ নগণ্য ও বিস্মৃতপ্রায় হইলেও দেখা যায়, বিশ্বম্ভর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন হইয়া বৃদ্ধা মাতাকে দিয়া স্বীয় শিষ্য অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

এদিকে হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা সুতরাং বিশিষ্ট ভাব-গ্রহণ-প্রবণা অতীব পুত্রবৎসলা শচী-দেবীর পক্ষে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা অপেক্ষা একমাত্র চির 'অবুঝ' পুত্রের মনস্তুষ্টি-সাধন যে অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। সেজন্য দেখা যায় তিনি অদ্বৈতের পদধূলি অম্লানবদনে (অসঙ্কোচে) মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবাপরাধের সমুচিত দণ্ড কার্য্যে পরিণত হইল, এবং তাহাতে মাতা বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হইলেন ভাবিয়া আনন্দে হাস্য করিয়াছিলেন। তখন তিনি বিষ্ণুভক্তিমতী মাতাকে ভক্তি বর দিয়াছিলেন। এক্ষণে অদ্বৈতাচার্য্য যে কিরূপে শচীমাতাকে স্বীয় পদধূলি দিয়াছিলেন এবং তিনিও যে উহা কিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধীয় রহস্যোদ্‌ঘাটনের যথাশক্তি চেষ্টা করা যাইতেছে।

(ক) শচীদেবীর প্রতি বিশ্বম্ভরের যেরূপ বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ডবিধান হইয়াছিল অদ্বৈতাচার্য্য তাহা শুনিয়া বিষ্ণুস্মরণ করতঃ বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥ যার গর্ভে মোহোর প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার॥"

অপি চ 'আই বিষ্ণুস্বরূপিনী-পতিব্রতা,—তাঁহাতে এবং গঙ্গাদেবী ও যশোদায় কোন ভেদ নাই। অতএব তাঁহার দণ্ডের কথা তোমরা বলিও না।' এইরূপ শচীদেবীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে অদ্বৈতাচার্য্য ভাবাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় শচীদেবী গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়াছিলেন, সুতরাং অদ্বৈত তাহাতে কোনরূপ সঙ্কোচ প্রদর্শন করিতে পরেন নাই।

(খ) শচীদেবী (পূর্ব্বে বলিয়াছি) যদিও অবিচারিত চিত্তে অদ্বৈতের পদধূলি লইয়া পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে এতদূর অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অথবা (যাহা অধিকতর সঙ্গত) স্নেহভাজন অদ্বৈতকে সহসা তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বহিঃ প্রেরণা (hetero-suggestion) প্রভাবে মূর্চ্ছাগত (হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের অধীন) হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(এই সময় বৈষ্ণবমণ্ডলী এই ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া জয় জয় ও হরিধ্বনি করিয়া মহা কোলাহল করিয়াছিলেন।) ঐই ঘটনা আশ্চর্য্যজনক বোধ হইলেও অবিশ্বাস্য নহে, কেন না ইহা মনস্তত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতানুযায়ী। এস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"অদ্বৈতের বাহ্য নাহ্নি আইর প্রভাবে। আইর নাহিক বাহ্য—অদ্বৈতানুরাগে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।"

বস্তুগত্যা অদ্বৈত ও শচীমাতা পরস্পরের ভাবপ্রেরণার ফলে উভয়েই যে তৎকালে হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন, ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এরূপ চমৎকার দৃষ্টান্ত হিষ্টিরিয়াস্বভাব লোকের মধ্যেই পরিদৃষ্ট হইতে পারে, অন্যত্র নহে।

(গ) এদিকে বিশ্বম্ভর স্বাভিপ্রেত বৈষ্ণবাপরাধ-দণ্ড প্রতিপালিত হইতে দেখিয়া ও তাহার পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাও তাঁহার হিষ্টিরিয়া পরিচায়ক লক্ষণ-বিশেষ মনে করিতে হইবে। কেননা কোন্ সুস্থমনা লোক স্বয়ং স্বীয় প্রিয় শিষ্য ও আরাধ্য মাতার তাদৃশ ঘোরতর বিড়ম্বনার কারণ হইয়া আনন্দানুভব করতঃ হাস্য করিতে পারে? এস্থলে হিষ্টিরিয়া-স্বভাবই গৌরাঙ্গের এরূপ শোচনীয় চিত্তবৃত্তি প্রকাশের হেতু হইয়াছিল। জীবনীলেখক বিশ্বম্ভরের এই অসঙ্গত-হাস্যের প্রকৃত কারণ যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তবে তাঁহার উক্তি হইতে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে বিশ্বম্ভর লোকশিক্ষার জন্য স্বীয় মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ডবিধান ভক্ত সমীপে কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করত তাহা হাস্যে বাহ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিশেষে ক্ষোভের কথা—মনস্তত্ত্বানভিজ্ঞ গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সমস্ত দুর্ব্বোধ্য ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া ঐ সকলকে ঐশ্বরিক লীলা ও ভক্তির পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভর পূর্ব্ববৎ ভক্তগণ লইয়া দিনে নগর কীর্ত্তন এবং রাত্রিকালে দ্বাররুদ্ধ বাটীর ভিতর নৃত্য ও কীর্ত্তন করেন, নদীয়ার অন্য লোকের ঐ সময়ে বাটীর ভিতর যাইবার অধিকার ছিল না, এজন্য অনেক লোক তাঁহাকে নানাবিধ মন্দ কথা বলিত। একরাত্রে এক সুশান্ত তপস্বী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের অনুগ্রহে তৎসঙ্গে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে নৃত্য-দর্শন ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন। বিশ্বম্ভর আবিষ্ট হইয়া নাচিতে নাচিতে সুখ অনুভব করিতে না পারিয়া অন্য কাহার ঐ স্থানে উপস্থিতির সন্দেহ করেন। পরে শ্রীবাসের মুখে এক পয়ঃপানরত তপস্বী সুব্রাহ্মণের নৃত্য দেখিবার আগ্রহে তথায় আগমনের কথা শুনিয়া ক্রোধভরে তাহাকে তিরস্কার করিয়া ঝাঁট বাটীর বাহির করিয়া দিবার আদেশ করেন। সে ভীত ও লজ্জিত হইয়া পলাইতেছিল, বিশ্বম্ভর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মস্তকে পা দেন এবং কৃষ্ণভক্তি হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তদনন্তর দুই ভুজ তুলিয়া ও অঙ্গুলি দেখাইয়া বলেন, কেবল দুগ্ধ পান করতঃ বড় তপস্বী হওয়ার অভিমান করিও না। কোন কোন ব্যক্তি দিবাভাগে বিশ্বম্ভরের বাটীতে আসিয়া নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যের উপহার দিত। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি বলিয়া ভজন করিতে উপদেশ দিতেন। একদিন কাজি একদল নগরকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণবকে পথে দেখিয়া তাহাদের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়া মার ধর করেন এবং পুনরায় ঐরূপ করিলে হিন্দুয়ানি ও সকলের জাতি নাশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখান। বিশ্বম্ভর এই কথা শুনিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাজিকে ও পাষণ্ডীদিগকে ভয়প্রদ শাসন ও দমন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট আড়ম্বর পূর্ণ দলে দলে নগর কীর্ত্তনের আয়োজন করেন এবং নদীয়ার ইতর ভদ্র অনেক লোককে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে লইয়া নিজে দলপতি বা অধিনায়ক হইয়া নগরে বহির্গত হন। পরে কাজীর বাটীর নিকট স্বীয় দলবল লইয়া তাহার ঘর দ্বার পোড়াইয়া ফেলা ও কাজীকে মারিয়া ফেলার আদেশ করেন ও উদ্যোগী হন। তখন কাজী ভীত হইয়া তাঁহার বশতাপন্ন হয়েন। পরে বিশ্বম্ভর এক ভক্তদল লইয়া খোলা বেচা শ্রীধরের বাটীতে গিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া উহার বাহির কলসীর অপবিত্র জল সহসা পান করিয়া শ্রীধরের প্রতি অভাবনীয় অনুগ্রহ দেখান ও সকল লোককে বিস্মিত করেন। ইহাতে শ্রীধর প্রভৃতি ভক্ত সকলে ক্রন্দন করত আকুলিত হন।]

পূর্ব্বোক্তরূপে বিশ্বম্ভর প্রতিদিন নবদ্বীপে ভক্ত সমাজে নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া 'ক্রীড়া' করেন, সকলের তাহা গোচরীভূত হয় না। রাত্রিকালে ঘরের

দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য করেন, তাহা আর কোন লোক তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিতে ও শুনিতে পায় না। ইহাতে কতকগুলি লোক নিমাঞি পণ্ডিত ও বৈষ্ণবদিগকে নানারূপ নিন্দাবাদ করে এবং ভয় দেখায়। একদিন নবদ্বীপের একজন ব্রহ্মচারী পরম সাধু পয়ঃমাত্র পানশীল সদ্ব্রাহ্মণ ঐ কীর্ত্তন শুনিবার ইচ্ছায় শ্রীবাসের বিশেষ অনুগ্রহে বিশ্বম্ভরের বাটীর ভিতর গিয়া একপার্শ্বে গোপনে অবস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গ ভক্তগণকে লইয়া ভাবাবেশে অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন হুঙ্কার সহ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন— "আজি কেনে প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর ॥"

কেহো নি আসিয়া আছে বাটীর ভিতরে।

কিছু নাহি বুঝোঁ, সত্য কহো দেখি মোরে ॥"

শ্রীবাস ভয় পাইয়া তখন বলিলেন "কোন পাষণ্ড এখানে আসে নাই, কেবল এক ব্রহ্মচারী সুব্রাহ্মণ পয়ঃপান নিরত, নিষ্পাপজীপন,—তোমার নৃত্য দেখিতে তাহার বড়ই শ্রদ্ধা—নিভৃতে উপস্থিত আছে। ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর 'ক্রোধাবিষ্ট' হইয়া বলিলেন—'উহাকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর বাহির করিয়া দাও ("ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির নিঞা কর'), মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি? পয়ঃ-পান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি?" অতঃপর বিশ্বম্ভর দুই হাত তুলিয়া অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন,—

"পয়ঃ পানে কভু মোরে কেহো নাহি পায় ॥ চণ্ডালেহো মোহর শরণ যদি লয়।

সেহো মোর মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয় ॥

সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ। সেহো মোর নহে, সত্য বলিল বচন ॥"

ইত্যাদি বলিয়া শেষে 'প্রভু বোলে "সকল করিমু চূর্ণ, দেখিবা হেথাই।" অর্থাৎ আমি এখনই এখানে সকল চূর্ণ করিব, তোমরা দেখিবে। তখন ব্রহ্মচারী মনে ভাবিলেন, তাঁহার বড় ভাগ্য তাই তিনি কিছু দেখিলেন, ইহা ভাবিয়া অদ্ভুত নৃত্য ও অদ্ভুত ক্রন্দন দেখিয়া তিনি তথা হইতে মহা ভয়ে বাহিরে যাইতে-ছিলেন, এমন সময়ে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় 'পাদপদ্ম' দিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন 'তপ করিয়া 'বল' (গর্ব্ব) করিও না, কেবল বিষ্ণু ভক্তি 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' ইহা জানিও। এই সময়ে ভক্তগণ হরি বলিয়া দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর এইরূপ প্রতি রাত্রে ভক্তগণ লইয়া ঘরের ভিতর কীর্ত্তন করেন, নদীয়ার পাষণ্ডদল তাঁহাকে অনেক মন্দ কথা বলে। এদিকে পণ্ডিতেরাও অবতার মানেন না, সেজন্য বিশ্বম্ভর ভাল লোককেও তাঁহার নৃত্য দেখিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিতেন না। তন্মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সংসার উদ্ধারার্থ নগর-কীর্ত্তন শুনিয়া এবং কোথায় বা কোনরূপে তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাইবে এইরূপ মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিত। আবার কতক নগরবাসী দিবাভাগে বিশ্বম্ভরকে দেখিতে তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন এবং কেহ কলা, কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ বা মালা তাঁহাকে উপহার দিয়া দণ্ডবৎ করিয়া আসিতেন। বিশ্বম্ভর তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্তি হউক, 'কৃষ্ণ গুণ নাম ভিন্ন আর কিছু বলিও না' এইরূপ উপদেশ করিতেন। তদ্ভিন্ন ইহাও বলিতেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র তোমরা গিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে জপ কর। তাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইবে। ইহা সকল সময়ে বলিতে পারা যায়, ইহাতে বিধি নিষেধ কিছু নাই। আর দশ পাঁচে মিলিয়া নিজ দুয়ারে বসিয়া হাততালি দিয়া—

"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এই কীর্ত্তন ঘরে গিয়া স্ত্রী পুত্র বাপে মিলিয়া করিও।" নগরীয়াগণ বিশ্বম্ভরের ঐরূপ উপদেশ ও বিনম্র ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ঘরে ঘরে হাততালি দিয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আরও বিশ্বম্ভর সমাগত লোককে আলিঙ্গন করিতেন, স্বীয় গলার মালা দিতেন ও অনুরোধ ও অনুনয়ের সহিত বলিতেন 'ভাই সব! অনুক্ষণ কৃষ্ণ নাম করিবে।' উক্ত হইয়াছে হাতে তালির স্থানে দুর্গোৎসব কালীন যে মৃদঙ্গ, মন্দির, শঙ্খ বাদ্য বাজিত তাহা কীর্ত্তনকালে বাজিতে লাগিল। আর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন এইরূপ কীর্ত্তন হইত যথা,—

"হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম। এইরূপ নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥"

একদা খোলা-বেচা শ্রীধর গৌরাঙ্গের বাটীর পথ দিয়া উচ্চরবে হরি নাম করিয়া যাইতেছিলেন, বিশ্বম্ভর হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। উপস্থিত কীর্ত্তনীয়ারা তাঁহাকে ঘেড়িয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল, শ্রীধর প্রেমে গড়াগড়ি দিলেন, 'বহির্ম্মুখ' সকল দূরে থাকিয়া হাসিতে লাগিল ও বিশ্বম্ভর

সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়ারিছল। আর একদিন, যে পথে কীর্ত্তন হইতেছিল, দৈবাৎ সেই পথ দিয়া কাজি যাইতেছিল, চতুর্দ্দিকে হরি নাম কোলাহল শুনিয়া আপন 'শাস্ত্র স্মরণ' করিয়া (বোধ হয় 'তোবা তোবা') এবং সকলকে ধর ধর বলিয়া যাহাকে নিকটে পাইল তাহাকে মারিল, মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল, লোকের দ্বারে 'অনাচার' (বোধ হয় প্রস্রাব) করিল, আরও বলিল নিমাঞি পণ্ডিত আজ কি করিবে? হিন্দুয়ানির শাস্তি করিতাম, দৈবে রাত্রি হইল বলিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতেছি। অন্যদিন এইরূপ দেখিলে জাতি লইব ইহাও বলিল। তৎপরে কাজি প্রত্যহ স্বগণ লইয়া কীর্ত্তন অনুসন্ধান করিয়া নগরে নগরে বেড়াইতে লাগিল। নগরীয়া বৈষ্ণবগণ দুঃখে লুকাইয়া থাকিল। কেহ কেহ বলিল মনে মনে হরিনাম করিব। ভয়ে কেহ কাহাকে কিছু না বলিয়া বিশ্বম্ভরের নিকট গিয়া কাজির ভয়ে কীর্ত্তন বন্ধ হইল, অন্যত্র গিয়া কীর্ত্তন করিব ইহা জানাইল। বিশ্বম্ভর ইহা শুনিয়া ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ ("ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্রমূর্ত্তি ধর") ও হুঙ্কার করত নিত্যানন্দকে বলিলেন, 'দেখ সাবধান হও, এখনি সকল বৈষ্ণবের নিকট যাও, আজ আমি নদীয়ার সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিব এবং দেখিব আমার কার্য্যে কে কি করে। আর দেখ, কাজির 'ঘর দ্বার' পোড়াইব, তাহার রাজা বা কি করে তাহাও দেখিব। আজ প্রেমভক্তির 'বিশাল-বর্ষণ' করিয়া পাষণ্ডীর কালস্বরূপ হইব। দেখ ভাই নাগরীকগণ! তোমরা সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা প্রচার কর, আর যে কৃষ্ণের রহস্য দেখিবে সে যেন একটি দীপ হাতে করিয়া আসে। আজ কাজীর ঘর ভাঙ্গিয়া তাহার দুয়ারে কীর্ত্তন করিব দেখ্‌বো সে কি করিতে পারে?' তদনন্তর বিশ্বম্ভর বলিবেন,—

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস। মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ?॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিব মনে। বিকালে আসিবে ঝাট্ করিয়া ভোজনে॥

তখন নগরীয়াগণ আনন্দে চলিল এবং 'নিমাঞি পণ্ডিত নগরে নগরে নাচিবেন' এই কথা ঘরে ঘরে হইতে লাগিল। নদীয়ার লোক যাঁর নৃত্য না দেখিয়া শোকাকুল ছিল, অদ্য তাহারা তাঁহার নৃত্য দেখিতে পাইবে, ইহা ভাবিয়া সকলে আনন্দে ঘরের 'দেউটি' বান্ধিল। পিতা পুত্র নদীয়ার 'অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ' লোক অসংখ্য দীপ লইয়া বিশ্বম্ভরের নিকট আসিল। বৈষ্ণবেরা সকলে আসিয়াছে শুনিয়া বিশ্বম্ভর বলিলেন,—'আগে আচার্য্য গোসাঞি নাচিবেন,

তাঁর সঙ্গে এক সম্প্রদায় যাইবে। মধ্যে হরিদাস নাচিবেন, তাঁর সঙ্গে এক সম্প্রদায় গাইবেন, তৎপরে শ্রীবাস নৃত্য করিবেন তাঁর সঙ্গেও এক সম্প্রদায় গাইবেন। এই বলিয়া বিশ্বম্ভর যেই নিত্যানন্দের দিকে চাহিলেন সেই সময়ে

নিত্যানন্দ বোলে "তোমা" না ছাড়িব কভু॥

ধরিয়া বুলিব প্রভু! এই কার্য্য মোর। তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু! মোর কোন্ শক্তি? যথা তুমি,তথা আমি,এই মোর ভক্তি॥

এই বলিয়া নিত্যানন্দের চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া বিশ্বম্ভর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের সঙ্গে রাখিলেন। গদাধর প্রভৃতি 'সঙ্গোপাঙ্গ'ও তাঁহার সঙ্গে রহিল। অন্যান্য বহু দল কেহ নিকটে কেহ দূরে যথেচ্ছায় নাচিবে ক্রমে সন্ধ্যা হইলে "কোটী কোটী লোক আসি আছয়ে দুয়ারে"। তাহারা 'ব্রহ্মাণ্ড' স্পর্শ করিয়া হরি ধ্বনি করিল। তখন বিশ্বম্ভর হুঙ্কার করিলেন, সকলে তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইল ও সকল দীপ জ্বালিল। তখন

"লক্ষ কোটী দীপ সব চারি দিকে জ্বলে।
লক্ষ কোটী লোক চারি দিকে "হরি" বোলে॥

এইরূপে নবদ্বীপ আলোকে পরিপূর্ণ হইল। সকলের অঙ্গ ফাক, চন্দন, ও মালায় বিভূষিত দেখা গেল। সকলের হাতে করতাল ও মন্দিরা শোভা পাইল। বিশ্বম্ভরও চন্দনে ভূষিত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নৃত্যে বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কত স্ত্রীপুরুষ আনন্দে চলিল, কেহ কাহাকে জানিল না। বিশ্বম্ভর এই সকল অগ্রপশ্চাৎ লইয়া গঙ্গাতীরের পথ দিয়া 'মধুর নৃত্য' করিতে করিতে চলিলেন। গায়কেরা বিশ্বম্ভরকে বেড়িয়া নৃত্য করত গাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে কোটী কোটী লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিল। বিশ্বম্ভরের অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ধূলাময় হইল, আবার চক্ষের জলে তাহা ধৌত হইয়া গেল, কম্প ঘর্ম্ম পুলক হইতে লাগিল, নগর হরি ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল, এখানে, ওখানে, সেখানে এক এক দল, এরূপ বহুদল নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক নগরিয়া নানা ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে চলিল। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বিবিধ অতিশয়োক্তি করিয়া পরে বলিয়াছেন,—

হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠ স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল। না জানিল কেহো কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল॥
হস্ত যে হইল চারি,তাহো নাহি জানে। আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে। নাচিয়া যায়েন সভে গঙ্গার সমীপে॥

* * * *

গড়াগড়ি যায়, কেহো মালসাট্ মারে। কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে॥"

কেহ বলে কাজি বেটা কোথায় গেল? তাহাকে পাইলে তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিব। কেহবা পাষণ্ডী ধরিতে দৌড়িল, কেহ পাষণ্ডীর নাম করিয়া মাটিতে কিল মারিল। আর আর বহুলোক আনন্দে মৃদঙ্গ বাজাইয়া গাহিতেছিল। বৃন্দাবন দাস এইস্থানে বলিয়াছেন,—'স্বর্গ হইতে অজ, ভব প্রভৃতি দেবগণ এস্থলে অবতীর্ণ হইয়া এই ব্যাপার দেখিয়া মূর্চ্ছা যান, পরে মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া নৃত্য গীত করিয়াছিলেন। এ দিকে গৌরাঙ্গের অঙ্গ ধূলায়-ধূসর, সর্ব্বাঙ্গে মালা, ত্রিকচ্ছ পরিধান, সুন্দর চাঁচর কেশ বান্ধা ও তাহা মালতীর মালায় শোভিত, অবিরত চক্ষে জলধারা। তিনি এইরূপ মনোহর বেশে সম্প্রদায় দল লইয়া কীর্ত্তন ও হরিধ্বনির কোলাহল সহিত চলিতেছিলেন, ক্রমে এই বিরাট দলসহ নদীয়ার প্রান্তে শিমুলিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন। পরে যখন কাজির বাটীর পথ ধরিলেন তখন কাজি অনুচরগণকে বলিল 'জান গিয়া এ কিসের গীত অথবা বিবাহের ব্যাপার কিম্বা ভূতের কীর্ত্তন? শীঘ্র জানিয়া আইস, কে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুয়ানি করিতেছে? পরে আমি স্বয়ং যাইব।' আদেশ পাইয়া অনুচরেরা দৌড়িল ও জানিল অনেক সমারোহ করিয়া "অনন্ত অর্ব্বুদ লোক" কাজিকে মার্ মার্ বলিয়া আসিতেছে। তখন ভয়ে মাথার পাকড়ি ফেলিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহারা কাজিকে বলিল,—

"কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া।
"কোটী কোটী লোক সঙ্গে নিমাঞি আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥"

বিশ্বম্ভর 'ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া' হরির ধ্বনি করত সকলকে লইয়া নাচিতে নাচিতে ও গাইতে গাইতে অবশেষে কাজির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি 'ক্রোধাবেশে' 'বহুতর' হুঙ্কার করিলেন এবং ক্রোধে বলিলেন,—

"ক্রোধে বোলে প্রভু" আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেঁলো মাথা॥
নির্য্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন। পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
"ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বারে বার॥

শচীনন্দনের আজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিতে পারে? সকলে ঘরে উঠিয়া কেহ ঘর কেহ দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল, কেহ লাথি মারিল, কেহ হুঙ্কার করিয়াছিল। কেহ কেহ আম্র কাটালের ডাল ভাঙ্গিল, কলার বন ভাঙ্গিয়া হরিবোল দিতে লাগিল। ফুলের বাগানে 'লক্ষ লক্ষ লোক' গিয়া, হুঙ্কার করত ফুলগাছ উপড়াইয়া ফেলিল, ফুল সহিত ডাল ছিড়িয়া ছিড়িয়া কাণের মূলে দিয়া হরি বলিয়া নাচিতে লাগিল। একটী একটী পাতা লইতে কাজির বাটীর গাছ আর কিছু থাকিল না। এইরূপে বাহির বাটীর সকল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিলে—

প্রভু বোলে "অগ্নিদেহ" বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সর্ব্বগণের সহিতে। সর্ব্ববাড়ী বেড়ি অগ্নিদেহ' চারি-ভিতে।

আরও বলিলেন 'দেখ্‌বো কাজির রাজা আমার কি করিতে পারে, আজ দেখ্‌বো কে 'অব্যাহতি' করে? (বিশ্বম্ভর আরো বলিলেন)—

'যম কাল মৃত্যু—মোর সেবকের দাস। মোর দৃষ্টিপাতে হয় সতার প্রকাশ॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে মোহর অবতার। কীর্ত্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥'

* * * *

তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন। সংহারিমু সব যদি না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে তোরা না করিহ ভয়। আজি সব যবনের করিমু প্রলয়॥

বিশ্বম্ভরের এতাদৃশ ক্রোধ দেখিয়া সর্ব্ব ভক্তগণ গলবস্ত্র ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তখন গৌরাঙ্গের চরণে এইরূপ নিবেদন করিল, প্রভু! প্রধান অংশ যে সঙ্কর্ষণ তাঁহারও কখন অকালে ক্রোধ হয় না, সর্ব্ব সৃষ্টি সংহারকালে সঙ্কর্ষণের ক্রোধে রুদ্রাবতার হন, তখন তিনি ক্ষণেকে সংহার কার্য্য সমাধা করিয়া শেষে তোমার শরীরে মিলিত হন। যাহার অংশাংশের ক্রোধে সকল সংহার হয় সেই তোমার ক্রোধে কোন্ জন বাঁচিবে? অপিচ

"অক্রোধ পরমানন্দ তুমি' বেদে গায়। বেদ-বাক্য প্রভু! ঘুচাইতে না জুয়ায়॥

ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নাহি পাত্র। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
করিলা ত কাজির অনেক অপমান। আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥"

এইরূপ বলিয়া সকলে 'মহারাজরাজেশ্বর' বিশ্বম্ভরের জয় উচ্চারণ করিল। তখন বিশ্বম্ভর নিজ স্তুতিবাক্য শুনিয়া হাসিলেন, পরে সকল লোকের সহিত কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে শঙ্খ বণিকের পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, আম্র শাখা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও ঘণ্টার বাদ্য, ও স্ত্রীপুরুষের হরিবোল। তথা হইতে গৌরাঙ্গ তাঁতির পাড়ায় উপস্থিত হইলেন, তাঁতিরা সকলে করতালি দিয়া হরিনাম করিল। এখান হইতে তিনি নাচিতে নাচিতে শ্রীবাসের একমাত্র ঘরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উঠানে নাচিতে নাচিতে অনেক তালি দেওয়া একটী লোহার জল পাত্র রহিয়াছে দেখিয়া উহা উঠাইয়া লইয়া তৎস্থিত জল সুখে পান করিলেন। এই সময়ে।—

'মইলুঁ মইলুঁ' বলি ডাকয়ে শ্রীধর। "মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর।"

ইহা বলিয়া শ্রীধর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন 'প্রভু বোলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।"
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।" শ্রীধরের জল পান করিলোঁ যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।" কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার॥'

বিশ্বম্ভর এক্ষণে বৈষ্ণবের জলপান করিলে যে বিষ্ণুভক্তি হয়, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন সর্ব্ব ভক্তগণের মধ্যে মহা আনন্দ-ক্রন্দন উঠিল, নিত্যানন্দ ও গদাধর কান্দিয়া ভূমিতে পড়িলেন, অদ্বৈত ও শ্রীবাস ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন। হরিদাস, গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি বহুলোক মাথায় হাত দিয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীধরের বাটীতে প্রেমভক্তির যে কিরূপ সর্ব্বতোভাবে বিকাশ হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। সকলে কৃষ্ণ বলিয়া আনন্দে কান্দিল, বিশ্বম্ভর স্বীয় সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল দেখিয়া হাসিলেন।

(সঙ্কল্প হইল সিদ্ধ গৌরচন্দ্র হাসে)

এই স্থানে বৃন্দাবনদাস প্রভুর ভক্তবাৎসল্য মহিমা চারি বেদে উক্ত বলিয়া পৌরাণিক দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, অপিচ কৃষ্ণের দাস ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহ নাই, দাস যেরূপ চিন্তা করে তিনিও সেইরূপ হন। আর, 'দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়' ইত্যাদি বলিতে বলিতে মুক্তির পরে কৃষ্ণের দাসত্ব

লাভ হয় এবং জীব মুক্তি লাভান্তে কৃষ্ণভজনা করিবার জন্ম আপন ইচ্ছায় লীলাতনু গ্রহণ করেন (ইহা ভাষ্যকারেরা কথা প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন)। অতএব ভক্ত ও ঈশ্বর উভয়ে সমান, বরং ভক্তের নিকট ভগবান পরাভব ইচ্ছা করেন (মাগেন) ইত্যাদি বলিয়াছেন।

এদিকে শ্রীধর সজল নয়নে উচ্চরবে হরিবোল বলিতে বলিতে উঠানে নৃত্য করিতেছিলেন। এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেলন—

"কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।"
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে "হায় হায়॥"

বিশ্বম্ভর কিন্তু জলপান করিয়া শ্রীধরের উঠানে নাচিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ভক্তিরসে নাচিতে নাচিতে ও চতুর্দ্দিকে প্রচুর হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

(চৈঃ, ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২২ অধ্যায়ের শেষাংশ ও ২৩ অঃ)

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয়ের অধিকাংশ এত অতিরঞ্জিত এবং উপন্যাসের আকারে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতি মূঢ় কিংবা বালক ভিন্ন আর কেহ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। নিম্নে তাঁহার অতিশয়োক্তি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

(১) নদীয়া বর্দ্ধিষ্ণু নগর হইলেও উহাতে 'অনন্ত অর্ব্বুদ কোটি লক্ষ' লোকের বিদ্যমানতা ও সমাবেশ সম্ভবপর হয় না।

(২) গৌরাঙ্গের আদেশে নদীয়াবাসী তাবৎ লোক (বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব) তাঁহার সান্ধ্য-নগর-কীর্ত্তনে, বিশেষতঃ যাহাতে দুর্দ্দমনীয় রাজকর্ম্মচারী কাজিকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, যোগদান সম্ভাব্য হয় না।

(৩) কয়েকজন কীর্ত্তনিয়া বৈষ্ণবের খোল করতাল ভাঙ্গা এবং কাহাকে কাহাকে প্রহার করিবার জন্ম তাদৃশ বিক্রমশালী রাজকর্ম্মচারী কাজিকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে কয়েক দল বৈষ্ণবের সাহায্যে তাহার বাড়ী চড়াও হইয়া

রক্ষকগণ সহ তাহাকে আক্রমণ ও নাশ করিতে যাওয়া সম্ভবনীয় নহে। তাহার উপরে আবার কাজির বাস-গৃহের ঘর দ্বার ও বহির্ভাগের পুষ্পবৃক্ষ বাটিকা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলা, আর সর্ব্বোপরি, কাজির ভিতর বাটীতে ও বাহিরে (বেড়া) আগুন দিয়া শস্ত্রধারী রক্ষক সহ কাজিকে পোড়াইয়া মারিতে প্রবৃত্ত হওয়া গৌরাঙ্গের পক্ষে অসঙ্গত না হইলেও * এস্থলে ঐ সকল মৌখিক আস্ফালন মাত্র প্রতীত হয়। কেন না তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ, পরাক্রমশালী, যথোচিত শস্ত্রধারী রক্ষক কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত কাজির দমনকার্য্যে কেবল গৌরাঙ্গের প্রোৎসাহ-বাক্যে নদীয়ার অন্যান্য অধিবাসিগণের কথা দূরে থাকুক, কয়েক দল মাত্র নিরস্ত্র বৈষ্ণবের পক্ষেও কি সহসা প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর মনে হইতে পারে?

অপিচ—

(৪) গৌরাঙ্গের আদেশে অসংখ্য নগরবাসী প্রত্যেকে দীপ হস্তে করিয়া নগর আলোকময় করত হাততালি দিয়া চলিতেছিল। পাঠক! অন্ততঃ 'তিন হাত' না হইলে কেহ যুগপৎ দীপ ধারণ ও হাততালি দিতে পারে না। তাই বৃন্দাবনদাস এস্থলে নদীয়াকে তৎকালে সহসা বৈকুণ্ঠে পরিণত করত গৌরাঙ্গের সহিত দীপ-ধারী তাবৎ নগরিয়াগণের অলক্ষিতভাবে সহসা চতুর্হস্ত লাভের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন, এবং তাহা ভাগ্যবান্ ব্যতীত আর কেহ দেখে নাই ইহাও বলিয়াছেন। পাঠক! এ সকল উপকথা ভিন্ন কি আর কিছু হইতে পারে?

অতএব নদীয়াবাসী সমস্ত লোকের গৌরাঙ্গের নেতৃত্বে কাজি দমনে অভিযান ব্যাপারটা অতি-রঞ্জন দোষ-দুষ্ট এবং উহার অধিকাংশ জীবনী লেখকের কল্পনা-প্রসূতও বটে, ইহা বুঝিতে হইবে। ইহার মূলে যদি কিছু সামান্য সত্য ঘটনা ছিল,

---

* গৌরাঙ্গের যে মৃগীসংশ্লিষ্ট হৃদ্গজ বায়ু-রোগ ছিল (Hystero-epilepsy) তাহাতে ক্রোধাবেশে নিজের ও অন্যের নানাবিধ অনিষ্ট করা ও ঘরে আগুন দেওয়ার প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক ছিল না। ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন,—অপস্মার রোগীর পক্ষে সামান্য কার্য্য হইতে গৃহ দাহ, আত্ম-হনন ও অন্যকে হনন পর্য্যন্ত করাও সম্ভব হইতে পারে।

"While acts simple in themselves may lead to arson, suicide and homicide."

See article Epilepsy by L. Pierce Clark M. D.—in Dr. Oslar's A System of Medicine. page 602.

পরবর্ত্তীকালের গৌরাঙ্গভক্তেরা তাহা অবলম্বন করিয়া গৌরাঙ্গের তথাকথিত ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে এই অপূর্ব্ব মনোহর উপন্যাস রচনা করতঃ অজ্ঞ বৈষ্ণবমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়। এক্ষণে কথিত কাজি দমন ঘটনার মধ্যে কতটুকু সত্য ছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে গৌরাঙ্গের মানসিক অবস্থার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এস্থলে দেখা আবশ্যক।

সাপস্মার-হিষ্টিরিয়া (Hystero-Epilepsy) রোগগ্রস্ত গৌরাঙ্গ অল্প কারণেই ক্রোধান্ধ হইতেন,ইহা পাঠকেরা বিশেষ অবগতই আছেন। এস্থলে একদিন কাজি নগর ভ্রমণে আসিয়া স্বীয় অনুচরের দ্বারা রাজপথে ভ্রমণকারী কীর্ত্তনিয়াদিগের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া তাহাদের কয়েকজনকে প্রহার করেন, এই সংবাদ শুনিবামাত্রই বিশ্বম্ভর ক্রোধান্ধ হইয়া হুঙ্কার করত এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, অদ্যই কাজিকে দমন করিবার জন্য অনেক লোকজন সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যাকালে বহু দীপ জ্বালিয়া বাহুল্যরূপে নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হইবেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প অনুগত ভক্ত-বৈষ্ণবদিগের সাহায্যে কতকটা কার্য্যে পরিণতও হইয়া থাকিবে, গৌরাঙ্গের প্রেরণায় বৈষ্ণবেরা দলবদ্ধ হইয়া সন্ধ্যাকালে খোল করতাল ও বহু দীপ জ্বালিয়া নৃত্য সংকীর্ত্তন করত নগরে বহির্গত হইয়াছিল। শেষ দলে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। কোন দলের কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া কাজির উদ্দেশে নানাবিধ আস্ফালন ও লম্ফ ঝম্প করিয়াও ছিল। তাহারা অবশ্য পূর্ব্ব হইতে গৌরাঙ্গের অভিপ্রায় জানিয়া, সম্ভবতঃ তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য, ইদানীং চীৎকার করিয়া কেহ কেহ এত দূর পর্য্যন্ত বলিতেও সাহসী হইয়াছিল। যথা—

"কেহ বলে এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা॥"

অপরে, "পাষণ্ডী ধরিতে কেহ লড় দিয়া যায়।
ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পালায়॥"

ইত্যাকার নানাবিধ শুষ্ক আস্ফালন অর্থাৎ উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য ও প্রলাপোক্তি করত বৈষ্ণবেরা পথে চলিতেছিল। কাজি ও পাষণ্ডীরা ইহার যে কোন সংবাদ পাইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। পরে সম্ভবতঃ যখন ইহারা কাজির বাটীর পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল,তখন তাহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিণামদর্শী ও বিবেচনা-

সম্পন্ন বৈষ্ণবেরা (বোধ হয় অদ্বৈত, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ প্রভৃতি) ইহা ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপ ধৃষ্টতাব্যঞ্জক ও ক্রোধোৎপাদক আস্ফালন সহকারে বৈষ্ণবদল কাজির দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে। গৌরাঙ্গের এই দুঃসাহসিক উন্মাদ-সদৃশ কার্য্যে গৌরাঙ্গ-প্রমুখ বৈষ্ণব সমাজে, তথা নিরীহ সাধারণ হিন্দুসমাজেও বিশেষ অপমান ও অত্যাচার ঘটা অবশ্যম্ভাবী হইবে। ইহা আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা গৌরাঙ্গের ক্রোধ কিরূপে উপশমিত হয় এবং তদ্দ্বারা উত্তেজিত বৈষ্ণবদল আর অগ্রসর না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন। দেখা-যায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের উদ্ভাবিত উপায় আশু সুফলপ্রসূও হইয়াছিল। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এ সময়ে গৌরাঙ্গের চরণ ধরিয়া তাঁহার কাল্পনিক নানাবিধ ঐশীশক্তির মাহাত্ম্য উল্লেখ রূপ প্রবোধবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যেমন—

"অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন তরে॥
'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি' বেদে গায়। বেদবাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র॥
করিলা ত কাজির অনেক অপমান। আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥'

ইত্যাকার প্রবোধের (Persuasion) ফলে গৌরাঙ্গের তৎক্ষণাৎ সে উগ্রভাব বিদূরিত হইয়া দয়া অর্থাৎ ঋজুভাব মনে স্থানপ্রাপ্ত হইল।* উত্তেজিত সহযাত্রীরাও প্রভুর দৃষ্টান্তে অনিষ্টজনক এবং সম্ভবতঃ অদ্বৈতাদির ইঙ্গিতানুরূপ কার্য্যকরনে নিযুক্ত হইয়া শান্তভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজির গৃহগমনের পথ পরিহার করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছিল। গৌরাঙ্গ বিনা বাক্যব্যয়ে স্বকীয় দলের কীর্ত্তনিয়াদিগের অনুসরণ করত নৃত্য করিতে করিতে ক্রমে শ্রীধরের বাটীতে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—কিরূপে গৌরাঙ্গ ও তদনুচরবর্গের মনোভাবের এতাদৃশ অভাবনীয়রূপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? উত্তর—পূর্ব্বে বলিয়াছি ভাবপ্রেরণা হইতে হিষ্টিরিয়ার উৎপত্তি এবং উহা দ্বারাই তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত ডাক্তার ব্যবিনাস্কির এই সিদ্ধান্ত। এই

* অজ্ঞ লোকেরা এই আকস্মিক মনোভাব বিপর্য্যয়কে আশ্চর্য্যজনক অলৌকিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, বস্তুতঃ এরূপ সহসা চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্মে নিয়তই ঘটিত।

ভাবপ্রেরণা কোন কোন স্থলে অনুজ্ঞারূপে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে, কোথাও বা প্রবোধ-রূপে প্রকারান্তরে ঐরূপ কার্য্যকারী হয়।* এস্থলে গৌরাঙ্গ ও তাঁহার অনুচরগণের ভাবপরিবর্ত্তন, অন্য কথায় হিষ্টিরিয়ায় আক্রমণ ও উপশম, ঐরূপেই সংঘটিত হইয়াছিল প্রতীত হয়। প্রথমে কাজিকৃত অত্যাচার-সংবাদ বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোৎপাদক ভাবপ্রেরণার, আর শেষে আপ্ত বৈষ্ণবদিগের প্রবোধ বাক্য ঐ রোগোপশান্তিরও ভাবপ্রেরণা রূপে কারণ হইয়াছিল। অপর, দেখা যায় দুর্ব্বলমনা অনুচর বৈষ্ণবগণ ঐরূপে গৌরাঙ্গের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাঁহার উপশান্তির ভাব দেখিয়া আবার শেষে উপশান্তি-লাভও করিয়াছিল। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরা বলেন হিষ্টিরিয়ার অবস্থা ও মন্ত্রমুগ্ধের অবস্থা উভয়েই তুল্যমূল্য, যেহেতু উহারা একবিধ কারণ অর্থাৎ ভাবপ্রেরণা হইতেই সমদ্ভূত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই সমস্ত ব্যাপার মনস্তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, গৌরাঙ্গের কাজি দমন উপলক্ষে ক্রোধোৎপত্তি হইতে শ্রীধরকে ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন ও ভক্তিপ্রচার পর্য্যন্ত যাবতীয় আশ্চর্য্যবোধক কার্য্য ঘটিয়াছিল, তত্তাবৎ গৌরাঙ্গের বহুভাবের পর্য্যায়-ক্রমে উত্তেজনা এবং পরিণতির অবস্থায় উদ্ভূত হইয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতকার এই বিচিত্র ভাব বা অবস্থা বুঝাইতে 'আবেশ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পাঠকগণ বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৈষ্ণবেরা ইহার প্রকৃত অর্থ যে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় না; সেজন্য লেখক এস্থলে পাঠকবর্গের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদিগের অবগতির জন্য পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদের সাহায্যে আবেশ শব্দের প্রকৃত অর্থ নিম্নে বিশদীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

---

* সম্প্রতি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আরমষ্ট্রং জোনস্ সাহেব ডাক্তার ব্যাবিনাস্কির মত উদ্ধৃত করিয়া তৎসহ স্বীয় অভিজ্ঞতা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা——

Babinaski states that all hysteria being caused by suggestion may only be cured by the same means, and we have witnessed many sudden "miracles" in this way, suggestion being either direct, such as the word of command, or indirect by way of persuasion.

See—The Practitioner. p 332 November number, 1919.

হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশ অবস্থাকে ইতিপূর্ব্বে জাগ্রত-স্বপ্নাবস্থা (Hysterical dream state) বলিয়া নির্দ্দেশ মাত্র করা হইয়াছে। ইদানীং পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদজ্ঞেরা অন্যান্য স্বপ্নাবস্থা হইতে এই জাগ্রত স্বপ্নাবস্থাকে যেরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। ডাক্তার জেলিফ বলিয়াছেন—

—হিষ্টিরিয়ার স্বপ্নাবস্থা মদাত্যয়, অপস্মার ও আগন্তুজ ব্যাধির স্বপ্নাবস্থার সহিত সাদৃশ্য বশতঃ উহাকে চিনিয়া লইতে গোল হইতে পারে, পরন্তু হিষ্টিরিয়ার যে স্বপ্নাবস্থা তাহা এইরূপে নিরূপিত বা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, যথা,—ইহাতে সম্বিন্-মানস স্বপ্নভাবে বিচালিত, ভাবগ্রহণ-প্রবণতা, অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল-স্বভাব, নির্ব্বোধ ও বালকের ন্যায় আচরণ এবং হিষ্টিরিয়া রোগের দৈহিক (বাহ্য) প্রকাশলক্ষণ বিদ্যমান থাকে। *

পাঠক! ইহা অনুমেয় যে, কাজির সহিত সদল গৌরাঙ্গের কোনরূপ সঙ্ঘর্ষ ঘটে নাই। হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী প্রবল মুসলমান রাজার প্রতিনিধি অস্ত্রধারী কর্ম্মচারী দ্বারা সুরক্ষিত কাজি যে কয়েকজন নিরস্ত্র বৈষ্ণবের ইতস্ততঃ হস্তপদাদি সঞ্চালনের সহিত মৌখিক আস্ফালনে ভীত হইয়া ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া রক্ষকগণ লইয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাড়ি চড়াও হইয়া নিরস্ত্র ঐ বৈষ্ণবগণের বিবিধ অত্যাচার অবলার ন্যায় নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, এ বৃত্তান্ত কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে ইহা সঙ্গত হইতে পারে যে, সেদিন কিছু অধিক সংখ্যক বৈষ্ণবেরা কিছু বাহুল্যভাবে (অবশ্য 'কোটি অর্ব্বুদ' লোক মহাআলো লইয়া নহে) দীপ জ্বালিয়া নগরে কীর্ত্তন করিতেছিল, তাহাতে কাজি কোন বিবাহের 'মিছিল' যাইতেছে ভাবিয়া তন্নিবারণে উদাসীন ছিলেন। অথবা ইহাও অসম্ভব নহে যে, সুবুদ্ধি কাজি

---

* Hysterical dream states may be confounded with similar dämmerzustanda of alcoholic, epileptic or of traumatic origin. The diagnosis of a hysterical dream state is founded on the grounds of a dreamy disturbance of consciousness, suggestibility, an extreme changeability of the conduct, on foolish, childish conduct, and the presence of somatic hysterical signs." Dr. Jellieffe. See—A system of Medicine Vol IV. p 690.

Edited by Drs. Oslar & Mac. Crae.

পূর্ব্ব দিনের স্বকৃত অত্যাচারের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া হিন্দু প্রজাদিগের প্রতি পুনরায় কোন প্রকার শাসনাজ্ঞা দিয়া মনঃকষ্ট দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় সেদিনকার গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। যে কারণে হউক সেদিন বৈষ্ণবদিগের প্রতি কাজির কোনরূপ অত্যাচারাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই, বৈষ্ণবেরাও অন্যপথ ধরিয়া কাজির সান্নিধ্য ছাড়িয়া দূর পথ দিয়া প্রস্থানও করিয়াছিল। যদি সদল গৌরাঙ্গ বাস্তবিক কাজির বাটী পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করা দূরে থাকুক, আক্রমণে উদ্যোগী হইতেন এবং সত্য সত্য যদি তাঁহার বাগানের কিছুও ক্ষতি করিতেন, তাহা হইলে ঘোরতর হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী পরাক্রমশালী কাজি কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট ও দুর্গতি ঘটিতে পারিত তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। ফলতঃ নবদ্বীপবাসী এবং সাধারণ হিন্দুগণের অতি বড় সৌভাগ্য যে, সেরূপ কিছু ঘটে নাই। কাজি দলনে অভিযাত্রার পথে গৌরাঙ্গের যে দারুণ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ও তদুত্তর আবেশের অবস্থায় নানাবিধ প্রলাপ হইলেও তাঁহার যে এ প্রকার মানসিক অনুকূল অবস্থা উপনীত হইয়াছিল তাহাতে সঙ্গী অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবের প্রবোধবাক্য (ভাবপ্রেরণা) তাঁহার হিষ্টিরিয়ার হঠকারিতা অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিল,।* এবং সেজন্য কাজি হইতে সেদিন হিন্দুগণের প্রতি তদীয় পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুরূপ জাতি-ধর্ম্মনাশনাদি কোনরূপ অত্যাচার ঘটিতে পারে নাই। সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গৌরাঙ্গের 'ক্রোধাবেশ' পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরাবেশ, তদনন্তর ভক্তির আবেশ তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিলে তিনি যেন ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া নৃত্য ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধরের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে উহার প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে করিতে দেখিলেন শ্রীধরের বাহির বাটীস্থ একটা শত তালিযুক্ত অব্যবহার্য্য লৌহ কলসীতে জল রহিয়াছে। তিনি সহসা সেই কলসী উঠাইয়া লইয়া তৎস্থিত অপেয় ও অপবিত্র জল পান করিয়া ফেলিলেন।

* এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৩৮ পৃষ্ঠা, ইংরাজী নোট দেখ।

ইতঃপূর্ব্বেই হয়ত তাঁহার মনে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুঃখী ব্রাহ্মণের খুদ ভক্ষণের উপন্যাস উদিত হইয়াছিল, সেই হেতু কৃষ্ণের সেই উদার কার্য্যের অনুকরণ ইচ্ছায় গৌরাঙ্গ এস্থলে দুঃখী শ্রীধরের বাহির কলসীর জল সহসা পান করিয়া ভক্তদিগের নিকট স্বীয় কল্পিত কৃষ্ণের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। গৌরাঙ্গ কিন্তু সে মনোভাব গোপন করিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য—যেমন ভক্তের জলপানে ভক্তি জন্মে, ঐ জল পান করিয়া তাঁহার ভক্তিলাভ হইল ইত্যাদি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠক! যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া বহুবার আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, যাহাতে কেহ কেহ তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার, অপরে কৃষ্ণভক্তি-সম্পন্ন বলিয়া জানিত, তাঁহার এক্ষণে কৃষ্ণভক্তি জন্মিল ইহা যদি প্রলাপ বাক্য না হয় তবে উহাকে আর কি বলা যাইবে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে যাহার উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ হয় তাহা স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কৈ? ভক্ত বৈষ্ণবের পাদোদক বা কেবল জল অথবা পদধূলিগ্রহণ, কিংবা ভক্ত বিশেষের কৌপীনের চীর মস্তকে ধারণ, পূজা ও ধৌত জল পান, কিংবা শাক বিশেষ ভক্ষণ যে ভক্তির কারণ হয়, এরূপ টোটকার ত তিনি কোন নির্দ্দেশ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ সকল স্নায়ু-রোগ ধর্ম্মে গৌরাঙ্গের সাময়িক প্রলাপোক্তি, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, দেখা যায় জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস নিজেই এই পরিচ্ছেদের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য অংশে কেবল গৌরাঙ্গের নহে, তাঁহার অনুচর বৈষ্ণবগণেরও মধ্যে অনেকেরই হিষ্টিরিয়া রোগের মৃদু ও দারুণ আক্রমণ লক্ষণ, তথা হিষ্টিরিয়া-স্বভাবের পরিচয় অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আদৌ ইহা জানিতেন না যে, তদ্বর্ণিত প্রেম ভক্তির লক্ষণ, যেমন পুলক, স্বেদ, কম্প, মালসাট্‌মারা, পেশীর উৎকট-আক্ষেপ-বিশিষ্ট মূর্চ্ছা,—ধাতু (নাড়ী) হীনতা, প্রলাপোক্তি প্রভৃতি—আর, ঐশ্বরিক ভাব বিকাশ, যেমন—কখন অত্যন্ত ক্রোধ, পরক্ষণে অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন ইত্যাদি বায়ুরোগ-বিশেষের (Hysteria) অব্যর্থ লক্ষণ হইতে পারে। সেই হেতু দেখাযায় তিনি গৌরাঙ্গ ও তৎভক্তের চরিত্র বর্ণনায় সকল প্রকৃত কথাই অজ্ঞাত সারে ও অকপট ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়া গৌরাঙ্গ ও তদীয় অনুচর বর্গের চরিত বর্ণনায় স্বীয় চিত্ত-দৌর্ব্বল্য-সূচক অন্ধ-বিশ্বাসের যথেষ্ট পরিচয়ও না দিয়া থাকিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি এই

অধ্যায়ের শেষে গৌরাঙ্গ লীলার নিত্যত্ব সংস্থাপনাভিপ্রায়ে এই রহস্যময় কথাটী লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তদ্যথা—

"অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥"

বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গ চরিত্র বর্ণনায় এস্থলে অজ্ঞলোকের চিত্ত বিমোহনার্থ যতই কেন অদ্ভূত অদ্ভুত কথা বলুন না, লেখকের মতে প্রকৃত কথা এই,—রোগ-স্বভাবে অতীব ভাব-গ্রহণ-প্রবণ বিশ্বম্ভর প্রথমে কাজির অত্যাচার-বাণী শুনিবা মাত্র স্বীয় কাল্পনিক অবতার ভাবের উত্তেজনায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাজি ও ঐ সঙ্গে পূর্ব্ব বিদ্বেষ্টা পাষণ্ডীদিগকেও দলন, এমন কি বিনাশ করিবার সঙ্কল্পে কয়েকদল বৈষ্ণব সহায়ে বহু আড়ম্বরপূর্ণ নগর সঙ্কীর্ত্তনের মিছিল বাহির করেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোরতর ভাবোত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া উগ্রভাবে বৈষ্ণবগণের সহিত কাজি-দলনার্থ হুঙ্কার ও মৌখিক আস্ফালনে প্রবৃত্ত হইলে আচার্য্যাদির সান্ত্বনাবাক্যে সহসা প্রাগুক্ত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হন। পরিশেষে তিনি ঈশ্বর ও ভক্তিভাবের উদ্দীপনায় সদলে ভক্ত শ্রীধরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন সহ নৃত্য করিতে করিতে ভক্তিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে (অবশ্য তখন আবিষ্টাবস্থায়) উহাঁর বাহির কলসীস্থিত অপেয় জল সহসা পান করত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য ইহাতে বিশ্বম্ভরের রোগধর্ম্মের চাতুরি ভিন্ন অলৌকিকত্ব কিছুই ছিল না!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভর ইদানীং নগরে বহির্গত হইলে যেখানে সেখানে ভাবাবিষ্ট হইতেন। একদিন তিনি ঐ অবস্থায় অতি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলে আপ্তগণ তাঁহাকে আলগোছে বাটীতে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি নানা ভাবের আবেশে নানাপ্রকার প্রলাপ বলিতেন। একদিন 'গোপী গোপী' বলিতেছিলেন, সেই সময়ে এক সহাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গোপীর পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলায় তিনি রাগান্বিত হইয়া কৃষ্ণের যুগান্তরের নানা দোষ উল্লেখে নিন্দা করিয়া শেষে লাঠি হাতে করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে মারিতে ধাবিত হন। ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে দৌড়িয়া পলাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এদিকে আপ্তগণ বিশ্বম্ভরকে ধরিয়া বাটীর ভিতরে আনিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর নিয়ত ভাবাবেশের অবস্থায় থাকিয়া কেবল মাতার সন্তোষের জন্য বাটীতে 'বাহ্যকার্য্য' করিতেন। একদিন অদ্বৈত শ্রীবাসের বাটীতে আবিষ্ট হইয়া দুই প্রহর কাল নৃত্য করিয়াও থামেন নাই, ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর তথায় গিয়া সদ্যস্থির অদ্বৈতকে বিষ্ণুগৃহের ভিতর লইয়া গিয়া সান্ত্বনা দেন ও যথেপ্সিত বর দিতে আগ্রহ জানান, শেষে তিনি হুঙ্কার ও গর্জ্জন করত কৃষ্ণ যেরূপ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ঠিক সেইপ্রকার দৃশ্যসহ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। এই সময়ে নিত্যানন্দ তথায় আসিয়া ঐরূপ দর্শনে অদ্বৈতের সহিত বিস্মিত ও বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বম্ভর স্থির হইয়া আপন গৃহে গমন করেন।]

অনন্তর বিশ্বম্ভরের মানসিক দৌর্ব্বল্য ও তদনুরূপ কার্য্যকলাপ যে প্রকার আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা বৃন্দাবন দাস স্বীয়গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন। লেখক তাহা গদ্যে অনূদিত করিয়া তাঁহার কাব্যমাধুর্য্য নষ্ট করিতে ইচ্ছুক না হইয়া মূল পদ্যই এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—

"হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়। বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায়॥
হেন সে হইলা প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তনে। নাম শুনি মাত্র প্রভু পড়ে যে তে স্থানে॥
কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলে বনে! নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে॥
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর। ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বম্ভর॥
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে 'হরি'। শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি॥
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে। গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে॥
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়। তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয়॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে। আলগ করিয়া নিঞা চলিলেন বাসে॥
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সঙ্কীর্ত্তন। সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন॥
যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল। হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল॥
ক্ষণে বোলে "মুঞি সেই মদন গোপাল।" ক্ষণে বোলে "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল"
'গোপী গোপী গোপী 'মাত্র কোনদিন জপে'।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥
"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে। শঠ ধৃষ্ট কিতব,—ভজে বা তারে কে॥
স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ। লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায়। যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায়॥

'গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে। 'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোন দিনে॥
'মথুরা মথুরা' কোনদিন বোলে সুখে। কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি। চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি॥
ক্ষণে বোলে "ভাই সব বড় দেখি বন। পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ॥"
দিবসেরে বোলে রাত্রি'রাত্রিরে দিবস। এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিরস (ভক্তিবশ)॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ। অন্যোহন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ। সুখে দেখে তাহা সর্ব্ব-বৈষ্ণবের দাস॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর। বৈষ্ণবের ঘরে প্রভু থাকে নিরন্তর॥
বাহ্য চেষ্টা ঠাকুর করেন কোনক্ষণে। সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে॥"

এদিকে ভক্তগণ 'সুখময়' হইয়া সকলে আনন্দে কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ 'মত্ত সিংহের ন্যায়' নদীয়ার ঘরে ঘরে 'অনন্তলীলায়' বেড়ান, আর বিশ্বম্ভরের সঙ্গে গদাধর এবং অদ্বৈতের সঙ্গে অপর সকল বৈষ্ণবগণ থাকেন।

একদিন অদ্বৈতাচার্য্য গোপীভাবে নাচিতেছিলেন, অন্য সকলে 'মহা অনুরাগে' কীর্ত্তন করিতেছিলেন।

"আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়। পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য়॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে। চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ। শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবত গণ॥

তখন সকলে মিলিয়া আচার্য্যকে স্থির করাইয়া তাঁহাকে বেড়িয়া বসিলেন। আচার্য্য কিছু স্থির হইলে শ্রীবাস রামাই আদি স্নানে গমন করিলেন। অদ্বৈতের 'আর্ত্তিযোগ' (বোধ হয় আর্ত্তভাব) পুনঃ পুনঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এদিকে একেশ্বর শ্রীবাসের অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইসময়ে বিশ্বম্ভর কার্য্যান্তরে নিজের বাটীতেছিলেন তথা হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈতের 'আর্ত্তি' দেখিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বিষ্ণুঘরে লইয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। পরে—

হাসিয়া ঠাকুর বোলে "শুনহ আচার্য্য!
কি তোমার ইচ্ছা বোল, কিবা চাহ কার্য্য?"

অদ্বৈত বোলয়ে "তুমি সর্ব্ব-বেদ-সার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু! কি চাহিব আর॥"
হাসি বোলে প্রভু "আমি এইত সাক্ষাত।
আর কি আমারে চাহ বোলহ আমা'ত॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু! সর্ব্ব-বেদান্তের তত্ত্ব॥
তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বোলে "কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে॥"

অদ্বৈত এই কথা বলিবা মাত্র এক রথ, চতুর্দ্দিকে সৈন্যদল, রথের উপরে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর, শ্যামলসুন্দর এবং তাঁহাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ—চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদ, নদী, উপবন, কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ পুনঃ পুনঃ দেখিলেন। আর সম্মুখে অর্জ্জুন স্তুতি করিতেছেন, ইত্যাদি গীতা বর্ণিত বিশ্বরূপ দর্শনের তাবৎ দৃশ্য দর্শন করিলেন। তৎপরে অনুরাগে 'প্রেমসুখে' কান্দিতে কান্দিতে দাস্য মাগিলেন,—"দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে।" এই কালে নিত্যানন্দ নদীয়ায় আনন্দে ভ্রমণ করিতে করিতে বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর যেস্থানে তথায় আসিয়া অর্থাৎ শ্রীবাসের বিষ্ণুগৃহের দ্বারে, গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর ইহা জানিতে পারিয়া ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। তখন নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের বিশ্বরূপ দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া দণ্ডবত হইয়া পড়িলেন। তখন;

"প্রভু বোলে উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ!
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদবুদ্ধি।
ভাল মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥"

ইহার পরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ আনন্দে কান্দিয়া সেই বিষ্ণু গৃহেই গড়াগড়ি দিলেন, তখন শচীনন্দন হুঙ্কার ও গর্জ্জন করত,—

"দেখ দেখ" করি প্রভু ডাকে ঘন ঘন।'

(তখন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ) 'প্রভু প্রভু' বলি স্তুতি করে দুইজন॥"

বৃন্দাবন দাস এই স্থলে বলিয়াছেন, এই সমস্ত 'কৌতুক' শ্রীবাসের গৃহে হইলেও আর কেহ দেখে নাই, একথা অদ্বৈতের মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা যে না মানে সে 'দুষ্কৃতি'। বিশ্বম্ভরকে যে 'সর্ব্ব মহেশ্বর' না বলে সে কখনও বৈষ্ণবের দর্শন-যোগ্য নহে, ইত্যাদি।

বিশ্বম্ভর কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হইয়া গৃহে গেলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রোক্তরূপ 'বিশ্বরূপ' দর্শন করিয়া পরম আনন্দে মত্ত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।—

"কাহারো নাহিক বাহ্য, পরম-আনন্দ॥

(এবং) বিভব-দর্শন-সুখে মত্ত দুই জন। ধূলায়ে যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥

কেহো নাচে কেহো গায় দিয়া করতালী। ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥"

এইস্থানে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের পূর্ব্ব বর্ণিত 'প্রেমকলহের' পুনরভিনয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

(চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২৪ অঃ)

মন্তব্য—

এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের মনের সংযমশক্তি উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার মনের অবস্থা এক্ষণে এরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সামান্য বাহ্য প্রেরণায় হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইতে লাগল। এমন কি, হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিত। এই সময়ে তিনি অন্তরঙ্গ পরিবেষ্টিত ও পরিরক্ষিত হইয়া নগর কীর্ত্তনে বহির্গত হইলে পরে পথে, ঘাটে, চত্বরে ও জলে তাঁহার হরিনাম শ্রুতিগোচর হইলেই পুলক, কম্প, অশ্রুপাত, ভূমিতে গড়াগড়ি প্রভৃতির

সহিত মূর্চ্ছা ঘটিত। * একদিন নগরের পথে তাঁহার এরূপ 'অতি মূর্চ্ছা' অর্থাৎ

* লেখক এ সম্বন্ধে স্বায় স্ব অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকদিগকে দিতেছেন। তিনি একদা তাঁহার কোন আত্মীয়ের এক হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা কন্যাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার মাতাকে তাঁহার কোন্ কন্যার মূর্চ্ছা পীড়া হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা মাত্র যে বালিকাটী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, উহারই যে মূর্চ্ছা-পীড়া তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি থাকিল না। একটু অসাবধান হইলেই মেয়েটী কতকগুলি তৈজসের উপরে পড়িয়া আহত হইত। কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগের ইহাই বিশেষত্ব যে যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ুক না, সে আপনাকে বাঁচাইয়া পড়িয়া থাকে, যাহাতে তাহার কোনরূপ আঘাত (অবশ্য গুরুতর) লাগে না। সেজন্য এ বালিকাটীর কোনও আঘাত লাগে নাই। এদিকে তাহার কম্প পুলকাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার মাতা বলিলেন, তাঁহার মেয়েটীর দুই বৎসর ধরিয়া এই বায়ুরোগ হইয়াছে; কিন্তু ইদানীং এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে, কাহার মুখে হিষ্টিরিয়া নাম শুনিলেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তখন লেখক বলিলেন, তিনি ত ঠিক ঐ নাম করেন নাই, তখন মাতা বলিলেন, আজই দেখিতেছি ঐ রোগ-বোধক কথা শুনিয়াই উহার মূর্চ্ছারোগ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বালিকাটী দুই তিন বার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল, এবং পরক্ষণে নিকটে আসিয়া প্রকৃতিস্থের ন্যায় লেখককে প্রণাম করিয়াছিল। আর একটী দৃষ্টান্ত এই, কোন পল্লীগ্রামে একটী বয়স্থা স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহাকে শুনাইয়া কেহ 'শাক সড়সড়ি বড়িভাজা' বলিলে সে অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহাকে যথেষ্ট গালাগালি করিত; ক্রমে তাহার অবস্থা এরূপ হইয়া উঠিল যে, উহার নিকটে কেহ কাহাকে 'কি দিয়া ভাত খাইয়াছে' এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলেই সে তৎক্ষণাৎ ক্রোধে অধীর হইয়া উহাদিগকে 'খেদাইয়া' মারিতে যাইত। এই বয়স্থা নারীর কখন কম্প ও মূর্চ্ছাদি হইত কি না তাহা লেখকের জানা নাই। ফলতঃ সামান্য কারণে অতি ক্রোধ প্রদর্শন, ইহাও এক প্রকার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ। আর তৃতীয় অভিজ্ঞতার পরিচয় এই, ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি ভদ্রলোক এক সভায় ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। লেখকও তথায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠ চলিতেছে হঠাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে একটী যুবক সহসা এক প্রকার অঙ্গ ও মুখ ভঙ্গী করিয়া মেঝেতে পড়িয়া হাত পা ছুড়িতে লাগিল। তখন তাহার সংজ্ঞা না থাকার মত বোধ হইল। নিকটস্থ লোকেরা তাহাকে ধরিয়া স্থির করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাহারা উহাকে তথা হইতে উঠাইয়া কিছু দূরে লইয়া রাখিল। কিছুক্ষণ পরে সে সংজ্ঞা লাভ করিয়া আপন কৃতকার্য্যের জন্য লজ্জিত হইয়াছিল। হঠাৎ সেরূপ ঘটনা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল, ভক্তিসহকারে হরিনাম শুনিলেই তাহার অলক্ষিতে ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়। পাঠকের স্মরণ থাকিবে ইতিপূর্ব্বে দেবানন্দের ভাগবত পাঠ শুনিয়া শ্রীবাসের 'মালসাট' প্রভৃতি হিষ্টিরিয়া-লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের গৌরাঙ্গেরও ভাগবত শুনিয়া ইতিপূর্ব্বে হিষ্টিরিয়ার তীব্র এক আক্রমণ ঘটিয়াছিল। ইদানীং তাঁহার ভাবগ্রহণ-প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় হরি, কৃষ্ণ বা গোপী নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ লাভ করিলেই তাঁহার হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতেছিল।

হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল,যাহাতে সকলে তাঁহাকে 'অলগ' উঠাইয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তদবধি আপ্তবর্গ তাঁহার নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া শ্রেয়স্কর মনে করেন নাই। কেননা দেখা যায়, গৌরাঙ্গ এক্ষণে প্রায়ই বৈষ্ণবদিগের বাটীতে থাকিতেন, কেবল মাতার সন্তোষের জন্য এবং 'বাহ্যকার্য্য' সম্পাদনার্থ বাটীতে যাইতেন। তবে গৃহের দ্বাররুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ নৃত্য-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তাহা চলিয়া ছিল। ফলতঃ উহাতেও ইদানীং বিশ্বম্ভরের নানাবিধ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন "যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল। কেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল॥" ইহাতে বুঝিতে হইবে গৌরাঙ্গের অনেক বারই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ এবং তদন্তে ও তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ আবেশাবস্থায় বাতুলবৎ কার্য্য ও প্রলাপ উপস্থিত হইত। তৎকালে তাঁহার অসম্বিন্ মানসস্থিত গুহ্য ও নিরুদ্ধ বিষয় প্রকটিত হইত। যেমন, এই বলেন—'আমি সেই মদনগোপাল' পরক্ষণে বলেন 'আমি সর্ব্বকালে কৃষ্ণদাস'। কোনদিন 'গোপী গোপী' নাম জপ করিতেন এবং রাধা বা অন্য প্রিয়তমা গোপীর মানের অভিনয় করিতেন, কখন বা কৃষ্ণকে শঠ, দুষ্ট, স্ত্রীজিত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিতেন, কেহ কৃষ্ণ বলিলে তাহাকে তাড়া করিয়া মারিতে যাইতেন। কখন কখন গোকুল বা বৃন্দাবনও বলিতেন। কখন বা মাটীতে নখে করিয়া ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি আঁকিয়া তাহা রোদন করত সিক্ত করিতেন, ইত্যাদি। এস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গের যে আবেশ দশা তাহা ব্রহ্মাদির অভিলষিত হইলেও বৈষ্ণবের দাসেরা দেখিতে পাইল। ফলতঃ ইহা বিচিত্র নহে যে, হিষ্টিরিয়া রোগতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গের কথিত ভাবসজ্বের উচ্ছাসলীলা-প্রবাহ দেখিয়া মুগ্ধ ও উল্লসিত হইয়াছিলেন। এদিকে দেখা গিয়াছিল অন্তরঙ্গ বৈষ্ণবেরা সম্প্রতি নগরসঙ্কীর্ত্তন কার্য্যে অধিক মনোযোগী হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ 'মত্তসিংহের ন্যায়' নদীয়ার লোকের 'ঘরে ঘরে' অনন্ত লীলায় বেড়াইয়া নাম করিতে লাগিলেন। এদিকে অদ্বৈতাচার্য্য বৈষ্ণবদিগকে লইয়া নগরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন অদ্বৈত শ্রীনিবাসের উঠানে গোপীভাবে মহা অনুরাগের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন, এবং 'আর্ত্তি' করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে 'প্রেমরসে' গড়াগড়িও দিতেছিলেন। বৃন্দাবন দাস এস্থলে

কি অর্থে আর্ত্তি বা আর্ত্তি-যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। গোপীভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিতে গেলে অদ্বৈত প্রথমে গোপীর প্রেম স্মরণে আনন্দে নাচিয়াছিলেন, পরে বিরহ স্মরণে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত। এদিকে আর্ত্তশব্দে পীড়িত, এই অর্থ অভিধানকার ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।* এস্থলে অদ্বৈতের দ্বিপ্রহরকালব্যাপী নৃত্য, তদনন্তর গড়াগড়ি যাওয়া তদীয় মানসিক ভাব-বিকারের লক্ষণ ইহা অবশ্য মনে করিতে হইবে। পূর্ব্বাবধি হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত অদ্বৈতের এক্ষণে ঐ পীড়ার আক্রমণ ও আবেশে যে তাঁহার উক্ত বিবিধ ভাব-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অতীব সম্ভবপর। ইহা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহারেও সমর্থিত হইবে।

অন্যদিকে গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচার্য্যের ঐরূপ অবিরাম নৃত্য ও গড়াগড়ির সংবাদ পাইয়া নিজবাটী হইতে শ্রীবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যকে তখন বিমর্ষাবস্থ দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে শ্রীবাসের উঠান হইতে হাত ধরিয়া তদীয় বিষ্ণুঘরে লইয়া গিয়া উহার দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। ভাবাবিষ্ট আচার্য্য নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় গৌরাঙ্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন 'শুন আচার্য্য! তোমার ইচ্ছা কি বল, কি চাও?' প্রথমে ইহার উত্তরে 'তোমা ভিন্ন আর কি চাহিব?' বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন আমি ত সাক্ষাৎ, আর কি চাহ বল। গৌরাঙ্গের এই পুনঃ পুনঃ প্রেরণার ফলে অদ্বৈত তাঁহার কিছু ঐশ্বর্য্য,—যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র-সমর কালে দেখাইয়াছিলেন,—দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্দণ্ডেই তিনি দেখিলেন চতুর্দ্দিকে যোদ্ধৃবর্গ, মধ্যে রথ. তাহাতে চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ গীতাবর্ণিত বিশ্বরূপ দর্শনের সকল বিষয় অদ্বৈত দেখিয়া প্রেমসুখে কান্দিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ দাস্য কামনা করিয়াছিলেন। বেশীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র সমরে বলদেব উপস্থিত ছিলেন না, এখানে কিন্তু বলদেবরূপী নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরের প্রকাশের সংবাদ কিরূপে জানিয়া তাহা দেখিবার জন্য শ্রীবাসের বিষ্ণুঘরের দ্বারে আসিয়া প্রচুর

* গীতার ৭ম, অ, ১৬শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য আর্ত্ত শব্দের "আর্ত্তঃ আর্ত্তিপরিগৃহীতঃ তস্কর ব্যাঘ্ররোগাদিনা অভিভূতঃ, অভিভবং আপন্নঃ এবং টীকায় শ্রীধরস্বামী "আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিধান,=আর্ত্তিশব্দে পীড়া, মনোব্যথা—বিশ্বকোষ। আর্ত্তিঃ পীড়াধনুষ্কোট্যোঃ—মেদিনী।

হুঙ্কার করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর ঐ হুঙ্কারে নিত্যানন্দের উপস্থিতি জানিয়া বিষ্ণুগৃহের দ্বার খুলিয়া দিলেন, তখন নিত্যানন্দ ঐ 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড' রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া দণ্ডবত হইয়া তথায় পড়িলেন। তখন বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে উঠিতে বলিয়া যেন নিজের কোন ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া বলিলেন—তুমি আমার প্রাণ ও আমার সকল আখ্যান জান। ইত্যাদি। আরও বলিলেন, তোমা-ছাড়া আমার প্রিয়তম আর কেহ নাই, পরক্ষণে আবার বলিলেন—তোমাতে ও অদ্বৈতেতে যে ভেদবুদ্ধি করে সে আমার অবতার শুদ্ধি' ভাল মতে জানে না। তৎপরে গৌরাঙ্গ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে সম্ভবতঃ মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া আনন্দে সেই বিষ্ণুগৃহের মধ্যেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর হুঙ্কার ও গর্জ্জন করত 'দেখ দেখ' বলিয়া ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন। এই ভাবপ্রেরণায় উঁহারা সংজ্ঞালাভ করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। পাঠক! এক্ষণে অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের কার্য্য অনুধাবন করিয়া দেখুন। অদ্বৈতের দুই প্রহরকাল ধরিয়া নৃত্য ও গড়াগড়ি দেওয়ার সংবাদে গৌরাঙ্গ বাটী হইতে ঘটনাস্থলে আসিয়া সত্যস্থির অদ্বৈতকে সহসা বিষ্ণুগৃহের ভিতর লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করত তৎপ্রতি ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে আপনার সম্যক্ বশে আনিয়া কৌশলে তথাকথিত বিশ্বরূপ দেখান। আর ভাবোত্তেজিত নিত্যানন্দকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়া তাঁহাকেও মুগ্ধ করিবার চেষ্টা এবং উভয়ের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নিজের স্তবস্তুতি করান, এবং স্বয়ং হুঙ্কার করত নৃত্য করিতে থাকেন। ইহা যেমন একদিকে স্বীয় অবতারত্ব প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে, অন্যদিকে আবার সেইরূপ তিন জনেরই বিভিন্ন আকারের হিষ্টিরিয়া রোগের বিভিন্ন অবস্থার পরিচয়ও দেয়। ইহাতে বোধ হয়, সুবুদ্ধিপাঠকের কোন সন্দেহ না হইতেই পারে। পরন্তু বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, কেবল অদ্বৈতই গৌরাঙ্গের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব ইহা সুসম্ভব যে, নিত্যানন্দ অদ্বৈতের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ হন নাই; সুতরাং গৌরাঙ্গের পুনঃ পুনঃ 'দেখ দেখ' বলাতে তিনি বিশ্বরূপ না দেখিয়া কিরূপে উহা লোকের কাছে বলিবেন? এমতাবস্থায় ভক্ত বৃন্দাবন দাস একা অদ্বৈতের বিশ্বরূপ দর্শন নির্দ্দেশকেই দৃঢ় করিবার, তথা গৌরাঙ্গকে অবতাররূপে মানাইবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, —অদ্বৈতের এই কথা এবং বিশ্বম্ভরকে সর্ব্বমহেশ্বর বলিয়া যে না মানে সে

বৈষ্ণবের 'দর্শনযোগ্য' নহে। বোধ হয়, পাছে বৈষ্ণবগণ কথিত কাল্পনিক বিশ্বরূপ প্রদর্শন ব্যাপারটায় আস্থা স্থাপন না করে এবং বিশ্বম্ভরকে অবতার বলিয়া না মানে সে জন্য তিনি বৈষ্ণবদিগের প্রতি ঐরূপ কঠোর শাসন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া আবেশে বাটী চলিয়া গেলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়ে শ্রীবাসের উঠানে আনন্দে নৃত্য করিতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, পরে উভয়ের মধ্যে বিনাকারণে যে কলহ ও গালাগালি উপস্থিত হইয়াছিল, পাঠক! তাহা হিষ্টিরিয়া রোগধর্ম্মে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বাতুল-প্রলাপ উপস্থিত হইয়া ছিল, এক্ষণেও তাহারই আর একটা অভিনয় হইযাছিল মাত্র বলিয়া জানিবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের বাটীতে স্নান করিবার কালে 'দুঃখী' দাসীকে প্রত্যহ সযত্নে গঙ্গাজল আনিতে দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বকালে সুখী বুঝিয়া তাহার নাম তদবধি 'সুখী' রাখেন। অন্য এক রাত্রে শ্রীবাস-গৃহে নৃত্য করিবার কালে তাঁহার একটী পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে অন্তঃপুরে নারীগণের ক্রন্দন উঠিলে শ্রীবাস বাটীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা দিয়া ও ভয় দেখাইয়া কান্না বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া পুনরায় নৃত্যে যোগ দেন। ক্রমে বিশ্বম্ভর সমস্ত অবগত হইয়া শ্রীবাসের তাঁহার প্রতি এতাদৃশ প্রগাঢ় প্রেম বুঝিয়া কিরূপে তৎসদৃশ লোককে ছাড়িয়া যাইবেন এইরূপ বলায় ভক্তগণ তাঁহার সংসার ত্যাগের অভিপ্রায় বুঝিয়া দুঃখিত হন। পরে বিশ্বম্ভর মৃতের সৎকার ব্যবস্থা দিলে ঐ মৃত পুত্র বিশ্বম্ভরের প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া বিদায় লয়। ইহা শুনিয়া উপস্থিত বৈষ্ণবমণ্ডলী চমৎকৃত ও উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। ইহার পরে বিশ্বম্ভরের সংসার কার্য্যে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পায়, তিনি বিষ্ণুপূজা করিতে গিয়া বিষ্ণুপূজা করিতে সমর্থ হন নাই। তৎপরে একদিন দুঃখী ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বরের বাটীতে ভোজন করিতে বড় ইচ্ছা ইহা তাঁহাকে বলেন, এবং অতি তৃপ্তির সহিত তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করেন। পরে তাঁহার গৃহে ভক্তগণসহ শয়নকালে বিজয় দাস নামক এক ভক্তকে তথাকথিত ঐশ্বর্য্য দেখান। তাহাতে বিজয় বিস্মিত এবং শেষে মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে সে উন্মাদের মত হইয়া সাত দিন অন্ন পান ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে ভ্রমণ করে। ইহার পরে নিত্যানন্দের সহিত বিশ্বম্ভরের প্রত্যহ প্রতি বৈষ্ণবের বাটীতে গিয়া নানাপ্রকার অবতার ভাব প্রকাশ করেন। অন্য সকল অবতার ভাব প্রকাশ করিয়াই লুকাইতেন, কিন্তু বলরাম ভাব সেরূপ লুকাইতে পারিতেন না। মদ আন মদ আন বলিলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে গঙ্গাজল দিয়া ভুলাইতেন, এবং তিনি ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিহ্বল হইয়া ভক্তের গলা ধরিয়া কান্দিতেন। একদিন

গোপী গোপী বলিতেছিলেন, এক পড়ুয়া কৃষ্ণ বলিতে বলায় কৃষ্ণের বহু নিন্দা করিয়া ঐ পড়ুয়াকে লাঠি হাতে করিয়া মারিতে যান, সে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া শেষে অন্য পড়ুয়াদের সহিত মিলিয়া সঙ্কল্প করে—বিশ্বম্ভর পুনরায় ঐরূপ মারিতে আসিলে তাঁহাকে উহারা মারিবে। বিশ্বম্ভর এই কথা শুনিবার পরে একদিন পার্ষদগণকে সহসা এই বলিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিলেন যে, আমার অবতার হওয়ার উল্টা ফল হইল, কোথায় সকল লোককে উদ্ধার করিব. তাহা না হইয়া উহাদিগকে আরও বদ্ধ করিতেছি। অতএব নিত্যানন্দকে নিভৃতে বলিলেন, আমি নিশ্চয় সন্ন্যাস লইয়া মাথা মুড়াইয়া সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে ঐ পড়ুয়ারা আমাকে না মারিয়া নমস্কার করিবে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থির সঙ্কল্পে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ ও গদাধরাদি আপ্তগণ এবং শচীমাতা বহু যুক্তিপ্রদর্শন ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বাধা দেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

বিশ্বম্ভর পূর্ব্ববর্ণিতরূপে নবদ্বীপে ক্রীড়া করতঃ আপন বিভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন:—

"নিরবধি করে প্রভু হরিসংকীর্ত্তন। আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নামাবেশে। হুঙ্কার করিয়া ক্ষণে মহা অট্ট হাসে॥
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়। ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায়॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত। নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥
বাহ্য হৈলে বৈসেন সকলগণ লৈয়া। কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥
কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে। ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্বভক্তগণে॥"

বিশ্বম্ভরের ঘরে স্নান করিবার দিনে দুঃখী নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক বহু কলসী গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিত। যখন তিনি উঠানে নৃত্য করিতেন তখন ঐ দুঃখী এক একবার সজল নয়নে তাঁহাকে দেখিত এবং কলসী কলসী জল বহিয়া আনিয়া তথায় চারিদিকে সারি সারি করিয়া রাখিত। একদিন বিশ্বম্ভর ইহা দেখিয়া দুঃখীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জন আনে?
শ্রীবাস বোলয়ে প্রভু! দুঃখী বহি আনে॥"

তখন বিশ্বম্ভর বলিলেন উহাকে সকলে অতঃপর সুখী বলিয়া ডাকিবে, কেননা উহার দুঃখী নাম কদাচ যোগ্য নহে, আমার মনে লয় সে সর্ব্বকালে সুখী। ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের মুখে এই করুণ-বাক্য শুনিয়া প্রেমে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, আর, তদবধি দুঃখীকে সুখী বলিয়া সকলে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীবাস আর তাহাকে দাসী বুদ্ধিতে দেখিলেন না।

একদিন বিশ্বম্ভর শ্রীবাস গৃহে নৃত্য করিতেছিলেন, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতেছে, এমন সময়ে শ্রীবাসের একটী পুত্রের (পূর্ব্ব হইতে উহার পীড়া ছিল) মৃত্যু ঘটিল, তাহাতে নারীগণ গৃহমধ্যে মহা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। শ্রীবাস তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর গিয়া দেখেন তাঁহার পুত্রের পরলোক হইয়াছে। তখন— "পরম গভীর ভক্ত মহা তত্ত্বজ্ঞানী।

স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥

শ্রীবাস বলিলেন, তোমরা কৃষ্ণের মহিমা সব জান, এক্ষণে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া স্থির হও, অন্তকালে যাঁহার নাম লইলে মহা পাতকীও 'কৃষ্ণধাম' লাভ করে, তিনি স্বয়ং সাক্ষাতে নৃত্য করিতেছেন, ব্রহ্মাদি ভৃত্যগণ যাঁহার গুণ গান করিয়া থাকে। এ সময়ে যাহার মৃত্যু হইল, তাহার জন্য কি শোক করিতে হয়? যদি 'সংসার ধর্ম্মে' শোক সম্বরণ করিতে না পার তবে বিলম্বে ইচ্ছামত ক্রন্দন করিও। দেখ এখন এ ঘটনা কেহ যেন না শুনে, কেন না পাছে ঠাকুরের নৃত্য সুখ' 'ভঙ্গ' হয়। যদি তোমাদের কলরব শুনিয়া প্রভুর 'বাহ্য পায়' তাহা হইলে আমি নিশ্চয় গঙ্গায় প্রবেশ করিব। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা স্থির হইল, শ্রীবাস তখন পুনরায় আনন্দ-কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। গৌরচন্দ্র কতকক্ষণ 'স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করিতেছিলেন, কিন্তু ভক্তগণ 'পরস্পর' শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন, কিন্তু কেহ কিছু প্রকাশ করিলেন না, সকলে মনে মনে বড় দুঃখ পাইলেন। পরে 'সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর' জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার চিত্ত কেমন করিতেছে, পণ্ডিতের ঘরে কি কোন দুঃখ হইয়াছে? তখন শ্রীবাস বলিলেন, যাহার ঘরে তোমার সুপ্রসন্ন মুখ তাহার কি দুঃখ? শেষে ভক্ত মহান্তেরা শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। বিশ্বম্ভর 'সসম্ভ্রমে কতক্ষণ ঘটিয়াছে' জিজ্ঞাসা করায় শ্রীবাস বলিলেন, তখন হইতে আড়াই প্রহর গত হইয়াছে, এক্ষণে সৎকার করিবার অনুমতি দেন। তখন শ্রীবাসের এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া বিশ্বম্ভর 'গোবিন্দ, গোবিন্দ' স্মরণ ও "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে—

"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহর প্রেমে। হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে॥"

বলিয়া অত্যন্ত কান্দিলেন। ভক্তগণ "ত্যাগ বাক্য শুনিয়া" চিন্তান্বিত হইলেন। কি জানি কখন কি প্রমাদ ঘটে, হয় ত বা বিশ্বম্ভর গার্হস্থ্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হন,

ইহা তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিশ্বম্ভর কিছু স্থির হইলে মৃত শিশুকে সৎকার করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে এমন সময় বিশ্বম্ভর ঐ মৃত শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে?"

শিশু বোলে "প্রভু! যেন নির্ব্বন্ধ তোমার। অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার॥"

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন আড়াই প্রহরের মৃত শিশু এইরূপ উত্তর করিয়াছিল। সে প্রভুকে বলিল! 'যত দিন এ শরীরে থাকা তোমার নির্ব্বন্ধ ছিল তত দিন থাকিলাম,এখন অন্যত্র চলিলাম। অপিচ, কেবা কার বাপ, কেবা কার নন্দন, ইত্যাদি বলিয়া সপার্ষদ বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিয়া—কেহ অপরাধ না লয়েন বলিয়া বিদায় লইল।' তখন শিশুর মৃত কায় নীরব হইল। ভক্তগণ মৃত শিশুর মুখে অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। শ্রীবাসের পুত্র-শোক অন্তর্হিত হইল। পক্ষান্তরে সগোষ্ঠী-শ্রীবাস কৃষ্ণ প্রেমানন্দের সুখে অস্থির হইয়াছিলেন। শেষে বিশ্বম্ভরের চরণ ধরিয়া চারি ভাই মিলিয়া অনেক 'কাকু' ও স্তব স্তুতি করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীবাসের গৃহ কৃষ্ণ-প্রেমময় হইয়াছিল।

অতঃপর বিশ্বম্ভর বলিলেন, 'শুন শ্রীনিবাস! তুমি ত সংসার চরিত সব জান, অতএব সংসারের দুঃখের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? আমি ও নিত্যানন্দ তোমার দুই পুত্র আছি, তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না।' তৎপরে বিশ্বম্ভর ও অন্যান্য সকলে মৃত শিশুর সৎকার করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপে প্রোক্তরূপে নিয়ত সংকীর্ত্তন করিয়া বিহার করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার 'প্রেমরসে' সংসার-কার্য্যে আর স্ফূর্ত্তি থাকিল না, অধিক কি, বিষ্ণুপূজা করিতে বলিলে অনবরত ক্রন্দনে পূজা করা আর ঘটিয়া উঠিত না, নয়ন জলে তাঁহার গাত্র বস্ত্র বারংবার সিক্ত এবং উহা পরিবর্ত্তন করিলেও তাহা পুনরায় সিক্ত হইল। শেষে বিশ্বম্ভর গদাধরকে বলিলেন 'তুমি পূজা কর আমার ভাগ্যে আর পূজা নাই'।

বিশ্বম্ভর একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর নিকট ভাত খাইতে চাহিলেন এবং বারম্বার তাহাকে এরূপ বলিলেন,—

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। কিছু ভয় না করিহ বলিলাঙ দড়॥"

শুক্লাম্বর ইহা শুনিয়া বহু কাকুতি করিয়া নিজের পাতিত্য, দৈন্য ও অধমত্ব জানাইয়া তৎপ্রতি বিশ্বম্ভরের অত্যন্ত কৃপার উল্লেখ করিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন,—

(প্রভু বোলে) "মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥"

শুক্লাম্বর তথাপি মনে মনে ভয় পাইয়া অন্যান্য ভক্তকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা বলিল, 'ভয় করিও না, পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়, বিশেষতঃ যে তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করে তাহার অন্ন তিনি খুঁজিয়া লয়েন, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ, শূদ্রার পুত্র বিদুরের অন্ন যে তিনি চাহিয়া খাইয়াছিলেন। তত্রাপি তুমি যদি ভয় কর তবে আলগোছে রন্ধন করগে।' শুক্লাম্বর বাটী আসিয়া সেইরূপ করিলেন, গর্ভথোড় তণ্ডুলের সহিত আলগোচে উষ্ণ জলে ফেলিয়া বর জোড় করতঃ "জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী। বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী॥" লক্ষ্মীর দৃষ্টিপাতে সেই অন্ন অমৃত তুল্য হইল। বিশ্বম্ভর স্নান করিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি আপ্তজনের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ঐ অন্ন বিষ্ণুকে বড় সুখে নিবেদন করিয়া আনন্দে ভোজন করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন,—

"নয়ন ভরিয়া দেখ সব ভৃত্যগণে।

* * * *

হেন প্রভু বোলে "জন্ম যাবৎ আমার। এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কি গর্ভথোড়ের স্বাদু না পারি বলিতে। আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে॥"

বিশ্বম্ভর ভোজন শেষ করিয়া বসিয়া সহাস্যে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে কতক-ক্ষণ কৃষ্ণ কথা কহিয়া তথায় কয়েকজন ভক্তগণ সহ শয়ন করিলেন। ভিক্ষুক শুক্লাম্বর বিশ্বম্ভরের প্রসাদ পাইলেন, ভক্তগণ আনন্দে পাতা উঠাইয়া লইল। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে বিজয় দাস নামে এক শিষ্য (যাহার হাতের লেখা খুব ভাল ছিল, বিশ্বম্ভরের অনেক পুঁথি সে লিখিয়া দিয়াছিল) শয়ন করিয়াছিল। বিশ্বম্ভর তাহার গাত্রে হাত দিয়াছিলেন। বিজয় দেখিল—একখানি দীর্ঘ সোনার হাত,

তাহা রত্ন আভরণে পরিপূর্ণ, অঙ্গুলীর মূলে রত্ন-খচিত অঙ্গুরী, তাহাতে না জানি কি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র মণি জ্বলে।' বিজয় এই অপূর্ব্ব হাত দেখিয়া পরমানন্দে কেবল কাহাকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছিল এমন সময়ে বিশ্বম্ভর উঁহার মুখে হাত দিলেন, আর বলিলেন,—

প্রভু বোলে "যত দিন মুঞি থাকোঁ এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥"

প্রভু এই বলিয়া বিজয়ের প্রতি চাহিয়া হাসিলেন। তখন বিজয় মহা হুঙ্কার করিয়া উঠিল, তাহাতে ভক্তগণ জাগিয়া উঠিয়া বিজয়কে ধরিল কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে কতক্ষণ উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিয়া শেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা বৃন্দাবন দাস এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ। ধরেন বিজয় তভু না যায় ধরণ॥
কথোক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়। শেষে হইলা পরানন্দ-মূর্চ্ছিত তন্ময়॥
ভক্ত সব বুঝিলেন—বিভব দর্শন। সর্ব্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥"

বিশ্বম্ভর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিজয়ের এত বড় হুঙ্কার কেন? জানিলাম, ইহা গঙ্গার প্রভাবে হইবে, কেন না গঙ্গার প্রতি বিজয়ের বিশেষ অনুরাগ; শুক্লাম্বরের গৃহে কোন দেবাধিষ্ঠান নহে, কিবা দেখিলেন, কৃষ্ণই তাহা জানেন।' বিশ্বম্ভর এইরূপ বলিয়া বিজয়ের গায়ে হাত দিলেন, তাহাতে তাহার চেতনা হইলে বৈষ্ণবগণ হাসিতে লাগিলেন। বিজয় মূর্চ্ছা হইতে উঠিলেও 'জড় প্রায়' হইয়া রহিলেন। সাত দিন সমস্ত নদীয়ায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পানাহার নিদ্রাদি দেহ-ধর্ম্ম ছিল না।—

"আহার পানি নিদ্রা রহিত দেহধর্ম্ম। ভ্রময়ে বিজয়, কোহো নাহি জানে মর্ম্ম॥"

অর্থাৎ বিজয়ের এরূপ কেন হইয়াছিল, তাহার অর্থ কেহ বুঝিতে পারে নাই। কতক দিন গত হইলে বিজয় 'বাহ্য চেষ্টা' জানিতে পারিলেন অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।

এই প্রকারে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের সহিত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে বিহার করতঃ লীলা করেন। তাঁহার শরীর প্রেমরসে নিরবধি বিহ্বল, 'ভাব' নামে যত কিছু আছে তাহা তিনি প্রকাশ করেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, নরসিংহ, বরাহ, বামন, রঘুসিংহ, বৌদ্ধ, কল্কি আর শ্রীনন্দনন্দন, এই সকল অবতারের ভাবে ভাবিত

হইতে লাগিলেন। ফলতঃ এই সকল ভাব উপস্থিত হইলে তিনি তাহা অবিলম্বে লুকাইতে পারিতেন, কেবল বলরামের ভাব উপস্থিত হইলে তাহা কখনই সেরূপ করিতে পারিতেন না। তখন তিনি উচ্চস্বরে 'মদ আন, মদ আন' বলিতেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে ভালমতে জানিতেন, তাই তিনি তখন ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল সযত্নে দিতেন। বিশ্বম্ভর এই সময়ে এত বড় হুঙ্কার ও গর্জ্জন করিতেন যে নবদ্বীপাদি ত্রিভুবন কম্পিত হইত, আর তিনি এত বলপূর্ব্বক নৃত্য করিতেন (হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।) যে, সে নৃত্য দেখিতে সকলে ভয় পাইত। কেন না 'টলমল' করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে। ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥' এই সময়ে বলরামের গীত শুনিয়া তিনি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন, তৎপরে 'পরমমত্ত প্রায়' আর্য্যা তর্জ্জা পড়িয়া সমস্ত উঠানে ঢুলিয়া ঢুলিয়া বেড়াইতেন,এবং ঘনঘন 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' বলিয়া ডাকিতেন। কদাচিৎ বাহ্য হইলে "প্রাণ যায় মোর" কেবল ইহা বলিতেন, অপিচ "প্রভু বোলে "বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন হেন দেখি জেঠা বলরাম॥" ইহা বলিবার পরে তিনি এরূপ মূর্চ্ছাগত হইতেন যে তাহা দেখিয়া ভক্তগণ ভয়ে উচ্চ-রবে কান্দিতে থাকিতেন। কখন বা বিরহে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্বে যেরূপ কৃষ্ণবিরহে গোপিকাগণ চন্দ্রের উদয়ে মৃত্যু ভয় করিয়া কান্দিয়াছিল, বিশ্বম্ভরও সেইরূপ সকলের গলা ধরিয়া কান্দিয়াছিলেন। শচীদেবী পুত্রকে প্রোক্তরূপে প্রত্যহ নানা ভাবাবেশে বিহ্বল হইতে দেখিয়া গৃহে রোদন করিতেন।

একদিন বিশ্বম্ভর গোপীভাবের আবেশে 'বৃন্দাবন গোপী গোপী' উচ্চারণ করিতেছিলেন। দৈবাৎ তথায় এক পঢ়ুয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বিশ্বম্ভরের ভাব লাগার মর্ম্ম না বুঝিয়া তাঁহাকে বলিল,—'নিমাই পণ্ডিত, তুমি গোপী গোপী কেন বলিতেছ? ত্বরায় গোপী গোপী ছাড়িয়া কৃষ্ণ বল। গোপী গোপী নাম লইলে কি পুণ্য জন্মিবে? কৃষ্ণনাম লইলে পুণ্য হইবে বেদে বলে। তখন বিশ্বম্ভর উত্তরে বলিলেন,—

প্রভু বোলে "দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে॥
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে। স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে। কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে॥"
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাথে লৈয়া। পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

আথে ব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল রড়। পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে "ধর ধর ॥"
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ, ঠেঙ্গা হাতে ধায়। সত্বরে সংশয় মানি পঢ়ুয়া পলায় ॥"

ঐ পঢ়ুয়া গৌরাঙ্গকে লাঠি হাতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া প্রাণপণে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অন্য সহাধ্যায়ীদের সহিত মিলিয়া গৌরাঙ্গ-ঘটিত সমস্ত আত্মবিবরণ ব্যক্ত করিলেন। পরে পঢ়ুয়া সকলে ঐ বিষয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়া শেষে ইহা স্থির করেন যে, বিশ্বম্ভর পুনরায় মারিতে আসিলে তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মারিবেন। এদিকে ভক্তগণ আস্তে ব্যস্তে দৌড়িয়া গিয়া বিশ্বম্ভরকে ধরিয়া বাটীতে আনেন, পশ্চাৎ তাঁহাকে স্থির করেন। শচীনন্দন পঢ়ুয়াদের এই পরামর্শ ক্রমে জানিতে পারিলেন। একদিন বিশ্বম্ভর পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে তিনি 'আচম্বিতে' এক 'অদ্ভূত' কথা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ কেহ কিছু না বুঝিয়া সকলে চমকিত হইয়াছিলেন। সে কথা এই,—

"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে। উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥"

ইহা বলিয়া তিনি অট্ট অট্ট হাসিয়াছিলেন। ইহার কারণ না বুঝিয়া সকলে ভীত হইলেন। পরন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর (গৌরাঙ্গের) অন্তর বুঝিলেন যে, তিনি শীঘ্র গৃহত্যাগ করিবেন। তাহাতে তিনি বিষাদে মগ্ন হইয়া গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস হইলে তাঁহার সুন্দর কেশের অন্তর্ধান হইবে ইহা ভাবিয়া দুঃখে 'বিকল' হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নিভৃতে লইয়া গিয়া ইহা বলিলেন 'শুন নিত্যানন্দ মহাশয়! তোমাকে ঠিক মনের কথা বলি। 'আমি জগৎ তারিতে আসিয়া 'তরণ' না করিয়া সংহার করিতে আসিলাম। আমাকে দেখিয়া লোকে কোথা বন্ধন মুক্ত হইবে, সে স্থলে আমাকে মারিতে যখন মনন করিল তখনই অশেষ বন্ধনে বদ্ধ হইল। আমি ভাল-লোক রক্ষা করিতে আপনাকে অবতার করিয়া, এক্ষণে আপনিই সর্ব্বজীবের সংহার করিলাম। অতএব কল্যই শিখা-সূত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বেড়াইব। যে যে জন আমাকে মারিতে চাহিয়াছে কল্য তাহাদেরই দ্বারে ভিক্ষা করিব, তখন তাহারা আমার চরণ ধরিবে। সন্ন্যাসীকে সকলে নমস্কার করে। কেহ তাহাকে প্রহার করে না। অতএব কল্য সন্ন্যাসী হইয়া ঘরে ঘরে বেড়াইব। দেখিবে কে আমাকে মারে? এই তোমাকে হৃদয়ের কথা বলিলাম, এক্ষণে

মনে কিছু দুঃখ না করিয়া আমাকে সন্ন্যাসের বিধি দেহ। যদি জগৎ উদ্ধার করিতে চাহ তবে আমাকে অবতার জানিয়া সন্ন্যাসে নিষেধ করিও না, তুমি ত জান আমার অবতারের কারণ।'

নিত্যানন্দ ইহা শুনিয়া অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ পাইলেন, কিন্তু ইহা মনে মনে জানিতেন, গৌরাঙ্গ যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা করিবেনই। তখন তিনি বলিলেন "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়। তুমি যে ইচ্ছা করিবে তাহা নিশ্চয় হইবে, তাহাতে বিধি বা নিষেধ কে দিতে পারে? তুমি সর্ব্বলোকনাথ, সর্ব্বলোকপাল, যাহাতে ভাল হয় তাহা তোমার বিদিত, তুমি যেরূপে জগৎ উদ্ধার করিবে তাহা তুমিই জান, অন্য কে জানিবে? তথাপি তুমি সর্ব্বসেবকের স্থানে বল, তাহারা কি বলে শোন, তৎপরে যাহা ইচ্ছা তাহা করিও—তোমার ইচ্ছায় কে বাধা দিতে পারে? বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন, পরে মুকুন্দের বাসায় গিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর বিহ্বল হইয়া "বোল বোল" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া, পরে সে ভাব সংবরণ করিলেন। তৎপরে বলিলেন—মুকুন্দ! শোন দুটী কথা, আমি গৃহস্থাশ্রম নিশ্চয় ছাড়িয়া শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়া যে সে স্থানে যাইব।' মুকুন্দ শিখার অন্তর্ধান শুনিয়া ম্লানবদন হইলেন, পরে বিনয় করিয়া বলিলেন 'যদি তাহাই নিশ্চয় করিবে তবে দিন কতক এইরূপে কীর্ত্তন কর, পরে তোমার যাহা মনে আসে করিও।' গৌরাঙ্গসুন্দর মুকুন্দের বিনয়বাক্য শুনিয়া গদাধরের নিকটে গেলেন, তাঁহাকে বলিলেন 'শুন গদাধর! আমি গৃহবাসে আর থাকিব না, কৃষ্ণের উদ্দেশে যে সে দিকে যাইব, শিখাসূত্র নিশ্চয় রাখিব না, মাথা মুড়াইয়া চলিয়া যাইব।'

গদাধর বিশ্বম্ভরের শিখার অন্তর্ধান শুনিয়া শিরের উপরে বজ্রপাত হইল মনে ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন এবং এই উত্তর করিলেন—

"যতেক অদ্ভুত সেই তোমার উত্তর॥
শিখাসূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই। গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়ে। তোমার সে মত, এ বেদের মত নহে॥
অনাথিনী মা'য়েরে বা কেমনে ছাড়িবে। প্রথমে ত জননী-বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান। সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ॥

ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নহে। গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থলি হয়ে॥
তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও। যে তোমার ইচ্ছা তাই কর' চলা যাও॥"

এইরূপে সকল আপ্তবৈষ্ণবের কাছে তিনি শিখাসূত্রের অন্তর্ধানের কথা বলিলেন।

'এইরূপে ভক্তগণ গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। 'গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলে আর এ গ্রামে আসিবেন না, স্বেচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইবেন, তখন আমরা কোথায় গিয়া তাঁহাকে দেখিব,' এইরূপ তাঁহারা নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শিখা মুড়াইবার ভাবী সংবাদে মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়িয়াছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ স্বীয় সেবকের দুঃখ সহিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এইরূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিলেন। যথা—

"তোমরা বুঝি ভাবিতেছ আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তোমাদিগের সকলকে ছাড়িয়া যাইব, এরূপ তোমরা মনে করিও না। তোমরা যেখানে আমিও সেখানে। এই জন্মে যেমন তোমরা আমার সঙ্গে থাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সুখভোগ করিতেছ,জন্মে জন্মে, যুগে যুগে আমার অবতারকালে তোমরা সেইরূপ আমার সঙ্গী হইয়াছিলে। আমি আরও দুইবার অবতার হইব, তখনও তোমরা কীর্ত্তন করিয়া আমার সঙ্গে মহাসুখী হইবে। অতএব লোক-শিক্ষার জন্য আমার এই সন্ন্যাস-গ্রহণ, তোমরা চিন্তা করিও না।" গৌরাঙ্গ ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রেমালিঙ্গন দ্বারা সকলকে প্রবোধিত করিয়া নিজালয়ে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শচীমাতা বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস-গ্রহণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া শোকে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে নিরবধি ধারা বহিতে লাগিল। একদিন বিশ্বম্ভর বাটীতে আসিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শচীমাতা ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।—

"না যাইয় না যাইয় বাপ! আমারে ছাড়িয়া।
পাপ-জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥

* * * * *

অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥

পরম বান্ধব গদাধর-আদি সঙ্গে। গৃহেস্থহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমনে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥"

এইরূপে—

'প্রেমশোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥'

তখন শচীদেবী পুনরায় কহিলেন,—

"তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা। বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ। তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥"

ইত্যাদি—

গৌরাঙ্গ ইহা শুনিয়া প্রথমে নীরব ছিলেন, মাথা তুলেন নাই, পরে মাতাকে অনাহারে বিবর্ণা, 'অস্থি-চর্ম্ম সার', 'শোকাকুলী' দেখিয়া পাছে তাঁহার জীবন না রহে ইহা ভাবিয়া তাঁহাকে নিভৃতে এইরূপ কিছু 'গোপ্যকথা' বলিয়াছিলেন। যথা:—

প্রভু বোলে "মাতা তুমি স্থির কর' মন। শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম। কোনোকালে আছিল তোমার পৃশ্নি নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী। তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপনি॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার। তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর বার। তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি। তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা। কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী। তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥
আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এইমত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥"

ইহার পর গৌরাঙ্গ মাতাকে বলিলেন, 'আমি এই সকল গোপ্য কথা অকপটে বলিলাম, তুমি মনে আর দুঃখ করিও না।'

অনন্তর বিশ্বম্ভর বৈষ্ণবদিগের সহিত আনন্দে নিরন্তর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখন কি করেন তাহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারে না। এইরূপে ভক্তগণ তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প-কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল।

একদিন বিশ্বম্ভর নিভৃতে নিত্যানন্দকে গৃহত্যাগের কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন।—"শুন নিত্যানন্দ! আমি এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে নিশ্চয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইব। কাটোয়াতে যে কেশব ভারতী আছেন তাঁহার নিকট আমার সন্ন্যাস গ্রহণ নিশ্চিত। এ কথা মাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর আর মুকুন্দ এই পাঁচজনকে জানাইবা। নিত্যানন্দ সেইরূপ করিয়াছিলেন। যে রাত্রে বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিবেন উহার সমস্ত দিবা ভাগ তিনি কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যখন বাটীতে আসিয়া বসিয়াছিলেন তখনও অনুচরবর্গ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং অন্য অনেক লোকেরও সমাগম হইয়াছিল। চন্দন ও মালায় বিশ্বম্ভরের সর্ব্বাঙ্গ শোভিত হইয়াছিল। শেষে তিনি নিজের গলার মালা সকলকে প্রসাদস্বরূপ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা আনন্দিত হইয়াছিল। তিনি সকলকে সর্ব্বদা কৃষ্ণের চিন্তা ও নাম করিতে উপদেশ দিয়া বাটী যাইতে বলিয়াছিলেন। তৎপরে সকলে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া চলিয়া গেলেন।

এমন সময়ে শ্রীধর একটা লাউ হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। গৌরাঙ্গ উহা দেখিয়া হাসিয়াছিলেন। কল্য উহা খাওয়া ঘটিবে না অতএব শ্রীধরের প্রদত্ত লাউ অদ্যই ভোজন করিবেন, ইহা স্থির করিলেন। পরক্ষণে কোন এক ভাগ্যবান্ 'দুগ্ধ ভেট' আনিয়া রাখিল। বিশ্বম্ভর তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া জননীকে সত্বরে দুগ্ধ-লাউ রান্ধিতে বলিলেন।

লোকজন চলিয়া গেলে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে গৌরাঙ্গ ভোজন করিতে গেলেন। ভোজন সমাপন ও আচমনাদি করিয়া শয়নগৃহে গিয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর॥
আই জানে আজি প্রভু করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ॥"

এদিকে চারি দণ্ড রাত্রি আছে জানিয়া গৌরাঙ্গ সঙ্গে লইবার সামগ্রী লইয়া উঠিলেন, গদাধর ও হরিদাসও উঠিলেন, গদাধর সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করিলে গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারো সঙ্গ। এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ॥"

আই বিশ্বম্ভরকে গমনোদ্যোগী জানিতে পারিয়া তখনই বাহিরের দুয়ারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিশ্বম্ভর বহির্গমন কালে মাতাকে দ্বারে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তথায় বসিয়া এইরূপ 'বহু প্রবোধ' দিয়াছিলেন, যথা—

"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন। পড়িলাম শুনিলাঙ তোমার কারণ।
আপনার তিলার্দ্ধেকো না লৈইলা সুখ। আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমার। আমি কোটি কল্পেও নারিব শুধিবার॥
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার। আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার। স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ কত করে সেই নাথ। তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিন অন্তরে কি এখনে বা আমি। চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার। সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥"
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার। "তোমার সকল ভার আমার আমার॥"

শচীমাতা এই সকল কথা শুনিয়া কোন উত্তর না করিয়া কেবল কান্দিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস এস্থলে বলিয়াছেন—শচীমাতা পৃথিবী তুল্য স্থির হইয়া রহিলেন, কৃষ্ণের এ সকল অচিন্ত্য কথা কে বুঝিবে?

"যত কিছু বোলে প্রভু শচী সব শুনে। উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝর নয়নে॥
পৃথিবী স্বরূপা হইলা শচী জগন্মাতা। কে বুঝয়ে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সর্ব্ব কথা॥"

এই সময়ে গৌরাঙ্গ জননীর পদধূলি মস্তকে লইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে সত্বরে চলিয়া গেলেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৃহত্যাগী হইলেন। এদিকে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—

"প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা। জড়প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা॥"

ভক্তগণ এ সকল বৃত্তান্ত তখন কিছুই জানিতে পারেন নাই। উষঃকালে স্নান করিয়া মহান্ত সকল গৌরাঙ্গকে নমস্কার করিতে আসিয়া দেখেন আই বাহির দুয়ারে। প্রথমেই শ্রীবাস কহিলেন—

"আই কেনে রহিয়াছে বাহির দুয়ার॥"
জড় প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর। নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর॥"

(চৈ, ভা, মধ্যখণ্ড, ২৫ অ এবং ২৬ অধ্যায়ের প্রথমাংশ)

মন্তব্য

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয় হইতে বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়ারোগের বিবিধ লক্ষণ প্রকটিত হওয়া জানা যায়। যথা ভাবাবেশে নৃত্য, ক্ষণে ক্ষণে হুঙ্কার ও মহা অট্টহাস্য,ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া,ইত্যাদি। 'বাহ্য' অর্থাৎ ঐ পীড়ার আক্রমণোত্তর কতকটা সংজ্ঞা লাভ হইলে বিশ্বম্ভর ভক্তগণকে লইয়া স্থির হইয়া বসিতেন, কখন গঙ্গায় 'বিহার' অর্থাৎ জলক্রীড়া করিতে যাইতেন, আর বাটীতে স্নান করিলে অনেক কলসী জল ব্যবহার করিতেন। এই যে স্নানে অধিক জলের ব্যবহার তাহা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত লোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ বলা যাইতে পারে। ইহা বিশ্বম্ভরের জীবনে চিরকালই বিদ্যমান ছিল। উপস্থিতে বাটীতে স্নানার্থ জল আনিবার জন্য শ্রীনিবাসের পরিচারিকা 'দুঃখী' নিযুক্ত ছিল, কেননা ঐ বড়টাস্নান শ্রীধরের বাটীতেই নির্ব্বাহ হইত। দুঃখী, গঙ্গা হইতে বহু কলস জল বাটীতে আনিয়া চতুর্দ্দিকে সারি সারি করিয়া রাখিত এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্যকারী গৌরাঙ্গের প্রতি 'সজল নয়নে' (বোধ হয় সানুরাগ দৃষ্টিতে) চাহিয়া দেখিত। ইহাতে গৌরাঙ্গ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কৃপা প্রদর্শন ছলে সে দুঃখী নামের যোগ্য নহে তাহাকে অতঃপর 'সুখী' বলিয়া সকলে ডাকিবে, ইহা ভক্ত-বৈষ্ণবগণের প্রতি আদেশ করিলেন। ইহা ভিন্ন দুঃখী সম্বন্ধে ইহাও বলিলেন, সে "সর্ব্বকালে সুখী হেন মোর চিত্তে লয়।" বিশ্বম্ভর এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে ভক্তগণ দুঃখীর প্রতি প্রভুর 'অতিকারুণ্য' বুঝিতে পারিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরন্তু পাঠক! এই ব্যাপারটী একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হয় যে, বিশ্বম্ভরের অকালোন্মেষিত ও সাময়িক উদ্দীপিত কামবাসনা যাহা তিনি পূর্ব্বাবধি স্বীয় অশান্তিন্ মানসে নিরুদ্ধাবস্থায় সংগোপনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সম্প্রতি তাহা দুঃখীর হাব ভাব ও কটাক্ষে অতর্কিতভাবে সহসা বাহ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। দেখা যায়, শ্রীবাসের পরিচারিকা বিশ্বম্ভরের নিকট অপরিচিতা থাকা সম্ভব ছিল না, অথচ তিনি যে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাঁহার

মানসিক বর্ত্তমান অবস্থা গোপন করিবার ব্যপদেশ মাত্র। আবার তাহা কর্ত্তৃক স্নানের জল নিয়ত আনার কথা অবগত হইলে সন্তুষ্ট হইয়া 'সে দুঃখী নামের যোগ্যা নহে এবং সে সকল সময়ে সুখী এবং তাহাকে তোমরা সকলে সুখী বলিয়াই ডাকিবে' এরূপ অভিমত প্রকাশ করা দুঃখীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ভাব প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছু বোধ হয় না। পক্ষান্তরে দুঃখী গঙ্গাজল বহিতে বহিতে সজল নয়নে যে বিশ্বম্ভরের নৃত্য এক এক বার দেখিতেছিল তাহাতে বিশ্বম্ভরের প্রতি তাহার কামভাবে আনন্দ-দৃষ্টিপাত ভিন্ন সাধারণ দেখা মাত্র নহে? প্রত্যুত উহাই সঙ্গত বোধ হয়। এদিকে অজ্ঞ ভক্তগণ দুঃখীর প্রতি গৌরাঙ্গের অতি-কারুণ্য ভাব-প্রকাশ মনে করিয়া আনন্দে হরিধ্বনিই করিয়াছিল।

আর একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের গৃহে আবেশাবস্থায় নৃত্য করিতেছিলেন, এই সময়ে শ্রীবাসের পুত্র মরিয়া যাওয়ায় বাটীর ভিতরে কান্না পড়িয়াছিল। শ্রীবাস প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বাটীর ভিতর গিয়া কোনরূপে স্ত্রীলোক দিগকে কাঁদিতে নিবারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্যে যোগ দিয়াছিলেন। ভক্তগণ পরস্পর ঐ ঘটনা জানিতে পারিল কিন্তু কিছু প্রকাশ করে নাই। এদিকে বিশ্বম্ভর ঐ দুঃসংবাদ ভিতরে ভিতরে বুঝিতে পারিয়াও স্বীয় আবেশ নৃত্য থামাইতে পারেন নাই। কতক্ষণ পরে তিনি অজ্ঞাতের ভাণ করিয়া শ্রীবাসের বাটীতে কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে, এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাঠক ইহা পূর্ব্ব হইতে অবগত আছেন যে, হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ অবস্থায় রোগী একবারে জ্ঞানশূন্য থাকেনা, তখন তাহার অসম্বিন্ মানস জাগরিত থাকে, সে তাহাতে চারিদিকে কি হইতেছে তাহা জানিতে পারে অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির ন্যায় নিশুব্ধ ভাবে থাকে। পশ্চাৎ সংজ্ঞা লাভ করিলে প্রথমে উহা স্মরণ করে, তদনন্তর অন্যের মুখে ঘটনা শুনিয়া বিষয়টা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। বিশ্বম্ভরের এস্থলে এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল। নতুবা তিনি সুস্থ-মনা থাকিলে শ্রীবাসের পুত্র বিয়োগরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত জানিয়াও তাঁহার বাটীতে নৃত্য-সুখে নিরত থাকিয়া তাদৃশ হৃদয়হীনতার কি পরিচয় দিতে পারিতেন? কদাচ নহে।

জানা যায়, শ্রীনিবাস স্বীয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ আড়াই প্রহরকাল বিশ্বম্ভরকে জানিতে দেন নাই। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত ধৈর্য্য এবং বিশ্বম্ভরের প্রতি প্রগাঢ়

ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এদিকে দেখা যায়, বিশ্বম্ভর যখন ঐ নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি 'গোবিন্দ গোবিন্দ' স্মরণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা শ্রীবাসের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশের জন্য প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেননা তিনি পরক্ষণেই বলিয়াছিলেন,—

"পুত্র শোক না জানিল যে মোহর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে॥"

ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, শ্রীবাসের পুত্র শোক জন্য তিনি তাদৃশ কোন কষ্ট বোধ না করিয়া বরং শ্রীবাস ও তৎ সদৃশ ভক্ত বা প্রেমিকগণকে ছাড়িয়া কিরূপে সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন তাই ভাবিয়া স্বীয় মনঃকষ্টের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপস্থিত ক্ষেত্রে শ্রীবাসের প্রতি বিশ্বম্ভরের সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করাই সুসঙ্গত হইত। পরন্তু রোগধর্ম্মে তদীয় 'অমনোযোগিতা' প্রযুক্ত তিনি এই সময়ে এক সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও অসময়োচিত প্রসঙ্গ (শ্রীবাস সঙ্গ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গমনের খেদোক্তি) উপস্থিত করিয়া ছিলেন। তবে ইহাও অস্বীকার্য্য নহে যে, গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস সঙ্কল্প তখন হইতেই কার্য্যে পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এদিকে দেখা যায়, গৌরাঙ্গের অবতারত্বে বিশিষ্ট আস্থাবান্ তদীয় আদি-জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের প্রাগুক্ত অসংলগ্ন প্রলাপোক্তিকে আবরণ দিবার অভিপ্রায়ে একটী অত্যদ্ভুত ঘটনা স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেটী এই, বিশ্বম্ভর শ্রীবাসের একটী মৃত শিশু পুত্রকে স্বীয় প্রশ্নের উত্তরে কথা কহাইয়াছিলেন। ঐ কথা ও আবার এরূপ তাত্ত্বিক ছিল যাহাতে শ্রীবাসাদির শোকাপনোদন এবং ভক্তমণ্ডলী মুহ্যমান হইতে পারে। জানিনা এরূপ উপকথায় গৌরাঙ্গ ভক্তগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকেন কিনা?

বৃন্দাবন দাস অধ্যায়ের অন্যত্র বলিয়াছেন,—বিশ্বম্ভরের প্রেমভাবের আতিশয্যে তাঁহার আর সংসার কার্য্যে স্ফূর্ত্তি ছিল না, তন্নিবন্ধন অন্য কথা দূরে থাকুক, বিষ্ণু পূজা পর্য্যন্তও তাঁহা কর্তৃক নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার প্রেমভাবোত্তেজনায় এতাধিক নেত্রবারি নিঃসৃত হইতেছিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র পুনঃ পুনঃ সিক্ত হওয়ায় আর পূজা করা ঘটে নাই। পাঠক! একটু

ভাবিয়া দেখিলে ইহা যে তাঁহার হিষ্টিরিয়া রোগের ভাবোচ্ছাস নিবন্ধন অতিক্রন্দন হইতে ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে?

অতঃপর, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে বিশ্বম্ভরের ভোজন করিতে বড়ই ইচ্ছা হওয়ায় তিনি তাহার বাটীতে যাচিয়া নিজের নিমন্ত্রণ করেন এবং থোড় ভাতে ভাত মাত্র খাইয়া অতিতৃপ্তি লাভ প্রকাশ করেন। ইহাও হিষ্টিরিয়ার ফল মনে করিতে হইবে। আর উহার গৃহে ভক্ত বিজয় দাস তন্দ্রাবস্থায় যে তথাকথিত ভগবদ্ বিভূতি দর্শন করিয়াছিল তাহা তৎ প্রতি বিশ্বম্ভরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের ফল ভিন্ন আর কি মনে হইতে পারে? বিজয় দাস সম্ভবতঃ বায়ু-প্রকৃতিক লোক ছিল। তৎপ্রতি বিশ্বম্ভরের ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের অবসরও বেশ ঘটিয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা লেখকের এই অনুমিতির পোষকও জানা যাইতেছে। বিজয় যখন তন্দ্রাবস্থ ছিল অর্থাৎ যখন তাহার অসম্বিন্ মানস জাগরুক এবং সম্বিন্মানস আংশিক জাগ্রত ছিল তখন বিশ্বম্ভর উহার মুখে হাত চাপা দেওয়ার ফলে সে কোন (সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গ বিষয়ক) স্বপ্ন দেখিয়া কথা কহিতে না পারিয়া অস্ফুট গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছিল। ঐ শব্দে নিকটস্থ নিদ্রিত বৈষ্ণবদিগের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এই সময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গে চক্ষু উন্মীলিত হইলে বিশ্বম্ভর ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের উত্তম অবসর পাইয়া থাকিবেন। পরক্ষণে তিনি অন্য সকলকে শুনাইয়া বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি যতদিন হেতায় থাকি ততদিন তুমি একথা কাহার কাছে প্রকাশ করিও না'। ইহার আশু ফল এই হইয়াছিল, নিকটস্থ বৈষ্ণবগণের মনে এই প্রত্যয় হইল যে, বিজয় হয়ত প্রভুর কোনরূপ বিভব দেখিতে পাইয়াছে। এদিকে বিজয়ও জাগরিত হইয়া স্বপ্নদৃষ্ট কাল্পনিক বিষয়কে বাস্তবিক ঐশ্বরিক বিভব (Super human power) মনে করিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তদবধি সে ৭ সাত দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নদীয়া নগরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল। সুবুদ্ধি পাঠক! বিবেচনা করুন যদি কোন ভাগ্যবান্ বহু সুকৃতির ফলে কখন ভগবৎ কৃপা বা ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে পায় তবে তাহার ধীর ভাবে মনে মনে অনুপম আনন্দ উপভোগ করাই সঙ্গত হয়। নতুবা বিজয় দাসের মত বিহ্বল হইয়া বাতুলবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হওয়া কি তাহার পক্ষে

সম্ভব হইতে পারে? এস্থলে কার্য্য কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, বিজয়ের প্রতি বিশ্বম্ভরের ঐন্দ্রজালিক প্রেরণা বা শক্তি প্রয়োগের ফল-বিপর্য্যয়ে বিজয়ের ঐরূপ দশা ঘটিয়াছিল। লেখক এরূপ দুর্ঘটনার একটী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এস্থলে বিশ্বম্ভর কৃত ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগের পোষকে প্রমাণের যে তাদৃশ অভাব ছিল, তাহাও নহে। দেখা যায় (১) বিশ্বম্ভর যখন স্বীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রথম ফল বিজয়ে সম্যক্ ফলিয়াছে দেখিলেন তখন কেবল তিনিই আনন্দে হাসিয়াছিলেন। কেননা বিজয়ের সহসা পরিবর্ত্তিত অবস্থা অন্য কাহারও হাস্যোদ্দীপক হয় নাই। (২) বিশ্বম্ভর নিকটস্থ বৈষ্ণবদিগকে প্রশ্ন করেন বিজয়ের আচম্বিতে তত বড় হুঙ্কারের কারণ কি? পরক্ষণে নিজেই উত্তর করিয়াছিলেন, 'জানিলাম গঙ্গার প্রভাবে বিজয়ের এমন হইয়াছে। যেহেতু তাহার গঙ্গার প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে।' পরক্ষণেই আবার বলিলেন,—'শুক্লাম্বরের গৃহে কোন দেবতার ত অধিষ্ঠান হয় নাই? যদি সেরূপ হইয়া থাকে তবে তাহা কৃষ্ণই জানেন।' পাঠক! ইহাতে কি এই উপপন্ন হয় না যে, স্বকীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বিজয়ের যে উক্ত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বিশ্বম্ভর অজ্ঞ বৈষ্ণব ভক্তদিগের নিকট গোপন করিয়া উহা গঙ্গা বা অন্য দেবতার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে ইহাই বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এস্থলে বিশ্বম্ভরের স্বীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তি গোপন রাখা ব্যতীত তাঁহার ঐ উত্তরে অন্য অভিসন্ধিও যে নিহিত ছিল তাহাও সূচিত হয়। তিনি গঙ্গা অথবা কোন দেবতা বিজয়ের সহসা পরিবর্ত্তিত ভাবের কারণ হইবেক এবং তাহা 'কৃষ্ণই জানেন' এরূপ বলায় বৈষ্ণবদিগের মনে সহজেই তাঁহারই দৈবীশক্তি বা বিভব, ইহা তাঁহার কথায় প্রকারান্তরে প্রকাশ পায়। পাঠক ইহা বেশ অবগত আছেন, বিশ্বম্ভরের রোগধর্ম্মে স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব বৈষ্ণব মণ্ডলীতে কৌশলে প্রচার এবং নিজের প্রতি তাহাদের ভক্তি আকর্ষণ করাই মূল উদ্দেশ্যই ছিল। এক্ষেত্রে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার যে একটা সুযোগও হইয়াছিল, ইহাই মনে করিতে হয়। ফলতঃ ইহা বলিলে সত্যের কোনও অপলাপের আশঙ্কা করিতে হইবে না যে, এই বিজয়-ব্যাপারে নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য, বিশ্বম্ভর এস্থলে স্বীয় হিষ্টিরিয়া-স্বভাব-সুলভ অসাধারণ চাতুরী পরিচালনা করিয়াছিলেন।

অবশেষে আমরা বিশ্বম্ভরের উপরি উক্ত পরকীয় ও স্বকীয় ভাব প্রেরণা সম্ভূত সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশিত হইবার পরেও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে কেন যে এত কাল-বিলম্ব এবং তদ্বিষয়ে অপরের পরামর্শ লওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই মন্তব্য শেষ করিতেছি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে হিষ্টিরিয়া স্বভাবে ভাবপ্রেরণা (উভয় প্রকারই) কখন ঝটিতি কখন বা বিলম্বে কার্য্যকরী হয়। এস্থলে দেখা যায় বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্কল্প প্রথমে ঝটিতিই হইয়াছিল বটে কিন্তু উহা সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়োন্মুখ হয় নাই। কিছুদিন পরে তিনি তাহা অন্য ভাবাবেগের অবস্থায় ভক্তদিগের নিকট দ্বিতীয়বার প্রকাশ করেন মাত্র। তখনও তাঁহার ঐ বিষয়ে মনন চলিতেছিল অর্থাৎ অসম্বিন্ মানসে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন (Auto-suggestion) দ্বারা উহার পরিপুষ্টি সাধন ঘটিতেছিল। তদ্ভিন্ন ঐ সম্বন্ধে অন্যের নিকট হইতে অনুকূল সম্মতি (favourable Hetero-suggestion) লাভের প্রয়োজন বোধও হইতেছিল। সেজন্য দেখা যায়, বিশ্বম্ভর এই সময়ে সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দের নিকট গিয়া স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ইহা শুনিয়া নিত্যানন্দ মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও প্রকাশ্যে কোন বাধাজনক কথা বলিতে সাহসী হন নাই। কেন না তিনি ভালমতেই জানিতেন বিশ্বম্ভর কাহারও কথার বাধ্য হইবার পাত্র ছিলেন না। তখন নিত্যানন্দ করিলেন কি? তিনি বিশ্বম্ভরকে কোন অপ্রিয় রূঢ় কথা না বলিয়া প্রিয় এবং তোষামোদ বাক্য দ্বারা প্রকারান্তরে স্বীয় নিষেধ মত ব্যক্ত করা উচিত বিবেচনা করিলেন। তাই তিনি বিশ্বম্ভরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি সর্ব্বলোকপালক, সর্ব্বলোকনাথ এবং ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছায় কে বাধা দিতে সমর্থ? অতএব যাহা করিলে ভাল হয় তাহা সকল তুমি জান; কিরূপে জগৎ উদ্ধার করিবে তাহা তুমি ভিন্ন আর কে জানে? অতএব তুমি স্বতন্ত্র, তুমি যাহা করিবে তাহাই নিশ্চয় হইবে।" তবে নিত্যানন্দ শেষে ইহাও বলিলেন 'অন্যান্য সেবক দিগের এ বিষয়ে অভিমত কি তাহা জান।—

"তথাপিহ কহ সর্ব্ব সেবকের স্থানে। কেবা কি বোলেন তাহা শুনহ আপনে।"

তাহার পরে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও।'

নিত্যানন্দের এই উত্তরের স্বীয় সঙ্কল্পের প্রকারান্তরে বাধাবোধক

অর্থ গ্রহণ না করিয়া বিশ্বম্ভর অনুকূল অর্থই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেই সন্তোষ প্রকাশার্থে তিনি নিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গনও করিয়াছিলেন। পাঠক! ইহাতে কি মনে করিবেন গৌরাঙ্গ তাঁহার সন্ন্যাস বিষয়ে নিত্যানন্দের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই? লেখক বলেন তিনি তাহা বুঝিয়াও বুঝেন নাই। কেননা তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্প তখন এতদূর পরিপুষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি নিত্যানন্দের আরোপিত প্রশংসার বাক্য অসত্য জানিয়াও তাহা স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির অনুকূল-ভাব-প্রেরণা রূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাই তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া স্বীয় মনস্তুষ্টির ভাব অন্ততঃ বাহ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে এ কথা সত্য যে, নিত্যানন্দের শেষ উপদেশ (অন্য লোকের অভিমত গ্রহণ) বাহ্য তীব্র প্রেরণা রূপে তাঁহাতে কার্য্য করিয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দের নিকট হইতে মুকুন্দের বাটী গিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গ মুকুন্দের বাটী গিয়া কি করিলেন?

প্রথমে তিনি মুকুন্দকে কৃষ্ণমঙ্গল গাইতে বলিলেন, ইহাতে বিশ্বম্ভরের অভিপ্রায় এই থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ বিষয়ক গীত গাইয়া মুকুন্দের মন উদার-ভাবাপন্ন হইলে তিনি তখন তাঁহার সন্ন্যাস সঙ্কল্পে সম্মতি দিতে পারিবেন। ফলতঃ গীত সাঙ্গ হইলে মুকুন্দকে বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইলেন, তিনি তাহা শুনিয়া 'সকল আনন্দ তবে গেল' ভাবিয়া বিনয় (কাকু) সহকারে বিশ্বম্ভরকে বলিয়াছিলেন,—'আর কিছুদিন বিলম্ব করিয়া পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিও।' বিশ্বম্ভর মুকুন্দের এইরূপ অভিমত স্বীয় সঙ্কল্পের বিরুদ্ধ বুঝিয়া তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া তথা হইতে গদাধরের নিকট গমন করিলেন।

তথায় গিয়া অগ্রেই গদাধরকে জানাইলেন 'তিনি কৃষ্ণের উদ্দেশে গৃহত্যাগ ও শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক যেখানে সেখানে যাইবেন।' গদাধর তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় স্বীয় অভিমত এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।—'তোমার (বিশ্বম্ভরের) সকল কার্য্যই অদ্ভূত, শিখা সূত্র ত্যাগ করিলে যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তবে তোমার মতে গৃহস্থ কি কেহ বৈষ্ণব নাই? তৎপরে তোমার সন্ন্যাস বেদবহির্ভূত, যুক্তিশূন্য

এবং মাতৃবধের কারণ হইবে।' সর্ব্বশেষে গদাধর বলিয়াছিলেন—'তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া চলিয়া যাও।' এই সকল শুনিয়া বিশ্বম্ভর স্বকীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ বিষয়ে গদাধরের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অভিমত (counter-suggestion) জানিয়া, অন্য কথায় প্রতিকূল ভাব প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীবাস কিংবা অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইতে আর উৎসাহিত হন নাই। পাঠক! ইহা কি অতীব আশ্চর্য্য ও অস্বাভাবিক নহে? দেখুন্ যে অদ্বৈত তাঁহার তথাকথিত অবতারত্বের মূলীভূত এবং পরমহিতৈষী, ইত্যগ্রে বিশ্বম্ভর আপন মুখে বলিয়াছেন 'অদ্বৈত তাঁহাকে বিক্রয় করিলে বিক্রীত হন' অধিকন্তু যিনি ভক্তি ও কীর্ত্তন প্রচারে তাঁহার প্রকৃষ্ট সহায়, এহেন পরম উপকারক ও আত্মীয় অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প জানাইয়া তাঁহার মতামত জানিবার চেষ্টা করেন নাই! আর যে শ্রীনিবাস পণ্ডিত একামাত্র তাঁহাকে পাগল না বলিয়া তাঁহাতে কৃষ্ণ ভক্তির সম্যক্ বিকাশ বলায় তিনি বায়ুরোগের চিকিৎসার্থ গুরুতর বন্ধন এবং গঙ্গায় প্রবেশ পূর্ব্বক আত্মহত্যা হইতে অব্যাহতি পাইয়া ইদানীং বৈষ্ণব-সমাজে তাদৃশী অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, এখন কিনা সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ সম্বন্ধে সেই পরমহিতৈষী শ্রীবাসের সহিত একবার পরামর্শ করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই! সুবুদ্ধি পাঠক! ইহার প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা অতীব দুরুহ। ইহা সঙ্গত বোধ হয় যে, গৌরাঙ্গ গদাধরের নিকট স্বীয় সঙ্কল্পের বাধক তীব্র তাড়া খাইয়া মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ সঙ্কল্প অদ্বৈতাচার্য্য কিংবা শ্রীবাস পণ্ডিতের হৃদয়গ্রাহী ও অনুমোদনীয় হইবে না। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট হইতে তিনি প্রতিকূল ভাবপ্রেরণা ভিন্ন কোন প্রকার অনুকূল ভাব-প্রেরণা লাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তখন হইতে তাহার মনে এমন একটা বিভীষিকা সঞ্জাত হইয়াছিল যে, যাহাতে বিশ্বম্ভর স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণ বিষয়ে শ্রীবাস ও অদ্বৈতের নিকট পরামর্শ লইতে যাওয়া কিছুতেই সাহস করিতে পারেন নাই। ইহাকেই হিষ্টিরিয়ার অন্যতম ভীতি-লক্ষণ (Phobias) বলে। এতদ্ব্যতীত বিশ্বম্ভরের চিত্তে সামান্য বা বিশিষ্ট (বিদিত বা গোপ্য) যেরূপ কারণে হউক, সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ইদানীং অনিবার্য্যরূপে ক্রিয়োন্মুখ হওয়ায় তাহা প্রতিরোধ করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অতীব কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহাকে তাঁহার হিষ্টিরিয়ার অংশ-বাধ্যতা লক্ষণ (Compulsion) বলে। এদিকে আবার আচার্য্য এবং শ্রীবাসের মতের বিপরীত কার্য্য করিতে গেলেও সেবক বৈষ্ণব মণ্ডলীর মনে পাছে এমন একটা ভ্রান্তসংস্কার (যেমন—ভক্তের কথা ভগবান্ সর্ব্বদা রক্ষা করেন না, এরূপ) জন্মে, তাহারও আশঙ্কা করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহাকেও তাঁহার হিষ্টিরিয়া-ভীতির প্রকার ভেদ বলা যায়।

ইহার পরে বিশ্বম্ভর অন্যান্য বৈষ্ণবের নিকট গিয়া 'শিখাসূত্র মুড়াইমু' বলিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহা শুনিয়া বহু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে নানাবিধ আশ্বাস বাক্য বলিয়া ও আলিঙ্গন করিয়া সেদিন গৃহে গেলেন। তিনি ইঁহাদিগের নিকট হইতেও প্রতিকূল ভিন্ন কোনরূপ অনুকূল ভাব-প্রেরণা প্রাপ্ত হন নাই।

অবশেষে বিশ্বম্ভর বাটী আসিয়া স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণের বিরুদ্ধে শচীমাতার যুক্তিযুক্ত প্রবোধাত্মক নিষেধ বাক্য (counter-suggestion) শ্রবণ করিয়া কতক্ষণ হেঁট মুখে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। তাৎপর্য্য—এক্ষণে মাতা হইতে প্রাপ্ত প্রবল বিরুদ্ধ ভাব-প্রেরণার সহিত বিশ্বম্ভরের ক্রিয়োন্মুখ সন্ন্যাস-ভাবোত্তেজনার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া থাকিবে। তাই তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রোক্তভাবে কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া কোন্‌দিকে জয় হয় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শেষে যখন বুঝিলেন তাঁহার সন্ন্যাস ভাবেরই জয় হইল তখন তিনি স্তোভ দিবার অভিপ্রায়ে মাতাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নানাবিধ অতীব অদ্ভুত অদ্ভুত বাক্য-বিন্যাসে প্রতারিত করিতে প্রচেষ্টিত হইয়াছিলেন। তখন বিশ্বম্ভর ইহা ভাবিতেই পারেন নাই যে, তিনি তাঁহার মাতার সহিত প্রবঞ্চনার অধ্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার রোগধর্ম্মে তিনি কোন ভৌতিক-শক্তির অধীনস্থ হইয়া ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই লক্ষণকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় obsessions অর্থাৎ ভূতাবিষ্টতা বলে। এই হিসাবে গৌরাঙ্গের কৃতকার্য্যের জন্য তাঁহাকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে কি না, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য বিষয়। পরন্তু দেখা যায় বিশ্বম্ভরের কথিত স্তোভ বাক্যের ফলে শচীদেবী তখনকার মত কতকটা স্থির হইয়াছিলেন। এদিকে বিশ্বম্ভরও বৈষ্ণবদিগের সহিত বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেও লাগিলেন। অথচ তাঁহার মনের আবেগ ভিতরে ভিতরে উত্তরোত্তর প্রবলতর

আকার ধারণ করিতেছিল। সেজন্য জানা যায় বিশ্বম্ভর একদিন নিত্যানন্দকে সহসা নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন তিনি এই উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে কাটোয়ার প্রসিদ্ধ কেশব ভারতীর নিকট নিশ্চয়ই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। এই কথা মাতা, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর এবং মুকুন্দ এই পাঁচজনকে জানাইবে। গৌরাঙ্গের ইহাতে অবান্তর অভিপ্রায় এই থাকা সম্ভব, যে আর আর সকল বৈষ্ণব ও নগরবাসীদিগকে, এমত কি বিষ্ণুপ্রিয়াকেও * তাঁহার

* এই পরিচ্ছেদীয় বিবৃত বিষয়ের মধ্যে বিশ্বম্ভরের একটী বিশেষ আচরণ (লীলা) লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহা গৃহত্যাগ কালীন স্বীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি গৌরাঙ্গের ব্যবহার লইয়া। প্রাচীন মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ চৈতন্য ভাগবত (গৌরাঙ্গের আদি জীবনী) অবলম্বনে ইহা বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বম্ভরের সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তদীয় পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। তিনি গৃহত্যাগকালে পত্নীকে বাটীতে আনিয়া কোনরূপ প্রবোধাদি বাক্যে তুষ্ট করিয়া সন্ন্যাসে তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করেন নাই। আর নব্য-মতের কতকগুলি বৈষ্ণব এ বিষয়ে বলরাম দাসের পদ ও লোচন দাস কৃত চৈতন্যমঙ্গলের কোন কোন উক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক এমন একটী উপন্যাস রচনা করিয়া লইয়াছেন, (বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত—'অমিয় নিমাই চরিত' পুস্তকের ১৩ ও ১৪ অ. ২০৬—২১৯ পৃঃ দেখুন) যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের সত্বরে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইয়া তাহার যাথার্থ্য নিশ্চয়করণার্থ এবং সত্য হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাস সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে পিত্রাদির বিনা অনুমতিতে একাকিনী বিশ্বম্ভরের বাটীতে আসিয়াছিলেন এবং রাত্রিকালে আহারান্তে তাম্বূল এবং গন্ধ মাল্য লইয়া বিশ্বম্ভরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। বিশ্বম্ভর তৎকালে নিদ্রিত ছিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার পদ সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ পদ স্বীয় বক্ষে স্থাপন করত পতির মুখচন্দ্রিমা এক দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ক্রন্দন করিতেছিলেন। চক্ষের উষ্ণ জল বিশ্বম্ভরের পায়ের উপর পড়িলে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তৎপরে তিনি পদতলে নীরবে রোরুদ্যমানা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া তাঁহাকে আপন উরুর উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'তুমি আমার প্রাণপ্রিয়া, তুমি কাঁদ কেন?' তিনি তখন কোন উত্তর করিতে না পারিয়া অনবরত রোদনই করিয়াছিলেন, আর বিশ্বম্ভর স্বীয় পত্নীর অঞ্চল লইয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাঁহার সহিত নানাবিধ মধুর সম্ভাষণ, হাস্যকৌতুক এবং রসাভাসও করেন। তৎপরে বিষ্ণুপ্রিয়া পতির সন্ন্যাস-গ্রহণ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে বিশ্বম্ভর উপস্থিতে সন্ন্যাস গ্রহণ একেবারে অস্বীকার, পরে তাহা আবার প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া এইরূপ বলিয়া স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণে না কি বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মতি

হঠাৎ সন্ন্যাস-গমন-সংবাদে চমৎকৃত করিবেন। সেইহেতু দেখাও যায়, তিনি সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাহাকে কিছু জানিতে দেন নাই, বরং স্বীয় ব্যবহারে সকলকে সন্ন্যাসের কথা ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাঠক! স্বীয় কার্য্যে অন্যকে চমৎকৃত করা হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের স্বভাবসিদ্ধ। বিশ্বম্ভর সে স্বভাবও এস্থলে স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন। ইহার পরে তৎকৃত রাত্রির ব্যবহারে তিনি তদীয় হিষ্টিরিয়া স্বভাব সুলভ আরও দুটী বিকৃত মনোভাব প্রকাশের * স্পষ্ট পরিচয় দিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

পাঠক! এই পরিচ্ছেদের মূল পাঠে অবগত আছেন, বিশ্বম্ভর রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বাটীতে সমাগত বৈষ্ণব অবৈষ্ণবদিগের প্রতি এরূপ প্রীতির ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহারা কেহই (অবশ্য পাঁচজন ব্যতীত) জানিতে পারেন নাই যে, তিনি অদ্য শেষ রাত্রে গৃহত্যাগ করিবেন। আর শচীমাতাকেও রন্ধন কার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন যে, সেই রাত্রই বিশ্বম্ভরের যে সন্ন্যাস যাত্রার

লইয়া অবশেষে জগতের, তৎসহ আপনাদের উভয়ের হিতের জন্য 'আমিও কৃষ্ণ ভজি আর তুমিও কৃষ্ণ ভজ' বলিয়া বিদায় লইয়াছিলেন। সুধী পাঠক! চারিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের বঙ্গসমাজে চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া ব্রাহ্মণ বালিকা কর্ত্তৃক এরূপ শিষ্ট সমাজের নিয়ম বহির্ভূত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি বিশ্বসনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই উপন্যাসের রচয়িতাকে অপক্ক-বুদ্ধি একদেশদর্শী নাটক রচয়িতা বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক যখন বৈষ্ণবদিগের উচ্চতম প্রামাণিক গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবত আর তাহার পরেই প্রামাণিক গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে এই উপন্যাসের কোন নাম গন্ধও পাওয়া যায় না তখন এই বিশ্বম্ভর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ব্যবহার-প্রসঙ্গ বা তদ্ঘটিত অসঙ্গত সংবাদ অন্য কোন অর্ব্বাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত এবং কোনও ভক্ত-বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে বিশ্বসিত হইয়া আসিলেও তাহা সাধু সমাজে সর্ব্বতোভাবে হেয় বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত হইবে।

বাস্তবিক পক্ষে, সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যত গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি চৈতন্য ভাগবতোক্ত তাদৃশ অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ উপেক্ষা প্রণোদিত ব্যবহারের নিগূঢ় রহস্য অবশ্যই কিছু থাকিতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে যথাসাধ্য উদ্‌ঘাটনের আয়াস করা যাইবে।

* প্রথম, কোন সঙ্কল্প ক্রিয়োন্মুখ হইলে (এস্থলে সন্ন্যাসের) তাহা কার্য্যে পরিণত করণার্থ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা। দ্বিতীয়, আত্মবঞ্চনার সঙ্গে অন্যকে বঞ্চিত করিবার প্রবৃত্তি পরিচালন।

কাল তাহা তিনি সেদিন ভাবিতে সময় পান নাই। তবে আহারান্তে পুত্র যখন শয়নকক্ষে যাইতেছিলেন তখন গদাধর ও হরিদাস তাঁহার অনুগমন করায় ঐ কথা তাঁহার অবশ্যই স্মরণ পথে উদিত হইয়া থাকিবে। তদবধি তিনি নিদ্রা যান নাই, শোক ও রোদন করত বহির্দ্বারে গিয়া বসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অভিপ্রায় ছিল—স্বীয় প্রাণের পুত্তলীকে শেষ একবার দেখিয়া সন্ন্যাস হইতে বিরত হইবার জন্য আবার দুটা কথা বলিবেন। কিন্তু তিনি বিশ্বম্ভরকে শেষ যখন দেখিলেন তখন তাঁহাকে একটীও কথা বলিতে পারেন নাই। †

† শচীদেবী কিছুদিন পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প শুনিয়া অবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ করত রোদন পরায়ণা হইয়া দুশ্চিন্তায় ও শোকে কাল হরণ করিতেছিলেন। পরন্তু অদ্য অর্দ্ধ রাত্রের পরে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার ঠিক সময় উপস্থিত ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। অভিপ্রায় এই হইতে পারে, তাঁহার প্রাণের পুত্তলীকে শেষ একবার দেখিয়া লইবেন এবং পারেন ত দু-চারটা কথা বলিয়াও তাহাকে ঘরে রাখিবার পুনর্ব্বার একবার আকিঞ্চন করিবেন। কিন্তু হায়! তিনি যখন একাকী পলায়নপর গৌরাঙ্গকে নিকটে আসিতে দেখিলেন তখন এ জীবনে পুনরায় আর তাঁহাকে দেখার বা গৃহে রাখার আশা একেবারে নির্ম্মূল হওয়ার আশঙ্কায় তাঁহার শোকাবেগ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে,তৎকালে তাঁহাতে কণ্ঠরোধ (বাঙ্-নিষ্পত্তিরাহিত্য), স্তম্ভন (হস্তপদাদির ক্রিয়াহীনতা), নয়নে অবিরাম ধারা বর্ষণ ইত্যাদি হিষ্টিরিয়া-মিশ্র গ্রহাময়ের আক্রমণ-লক্ষণ সদ্যই উপস্থিত হইয়া পড়িল। গৌরাঙ্গ মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া আর কি করিবেন? তাঁহার হাত ধরিয়া যত কিছু স্তোভ ও আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ (অবশ্য স্বীয় ভূতাবিষ্টাবস্থায়), প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, হতভাগিনী তাহা জানিতে পারিয়াও পুত্রকে একটীও কথা বলিতে বা যাত্রাকালে মস্তক আঘ্রাণ করত হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে সমর্থা হন নাই। এই অবস্থাকে পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদে Hystero-catalepsy অর্থাৎ দ্বন্দ্বজ হিষ্টিরিয়া-গ্রহাময় রোগ বলে। এস্থলে শচীদেবীর বাক্যরোধ এবং নিশ্চল স্তব্ধভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মুদ্রিত নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবার কালে সাময়িক বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারা যে হিষ্টিরিয়ার সাধারণ লক্ষণ তাহা সকলে অবগত আছেন। পরন্তু এস্থলে বিস্ফারিত নেত্রে জলধারা বহিতে থাকা এবং ভিতরে অনেকটা সংজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারা (বড়ই কষ্ট-দায়ক) লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। এই অবস্থায় শচীদেবী দুই ঘণ্টাকাল ছিলেন। (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের মূলে তাহা বর্ণিত হইবে।) জানা যায়, হিষ্টিরিয়া রোগের অন্যান্য বহুবিধ বায়ুর অবসাদ (Paralysis) লক্ষণের ন্যায় এই সাময়িক বায়ুর অবসাদক বাগ্‌রোধ লক্ষণ হঠাৎ উপস্থিত হয়, পরে উহা হঠাৎ

এদিকে দেখা যায় বিশ্বম্ভর শয়নগৃহে গদাধর কর্ত্তৃক সঙ্গে যাইবার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া শেষ রাত্রে (চারিদণ্ড থাকিতে) যেন চোরের ন্যায় বাটী হইতে বহির্গমন করিতেছিলেন, কিন্তু বহির্দ্বারে গিয়া দেখেন তথায় মাতা উপবিষ্টা আছেন। তখন তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা সূচক বাক্য এবং মাতার ঋণ জন্মে জন্মেও অপরিশোধনীয় ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া পরে,—

"ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥"

তৎপরে বুকে হাত দিয়াও বারংবার বলিয়াছিলেন—

"তোমার সকল ভার আমার আমার।"

এই সময়ে শচীমাতা জড়বৎ, নির্ব্বাক্ ও রোদন পরায়ণা ছিলেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যূষে শ্রীবাস, পরে অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভরকে দেখিতে আসিয়া শচীদেবীকে বহির্দ্বারে তদবস্থ দেখিয়া এবং বিশ্বম্ভরকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত এবং নানাবিধ বিলাপ করিয়াছিলেন।

পাঠক! এক্ষণে বুঝিলেন বিশ্বম্ভর কিরূপ নির্বন্ধ ও সতর্কতার সহিত স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ-সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য যাবতীয় বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি আপনাকে নিঃস্ব এবং গার্হস্থ্যে নির্ব্বান্ধব জানিয়াও

ছাড়িয়াও যায়। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ ডাক্তার নিমিয়র হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ নির্ব্বচনকালে এইরূপ স্বকীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

Next in frequence to the forms just treated of comes hysterical aphonia. I have met with comparative frequence, both in males and females, * * * on the other hand Psycological influences have so marked an effect upon the appearance and disappearance of hysterical palsy, and especially of hysterical aphonia, that we may almost with certainty ascribe its origin to that portion of the brain connected in the formation of the psycological act.

See—A Text book of Practical Medicine by Dr. Felix Von Niemeyer, Translated by Drs. Humphrys and Hackley. Vol 1, p 55.

গৃহত্যাগকালে অনাথা, বৃদ্ধা শোকাতুরা মাতার 'সর্ব্বদা সকল ভার নিজের উপর রহিল' ইহা বলিয়া বুকে হাত দিয়া কিরূপে বারংবার তাঁহার মিথ্যা প্রত্যয় জন্মাইয়া আত্মপ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন! হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিকৃতমনা ব্যতীত আর কেহই কি এরূপ করিতে পারে? বস্তুতঃ ইহার মধ্যে রহস্য এই—বিশ্বম্ভর কিছুদিন পূর্ব্বাবধি স্বীয় ভূতাবিষ্টতা (obsession) নিবন্ধন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াই সকল কার্য্য করিতেছিলেন, সুস্থ মনে বা সজ্ঞানে কিছুই করেন নাই, তবে কেবল কোনরূপে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত সন্ন্যাস গ্রহণ-জন্য গৃহত্যাগ ব্যাপরটা ঠিক কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। *

* এই গ্রন্থীয় মন্তব্যেরএকাধিক স্থলে গ্রন্থকার বিশ্বম্ভরের হিষ্টিরিয়া রূপ বিচিত্র চিত্তবিকৃতি রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা যথাকালে না হওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চায় জানা গিয়াছে, কেবল ঔষধাদির প্রয়োগ তাদৃশ মানসিক রোগের চিকিৎসায় পর্য্যাপ্ত নহে, তৎপক্ষে মানস-চিকিৎসা (Psycotherapy) বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই চিকিৎসায় আবার বহু অভিজ্ঞতাশালী চিকিৎসকের বিবিধ সুচেষ্টা ভিন্ন সুফলেরও সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি ঐ চিকিৎসা সম্বন্ধে বিলাতের খ্যাতাপন্ন ডাক্তার হকেশওয়ার্থ যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই পরিচ্ছেদ-বর্ণিত গৌরাঙ্গ চরিতে বিশেষ প্রযোজ্য বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

"The showing the various symptomas grouped under neurethenia, the hysterical cases with their nervous and psycic manifestations, the phobias, obsessions and compulsions, etc., will each need to be met with appropriate measures, in the framing of which much resource is sure to be needed.

T. A. Hawkesworth M. B. M. R. C. S. Physician to the Neurological Clinic, Mimistry of pensions, Southampton, etc"

See—The practitioner, March, 1925 p. 220.

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত